সাহিত্য-পরিষদ্-গ্রন্থাবলী—সং ৪৩

পরিষৎপুথিশালায় সংগৃহীত

বাঙ্গালা

প্রাচীন পুথির বিবরণ

তৃতীয় খণ্ড—তৃতীয় সংখ্যা

শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য

সঙ্কলিত

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ, এম. এ.

মহাশয়-লিখিত ভূমিকা সমেত

২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির

হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত

বঙ্গাব্দ ১৩৩৯

মূল্য—পরিষদের সদস্য-পক্ষে—৷৷০, শাখা-সভার সদস্য-পক্ষে ৷৷/০,

সাধারণের পক্ষে ৷৷৵০ ।

১—১৯ ফর্ম্মা, কালিকা প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
এবং অবশিষ্ট অংশ ৪৭, শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা, অপূর্ব্ব প্রেস হইতে
শ্রীপরিমলচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

ভূমিকা

এই গ্রন্থে পরিষদের পুথিশালার দুই শত বাঙ্গালা পুথির বিবরণ দেওয়া হইল। ইহার পূর্ব্বে দুই খণ্ডে আরও দুই শত পুথির বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। পরিষদের বাঙ্গালা পুথির সংখ্যা বর্ত্তমানে ৩১০০র অধিক। সুতরাং এ পর্য্যন্ত সর্ব্বসমেত চারি শত পুথির বা সমগ্র সংগ্রহের অষ্টমাংশ মাত্রের বিবরণ সাধারণের নিকট প্রচারিত হইল। অর্থকৃচ্ছ্রতানিবন্ধন পুথির বিবরণ দ্রুত সঙ্কলন ও প্রকাশের ব্যবস্থা করিতে পারা যাইতেছে না। ফলে এই বিশাল পুথিসংগ্রহের মধ্যে যে সকল রত্ন লুক্কায়িত রহিয়াছে, অনুসন্ধিৎসু জনসাধারণ তাহাদের কোনও সন্ধান পাইতেছেন না।

লেখক ও মালিক

আলোচ্য গ্রন্থে বর্ণিত পুথিগুলি সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্য বিস্তৃতভাবে যথাস্থানে বর্ণনার মধ্যে দেওয়া হইয়াছে। বর্ণনায় অনুল্লিখিত কয়েকটী প্রয়োজনীয় বিষয় এবং বর্ণনামধ্যে নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত কতগুলি তথ্য আলোচনার সুবিধার জন্য এই স্থলে একত্র সন্নিবেশিত হইতেছে। কতকগুলি পুথির লেখক ও মালিকের নাম উল্লেখযোগ্য। এই সকল মালিকের নামের মধ্যে আমরা দেশের অনেক প্রসিদ্ধ সম্পন্ন ব্যক্তি ও ভূস্বামীদিগের নামের উল্লেখ পাই। ২৬২ সংখ্যক পুথিখানি বনবিষ্ণুপুরের রাজা গোপালসিংহদেবের মহিষী ধ্বজামণি পট্টমহাদেবীর হস্তলিখিত। ২৩৮ সংখ্যক পুথির মূল মালিক বিষ্ণুপুরের প্রসিদ্ধ রাজা চৈতন্যসিংহ। ২২০ ও ২৯১ সংখ্যক পুথির মালিক ছিলেন বোধ হয়, গোবর্দ্ধন যোগী ও টৌকানি যোগী; ইহা হইতে বুঝা যায় যে, যোগিসম্প্রদায়ের লোকও বৈষ্ণব গ্রন্থের আলোচনা করিতেন। লেখকদিগের পদবীর মধ্যে 'নাথ' (২২৭), 'গুপ্তি' (২৮৩) ও 'দাস শর্ম্মা' (২৫০) উল্লেখযোগ্য।

পুথির অক্ষর

পুথির অক্ষর অথবা লিপিবৈচিত্র্য সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই। কেবল 'য'কারের উচ্চারণ যে স্থলে জকারের ন্যায়, সে স্থলে দুই একখানি পুথিতে (২০২, ২০৫) যকারের ঊর্দ্ধে একটী বিন্দু দেওয়া হইয়াছে।

পুথির তারিখ

অনেক পুথিতেই নকলের তারিখ পাওয়া যায় এবং দুই একটি বাদে সবগুলি তারিখেই সাঙ্কেতিক শব্দ ব্যবহার না করিয়া সংখ্যা দ্বারা তারিখ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তারিখগুলির বেশীর ভাগই সন হিসাবে—কতকগুলিতে শকাব্দ এবং মল্লাব্দ বা মল্লশকও দেখিতে পাওয়া যায়। তবে বাঙ্গালা পুথিতে

অনেক স্থলে (৩২৫) শুধু সন এই শব্দের দ্বারা মল্লাব্দ নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় প্রকৃত তারিখ নির্ণয় দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। কোন কোন স্থলে এক সঙ্গে দুইটী অব্দের তারিখও দেওয়া হইয়াছে।[১] কিন্তু তাহাতেও সব জায়গায় তারিখ ঠিক করা যায় না। ২০৫ সংখ্যক পুথিতে শকাব্দ ও সন দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু হিসাব করিলে দেখা যায়, এই দুইটি তারিখের মিল নাই! এইরূপ ক্ষেত্রে আসল তারিখ সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট কিছু বলা শক্ত হইলেও শকাব্দটীকেই শুদ্ধ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। আবার এক স্থলে (৩০১) 'শকাব্দা ৮১০৪৬' এইরূপ লিখিত আছে। আর এক স্থলে (২১৮) ১৭৮ শক মাত্র এইটুকু লেখা আছে। এই দুই স্থলে তারিখ নির্ণয়ের কোনও উপায় নাই।

পুথিগুলির তারিখ সম্বন্ধে এইরূপ গোলমাল থাকিলেও ইহা নিশ্চিত যে, বর্ণিত পুথিগুলির মধ্যে খুব প্রাচীন একখানিও নাই। ইহাদের মধ্যে প্রাচীনতম পুথি কমবেশ আড়াই শত বৎসরের বেশী পুরাণ নহে। এই পুথির (৩৮৫) তারিখ সন ১০৮৪ সাল। বঙ্গীয় একাদশ শতাব্দীর লিখিত অন্যান্য পুথির মধ্যে তিনখানি (৩৮৪, ৩৮১, ৩৮০) যথাক্রমে ১০৮৭, ১০৮৮ ও ১০৮৯ সালে লিখিত। তবে এই তারিখগুলি অথবা ইহাদের মধ্যে কোনটী মল্লাব্দের কি না, তাহা জোর করিয়া বলিবার উপায় নাই। এতদতিরিক্ত প্রাচীন পুথির মধ্যে চারিখানি (৩২৫, ২৩৪, ৩০৯, ২৭৫) যথাক্রমে ১৬১৯, ১৬২২, ১৬৪৩ ও ১৬৫০ শকাব্দে লিখিত।

পুথির আকর

পুথির আকর অথবা প্রাপ্তিস্থান জানা অনেক সময়ে নানা কারণে বিশেষ প্রয়োজনীয়।[২] বাঙ্গালা পুথি সম্বন্ধে এ প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক। লিপিকরের বাসভূমি অনুসারে গ্রন্থের ভাষার পরিবর্ত্তন বহু স্থানে হইয়া থাকে। আলোচ্য পুথিগুলির লিপিকর ও মালিকের বাসস্থান প্রভৃতির বিস্তৃত বিবরণ অনেক পুথিতে পাওয়া যায় সত্য; তবে অনেক স্থলে উল্লিখিত স্থানগুলির আধুনিক অবস্থান নির্ণয় করা কঠিন।[৩] কয়েকখানি পুথি 'ইন্দ্রপ্রস্থ' ও 'বালিয়া' নামক স্থানে নকল করা হইয়াছিল বলিয়া নির্দ্দেশ আছে। এই নাম দেখিয়া সংশয় হয়, বাঙ্গালা দেশের বাহিরেও কোন কোন পুথির চলন ছিল।

পুথিদাতাদিগের নাম

পরিষদের পুথিশালার অধিকাংশ পুথিই মহানুভব ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক পরিষদে উপহৃত হইয়াছে। কিন্তু নানা স্থান হইতে পুথি সংগ্রহের সময় সমস্ত দাতাদের নাম লিপিবদ্ধ করা সম্ভবপর হয় নাই। তাই পুথির তালিকা যখন সঙ্কলিত হয়, তখন সকল দাতার নাম জানিতে পারা যায় নাই। এই খণ্ডে বর্ণিত পুথি

১। এইরূপ স্থলের মধ্যে ২১৭ সংখ্যক পুথিতে বাঙ্গালা সনকে 'প্রাকৃত সন' বলা হইয়াছে। ২৯২ সংখ্যক পুথিতে 'সন'কে 'শাক' বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ এ স্থলে 'শাক' শব্দের অর্থ 'বৎসর' মাত্র।

২। ১৬৯৯ শকে বা ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে নকল করা 'বিলাপকুসুমাঞ্জলি'র পুথিতে (৩৮৭) আমরা কলিকাতার সিমলার বাজারের উল্লেখ দেখিতে পাই।

৩। নির্ঘণ্টমধ্যে এই সকল স্থানের নাম অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

যাঁহারা দান করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহাদের নাম জানা গিয়াছে, আমরা এ স্থলে তাঁহাদের নাম ও প্রদত্ত পুথির ক্রমিক সংখ্যা পাদটীকায় উল্লেখ করিতেছি।[১]

পুথিতে সামাজিক তথ্য

পুথির বহিরঙ্গ আলোচনা দ্বারাও অনেক স্থলে দেশের প্রাচীন সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান্ কথা জানিতে পারা যায়। পুথির আদর আজকাল অনেক কমিয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু এক যুগে পুথি ছিল অমূল্য বস্তু। বহু কষ্টে এক একখানি পুথি সংগ্রহ করিতে হইত। তাই চুরি করিয়াও অনেকে পুথিসংগ্রহের চেষ্টা করিতেন। এই চৌর্য্য বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে পুথির শেষে নানারূপ দিব্য দেওয় হইত। অধিকাংশ পুথির দিব্যটী এইরূপ,—

যত্নেন লিখিতং গ্রন্থং যশ্চোরয়তি মানবঃ।
মাতা চ শূকরী তস্য পিতা তস্য চ গর্দ্দভঃ॥—(৩৬ পৃষ্ঠা)

২৮৫ সংখ্যক পুথির শেষের দিব্যটী একটু নূতন রকমের। যথা,—'এই পুস্তক যে ব্যক্তি চুরি করিবে সে শ্বাশুরে হইবেক আর পুত্রবধূকে হরণ করিবে।' ৩৩১ পুথিতে বলা হইয়াছে,—'এই গ্রন্থ যে জানিবার স্বরূপ চুরি করিয়া রাখিবেক সেই মহাপাপের পাতকি। সে বিয়াঁস্থা হইবেক।'

পুথির বিভাগ

বর্ণিত পুথিগুলির অধিকাংশই বৈষ্ণব গ্রন্থের। নিম্ননির্দ্দিষ্টভাবে উহাদের শ্রেণী বিভাগ করা চলে। (১) পদাবলী সাহিত্য, (২) বৈষ্ণব জীবনচরিত, (৩) পৌরাণিক গ্রন্থ, (৩ক) কৃষ্ণচরিত, (৪) ধর্ম্মতত্ত্ব, (৫) সহজিয়া প্রভৃতি সম্প্রদায়ের গ্রন্থ।

প্রয়োজনীয় পুথির বিবরণ

বর্ণিত পদাবলীসংগ্রহ গ্রন্থের মধ্যে ২০১ সংখ্যক গ্রন্থখানি সম্বন্ধে পদাবলী-সাহিত্যে বিশেষ অভিজ্ঞ স্বর্গগত পণ্ডিত সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত পদকল্পতরুর পঞ্চম খণ্ডে (পৃঃ ১২) পদসংগ্রহগ্রন্থের পরিচয়প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থে উদ্ধৃত দয়াল, নন্দদুলাল ও গৌরাঙ্গদাস নামক তিন জন অজ্ঞাতপূর্ব্ব পদকর্ত্তার কয়েকটি

১। পরিষদের অন্তরঙ্গ বন্ধু ও হিতৈষী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় এই খণ্ডে বর্ণিত ৪৯ খানি পুথি (২২৯, ২৩৪, ২৩৫, ২৩৮, ২৩৯, ২৪০, ২৫৬, ২৬০, ২৬৩, ২৭০, ২৭৪, ২৭৬, ২৮০, ২৯৬, ২৯৯, ৩০০, ৩০৫, ৩১২, ৩১৫, ৩১৬, ৩১৮, ৩১৯, ৩২৭, ৩২৯—৩৩৪, ৩৩৬, ৩৩৭, ৩৪৪, ৩৪৫, ৩৫৪, ৩৫৫, ৩৫৬, ৩৬০, ৩৬৩, ৩৬৮, ৩৭৬, ৩৭৭, ৩৮০, ৩৮১, ৩৮৫, ৩৮৬, ৩৮৮, ৩৮৯, ৩৯২, ৩৯৮,) দান করিয়াছেন। স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী মহাশয় দশখানি (২০৩, ২০৯, ২১০, ২১১, ২২৫, ২৮৫, ৩২১, ৩৩৯, ৩৪৬, ৩৬২), স্বর্গীয় নরেশচন্দ্র সিংহ তিনখানি (২৯৪, ৩৬১, ৩৭৪), শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী দুইখানি (২৬৫, ৩৭০), রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব একখানি (২৩৭) ও ময়মনসিংহের শ্রীযুক্ত বিরজাকান্ত ঘোষ একখানি (২৭৩) পুথি দান করিয়াছেন।

পদ তিনি তাঁহার 'অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী' গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। দ্বিজনাথ নামক এক পদকর্ত্তার একটি পদ ২৭৫ সংখ্যক পুথির শেষে একখানি স্বতন্ত্র কাগজে পাওয়া গিয়াছে।

বৈষ্ণব জীবন-চরিতের মধ্যে 'সূচক' নামে গ্রন্থখানিতে (৩২৮) রঘুনাথ দাস গোস্বামীর গুণাবলী বর্ণিত হইয়াছে। সাধারণের নিকট এ গ্রন্থ তেমন পরিচিত নহে। চৈতন্যতত্ত্বসার (৩২৯—৩০) ও স্বরূপবর্ণন (৩৩৩—৩৫) কবিকর্ণপূররচিত সংস্কৃত গ্রন্থ 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'র অনুরূপ। কর্ণপূর তাঁহার গ্রন্থে এই দুইখানি গ্রন্থের উল্লেখ করেন নাই; তবে তিনি যে স্বরূপাদিরচিত বিভিন্ন গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া তাঁহার গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহা তিনি স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন। স্বরূপাদিরচিত গ্রন্থের মধ্যে আমাদের আলোচ্য গ্রন্থও ছিল কি না, তাহা কে বলিবে?

পৌরাণিক গ্রন্থের মধ্যে অধিকাংশের বর্ণনীয় বিষয় কৃষ্ণচরিত্র—কতকগুলিতে পৌরাণিক অন্যান্য উপাখ্যানও বর্ণিত হইয়াছে। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে তিনখানি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। তিনখানিই একজাতীয় গ্রন্থ এবং তিনখানিরই আলোচ্য বিষয় ইন্দ্রদ্যুম্নের উপাখ্যান। এই উপাখ্যান অন্যান্য কোন কোন পুরাণের ন্যায় ব্রহ্মপুরাণেও বিবৃত হইয়াছে। ২৯০ সংখ্যক ব্রহ্মপুরাণ নামক পুথির প্রারম্ভে যে সৃষ্টির বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা মূল ব্রহ্মপুরাণের বিবরণের সহিত ঠিক মেলে না। 'জগন্নাথমাহাত্ম্য' নামক গ্রন্থে (২৮৪) বোধ হয়, জগন্নাথকে বৌদ্ধ অবতাররূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। ব্রহ্মপুরাণের ইন্দ্রদ্যুম্ন উপাখ্যানাংশ লইয়া রচিত গ্রন্থকেই ব্রহ্মপুরাণ (২৮৯) এই নামে অভিহিত করা হইয়াছে

কৃষ্ণচরিত্রবিষয়ক গ্রন্থগুলি প্রায় সকলই সংস্কৃতের অনুবাদ বা সংস্কৃত অবলম্বনে রচিত। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে কতকগুলি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ বা বিশেষ কথা এ স্থলে বলা যাইতে পারে। গোপালবিজয় (৩১২) নামক গ্রন্থে কৃষ্ণকীর্ত্তনের সুরটী কানে বাজে; দুই একটি পংক্তি এবং অনেক শব্দ দুই গ্রন্থে এক।

'কৃষ্ণলীলামৃত' (৩৫৯) নামক পুস্তকখানি ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ও ভাগবত অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে বলিয়া গ্রন্থকারের নির্দ্দেশ হইতে অনুমান হয়। নরসিংহ দাস অনূদিত 'হংসদূত' (৩০০—৪) রূপগোস্বামীর সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃতের অনুবাদ নহে। 'শ্লোক ছন্দে' বা সংস্কৃতে দাস গোসাঞি বা রঘুনাথ দাস গোস্বামী যাহা রচনা করিয়াছিলেন, নরসিংহ দাস তাহাই 'ভাষা ছন্দে' বা বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় (পৃঃ ৯৮, ৯৯)। এই হংসদূত বোধ হয়, ২০ অধ্যায়ে সমাপ্ত (৩০২ সংখ্যক পুথি দ্রষ্টব্য)। ইহার অংশবিশেষ ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন সঙ্কলিত 'বঙ্গসাহিত্যপরিচয়ে' (৮৫০ পৃষ্ঠায়) উদ্ধৃত হইয়াছে। তবে রঘুনাথ দাসের কৃত সংস্কৃত গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত কোথাও পাওয়া গিয়াছে বলিয়া জানি না।

রঘুনাথ দাস গোস্বামীর রচিত সংস্কৃত 'বিলাপকুসুমাঞ্জলি' নামক গ্রন্থ অবলম্বনে রাধাবল্লভ দাস বাঙ্গালা পদ্যে 'বিলাপকুসুমাঞ্জলি' (৩৪৭, ৩৭৩) রচনা করিয়াছিলেন। রাজেন্দ্রলাল

মিত্র সংস্কৃত বিলাপকুসুমাঞ্জলির যে পুথি দেখিয়াছিলেন, তাহাতে কিন্তু রূপগোস্বামীকে ইহার রচয়িতা বলা হইয়াছে।[১] ইণ্ডিয়া অফিস্ লাইব্রেরীতে যে পুথি আছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, এই গ্রন্থের টীকাকার রঘুনাথ ;[২] রচয়িতা নহে।

নারায়ণ দাস কর্ত্তৃক অনূদিত মুক্তাচরিত্রেরও মূল রচয়িতারূপে রঘুনাথ দাসের নাম পাওয়া যায় (৩৬৭)। তবে কোন কোন পুথির মতে এই গ্রন্থের রচয়িতা জীবগোস্বামী।[৩] বস্তুতঃ বৈষ্ণব গ্রন্থের রচয়িতার নাম লইয়া প্রচুর মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। রূপ, সনাতন ও জীবের রচিত গ্রন্থ সম্বন্ধেই এই মতভেদ বেশী।[৪] একই গ্রন্থের রচয়িতার নামরূপে বিভিন্ন পুথিতে অনেক ক্ষেত্রে এই তিন জনেরই নাম দেখিতে পাওয়া যায়।

'গোবিন্দরতিমঞ্জরী' (৩৮০) নামক গ্রন্থখানি ঘনশ্যামদাসের স্বকৃত সংস্কৃত গ্রন্থের ব্রজবুলিতে অনুবাদ। এই গ্রন্থের আর একখানি পুথি পরিষৎপুথিশালার সংস্কৃত বিভাগে (৫৫৩) রহিয়াছে। গ্রন্থের স্বকৃত সংস্কৃত উপক্রমণিকায় গ্রন্থকার সর্ব্বপ্রথম গোবিন্দগতিকে নমস্কার করিয়াছেন[৫]। এই উপক্রমণিকার দশম শ্লোকে গ্রন্থকার নিজেকে দিব্যসিংহাত্মজ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন; নিজের নাম কোথাও দেন নাই। Catalogus Catalogorum হইতে জানা যায়, কাশী সংস্কৃত কলেজে এই গ্রন্থের এক খণ্ড পুথি আছে; তবে সে পুথিতে অনুবাদ আছে, কি কেবল মূল আছে, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় রাধাকৃষ্ণ-পূজাবিষয়ক শ্রীপদ্ধতিপ্রদীপ নামক এক গ্রন্থের বিবরণ প্রদান করিয়াছেন[৬]। তাহাও এই ঘনশ্যাম দাসেরই রচিত বলিয়া মনে হয়।

২০৭ সংখ্যক পুথির শেষে 'ত্রৈলোক্যমঙ্গল' নামে রাধাকৃষ্ণের একটি কবচ দেখিতে পাওয়া যায়। এই কবচের রচয়িতা বা বক্তারূপে চৈতন্যদেবের নাম রহিয়াছে। রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় এই কবচের আর একখানি পুথির বিবরণ প্রদান করিয়াছেন।[৭]

১। Notices of Sanskrit Manuscripts ৯।২৯৩৪

২। Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the India Office Library, London.—৭।৩৮৮৬—৭.

৩। Catalogus Catalogorum ১।৪৫৯

৪। Annals of the Bhandarkar Oriental Institute (৯ম খণ্ডে) প্রকাশিত মল্লিখিত Sanskrit Literature of the Vaisnavas of Bengal প্রবন্ধের ১১৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৫। স শ্রীমানিহ দিব্যসিংহতনয়শ্যামেতিনাম প্রভু
নিত্যানন্দরসপ্রবন্ধকরণশ্যামাঙ্গরামকঃ।
গান্ধর্বীয়কলাবিলাসরসিকো গানপ্রবীণঃ স্বয়ং
শ্রীগোবিন্দগতির্ভবস্বনবপ্রেমা জয়ত্যাশ্রয়ঃ॥
শ্রীগোবিন্দগতিং নত্বা শ্রীচৈতন্যরসপ্রদম্।
শ্রীকৃষ্ণমনুসেবেঽহং গোবিন্দরতিমঞ্জরীম্।

৬। Notices of Sanskrit Manuscripts—৬।২১৩৯

৭। ঐ. ৯।২৯৫৭

উপাসনামাহাত্ম্য (৩১৩) নামক পুথির পুষ্পিকার পরে আর একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থের পুষ্পিকা সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি জীব গোস্বামিরচিত 'স্মরণীয় টীকা'[১]। পরিষদের পুথিশালার সংস্কৃত বিভাগে (৩৩৯) ইহার একখানি পুথি আছে। Catalogus Catalogorumএ এ পুথির উল্লেখ নাই। ইহার বর্ণনীয় বিষয়—শ্রীকৃষ্ণের সেবাপরায়ণা সখীদের দৈনন্দিন কর্ত্তব্য বর্ণন। ইহা আধুনিক যুগের Memorandum বা স্মারকলিপির অনুরূপ।

ধর্ম্মতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থসমূহের মধ্যেও অনেকগুলিই সংস্কৃতের অনুবাদ অথবা মূল সংস্কৃত গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত; কিন্তু কোনও নির্দ্দেশের অভাবে সেই সংস্কৃত মূলগুলির স্বরূপ নির্ণয় করা দুরূহ। ব্রজপটলরসকারিকা (৩৫৫), গুরুভক্তিকল্পচন্দ্রিকা (৩৫২) প্রভৃতি গ্রন্থের সংস্কৃত মূল থাকিলেও তাহাদের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। স্থনিয়মদশক নামে রঘুনাথ গোস্বামীর যে সংস্কৃত গ্রন্থের বাঙ্গালা অনুবাদের বিবরণ এই খণ্ডে (৩৬৯) দেওয়া হইল, তাহার কোনও পুথি এ পর্য্যন্ত আলোচিত হইয়াছে কি না, জানিনা। Catalogus Catalogorum নামক সংস্কৃত গ্রন্থের বিস্তৃত সূচীতে এই গ্রন্থের কোনও উল্লেখ নাই। বৈষ্ণব, সহজিয়া প্রভৃতি ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রচুর গ্রন্থ সুশৃঙ্খলভাবে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া বৈজ্ঞানিক নিয়মে আলোচনা করিবার সময় আসিয়াছে। নানা স্থানে এ সম্বন্ধে বহু পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে সত্য, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত সেগুলির—বিশেষ করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মতত্ত্বসম্বন্ধীয় গ্রন্থের তেমন কোন আলোচনা হয় নাই[২]।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

১। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয় তাঁহার Post-Caitanya Sahajiya Cult গ্রন্থে (পৃঃ ২৮১) স্মরণীয়টীকাকে উপাসনা-মাহাত্ম্যের অনুরূপ গ্রন্থ চম্পককলিকার নামান্তর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

২। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয় সহজিয়াধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়া Post-Caitanya Sahajiya Cult নামক যে পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহার শেষে প্রধানতঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় রক্ষিত প্রায় আড়াই শত সহজিয়াগ্রন্থের একটি তালিকা দিয়াছেন। এই তালিকার বহির্ভূত একাধিক সহজিয়া-গ্রন্থের পুথি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় এবং অন্যত্র আছে।
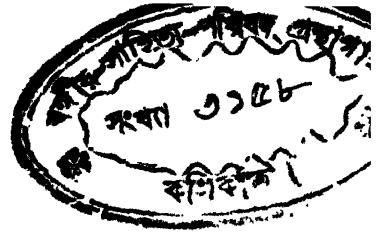
পরিষৎ-পুথিশালায় রক্ষিত

বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ

২০১। বৈষ্ণব পদাবলী।

পত্র—১—৯০, ৯৪—৯৭, ৯৯—১০৫, ১০৭—১৬৩; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ, এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১৩, কোন কোন পৃষ্ঠায় ১৪ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লিখিত আছে। পাতার সংখ্যা দুই রকম;—এক ধারাবাহিক, আর বিষয়ানুক্রমিক। বিষয়, রাগ-রাগিণীর নাম ও পূর্ণচ্ছেদ লাল কালিতে লেখা। পরিমাণ ১০॥০ × ৫ ইঞ্চি।

পুথিখানি বৈষ্ণব পদাবলীর সংগ্রহ-গ্রন্থ। সংকলয়িতার নাম নাই!—লেখকের নাম বৃন্দাবনদাস বৈরাগী। বিভিন্ন পদকর্ত্তাদের রচিত ৬৭০টি পদ ইহাতে স্থান পাইয়াছে। পদের বিষয়-বিভাগ আছে; রাধা ও কৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ, রাধা ও কৃষ্ণের আপ্তদূতী, মান-শিক্ষা, কৃষ্ণের রূপ, অনুরাগ, সম্ভোগ, রসোদগার, রূপাভিসার, অভিসার, উৎকণ্ঠিতা, খণ্ডিতা, মান, কলহান্তরিতা প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া, মাথুর বিরহের পর ভাবোল্লাস পর্য্যন্ত বিষয়ের পদ আছে। যে সকল পদকর্ত্তাদের পদ পুথিতে সংকলিত হইয়াছে, তাঁহাদের নাম ও কোন্ পদকর্ত্তার কত পদ ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে, এখানে তাহার একটি তালিকা করিয়া দিলাম।—

	পদকর্ত্তা	পদসংখ্যা
১।	গোবিন্দদাস	২৮০
২।	জ্ঞানদাস	৮৪
৩।	বিদ্যাপতি	৬৫
৪।	চণ্ডীদাস	৩৪
৫।	ঘনশ্যাম	৩৩
৬।	হরিবল্লভ	২৬
৭।	বলরামদাস	১৩
৮।	যদুনাথদাস	১১
৯।	অনন্তদাস	৯
১০।	বংশীবদন	৮
১১।	শ্যামদাস	৮
১২।	নরোত্তমদাস	৯
১৩।	কবিশেখর	৭
১৪।	রাধামোহনদাস	৭
১৫।	শ্রীবল্লভ	৩
১৬।	লোচনদাস	১
১৭।	বংশীদাস	২
১৮।	গৌরাঙ্গদাস	৬
১৯।	সূরদাস	১
২০।	নন্দকিশোর	১
২১।	বসু রামানন্দ	২
২২।	রায় বসন্ত	১
২৩।	শ্রীনিবাসদাস	১

	পদকর্ত্তা	পদসংখ্যা
২৪।	দয়াল	১
২৫।	মথুরাদাস	১
২৬।	রাজীবলোচন	১
২৭।	মুরারি গুপ্ত	৩
২৮।	রামচন্দ্রদাস	২
২৯।	রাইশেখর	১
৩০।	শিবরামদাস	২
৩১।	গোপীরাম	১
৩২।	নন্দদুলাল	২
৩৩।	যাদবেন্দ্র	১
৩৪।	বাসুদেব	২
৩৫।	মহেশ বসু	১
৩৬।	রায়শেখর	২
৩৭।	তুলসীদাস	১
৩৮।	সিংহভূপতি	১
৩৯।	শ্যামানন্দ	১
৪০।	গোপালদাস	৪
৪১।	নরহরি	১
৪২।	যদুনন্দন	১
৪৩।	শ্রীভট	১
৪৪।	গোপাল ভট্ট	১
৪৫।	নৃপ রঘুনাথ	১
৪৬।	আগর আলি	১
৪৭।	গিরিধর দাস	১
৪৮।	বল্লভদাস	২
৪৯।	নৃপসিংহ	১
৫০।	দেবকীনন্দন	১

ইহা ছাড়া পুথির মধ্যে এমন অনেক পদ আছে, যাহার শেষে কোনও ভণিতা পাওয়া গেল না। এইরূপ পদের সংখ্যা—১২০। কয়েকটি পদের নমুনা এখানে তুলিয়া দিলাম।

পূর্ব্বরাগ।

স্নার নাতিনা কেন আসি জাও পুন পুন
না বুঝিয়ে তোমার অভিপ্রায়।
সদাই কান্দনা দেখি অঝরে ঝরয়ে আঁখি
জাতি কুল সকলি পাছে জায়॥
যমুনার জলে জাও কলস ভুলাতে চাও
না জানি দেখিলে কোন জনে।
শ্যামল বরণ হিরণ পিন্ধন
সে জনা পড়িছে বুঝি মনে॥
ঘরে আসি নাহি খাও সদাই তাহারে চাও
বুঝিলাম তোমার মনের কথা।
এখনে শুনিলে ঘরে কি বোল বলিবে তারে
বাড়িয়া ভাঙ্গিবে তোমার মাথা॥
একে তুমি কুলের নারি কুলে আছে তোমার বৈরি
তাহা আর বড় মার বহু।
কহে এই চণ্ডিদাসে কুল সিল সব ভাসে
নাগল কালিয়া প্রেমমধু॥—৬ পত্র

তনুরুচি হারি কিরণ মণিকাঁতি।
পহিরণ নীল বসন কত ভাঁতি॥
এহেন নেহারি বিঘুরিকে রেহ।
লাজে লুকাওয়ে সঘন মেহ॥
দেখ দেখ সুবল বিপিনে কোন গোরি।
ক্ষণ কয়ে চিত্ত চোরাওলি মোরি॥
খঞ্জনগঞ্জন লোচন জোর।
জৈছে চিত্রগতি চারু চকোর॥
হেরি হেরি অতয়ে করিয়ে অনুমান।
খঞ্জন খঞ্জ ভেল চলই না জান॥
চলইতে রুণুঝুনু মঞ্জির বোলই।
মনশিজমন্ত্র যেকত জনু ভনই॥
ইথে কৈছে ধৈরজ ধরবহি কান।
গোবিন্দদাস এহু নাহি জান॥
—১৬ পত্র।

শ্রীকৃষ্ণের রূপ।

পেখলু অপরূপ নন্দকুমার।
কালিন্দিনীর তীরতরু হেলন
জৈছন জলদ সঞ্চার॥
চূড়হি উড়য়ে ময়ূর শিখণ্ডক
সো এক অপরূপ ঠাম।
জৈছন ইন্দ্র- ধনুক তহি উয়ল
ঐছন মঝু মনে হান॥
মোতিম হার উর পর দোলত
হেরিয়ে তারক পাঁতি।
কটি পর পীত বসন বিরাজিত
জিনি সৌদামিনিকাঁতি॥
চরণ অবধি বন- মাল বিরাজিত
উনমত মধুকরজাল।
পদপঙ্কজ তলে মানস সোপলু
কাতরে কহত দয়াল॥—৩৯ পত্র।

একটি পদে আদি চণ্ডীদাসের ভণিতা পাওয়া গেল। পদটি এই,—

পিরিতি করিয়া ভাঙ্গয়ে জে।
সাধন অঙ্গ না পায় সে॥
প্রেমের পিরিতি মাধুরিময়।
নন্দের নন্দন কতেক কয়॥
রাগ সাধনের এমতি রিত।
সে পতি জনার তেমতি চিত॥
সকল ছাড়িল জাহার তরে।
সে তারে ছাড়িতে সাহস করে।
আদি চণ্ডীদাস[১] বিচারি বুঝান।
মূড় মূড়ায়ল জায়ল মান॥—৫২ পত্র।

রূপাভিসার।

বিনোদ বন্ধনি ধনি তাহে নব যৌবনি
সাজলি দরশনে শ্যাম।
গুরুয়া নিতম্ব ভরে পদ আধ আধ চলে
হেরইতে মুরছিল কাম॥
ভালে সে অরুণ ইন্দু মলয়জ বিন্দু বিন্দু
কস্তুরিতিলক তার মাঝে।
পিঠে দোলে হেমঝাপা রঙ্গিয়া পাটের থোপা
নাসিকায় মুকুতা বিরাজে॥
পদ অতি মন্থর নবযৌবন ভর
সখীঅঙ্গে হেলি নিজ অঙ্গ।
চৌদিগে রমণি সাজে ভঙ্গ রবাব বাজে
চলে রাই মদনতরঙ্গ॥
পদ উতপল রাতা তাহাতে তরল পাতা
কনকনুপুর তার সনে।
দরসনে হইয়া ভোর আনন্দের নাহি ওর
রামচন্দ্রদাস গুণগানে॥—৬৩ পত্র।

শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংদৌত্য।

মকুট উতারি জটাজুট বান্ধল
পহিরল স্ফটীক মাল।
চন্দন উতারি ভসম চড়াওল
বাউলবেশ বনাল॥
পিত ধটি ছোড়ি কোপিন পহিরল
সম্বকি কুণ্ডল কানে।
ময়ূরক পুচ্ছ হাথ ধরি মাধব
আওল জাবট গ্রামে॥
গোরখ জাগাই সিঙ্গাধনি করতহি
জটিলা ভীখ দেই দেই।
মৌন যোগেশ্বর মাথ হেলাওত
বুঝলু ভীখ নাহি লেই॥১॥
জটিলা কহত কাহা তুয় মাগত
যোগি কহত বুঝাই।

১। পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'চণ্ডীদাসের পদাবলী'র ৭৬৬ ও ৮১৫ সং পদের আদি চণ্ডীদাসের ভণিতা আছে।

তেয়ে বধু হাথ ভীখ হাম লেওবি
তুরিতহি দেও পাঠাই ॥ ২ ॥
পতিবরতা বিনে ভীখ জব লেওবি
যোগীবরত হয় নাস।
তাকর বচনে শ্রবন তহু পুলকিত
ধাই কহত বধু পাব ॥ ৩ ॥
দ্বারে যোগীবর শরির মনোহর
জানি বুঝলু অনুমানে।
প্রেম ভকতি করি রতন থারি ভরি
ভীখ লেও তছু ঠামে ॥ ৪ ॥
সুনি তহি রাই আই করি উঠল
যোগী নিয়ড়ে হাম জাব।
জটিলা কহত যোগী নহ আন মত
দরশনে হোয়ব লাভ ॥ ৫ ॥
গোধুম চূর্ণ পূর্ণ করি থারহি
কনককটোর ভরি ঘিউ।
কর জোরি রাই লেহ করি ফুকরই
হেরইতে থরহরি জীউ ॥ ৬ ॥
যোগী কহত হাম ভীখ নাহি লেওব
মুখবচন এক চাই।
নন্দনন্দন পর জো এক অভিমান
মাফ করত হাম জাই ॥ ৭ ॥
হাসি হাসি মুখ চীর দেই ঝাপই
ভেখধারি নটরাজ।
গোবিন্দ দাস কহে বিদগধ মাধব
সাধল নিজ মন কাজ ॥—১৪১ পত্র।

শেষে সন তারিখ প্রভৃতি কিছুই নাই। কেবল লেখকের নাম—লিখিতং শ্রীবৃন্দাবনদাস বৈরাগী।

২০২। অষ্টাকালী পদ।

পত্র—১—২; খণ্ডিত। ১ম পৃষ্ঠায় ৯, ২য় পৃষ্ঠায় ১১ ও ৩য় পৃষ্ঠায় ৭ পঙ্‌ক্তি লিখিত। সন তারিখ বা লিপিকরের নাম-ধাম কিছুই নাই। ৯।০×৪।০ ইঞ্চি পরিমিত বাঙ্গালা তুলোট কাগজে মোট ছয়টি পদ লেখা আছে;—তন্মধ্যে গোবিন্দদাসের ২টি, কিশোরীদাসের ১টি, রামানন্দ বসুর ১টি, নরোত্তম দাসের ১টি এবং যদুনন্দনের ১টি। প্রথম পদে গৌরাঙ্গের রূপ, ২য়—৫ম পদে শ্রীকৃষ্ণের রূপ এবং ৬ষ্ঠ পদে রাধিকার অভিসার বর্ণিত হইয়াছে। য-কারের উচ্চারণ যেখানে জ-এর অনুরূপ, সেখানে য-এর উপরে একটি বিন্দু ব্যবহৃত হইয়াছে। এই প্রণালী ১৯৪ সংখ্যক পুথিতেও দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। প্রথম ও দ্বিতীয় পদটি নীচে তুলিয়া দিলাম,—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ।

লাথবান কাঞ্চন জিনী।
প্রেমে অঙ্গ ঢর ঢর মুঞি জাঙ নিছনী ॥
ছি ছি কি কাজ সরদ কোটি শবি।
ভুবন করিয়াছে আলো রে গোরামুখের হাসি ॥
ভাঙ ভুজঙ্গ গঞ্জে মদন ধানুকী।
কুলবতী উনমত কৈল ছুটি আঁখী ॥
মদনবিজই দোলে মালা।
ইথে কি পরাণে বাঁচে রে কামিনী অবলা ॥
গৌর অঙ্গে সশী সোল কলা।
গোবিন্দদাস কহে মজীল অবলা ॥ ১ ॥

দেখিয়া আইলাম তারে সই দেখিয়া আইলাম
তারে।
যার এক অঙ্গে কত রূপ নঞানে না ধরে ॥
বান্ধ্যাছে বিনোদ চুড়া নব গুঞ্জা দিয়া।
উপরে ময়ূর পুচ্ছ বামে হেলাইয়া ॥

চরণে চরণ দিয়া কদম্ব হেলন।
হেরিয়া শ্যামের রূপ হৈলাম অচেতন॥
বরণ চিকণ কালা চন্দনেতে মাথা।
ওগো আমা হৈতে জাতি কুল নাহি গেল রাখা॥
দশ চান্দ নাচে গায় মুরলীর রন্ধ্রে।
আর দশ চান্দ তার চরণারবিন্দে॥
অন্তরে পশিল রূপ পাঁজর কাটিয়া।
গোবিন্দদাসচিতে রহিল জাগিয়া॥ ২॥

২০৩। চৈতন্যমঙ্গল— প্রকাশখণ্ড।

রচয়িতা—কবি জয়ানন্দ। পত্র—১—১২; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ; এক এক পৃষ্ঠায় ১০ হইতে ১২ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লিখিত। ৬ ও ৭ সংখ্যক পাতার এক পৃষ্ঠে লেখা। পরিমাণ ১৪×৫ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৩৬ সাল। পুঁথির বাম পার্শ্বে 'জগন্নাথখণ্ড' লেখা।

জয়ানন্দের বিরচিত চৈতন্যমঙ্গল মোট নয় খণ্ডে বিভক্ত;—প্রকাশখণ্ড তাহারই মধ্যবর্ত্তী ষষ্ঠ খণ্ড। ইহাতে ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার উপাখ্যান এবং নীলাচলে জগন্নাথের প্রকাশ বর্ণিত হইয়াছে। উপাখ্যানটি সংক্ষেপে এইরূপ,—সূর্য্যবংশে ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে রাজা নিজের কীর্ত্তি চিরস্থায়ী করিবার জন্য নীলাচলে একটি সোনার 'দেউল' নির্ম্মাণ করিলে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বৌদ্ধরূপ[১] ধারণ করিয়া তন্মধ্যে গোপনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এ দিকে ইন্দ্রদ্যুম্ন, সোনার দেউলে কাহার মূর্ত্তি স্থাপন করিবেন, সে বিষয়ে পরামর্শ করিবার জন্য ব্রহ্মলোকে গেলে, ব্রহ্মা তাঁহাকে ক্ষণকাল অপেক্ষা করিতে বলিয়া, সন্ধ্যোপাসনার জন্য সমুদ্রতীরে গেলেন। ব্রহ্মার এক মুহূর্ত্তে মর্ত্তে ষাট হাজার বৎসর চলিয়া গেল এবং রাজার দেউল, এই সময়ের মধ্যে সমুদ্রের বালিতে ঢাকিয়া গেল। ব্রহ্মা আসিয়া রাজাকে বলিলেন,—তুমি আপনার দেশে যাও; গিয়া যদি দেখ যে, দেউল এখনও রহিয়াছে, তবে পুনরায় আসিও; যথাযোগ্য 'মূর্ত্তি' তোমাকে দিব। রাজা আসিয়া নিজের রাজধানী বা দেউল, কিছুই দেখিতে না পাইয়া ক্ষুণ্ণ হইলেন এবং বটবৃক্ষ, উলূক পক্ষী ও কূর্ম্ম, ইহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া নিজ রাজধানীর সন্ধান অবগত হইলেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন পুনরায় রাজপুরী প্রভৃতি নির্ম্মাণপূর্ব্বক মালাবতী নামে কন্যাকে বিবাহ করিলেন। এই বিবাহের সময় দেবগণের সহিত ব্রহ্মা আসিয়াছিলেন। তিনি রাজার প্রার্থনা অনুসারে তাঁহাকে এই বর দিলেন যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, ব্রহ্মশাপ লক্ষ্য করিয়া নিম্ববৃক্ষে শরীর ত্যাগ করিবেন। সেই নিম্ববৃক্ষ ও বিষ্ণুপঞ্জর সমুদ্রে ভাসিয়া তোমার নিকট আসিবে এবং তুমি সেই বৃক্ষ হইতে সুভদ্রা, বলরাম ও জগন্নাথ, এই ত্রিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া, পূর্ব্বে যেখানে সোনার দেউল ছিল, সেইখানে পাষাণের দেউল নির্ম্মাণ করিয়া, তন্মধ্যে জগন্নাথ স্থাপন করিও। কিন্তু দেখিও, যেন সোনার দেউল নির্ম্মাণ করিও না; কেন না, কলিযুগে ম্লেচ্ছ রাজা হইবে; তাহারা সোনার দেউল ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। যথাকালে ব্রহ্মার

১। মুদ্রিত পুস্তকে "বৃদ্ধরূপ" ছাপা হইয়াছে। কিন্তু এই পুঁথির পাঠে 'বৌদ্ধরূপ' দেখা যায়।

বর অনুসারে রাজা জগন্নাথের প্রতিষ্ঠা করেন।
ইহাই পুথির মোটামুটি বর্ণনীয় বিষয়।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ ॥ বরনং ॥
শ্রীজগর্ন্নাথ দেবের চরনের প্রণতিঃ।
শ্রীজগন্নাথমঙ্গল অপূর্ব্ব রচিতঃ॥
আনন্দে প্রকাসখণ্ড যুন সাবধানেঃ।
ক্ষেত্রের মাহাত্য গোসাঞী কহেন জথাক্রেমেঃ॥
একদিন নিলাছলে[১] চৈতন্ত গোসাঞীঃ।
দেখিবারে গেলা তারে প্রদ্যুম্ন কানাঞীঃ॥
রায় রামানন্দ পুত্রে রাজা করাইয়াঃ।
চৈতন্যদেবের ঠাঞি মিলিল আসিয়াঃ॥
অনেক পারিসাদ সঙ্গে নিলাছলে[১] বসী।
রায় রামানন্দ জিজ্ঞাসিল হাসি হাসি॥
কিরূপে প্রকাশ হইলা শ্রীজগন্নাথ।
কিরূপে প্রকাশ হইল মহাপ্রসাদ ভাত॥
তোমার শ্রীমুখে যুনি ক্ষেত্রের মহিমা।
তবে ভক্তি জর্শ্মে গোসাঞী না জানিয়ে সিমা॥
বড় কথা জিজ্ঞাসিলে রায় রামানন্দ।
এ কথা কহিতে বড় বাড়িল আনন্দ॥
কাসি মিশ্রের বাড়িতে বশিলা টোটাগ্রামে।
ক্ষেত্রের মাহাত্য গোসাঞি কহেন জথাক্রেমে॥
পূর্ব্বে এই স্থানে ছিল নিল পর্ব্বত।
নিলমাধব মূর্ত্তি তার পাসানসম্মত॥
সুর্য্যবংসে তপ করে অনেক বৎসর।
সেবাতে হইলা তুষ্ট নিলকলেবর॥
সুর্য্যবংসে রধিকার জিল উত্তুদেশে।
জোগনিদ্রা গেল গোসাঞি মোনের হরিসে॥
অনেক সন্তোসে নিদ্রা গেলা জনার্দ্দন।
পাসানে অর্পিয়া পদ হইলা অন্তরধান॥

[১] নীলাচলে।

কনকচর বালির মধ্যে রহিলা শ্রীহরি।
আপনে আপনা চিন্তে জোগ ধ্যান করি॥
পরান আর্পিয়া মোন মুক্তির কারণ।
মুক্তিসিলা নাম তির্থ হইল নারায়ণ॥
হেন মুক্তিসিলাতে জাহার প্রাণ জায়।
সে জন সংসার ছাড়ি মুক্তিপদ পায়॥
অক্ষয় বটবৃক্ষ পাতালেতে বৈসে।
উঠিলা পৃথিবি ভেদি কৃষ্ণের আদেশে॥
তিন ডালে তিন তির্থ হইল্ সকারি।
গয়া পৈরাগ মহাতির্থ নিলগিরি॥
মহাপ্রলয়েতে বটবিক্ষ্য না টুটীবে।
তার পত্রপুটে কৃষ্ণ প্রলয়ে ভাসিবে॥ ইত্যাদি।

তবে এক মহারাজা হইল সুর্য্যবংসে।
ইন্দ্রদ্যুম্ন নাম তার জগত প্রকাসে॥

... ...

পাত্র মিত্র সঙ্গে রাজা করিয়া জুগতি।
সুবর্ণের দেউল আরম্ভিল নরপতি॥
কর্ম্মিগণে দেউল গড়ে বিচিত্র নির্ম্মাণ।
বিশ্বকর্ম্মা সাক্ষ্যাত হইলা অধিষ্টান॥
নানা চিত্রে ধাতু করে অতি সুসোভন।
সুবর্ণপুত্তলি কোটী নানা পশুগণ॥
ত্রিভুবন জিনি হইল সুমেরু সোসর।
দেউল দেখিয়া মোহ গেলা গদাধর॥
তবেত জগতনাথ বোদ্ধরূপ ধরি।
প্রবেস করিলা কৃষ্ণ দেউল ভিতরি॥
গোপ্ত হইয়া জোগধ্যানে রহিলা শ্রীহরি।
দেউল সাজ হইল রাজা গেল ব্রহ্মপুরি॥

... ...

সমুদ্রের বালিতে সেই পুরি ঝাম্পাইল।
ব্রহ্মার মুহূর্ত্তেক সাতী সহস্র বৎসর গেল॥

দেখ গিয়া ইন্দ্রদ্যুম্ন পুরি আপনার।
পুরি দেউল থাকে ত আইস পুনর্ব্বার॥
... ...
বটবৃক্ষ দেখি ইন্দ্রদ্যুম্ন নরপতি।
ভূমেতে পরিয়া করে অষ্টাঙ্গে প্রণতি॥
... ...
কহে বটবৃক্ষ ইন্দ্রদ্যুম্নের বচনে।
সুর্য্যবংসে রাজা হেন বুঝি অনুমানে॥
ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা ছিল পূর্ব্বে এই স্থানে।
সুবর্ণের দেউল দিয়া গেল এইখানে॥
পুনরপি ইন্দ্রদ্যুম্ন না আইল দেসে।
অনেক রাজা মৈল তার পুরুসে পুরুসে॥
সকল বিতান্ত আমি না জানি ভাল মতে।
এ কথা সুনিলাঙ আমি উলুকের সাতে॥
রাজা বলে বটবৃক্ষ কহ উপদেসে।
কোথা সে উলুক পক্ষ কহত বিসেসে॥
বটবৃক্ষ বলে সুন পুরুসপ্রধান।
কেহ চিরজিবি নহে উলুকসমান॥
... ...
পক্ষ বলে আদি অন্ত সব আমি জানি।
... ...
এ সব বিতান্ত মোরে কুর্ম্ম সে কহিলে॥
এ কথা শুনিঞা রাজা করে পুটাঞ্জলি।
কোথা আছে কুর্ম্মরাজ তথা আমী চলি॥
পক্ষ বলে চল তুমি মোর উপদেসে।
দক্ষিণে কংশ্বব বৈসে সাগরের পাসে॥
সেতগঙ্গা মহাতির্থ মহাসরোবর।
সেতবর্ণ জল তার দেখিতে সুন্দর॥
সেতমাধবমূর্ত্তি তাহার সন্নিধানে।
খোপ্তবেসে কৃষ্ণ তথা আছেন অদর্সনে॥
সেই স্বেতগঙ্গাতিরে কুর্ম্ম অধিকারি।
সকল বিতান্ত জানে বিষ্ণুবংসধারি॥

... ...
পক্ষ বলে কুর্ম্ম সনে আমার বড় পিরিতি।
তুমি হেথা থাক আমি জানি গিয়া স্তিতি॥
২—৪ পত্র।

ইন্দ্রদ্যুম্নের দ্বিতীয় বার দেউল নির্ম্মাণ,—
ব্রহ্মা বলে সুন রাজা আমার উত্তর।
পাশানের দেউল দেহ তাহার উপর॥
কলিজুগে ম্লেচ রাজা হইবে নিশ্চয়।
ভাঙ্গিবে সুবর্ণদেউল সুন মহাসয়॥
দেউল ভাঙ্গিলে তোমার কির্ত্তি হবে নাস।
সুবর্ণদেউল দিতে রাজা না করিহ আস॥
পাশানের দেউল দিয়া স্থাপ নারায়ন।
জুগে জুগে তোমার কির্ত্তি থাকিবে রাজন॥
আজ্ঞা পায়্যা ইন্দ্রদ্যুম্ন আইল নিজ পুরি।
কর্ম্মিগণ আনাইলা পুরস্কার করি॥
নানা দেশের কর্ম্মি আইল দেউল গড়িতে।
পাশান চাহিয়া বুলে পর্ব্বতে পর্ব্বতে॥
বড় বড় পাশান সব আনিল চাহিয়া।
দেউল আরম্ভে রাজা সুভ দিন পাইয়া॥ ৬পত্র।

ভণিতা,—
চিন্তিয়া চৈতন্যগদাধরপদদ্বন্দ্ব।
আনন্দে প্রকাসখণ্ড গায় অয়ানন্দ॥—১০ পত্র।

শেষ,—
ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য সুনি ইন্দ্রদ্যুম্ন হাসে।
পাসানমূর্ত্তি হইয়া আমি থাকি ক্ষেত্রবাসে॥
তোমার ভোগধৌত জল স্রবে নিরন্তর।
সে জল পড়িবে আমার মস্তক উপর॥
সুনিঞা রাজার কথা কমললোচন।
ইন্দ্রদ্যুম্নে সেই বর দিলা ততক্ষণ॥
জুগে জুগে তোমার কির্ত্তি থাকিল রাজন।
মুক্ত হইলা নাহি তোমার জিবন মরণ॥

দিব্যদিষ্টে ইন্দ্রদ্যুম্ন হইলা পাসান।
জোড় হাথে রহিলা জগন্নাথ বিগুমান ॥
জ্যোতিস্বরূপ আত্মা হইলা বাহিরে।
প্রবেসিলা জ্যোতি জগন্নাথের স্বরিরে ॥
ভোগধৌত জল পড়ে রাজার মাথায়।
জগন্নাথ আরাধনে হইল দিব্যকায় ॥
রাজ্য ভোগ দিয়া রাজা শ্রীজগন্নাথে।
মুক্তিপদ পাইয়া রহিল গরুড় পশ্চাতে ॥
চিন্তিয়া চৈতন্যগদাধরপদদ্বন্দ।
আনন্দে প্রকাসখণ্ড গায় জয়ানন্দ ॥*॥*॥*॥

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল প্রকাসখণ্ড। শ্রীজগন্নাথদেবের উপাক্ষন ॥ সমাপ্তঃ ॥ লিখিতং শ্রীকাসিনাথ গুপ্ত সাং সাহাপুর পরগনে সাতসৈকা সন ১২৩৬ বার সও ছত্রিস সাল তারিখ ১৮ আঠারঞী চৈত্রী সনিবার ॥ বেলা আড়াই প্রহরের সময়ে সমাপ্ত হইল ॥ শ্রীগুরুচরনপাদপর্দ্য করি য়াস। লিখিলেন প্রকাসখণ্ড ॥

চৈতন্যমঙ্গলে কবি যে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে এই মাত্র জানা যায় যে, বৈশাখ মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে মাতামহগৃহে জয়ানন্দ জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম সুবুদ্ধি মিশ্র। বাল্যে কবির ডাক-নাম ছিল—গুইয়া। চৈতন্যদেব এই নাম পরিবর্ত্তন করিয়া জয়ানন্দ নাম রাখেন। ১৪৩৫, কি ১৪৩৬ শকাব্দে কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান হয়। কবির পিতৃনিবাস—বর্দ্ধমানের অন্তর্গত আমাইপুর গ্রামে।

২০৪। চৈতন্যমঙ্গল—জগন্নাথ-চরিত।

রচয়িতা—কবি জয়ানন্দ। পত্র—১-১০; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ বা ১০ পঙ্‌ক্তি করিয়া লিখিত। বানান অতিশয় অশুদ্ধ। পরিমাণ ১৪।০×৫ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৫৯ সাল।

এই পুথিখানি কবি জয়ানন্দের রচিত চৈতন্যমঙ্গলের অন্তর্গত প্রকাশ খণ্ড—২০৩ সংখ্যক পুথির সহিত অভিন্ন। সামান্য পাঠভেদ ছাড়া যে যে স্থান এই পুথিতে অতিরিক্ত আছে, তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। পুথির আরম্ভে এই কয়টি পঙ্‌ক্তি অতিরিক্ত আছে,—

শ্রীজগন্নাথমাহাত্তি কথা সুন একচিত্তে।
শ্রীজগন্নাথ অবতার হৈল্য জেন মতে ॥
কোলিযুগে মহাপাপি হএ জেই জন।
তার নিস্তার হেতু জন্ম দেব জনার্দ্দন ॥
দারুব্রহ্ম রূপ হইল্যা দেবতা শ্রীহরি।
দর্সনে পাতক নাস সব্ব লোকে তরি ॥

চৈতন্যদেব, রামানন্দ রায়ের প্রশ্নে তাঁহার নিকট নীলাচল, জগন্নাথ ও ইন্দ্রদ্যুম্নের ইতিহাস বলিতেছেন। যদুবংশ ধ্বংসের পর পদতলে ব্যাধের শর বিদ্ধ হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ দেহত্যাগ করেন। এই বিষয়ে রায় রামানন্দ এবং মহাপ্রভুর প্রশ্নোত্তর এইরূপ,—

রায় রামানন্দ বলেন চৈতন্যচরনে।
ব্রজ্জাঙ[1] স্বরিরে কাণ্ড[2] বাজিল কেমনে ॥

১। বজ্রাঙ্গ। ২। কাণ্ড—শর।

শ্রীচৈতন্য গোসাঞি বলেন সুন রামানন্দ।
যুনিতে কৃষ্ণের কথা বড়ই আনন্দ ॥
বেদগর্ভ নামে এক আছিলা ব্রাহ্মনে।
সেই বেদগর্ভ আইল্যা কৃষ্ণ দরসনে ॥
বেদগর্ভ দেখিআ উঠিলা নারায়ন।
পাদ্য অর্ঘ দিল তারে বসিতে আসন ॥
বেদগর্ভ বলে মোর সফল জিবন।
ব্রহ্মার অগোচর নাথ পাইলু দরসন ॥
ব্রাহ্মনের পদ পাখালিলা পদ্মহাতে ;
সেই পাদোদক কৃষ্ণ তুলি নিল মাথে ॥
কৃষ্ণ বলেন আজি বড় ভাগ্য হেন মানি
লক্ষি সহিত আজি পবিত্র হইলাঙ
আমী ॥

ব্রাহ্মনে তুসিলা কৃষ্ণ মধুর বচনে।
অন্তেতে রাখিআ তারে করা...রন্ধনে ॥
ভোজনে বসিল দ্বিজ করিআ রন্ধন।
ব্রাহ্মনের সাক্ষাতে বসিলা নারায়ন ॥
পরম সন্তোস...করিল্যা ভোজন।
তিন ভাগ অর্ন্ন দ্বিজ করিলা ভোজন ॥
অবসেস অর্ন্ন দ্বিজ চাপীআ রাখিল।
চাপী...রাখিতে অর্ন্ন কুম্ভল দেখিল ॥
কুম্ভল দেখিএ দ্বিজের কোপ উপজিল।
কৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গে অর্ন্ন পে............ ॥
আচমন কোরি দিজ কোরিল গমন।
সেই অর্ন্ন অঙ্গেতে মাখিলা নারায়ন ॥
প্রসাদ বোলিয়া অন্ন পাএ না মাখিল।
সেই সে কারনে পদ কোমল হইল ॥
১১১ পত্র।

এই অংশ মুদ্রিত চৈতন্যমঙ্গল ও ২০৩ সংখ্যক পুথিতে নাই। অনুমান হয়, পরবর্ত্তী কালে কেহ ইহা সংযোজন করিয়া থাকিবে।

সমাপ্তি-বাক্য,—

সিচৈতন্যচরন বন্দিয়া রোহিল জয়ানন্দ।
পরম সন্তোস কথা পরম য়ানন্দ ॥

ইতি শ্রীজগন্নাথচোরিত্র সংপুন্ন জথা দিসৃটং তথা লিখিতং লিখ্য দোসক নাসত্রিকং ॥ * * * ॥ ইতি সন ১২৫৯ সাল তাঃ ২১ মাঘ লিখিতং শ্রীলোকনাথ দাস বৈরাগ্য ॥

২০৫। চৈতন্য-ভাগবত— আদি খণ্ড।

রচয়িতা—বৃন্দাবনদাস ঠাকুর। পত্র—১—৬৬ ; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১৩ পঙ্‌ক্তি করিয়া লিখিত। পরিমাণ ১৪।০ × ৫ ইঞ্চি। লিপিকাল ১৬৮১ শকাব্দ। শকাব্দের পরে একটি বাঙ্গালা সন আছে ১০৮৩। ইহা বঙ্গাব্দ হইলে পুথিখানি ২৪৫ এবং মল্লাব্দ হইলে ১৪৫ বৎসরের পুরাতন হয়। পক্ষান্তরে ১৬৮১ শকাব্দ এখন হইতে ১৭২ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী। সুতরাং উভয় তারিখের কোনটিতেই সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতেছে না।

চৈতন্যদেবের জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে নবদ্বীপের অবস্থা পুথিতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—

নবদ্বিপ হেন গ্রাম ত্রিভুবনে নাঞী।
... ...
নবদ্বিপসম্পত্তি কে বর্নিবারে পারে।
এক গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে ॥
ত্রিবিধ বসএ লোক জাতি লক্ষ লক্ষ।
স্বরস্বতিদিষ্টীপাতে সভে মহাদক্ষ ॥

সভে মহা অধ্যাপক করি গর্ব্ব ধরে।
বালকেহো ভট্টাচার্য্য সনে কক্ষা করে॥
নানা দেস হইতে লোক নবদ্বিপে জায়।
নবদ্বিপে পড়িলে সে বিদ্যারস পায়॥
অতএব পড়ুয়ার নাহি সমুচ্চয়।
লক্ষ কোটী অধ্যাপক নাহিক নিয়ম॥
রমাদৃষ্টীপাতে সর্ব্বলোক সুখে বৈষে।
ব্যর্থ কাল জায় মাত্র ব্যবহাররসে॥
কৃষ্ণনামভক্তিসুন্য সকল সংসার।
প্রথমকলিতে হইল ভবিস্য আচার॥
ধম্ম কম্ম লোক সব এই মাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডির গিতে করে জাগরনে॥
দম্ভ করি বিসহরি পুজে কোন জন।
পাতনা (পুত্তলি) করায়ে কেহো দিয়া
বহু ধন॥
ধন নষ্ট করে পুত্র কন্সার বিভায়।
এই মত জগতের বেথ কাল জায়॥
জেবা ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তি মিশ্র সব।
তাহারাও নাহি জানে গ্রন্থ অনুভব॥
সাস্ত্র পড়াইয়া সভে এই কম্ম করে।
শ্রোতার সহিতে জমপাষে ডুবি মরে॥

... ...

সকল সংসার মত্ত ব্যবহাররসে।
কৃষ্ণপুজা কৃষ্ণভক্তি কারে নাঞি বাসে॥
বাসুলি পুজয়ে কেহো নানা উপহারে।
মদ্য মাংস দিয়া কেহ জক্ষ পুজা করে॥
নিরবধি নির্ত্যগিত বাদ্য কলাহল।
না সুনে কৃষ্ণের নাম পরমমঙ্গল॥

প্রজারা সামান্য কারণেই রাজ-ভয়ে ভীত হইত। তাই রাত্রিতে শ্রীবাসের কীর্ত্তন শুনিয়া প্রতিবেশীরা বলিতেছে,—

চারি ভাই শ্রীবাস মেলিয়া নিজ ঘরে।
নিসা হইলে হরিনাম গায় উচ্চস্বরে॥
সুনিঞা পাসণ্ডি বোলে হইল প্রমাদ।
এ ব্রাহ্মণ করিবেক গ্রামের উচ্ছাদ॥
মহাতীব্র নরপতি যবন তিঁহার।
জে (এ) আক্ষান সুনিলে প্রমাদ নদিয়ার॥
কেহো বোলে এ ব্রাহ্মণ এ গ্রাম হইতে।
ঘর ভাঙ্গি ঘুচাই পেলাইমু সোতে॥
এ ব্রাহ্মন ঘুচাইলে গ্রামের মঙ্গল।
অন্যথা জবনে গ্রামে করিবেক বল॥

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বেও হরি-সংকীর্ত্তন হইত।

সংকীর্ত্তন সহিতে প্রভুর অবতার।
গ্রহণের ছলে তাহা করেন প্রচার॥

... ...

সর্ব্বনবদ্বিপে দেখে হইল গ্রহন।
উঠিল মঙ্গলধ্বনি শ্রীহরিকীর্ত্তন॥
অনন্ত অর্ব্বুদ লোক গঙ্গাস্থানে[১] জায়।
হরি বোল হরি বোল বলি সভে ধায়॥
হেন হরিধ্বনি হইল সর্ব্বনদিয়ায়।
ব্রহ্মাণ্ড ভরিল ধ্বনি স্থান নাহি পায়॥

... ...

গঙ্গাস্থানে[১] চলিলেন জত ভক্তগন।
নিরবধিচতুর্দিগে হরিসংকীর্ত্তন॥

সেই মুসলমান অধিকারের কালে সাধারণের একটা বিশ্বাস ছিল যে, গৌড়ে পুনরায় ব্রাহ্মণ-রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে। তাই মহাপ্রভুর জন্মের পর তাঁহার দিব্যকান্তি শরীর দেখিয়া, তিনিই সেই রাজা হইবেন বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিতেছেন,—

১। গঙ্গাস্নানে।

বিপ্ররাজ গৌড়ে হইব হেন আছে।
বিপ্র বলে সেই বা জানিব তাহা পাছে॥

শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পর এই সকল ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইত,—

জত আপ্তবর্গ আছে সর্ব্বপরিকরে।
অহর্নিসি সর্ব্বে আসি বালক আবরে॥
কেহ বিষ্ণুরক্ষা কেহো দেবিরক্ষা পড়ে।
মন্ত্র পড়ি ঘর কেহো চারি দিগে বেড়ে॥

... ...

কেনো দেব অলখিতে গৃহেতে সান্ধায়।
ছায়া দেখি সভে বলে এই চোর জায়॥
উচ্চস্বরে করে কেহো নরসিংহধ্বনি।
অপরাজিতার স্তোত্র কার মুখে সুনি॥
নানা মন্তে কেহো দস দিগ বন্ধ করে।
উঠে কলরব সচি দেবির মন্দিরে॥
প্রভু দেখি গৃহের বাহিরে দেব জায়।
সভে বলে এই জাতহারিনি পলায়॥
সভে বলে ধর ধর এই চোর জায়।
নৃসিংহ নৃসিংহ কেহো ডাকিলেন সদায়॥
কোনো অ(ও)ঝা বলে আজি
এড়োইলা ভাল।
না জানিষ নৃসিংহের প্রতাপ বিসাল॥

... ...

কেহো বলে দানব আসিয়াছিল ঘরে।
রক্ষা লাগি সিস্থরে নারিল লঙ্ঘিবারে॥
সিস্থ লঙ্ঘিবারে না পারিয়া ক্রোধমনে।
অপচয় করি পলাইল নিজ স্থানে॥

এক মাস পরে শয্যোত্থান-পর্ব্বের অনুষ্ঠান এইরূপ,—

বালক উত্থানপর্ব্বে জত নারিগন।
সচি সঙ্গে গঙ্গাস্থানে করিলা গমন॥
বাদ্য গিত কোলাহলে করি গঙ্গাস্নান।
আগে গঙ্গা পুজি তবে গেলা ষষ্ঠীস্থান॥
জথাবিধি পুজিলেন দেবের চরন।
আইলেন গৃহ পরিপুর্ন্ন নারিগন॥
খই কলা তৈল সিন্দুর গুয়া পান।
সভারে দিলেন তাই করিয়া সম্মান॥
বালকেরে আসংসিয়া সব নারিগন।
চলিলেন গৃহে বন্দি আইর চরন॥

কাহাকেও পুরস্কৃত করিতে হইলে, তাহার মাথায় (নূতন) বস্ত্র বান্ধিয়া দেওয়ার রীতি ছিল।

এথা সর্ব্বগন সেষে করেন বিচার।
কে আনিল দেখ বস্ত্র বান্ধি সিরে তার॥

নবদ্বীপের পড়ুয়াগণের চিত্র,—

এই মত প্রতি দিনে পড়িয়া সুনিয়া।
গঙ্গাস্নানে চলে নিজ বয়স্য লইয়া॥
পড়ুয়ার অন্ত নাই নবদ্বিপপুরে।
পড়িয়া মধ্যাহ্নে সভে গঙ্গাস্নান করে॥
এক অধ্যাপকের সহস্র সিস্যগন।
অন্যোন্যে কলহ প্রভু করেন অনুক্ষন॥
প্রথম বয়েষ প্রভুর সভাবে চঞ্চল।
পড়ুয়াগনের সঙ্গে করয়ে কন্দল॥
কেহো বোলে তোর গুরু কোন বুদ্ধি
তার।
সেহ বোলে এই বোল আমি সিস্য জার॥
এই মত অল্পে অল্পে হয় গালাগালি।
তবে জল পেলাপেলি তবে দেন বালি॥
তবে হয় মারামারি জে জাহারে পারে।
কর্দ্দম পেলিয়া কারো গায় কেহো মারে॥
রাজার দোহাই দিয়া কেহো কারে ধরে।
মারিয়া পলায় কেহো গঙ্গার ও পারে॥

এত হুড়াহুড়ি করে পড়ুয়া সকল।
বালি কাদাময় হইল সব গঙ্গাজল ॥
জল ভরিবারে নাহি পারে নারিগন।
না পারে করিতে স্নান ব্রাহ্মন সজ্জন ॥

মহাপ্রভুর বিবাহের সময়,—

তবে আই পতিব্রতাগন লয়্যা সঙ্গে।
পরম আনন্দ করিলেন বহু রঙ্গে ॥
আগে গঙ্গা পুজি.া হর্ষমনে।
তবে বাস্ত বাজনে গেলেন সষ্টিস্থানে ॥
সষ্টী পুজি তবে বহু মন্দিরে মন্দিরে।
লোকাচার করিয়া আইলা নিজ ঘরে ॥
তবে খৈ কলা তৈল তাম্বুল সিন্দুরে।
দিয়া হরসিত করিলেন স্ত্রীগনেরে ॥

বর-সজ্জা,—

প্রভুর সভেই বেস লাগিলা করিতে ॥
চন্দনে লেপিত করি সকল শ্রীঅঙ্গ।
সর্ব্ব অঙ্গে বিন্দু বিন্দু তথি দিল গন্ধ ॥
অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি করি ললাটে চন্দন।
তথি মধ্যে ফাগু গন্ধবিন্দু সুসোভন ॥
অদ্ভুত মকুট সোভে শ্রীসির উপরে।
সুগন্ধি মালায় পূর্ণ কৈল কলেবরে ॥
দিব্য সুক্ষ্ম পিতবস্ত্র ত্রিকচ্ছবিধানে।
পরাইয়া কজ্জল দিলেন দু নয়ানে ॥
ধান্য দুর্ব্বা সুত্র করে করিয়া বন্ধন।
ধরিতে দিলেন রম্ভামঞ্জরি দর্পন ॥
সুবর্ন কুণ্ডল দুই শ্রুতিমুলে সাজে।
নবরত্ন হার বান্ধিলেন বাহু মাঝে ॥

ভণিতা,—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাষ তছু পদযুগে গান ॥

অধ্যায়-সমাপ্তি,—

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে শ্রীহরিদাষঠঃকুরগুনকথনে দ্বাদষ অধ্যায় ॥

শেষ,—

জে সুনয়ে আদিখণ্ডে চৈতন্যের কথা।
তাহারে সে গৌরচন্দ্র মিলিব সর্ব্বথা ॥
ইশ্বরপুরির স্থানে করিয়া বিদায়।
গৃহে আইলেন প্রভু গৌরচন্দ্র রায় ॥
সুনি সর্ব্ব নবদ্বিপ হৈলা আনন্দিত।
প্রান আসি দেহে জেন হৈল উপস্থিত ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে গয়াবিহারাদি পুনঃ গৃহাগমনং নাম ত্রয়োদস অধ্যায় ॥০॥*॥১৩॥*॥ সকাব্দে সোড়স সতে সৈকাসীতিসমন্বীতে ॥ শ্রীলচৈতন্যচন্দ্র-লিলাভ্যাখ্যমাপ্তিকঃ ॥*॥০॥*॥ সমাপ্তাশ্চায়ং শ্রীচৈতন্যভাগবত আদিখণ্ডঃ ॥ অথ আদি-খণ্ডস্য নির্ঘণ্টাখ্যাত ॥ ইতি সন ১০৮৩ সালে ১৬ অগ্রানে সোম বারে এ পুস্তক লিখ সমাপ্ত হইলেন ॥ মোকাম বর্দ্ধমান ॥ নিজ সহর ॥ লিখিতং শ্রীগুরুপ্রসাদ দাষ মিত্রষ্য সাকিম চাবড়া পরগনে বিষ্ণুপুর চৌকি ওন্দা ॥

অনেক পুথিতে পঞ্চদশ অধ্যায়ে আদি খণ্ড শেষ হইয়াছে দেখা যায়; কিন্তু এই পুথিতে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে শেষ দেখা যাইতেছে। প্রথম কএক পাতায় ব-এর উপরে বিন্দু ব্যবহৃত হইয়াছে। এই ব-এর উচ্চারণ ভ-এর অনুরূপ।

২০৬। চৈতন্য-ভাগবত—আদি খণ্ড।

রচয়িতা—বৃন্দাবনদাস ঠাকুর। পত্র—১—১৩; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৯-১০ পঙ্‌ক্তি করিয়া লিখিত। অক্ষর বড় বড় ও পরিষ্কার। পরিমাণ ১৪।০×৫ ইঞ্চ। লিপিকাল—১১১৬ সাল।

২০১ সংখ্যক পুথি ও এই পুথি অভিন্ন; সুতরাং ইহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইল না। নিত্যানন্দ প্রভুর তীর্থ-ভ্রমণের পরিচয় মাত্র উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। সাড়ে চারি শত বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষের মোটামুটি একটি তীর্থের তালিকা ইহা হইতে পাওয়া যাইবে।

প্রথমে চলিলা প্রভু তীর্থ বক্রেশ্বর।
তবে বৈদ্যনাথ বনে গেলা একেশ্বর॥
গয়া দিয়া কাশি গেলা শিবরাজধানী।
যহি ধারা বহে গঙ্গা উত্তরবাহিনী॥

... ...

প্রয়াগে করিলা মাঘ মাসে তাহা স্নান।
তবে মথুরায় গেলা বড় গঙ্গাস্নান॥
যমুনা বিশ্রামঘাটে করি জলকেলি।
গোবর্দ্ধন পর্ব্বত বুলেন কুতুহলি॥
বৃন্দাবন আদি যত দ্বাদশ বন।
একে একে সব প্রভু করেন ভ্রমণ॥
গোকুলে নন্দের ঘর বসতি দেখিয়া।
বিস্তর রোদন প্রভু করিলা বসিয়া॥
তবে প্রভু মদনগোপাল নমস্করি।
চলিলা হস্তিনাপুর পাণ্ডবের পুরী॥

... ...

বলরামকীর্ত্তি দেখি হস্তিনা নগরে।
তাঁহি হলধর বলি নমস্কার করে॥
তবে দ্বারকায় আইলেন নিত্যানন্দ।
সমুদ্রে করিয়া স্নান হইলা আনন্দ॥
সিদ্ধপুর গেলা তবে কপিলের স্থান।
মৎস্যতীর্থে মৎস্যেরে করিল অন্নদান॥
শিবকাঞ্চি বিষ্ণুকাঞ্চি গেলা নিত্যানন্দ।
দেখি হাসে দুই গনে মহামহোদন্দ॥
কুরুক্ষেত্র পৃথূদক সিন্ধু সরোবর।
প্রভাস গেলেন সুদর্শন তীর্থবর॥
ত্রিতকূপ মহাতীর্থ গেলেন বিশালা।
তবে ব্রহ্মতীর্থ চক্রতীর্থেরে চলিলা॥
প্রতিস্রোতা গেলা প্রভু প্রাচী সরস্বতী।
নৈমিষারণ্য তবে গেলা মহামতি॥
তবে গেলা নিত্যানন্দ অজোধ্যা নগরে।
রামজন্মভূমি দেখি কান্দিলা বিস্তরে॥
তবে গেলা গুহক চণ্ডালরাজ যথা।
মহামূর্চ্ছা নিত্যানন্দ পাইলেন তথা॥

... ...

যে যে বনে আছিল ঠাকুর রামচন্দ্র।
দেখিয়া বিরহে গড়ি জায় নিত্যানন্দ॥
তবে গেলা সরজু কৌষিকি করি স্নান।
তবে গেলা পৌলস্ত্য আশ্রম পুণ্যস্থান॥
গোমতি গণ্ডকী শোন-তীর্থে স্নান করি।
তবে গেলা মহেন্দ্রপর্ব্বতচূড়াপরি॥
পরশুরামেরে তহি করি নমস্কার।
তবে গেলা গঙ্গাজন্মভূমি হরিদ্বার॥
পম্পা ভীমরথী গেলা সপ্ত গোদাবরী।
বেণ্বতীর্থ (?) পিপাসায় মজ্জন আচরি॥
কার্ত্তিক দেখিয়া নিত্যানন্দ মহামতি।
শ্রীপর্ব্বত গেলা যথা মহেশ পার্ব্বতী॥

... ...

তবে নিত্যানন্দ প্রভু দ্রাবিড় গেলেন॥
দেখিয়া বেঙ্কটনাথ কানকোষ্ঠী (?) পুরী।

কাঞ্চি সরিদ্বার গিয়া গেলেন কাবেরী ॥
তবে গেলা শ্রীরঙ্গনাথের পুণ্যস্থান।
তবে করিলেন হরিক্ষেত্রেতে পয়ান ॥
ঋষভ পর্ব্বত গেলা দক্ষিণমথুরা।
কৃতমালা তাম্রক(প)র্ণী যমুনা উত্তরা ॥
মলয় পর্ব্বতে গেলা অগস্ত্য আলয়।

... ...

তবে নিত্যানন্দ গেলা ব্যাসের ভুবন।
দেখিলেন প্রভু বসিয়াছে বৌদ্ধগণ ॥
জিজ্ঞাসেন প্রভু কেহো উত্তর না করে।
ক্রুদ্ধ হই প্রভু লাথি মারিলেন শিরে ॥
পালাইলা বৌদ্ধগণ হাঁসিঞা হাঁসিঞা।
বন ভ্রমে নিত্যানন্দ নির্ভয় হইঞা ॥
তবে প্রভু আইলেন কন্তকানগর।
দুর্গাদেবী দেখি গেলা দক্ষিণসাগর ॥
তবে নিত্যানন্দ গেলা শ্রীঅনন্তপুরে।
তবে গেলা পঞ্চপ্সরার সরোবরে ॥
গোকর্ণাক্ষ গেলা প্রভু শিবের মন্দীরে।
কুলাচলে ত্রিগর্ত্ত কেরুলে ঘরে ঘরে ॥
দ্বৈপায়নী আর্য্যা দেখি নিত্যানন্দ রায়।
নিবেঙ্কাপয়োষ্ণি (?) তাপি ভ্রমেন লীলায় ॥
রেমা মাহেশ্বতী পুরী মল্লতীর্থে গেলা।
সুর্পারক দেখি প্রভু প্রতিচী চলিলা ॥

... ...

সেতুবন্ধে আইলেন কথোক দিবসে ॥
ধনুতীর্থে স্নান করি গেলা রামেশ্বর।
তবে আইলেন প্রভু বিজয়া নগর ॥
মায়াপুরী অবন্তি দেখিয়া গোদাবরী।
আইলা বিজয় নরসিংহদেবপুরী ॥
ত্রিমল্ল দেখিয়া কূর্ম্মনাথ পুণ্যস্থান।
শেষে নীলাচলচন্দ্র দেখি[তে] করিলা
প্রয়ান ॥

আইলেন নীলাচলচন্দ্রের নগরে।
ধ্বজা দেখি মাত্র মূর্চ্ছা হইলা শরীরে ॥

... ...

এই মত নিত্যানন্দ থাকি নীলাচলে।
দেখি গঙ্গাসাগর আইলা কুতুহলে ॥

মহাপ্রভুর ভক্তিবিকার-সকল দেখিয়া সাধারণ লোকে তাহাকে বায়ুরোগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছে এবং তাহার উপশমের জন্য এই সকল ঔষধ ব্যবস্থা করিতেছে,—

বুদ্ধিমন্ত খান আর মুকুন্দ সঞ্জয়।
গোষ্ঠী সহে আইলেন প্রভুর আলয় ॥
বিষ্ণুতৈল নারায়ণ তৈল দেই শিরে।
সভে করে প্রতিকার যার জেন স্ফুরে ॥

... ...

কেহ বলে হইল দানব অধিষ্ঠান।
কেহ বলে হেন বুঝি ডাকিনীর কাম ॥
কেহ বলে সদায় করেন বাক্যব্যয়।
অতএব হৈল বায়ু জানিহ নিশ্চয় ॥

... ...

বহুবিধ পাকতৈল সভে দিল শিরে।
তৈলদ্রোণে থুইলেন তাঁর কলেবরে ॥
তৈলদ্রোণে ভাসে প্রভু হাঁসে খল খল।

চৈতন্যদেব অবতার বলিয়া পূজিত হইবার পর, আরও কয়েক ব্যক্তি নিজেকে অবতার বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু নকল জিনিষ কখনও স্থায়ী হয় না। আজ তাঁহাদের নাম পর্য্যন্তও কেহ অবগত নহে।

মধ্যে মধ্যে মাত্র কত পাপীগণ গিয়া।
লোক নষ্ট করে আপনারে লওয়াইয়া ॥

উদর ভরণ লাগি পাপীষ্ঠ সকলে।
রঘুনাথ করিয়া আপনারে কেহো বলে ॥
কোন পাপী সব ছাড়ি কৃষ্ণসংকীর্ত্তন।
আপনারে গাওআয়ে কত ভুতগণ ॥
দেখিতেছি দিনে তিন অবস্থা জাহার।
কোন লাজে আপনারে গাওআয় সে ছার ॥
রাঢ়ে আর এক মহাব্রহ্মদৈত্য আছে।
অন্তরে রাক্ষস বিপ্রকাছ মাত্র কাছে ॥
সে পাপীষ্ঠ আপনারে বলায় গোপাল।
অতএব তারে সবে বলেন পি(শি)আল ॥

চৈতন্যদেবের জন্মের পূর্ব্বে এ দেশে বাঙ্গালা নাটক রচিত ও অভিনীত হইত,—

সকল বৃত্তান্ত কহিলেন শিশুগণে।
কেহো বলে বুঝিলাঙ ভাবের কারণে ॥
পূর্ব্বে দশরথ ভাবে এক নটবর।
রামবনবাসে এড়িলেন কলেবর ॥—৪২পত্র

ভণিতা,—

১। শ্রীচৈতন্তচন্দ্র নিত্যানন্দ জান।
শ্রীবৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥
২। শ্রীচৈতন্ত নিত্যানন্দচন্দ্র জান।
শ্রীবৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥

এই পুঁথিতে অধ্যায়-সমাপ্তির সূচক কোনও বাক্য লিখিত হয় নাই। এমন কি, আদি-খণ্ডের শেষেও কোন সমাপ্তি-বাক্য বা লিপি-করের নাম-ধাম প্রভৃতি কিছুই নাই। পুথির শেষে মাত্র এই অংশটুকু লিখিত আছে,—

আদিখণ্ডকথা দিব্যাং যে শৃণ্বন্তি পরাত্মনঃ।
সর্ব্বাপরাধনির্ম্মুক্তন্তে তরন্তি শুনির্শ্চিতং ॥ ১ ॥
যে পঠন্তি মহাত্মনো বিলিখন্তি পরাদরে।
প্রলয়েপিচ তেষাং তিষ্টতোন হরেঃ স্মৃতিঃ ॥
জন্মাবধিগয়াভূমিগমনে যৎ কথোদয়ং। তৎ কথ্যন্তে বিজ্ঞজনেনাদিখণ্ডস্ত লক্ষনং ॥ ৩ ॥
কারন্যং ভক্তিদাতর্থে চৈতন্তগুনবর্নিনঃ।
অনয়া কথনে নাস্তি নিত্যানন্দ সঃ প্রভুঃ ॥
শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ ॥ সন ১১১৬ শাল বিতেরিখ ॥ ২৩ ॥ তেইসঞি জ্যৈষ্ঠঃ ॥৹॥০॥
হরয়ে নমঃ কৃষ্ণযাদরায় নমঃ ॥

২০৭। চৈতন্যভাগবত—মধ্য খণ্ড।

রচয়িতা—বৃন্দাবনদাস ঠাকুর। পত্র—১—১৬৮; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি করিয়া লিখিত। লেখা পরিষ্কার ও অক্ষর বড়। মাঝে মাঝে কয়েকটি পত্র কীটদষ্ট। অধ্যায়ের শেষে সমাপ্তি-বাক্য এবং পুথির শেষে লিপি-করের নাম নাই। পরিমাণ ১৪ × ৪৸০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১১২২ সাল। চৈতন্তমঙ্গলের মধ্য খণ্ডে মহাপ্রভুর নবদ্বীপলীলা অর্থাৎ গয়া হইতে প্রত্যাগমনের পর সন্ন্যাস গ্রহণ পর্য্যন্ত বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। বন্দনা-শ্লোকের পর প্রথম অংশ এই,—

গয়া করি আইলেন শ্রীগৌরসুন্দর।
পরিপুর্ণ হৈল ধ্বনি নদীয়া নগর ॥
ধাইলেন জত জত আপ্তবর্গ আছে।
কেহ আগে কেহ মাঝে কেহ অতি পাছে ॥
যথাজোগ্য করি প্রভু সভারে সম্ভাষ।
বিশ্বম্ভর দেখি সবে হইলা উল্লাস ॥
আগু বাঢ়াইয়া সবে আনি নিজ ঘরে।
তির্থকথা সভারে কহিল বিশ্বম্ভরে ॥

প্রভু বলে তোমা সভাকার আসির্ব্বাদে।
গয়াভূমি দেখিলাঙ অতি নির্ব্বিরোধে॥
পরম নম্র[১] হইঞা প্রভু কথা কয়।
সভে তুষ্ট হইলেন দেখিআ বিনয়॥
সীরে হাথ দিআ কেহো চিরজিবি করে।
সর্ব্ব অঙ্গে হাথ দিয়া কেহ মন্ত্র পড়ে॥
কেহ বক্ষে হাথ দিয়া করে আসির্ব্বাদ।
গোবিন্দ সিতলানন্দ করুন প্রসাদ॥
হইল আনন্দময় শচি ভাগ্যবতি।
পুত্র দেখি হরিসে ন চে[নে] আছে কতি
লক্ষ্মির জনক[পুরে] আনন্দ উঠিল।
পতিমুখ দেখিআ লক্ষ্মির দুঃখ গেল॥
সকল বৈষ্ণবগন হরিস হইলা।
দেখিতেও সেই ক্ষনে কেহো কেহো গেলা॥
সভারে করিল প্রভু বিনয় শম্ভাস।
বিদায় দিলেন সবে গেলা নিজ বাস॥
বিষ্ণুভক্ত গুটি দুই চারি সঙ্গে লৈয়া।
রহঃকথা কহিবারে বসিলেন গিআ॥
প্রভু বলে বন্ধু সব যুন কহি কথা।
কৃষ্ণের অপুর্ব্ব যে দেখিল যথা যথা॥
গয়ার ভিতর মাত্র হৈলাঙ প্রবেস।
প্রথমে সে যুনিলাঙ মঙ্গল বিশেষ॥
সহস্র সহস্র বিপ্র করে বেদধ্বনি।
দেখ দেখ বিষ্ণুপাদোদক তীর্থখানি॥
পুর্ব্বে কৃষ্ণ যবে কৈলা গয়াগমন।
সেই স্থানে বসি প্রভু ধুইলা চরণ॥
জার পাদোদক লাগি গঙ্গার মহর্ত্ত।
শিরে ধরি শিব জানে পাদোদক মহত্ত্ব॥
সে চরণ উদক প্রভাবে সেই স্থান।
জগতে হইল পাদোদক তির্থ নাম॥

পাদপদ্ম তির্থের লইতে প্রভু নাম।
আঝরে ঝরএ দুই কমল নয়ান॥
শেষে প্রভু হইলেন বড় অসম্বর।
কৃষ্ণ বলি কান্দিতে লাগিলা বহুতর॥
ভরিল পুষ্পের বন মহাপ্রেমজলে।
মোহস্বাষ ছাড়ে প্রভু কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে॥
পুলকে পুর্ণিত হইল সব কলেবর।
স্থির নহে প্রভু কম্প ভাবে থর থর॥

—ইত্যাদি।

সঙ্কীর্ত্তনের উচ্চ নিনাদে নিদ্রাসুখ-বঞ্চিত সাধারণের পরস্পর উক্তি-প্রত্যুক্তি কবি বড়ই স্বাভাবিক ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; পাঠকগণকে উহা উপহার দিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিলাম না।

কেহ বলে এগুলার কি হইল বাই।
কেহ বলে রাত্রে নিদ্রা জাইতে না পাই॥
কেহ বলে গোশাঞি রুষিব ঘন ডাকে।
এগুলার সর্ব্বনাশ হব এই পাকে॥
কেহ বলে জ্ঞানযোগ এড়িয়া বিচার।
পরম ওদ্ধত হেন সভার ব্যবহার॥
কেহ বলে কিশের কির্ত্তন কেবা জানে।
এত পাক করাএন শ্রীবাস বামনে॥
মাগিয়া খাইতে লাগে মেলি চারি ভাই।
হরি বলি ডাক ছাড়ে জেন মহা বাই॥
মনে মনে বলিলে কি পুণ্য নাহি হএ।
রাত্রি করি ডাকিলে সে পুণ্য জনমএ॥
কেহ বলে আরে ভাই পড়িল প্রমাদ।
শ্রীবাসের বাদে হৈল দেশের উৎসাদ॥
আজি মুঞি দেয়ানে যুনিলুঁ সর্ব্বথা।
রাজ আজ্ঞায় দুই নৌকা আইসে এথা॥
যুনিলেন নদিয়ার কীর্ত্তন বিশেষ।
ধরিআ লৈবার হৈল রাজার আদেশ॥

১। নম্র।

যেই দিগে পলাইব শ্রীবাস পণ্ডিত।
আমা সবা লৈয়া সর্ব্বনাশ উপস্থিত॥
তখনে বলিল মুঞি হইয়া মুখর।
শ্রীবাসের ঘর পেলি গঙ্গার উপর॥
তখনে না কৈল ইহা পরিহাশ জ্ঞানে।
সর্ব্বনাশ হয় ইবে দেখ বিদ্যমানে॥
কেহ বলে আমরাসভার কোন দায়।
শ্রীবাসে বান্ধিয়া দিব জে আসিয়া চায়॥
এই মত কথা হইল নগরে নগরে।
রাজনৌকা আইশে বৈষ্ণব ধরিবারে॥
বৈষ্ণবসমাজ সব এ কথা সুনিলা।
গোবিন্দ স্মরি সব ভয় নিবারিলা॥
... ...
নিশিতে এগুলা খায় মদিরা আনিঞা॥
এগুলা সকল মধুবর্তিসিদ্ধি জানে।
রাত্রি করি মন্ত্র পড়ি পঞ্চ কন্যা আনে॥
চারি প্রহর নিশি নিদ্রা জাইতে না পাই।
বল বল হুকার জে সুনিএ সদায়॥

সাড়ে চারি শত বৎসর পূর্ব্বের বিলাস-সামগ্রীর একটি তালিকা,—

দিব্য খট্টা হিঙ্গুল পিত্তলে সোভা করে।
দিব্য চন্দ্রাতপ তিন তাহার উপরে॥
তাহে দিব্য সয্যা সোভে অতি সুক্ষবেশে।
পট্ট নেত বালীস সোভয় চারি পাশে॥
বড় ঝারি ছোট ঝারি গুটি চারি পাঁচ।
দিব্য পিত্তলের বাটা পাকা পান তাথ॥
দিব্য আলবাটি দুই সোভে দুই পাশে।
পান খাইয়া অধরসোভা দেখি হাসে॥
দিব্য ময়ুরের পাখা লইয়া দুই জনে।
বাতাস করিতে আছে দোঁহে সর্ব্বক্ষণে॥
চন্দনের উর্দ্ধতিলক সোভে কপালে।
গন্ধের সহিত তাহে ফাগুবিন্দু মিলে॥
কি কহিব সে কেশভারের সংস্কার।
দিব্য গন্ধ আমলকী বই নাহি আর॥
... ...
সমুখে বিচিত্র এক দোলা সাহেবান।
বিসইর প্রায় জেন ব্যবহার সংস্থান॥

রাজপুত্রের স্থায় বিলাসী এই ব্যক্তি আর কেহই নহেন—ভক্তসমাজের শিরোমণি পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি।

প্রাতঃকালে কীর্ত্তনান্তে গৌরাঙ্গদেবকে দেখিয়া জগাই মাধাই বলিতেছে,—

প্রভুকে দেখিয়া বলে নিমাঞি পণ্ডিত।
করাইলে সম্পূর্ণ মঙ্গলচণ্ডির গীত॥
গায়ন সব ভাল মুঞি দেখিবারে চাও।
সকল আনিঞা দিব যেবা যথা পাও॥

নবাবী আমলে রাজসরকারে বা অন্যত্র লেখাপড়া ও কেরাণীর কাজ প্রায়শঃ কায়স্থেরাই করিতেন। এই সময়কার চিত্রগুপ্তের দপ্তরেও আমরা কায়স্থ কেরাণীর প্রভাব লক্ষ্য করিতেছি। চিত্রগুপ্ত জগাই মাধাইএর পাপের পরিমাণ করিতেছেন,—

চিত্রগুপ্ত বলে সুন ধর্ম্মরাজ।
এ বিফল পরিশ্রমে আর কিবা কাজ॥
লক্ষেক কায়স্থে যদি এক মাস পড়ি।
তথাপি পাইতে অন্ত শীঘ্র হয় বড়ি॥
... ...
এই দুইর পাপ নিরন্তর দুতে কহে।
লেখিতে কায়স্থ সবে উ... জন্মএ॥

বামাচারী সন্ন্যাসী তাঁহার তীর্থ-ভ্রমণের পরিচয় দিতেছেন,—

আমি করিলাঙ যে পৃথিবি পর্য্যটন।
অজোধ্যা মথুরা মায়া বদরিকাশ্রম॥

গুজুরাট কাসি গয়া বিজয়নগরী।
সিংহল গেলাঙ আমি জত আছে পুরী॥

শ্রীচৈতন্যদেব নগর-কীর্ত্তন করিবেন শুনিয়া, নগরবাসীরা নিজ নিজ দ্বারদেশে মাঙ্গল্য দ্রব্য স্থাপন করিতেছে,—

কান্দির সহিত কলা সকল দুয়ারে।
পুর্ণঘট সোভে নারিকেল আম্রসারে॥
ঘৃতের প্রদিপ জলে পরম সুন্দর।
দধি দুর্ব্বা ধান্য দিব্য বাটার উপর॥

যে সকল স্থান দিয়া মহাপ্রভু কীর্ত্তন করিতে করিতে কাজির বাড়ী গিয়াছিলেন, তাহার নাম,—

গঙ্গাতিরে তিরে পথ আছে নদিয়ায়।
আগে সেই পথে চলি জায় গৌররায়॥
আপনার ঘাটে আগে বহু নৃত্য করি।
তবে মাধাইর ঘাটে গেলা গৌরহরি॥
বারকোনা ঘাট নগরিয়াঘাট গিয়া।
গঙ্গার ঘাট দিয়া গেলা সিমুলিয়া॥

মধ্য,—

করিব করিব কেহ বলএ সন্তোষে।
কেহ বলে দুই জন ক্ষিপ্ত মন্ত্রদোষে॥
তোমরাও পাগল হইয়া মন্ত্রদোশে।
আমা সভা পাগল করিতে আসা কিশে॥
জেগুলা চৈতন্যনৃত্যে না পাইয়া দ্বার।
তার বাড়ি গেলে সত্য বলে মার মার॥
ভব্য ভব্য লোক সব হইল পাগল।
নিমাঞি পণ্ডিত নষ্ট করিল সকল॥
কেহ বলে দুই জন কিবা চোরচোর।
ছলা করি চর্চ্চিয়া বুলে প্রতি ঘরে ঘর॥
এমত প্রকট কেন করিব স্বজনে।
আর আইলে ধরিঞা লইব দেয়ানে॥
স্তুনি স্তুনি নিত্যানন্দ হরিদাস হাসে।
চৈতন্যের আজ্ঞাবলে না পায় তরাসে॥
এই মত ঘরে ঘরে বলিয়া বলিয়া।
প্রতিদিন বিশ্বম্ভরস্থানে কহে গিয়া॥
এক দিন পথে দেখে দুই মাতোয়াল।
মহাদস্যুপ্রায় দুই মদ্যপ বিশাল॥
সেই দুইজনকথা কহিতে অপার।
তারা নাহি করে হেন পাপ নাহি আর॥
ব্রাহ্মণ হইয়া মদ্য মাংস ভক্ষণ।
ডাকা চুরি পরগৃহ দাহ সর্ব্বক্ষণ॥
দেয় নে নাহিক দেখা বলএ কোটাল।
মদ্যপান বিনে তার নাহি জায় কাল॥
দুই জনে পথে পড়ি গড়াগড়ি জায়।
জাহারে জে পায় শেই তাহারে কিলায়॥
দূরে থাকি পথে লোক সব দেখে রঙ্গ।
সেইখানে নিত্যানন্দ হরিদাস সঙ্গ॥
ক্ষণে দুই জনে প্রীতি ক্ষণে ধরে চুলে।
চকার বকার সব্দ উচ্চস্বরে বলে॥
নদিয়ার বিপ্রের করিব জাতি নাশ।
মদ্যের বিক্ষেপে কারে করয়ে আশ্বাষ॥
সর্ব্বপাপ সে দুইর শরীরে জন্মিল।
বৈষ্ণবের নিন্দাপাপ সবে না হইল॥
অহর্নিস মদ্যপের সঙ্গে রঙ্গে থাকে।
নহিল বৈষ্ণব নিন্দা এই সব পাকে॥

—ইত্যাদি

ভণিতা,—

১। শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ প্রভু জান ভক্তবৃন্দ
বৃন্দাবনদাস রস গান॥

২। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥

শেষ,—

মধ্যখণ্ডে ঈশ্বরের সন্ন্যাশ গ্রহণ।
ইহার শ্রবণে মিলে কৃষ্ণপ্রেমধন॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত নিত্যানন্দ মহাপ্রভু।
এই বাঞ্চা ইহা জেন না পাশরি কভু॥
হেন দিন হইব চৈতন্ত নিত্যানন্দ।
দেখিব চতুর্দ্দিগে বেষ্টিত ভক্তবৃন্দ॥
আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরিয়ে অন্তর॥
মুখেহ যে জন বলে নিত্যানন্দদাস।
সে অবস্থ দেখিবেক চৈতন্তপ্রকাশ॥
চৈতন্তের প্রিয়তম নিত্যানন্দ রায়।
প্রভু ভৃত্য সঙ্গে জেন না ছাড়ে আমায়॥
জগতের প্রেমদাতা হেন নিত্যানন্দ।
তাঁর হইয়া ভজোঁ জেন প্রভু গৌরচন্দ্র॥
সংশারের পার হইয়া ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবেক সে ভজুক নিতাই ঠাকুরে॥
কাঠের পুতলি জেন কুহকে নাচায়।
এই মত গৌরচন্দ্র সভারে বোলায়॥
পক্ষ জেন আকাসের অন্ত নাহি পায়।
জত শক্তি থাকে তত দূর উড়ি জায়॥
এই মত চৈতন্তকথার অন্ত নাঞি পাই।
জারে জত দেন শক্তি তত সভে গাই॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তস্থু পদযুগে গান॥০॥

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্তমঙ্গলে শ্রীবৃন্দাবনদাসকৃতৌ মধ্যখণ্ডঃ সমাপ্তঃ॥ ইত্যাদি॥০॥ সন ১১২২ সাল মাহ ২৫ আসাড়॥০॥ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরণং॥

ইহার পর ১৬৭ পত্রের অবশিষ্টাংশে এবং ১৬৮ পত্রে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ও অগ্নিপুরাণ হইতে হরিনামের মহিমাসূচক কয়েকটি শ্লোক ও চৈতন্যদেবের কথিত ত্রৈলোক্যমঙ্গল নামক রাধাকৃষ্ণের কবচ লিখিত আছে।

২০৮। চৈতন্যভাগবত—অন্ত্যখণ্ড।

রচয়িতা—বৃন্দাবনদাস ঠাকুর। পত্র—১-১০৫, সম্পূর্ণ। শাদা রঙের বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৯—১১ পঙ্ক্তি পর্য্যন্ত লিখিত আছে। পুথিতে দুই জন লিপিকরের হস্তাক্ষর রহিয়াছে,—৯২ পাতার দ্বিতীয় পৃষ্ঠার তিন পঙ্ক্তি পর্য্যন্ত এক হাতের এবং অবশিষ্ট দ্বিতীয় হাতের লেখা। প্রথম লেখক দশম অধ্যায়ে পুথি শেষ করিয়াছেন; তাহার পর হইতে দ্বিতীয় লেখক আর তিন অধ্যায় লিখিয়া দিয়াছেন। অধ্যায়ের শেষে সমাপ্তি-বাক্য নাই। কয়েকটি পাতার লেখা কিছু কিছু মুছিয়া গিয়াছে। পরিমাণ ১৪॥০×৫ ইঞ্চি। লিপিকাল ১১২৭ সাল। বন্দনার পর প্রথম অংশ এই,—

শেষখণ্ডকথা ভাই শুন একমনে।
নীলাচলে গৌরচন্দ্র আইলা যেমনে॥
করিয়া সন্ন্যাস বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর।
সে রাত্রি আছিলা প্রভু কণ্টক নগর॥
করিলেন মাত্র প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ।
মুকুন্দেরে আজ্ঞা হৈল করিতে কীর্ত্তন॥
বোল বোল বলি প্রভু আরম্ভিলা নৃত্য।
চতুর্দ্দিগে গাইতে লাগিলা সব ভৃত্য॥
শ্বাস হাস স্বেদ কম্প পুলক হুঙ্কার।
না জানী কতেক হইল আনন্দবিকার॥

কোটি সিংহ প্রায় জেন বিশাল গর্জ্জন।
আছাড় দেখিতে ভয় পায় সর্ব্বজন॥
কোন দিগে দণ্ড কমুণ্ডলু বা পড়িলা।
নিজ প্রেমে বৈকুণ্ঠের পতি মত্ত হৈলা॥
নাচিতে নাচিতে প্রভু গুরুকে ধরিলা।
করিলেন আলিঙ্গন বড় তুষ্ট হইলা॥
পাইয়া বৈকুণ্ঠনায়কের আলিঙ্গন।
ভারতির বিষ্ণুভক্তি হইল তখন॥
পাক দিঞা দণ্ড কমুণ্ডলু দূরে পেলি।
স্বকৃতি ভারতি নাচে হরি হরি বলি॥
বাহ্য দূর গেল ভারতির প্রেমরসে।
গড়াগড়ি জায় বাস না সম্বরে শেষে॥
ভারতিরে কৃপা হৈল প্রভুরে দেখিঞা।
সর্ব্বথা সর্ব্বথা হরি বলে ডাক দিয়া॥
সন্তোষে গুরুর সঙ্গে প্রভু করে নৃত্য।
দেখিয়া পরম সুখে গায় সব ভৃত্য॥
—ইত্যাদি।

চৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া যখন নীলাচলে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, তখন পাঠানদের সহিত উড়িষ্যাধিপতির যুদ্ধ চলিতেছে। এই অবস্থায় এক রাজ্য হইতে অন্য রাজ্যে যাওয়া নিরাপদ্ নহে মনে করিয়া ভক্তগণ বলিতেছেন,—

তথাপিহ হইঞাছে দুর্ঘট সময়ে।
সে রাজ্যে এখনে কেহ পথ নাহি বহে॥
দুই রাজা হইঞাছে অত্যন্ত বিবাদ।
মহাদস্যু স্থানে পথে পরম প্রমাদ॥
যাবৎ উৎপাত কিছু উপসম নয়।
তাবৎ বিশ্রাম কর যদি চিত্তে লয়॥

পাঠান-রাজ্যের সীমান্তে সেই সময়ে রামচন্দ্র খান নামে একজন সেনাধ্যক্ষ উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারই সহায়তা লাভে মহাপ্রভু নির্ব্বিঘ্নে উড়িষ্যা দেশে যাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

তবে শেষে সর্ব্বলোক লাগিলা কহিতে।
এই অধিকারী প্রভু দক্ষিণ রাজ্যেতে॥
প্রভু বলে তুমি অধিকারী বড় ভাল।
নীলাচলে আমি জাই কেমতে সকাল॥

... ...

রামচন্দ্র খান বলে শুন মহাসয়।
যে তোমার [ইচ্ছা] সে কর্ত্তব্য নিশ্চয়॥
সবে হইঞাছে প্রভু বিষম বিষয়।
এ দেশে সে দেশে কেহো পথ নাহি বয়॥
রাজারা ত্রিশূল পুতিআছে স্থানে স্থানে।
পথিকেরে দাস সব নিল ত পরানে॥
কোন দিগ দিঞা যদি পাঠাও লুকাইঞা।
তাহাতে ডরাঙ প্রভু শুন মন দিয়া॥
মুঞি সে লস্কর এথা সব মোর ভার।
লাগ নি পাইলে আগে সংসয় আমার॥

... ...

যাতি প্রাণ ধন কেন আমার না জায়।
রাত্র্যে আজি তোমারে পাঠাব সর্ব্বথায়॥

যে পথে তিনি নীলাচলে গিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা,—

কূলে উঠিলে সে বাঘে লঞা পালায়।
জলে পড়িলে সে কুম্ভিরে লঞা খায়॥
নিরবধি এ পানিতে ডাকাইত ফিরে।
পাইলে সে ধন প্রাণ দুই নাশ করে॥

যাজপুরের বর্ণনা,—

যাজপুরে যতেক আছয়ে দেবস্থান।
লক্ষ বৎসরেও তার লইতে নারি নাম॥
দেবালয় নাহি তথা হেন নাহি স্থান।
কেবল দেবের বাস যাজপুর গ্রাম॥

চৈতন্যদেব প্রথম যখন নীলাচলে আসেন, রাজা প্রতাপরুদ্র সেই সময়ে যুদ্ধোপলক্ষ্যে বিজয় নগরে ছিলেন।

যে সময়ে ঈশ্বর আইলা নীলাচলে।
তখনে প্রতাপরুদ্র না ছিলা উৎকলে॥
যুদ্ধরসে গিঞাছিলা বিজয় নগরে।
অতএব প্রভু না দেখিলা সে বারে॥

হুসেন সাহা উৎকল দেশে দেবমূর্ত্তি নষ্ট করিয়াছিলেন,—

এ হোসেন সাহা সর্ব্ব উড়িয়ার দেশে।
দেবমূর্ত্তি ভাঙ্গিলেক দেউল বিশেষে॥
হেন যবনেও মানিলেক গৌরচন্দ্র।
তথাপিও এবে না মানএ কত অন্ধ॥

... ...

ওড্রদেশে কোটি কোটি প্রতিমা প্রাসাদ।
ভাঙ্গিলেক কত কত করেন প্রমাদ॥

মাধবেন্দ্র পুরীর সময়ে দেশের ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় অবস্থা,—

কৃষ্ণযাত্রা অহোরাত্রি কৃষ্ণসংকীর্ত্তন।
[illegible]র উদ্দেশ নাহি জানে [illegible]ান জন॥
কর্ম্ম ধর্ম্ম এই [illegible] সব মাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥
দেবতা জানএ মাত্র ষষ্ঠী বিষহরি।
তাহারে পূজয়ে সভে মহাদম্ভ করি॥
ধন বংশ বাঢ়ুক করিয়া কাম্য মনে।
মদ্য মাংসে দানব পূজয়ে কোন জনে॥
জগীপাল ভগীপাল মহিপালের গীত।
ইহাই শুনিতে লোক বড় আনন্দিত॥

মাধবেন্দ্র পুরীর তিরোধান-তিথি উপলক্ষ্য করিয়া, অদ্বৈতাচার্য্য প্রতিবৎসর এক একটি মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিতেন। এতদুপলক্ষ্যে কি পরিমাণ দ্রব্যাদি সংগৃহীত হইত, তাহা আজকালকার দিনে আমাদের জানিয়া রাখা দরকার।—

আপনে সে মহাপ্রভু পরম সন্তোষে।
সম্ভারের সজ্জ দেখি বুলেন হরিষে॥
তণ্ডুল দেখেন প্রভু ঘর দুই চারি।
পর্ব্বত প্রমান দেখে কাষ্ঠ সারি সারি॥
ঘর পাঁচ দেখে ঘট রন্ধনের স্থলি।
ঘর দুই চারি দেখে মুগের বিশলি॥
নানাবিধ বস্ত্র দেখে ঘর পাঁচ সাত।
ঘর দশ বার প্রভু দেখে খোলা পাত॥
ঘর দুই চারি প্রভু দেখে চিপিটক।
সহস্র সহস্র কান্দি দেখে কদলক॥
না জানি কতেক নারিকেল গুআ পান।
কোথা হৈতে আসিঞা হইল বিদ্যমান॥
পটোল বাস্তুক থোড় আলু শাক মান।
কত ঘর ভরিঞাছে নাহিক প্রমান॥
সহস্র সহস্র ঘড়া দেখি দধি দুগ্ধ।
ক্ষীর ইক্ষুদণ্ড অঙ্কুর সনে সব মুদ্গ॥
তৈল ঘৃত লবন কলস দেখি যত।
সকল অনন্ত লিখিবারে পারি কত॥
অতি অমানুষী দেখি সকল সম্ভার।
চিত্তে জেন প্রভু হইলেন চমৎকার॥

নিম্নলিখিত ডাকাতির বিবরণটি একটু দীর্ঘ হইলেও এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি,—

সেই দুই ব্রাহ্মন পরম সে দুর্ম্মতি।
লইয়া সকল দস্যু করেন যুগতি॥
অরে ভাই সব আর কেনে দুঃখ পাই।
চণ্ডী মাতা নিধি মিলাইলা এক ঠাঞি॥

এই অবধূতের অঙ্গেতে অলঙ্কার।
সোনা রূপা হিরা কশা বহি নাহি আর॥
কত লক্ষ তঙ্কার পদার্থ নাহি জানি।
চণ্ডী মাত এক ঠাঞি মিলায়ল আনি॥
শুদ্ধ বাড়িপানে থাকে হিরন্যের ঘরে।
কাটিয়া আনিব এক দণ্ডের ভিতরে॥
ঢাল খাঁড়া লই সবে হও সমবায়।
আজি গিয়া হানা দিব কথোক নিশায়॥
এই মত যুক্তি করি সব দস্যুগণ।
সভে নিশাভাগ রাত্রে করিলা গমন॥
খাণ্ডা ছুরি ত্রিশূল লইঞা জনে জনে।
আসিয়া বেঢ়ল নিত্যানন্দ যেই স্থানে॥

... ...

চরে আসি কহিলেক দৈস্যুগণ স্থানে।
ভাত খাএ নিত্যানন্দ জাগে সর্ব্বজনে॥
দস্যুগণ বলে সভে সুউক খাইঞা।
আমরাও বসি সভে হানা দিব গিঞা॥
বসিলা সকল দস্যু এক বৃক্ষতলে।
পরধন পাইবেন এই কুতুহলে॥
কেহ বলে আমার সোনার টাড়বালা।
কেহ বলে আমি লব মুকুতার মালা॥
কেহ বলে আমী নিব কর্ণ আভরণ।
ছুরি সব নিব মুঞি বলে কোন জন॥
কেহ বলে আমি নিব রূপার নূপুর।
সভে এই মনকলা খাএন প্রচুর॥

... ...

হেনই সময়ে নিত্যানন্দের ইচ্ছাএ।
নিদ্রা ভগবতি আসি চাপিলা সভায়ে॥

... ...

কাকরলে জাগিলেন সব দস্যুগণ।
রাত্রি নাঞি দেখি হৈলা ব্যস্ত দুঃখমন॥

অস্ত্রে ব,স্ত্রে ঢাল খাঁড়া পেলাইয়া বনে
সত্বরে চলিলা দস্যুগণ গঙ্গাস্নানে॥

... ...

যে হইল সে হইল চণ্ডীর ইচ্ছায়।
এক দিন গেলে কি সকল দিন জায়॥
বুঝিলাঙ চণ্ডী আজি মোহিলা আপনে।
বিনি চণ্ডী পুজিয়া গেলাঙ যে কারণে॥
ভাল করি আজি সভে মদ্য মাংস দিয়া।
চল সভে এক ঠাঞি চণ্ডী পূজি গিয়া॥
এতেকে করিয়া যুক্তি সব দস্যুগণ।
মদ্য মাংস দিয়া সভে করিল পূজন॥
এক দিন দস্যুগণ কাছি নানা অস্ত্র।
আইলেন দেবীস্থানে পরি নীল বস্ত্র॥
মহানিশা সর্ব্বলোক আছেন শয়নে।
হেনই সময়ে বেঢ়িলেন দস্যুগনে॥
বাড়ির নিকটে থাকি সব দস্যু দেখে।
চতুর্দ্দিগে অনেক পাইকে বাড়ি রাখে॥

... ...

দস্যুগনে দেখি বড় হইলা বিস্মিত।
বাড়ি ছাড়ি সভেই বসিলা এক ভিত॥
সর্ব্বদস্যুগণ যুক্তি লাগিলা করিতে।
কোথাকার পদাতিক আইলা এথাতে॥
কেহ বলে অবধূত কেমনে জানিঞা।
কার পদাতিক এবা আনিঞাছে মাগিঞা॥

... ...

সকল দস্যুর সেনাপতি যে ব্রাহ্মন।
সে বলএ জানিলাঙ যে সব কারণ॥
যত বড় বড় লোক চতুর্দ্দিগ হৈতে।
সভেই আইসেন অবধূতেরে দেখিতে॥
কোন দিগে হৈতে কোন বিশ্বাস লস্কর।
তার পদাতিক আসিয়াছে বহুতর॥

অতএব পদাতিক সকল ভাবক।
এই সে কারণে হরি হরি করে জপ॥
এবা নহে তোলা পদাতিক আনি থাকে।
তবে কথো দিন এড়াইব এই পাকে॥
অতএব আজি চল সভে ঘর জাই।
চাপে চুপে দিন দশ বসি থাক ভাই॥

মধ্য,—

শুনিঞা প্রভু প্রতাপরুদ্রের কাকুর্ব্বাদ।
তুষ্ট হই প্রভু তারে করিলা প্রসাদ॥
প্রভু বলে কৃষ্ণভক্তি হউক তোমার।
কৃষ্ণকর্ম্ম বিনে কভু না করিহ আর॥
নিরন্তর গিঞা কর কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন।
তোমার রক্ষিতা কৃষ্ণচন্দ্র সুদর্শন॥
তুমি আর সর্ব্বভৌম রামানন্দ রায়।
তিনের নিমিত্তে মুঞি আইনু এথায়॥
এবে এক বাক্য পালন করিবা আমার।
মোরে না করিবা তুমি কথাহ প্রচার॥
এ সে নহে আমার প্রচার কর তুমি।
তবে এথা ছাড়ি সত্য চলিবাঙ আমি॥
এত বলি আপনার গলার মালা দিঞা।
বিদায় দিলেন তাঁরে সন্তোষ হইঞা॥

—ইত্যাদি।

ভণিতা,—

১। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
শ্রীবৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥

২। প্রণত হইয়া বলে বৃন্দাবনদাস।
এতেক জানিয়া রাজা করহ বিশ্বাস॥

এই ভণিতার পর হইতেই দ্বিতীয় হাতের লেখা আরম্ভ হইয়াছে। তাহাতে মোট তিনটি অধ্যায়। তাহার বর্ণনীয় বিষয় এই,—মহাপ্রভু এক দিন শেষ রাত্রে সেতুবন্ধ রামেশ্বর দেখিতে গেলেন। ভক্তগণ তাঁহার বিরহে ক্রন্দন আরম্ভ করিলে, দৈববাণী হইল, তোমরা কাঁদিও না। দিন দুইএর মধ্যে তিনি ফিরিয়া আসিবেন। এ দিকে মহাপ্রভু সেতুবন্ধে আসিয়াছেন সংবাদ পাইয়া, লঙ্কা হইতে বিভীষণ আসিয়া তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। বিভীষণকে ভক্তি দান করিয়া এবং মাসের মধ্যে একবার করিয়া জগন্নাথক্ষেত্রে যাইবার আদেশ দিয়া, তথা হইতে মহাপ্রভু ত্রিকুট (চিত্রকূট ?) পর্ব্বতে গেলেন। এইখানে ত্রেতা যুগে রাম অবতারে তিনি এক বাণে সাতটি তালগাছ বিদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহারা তদবধি বাণবিদ্ধ অবস্থায়ই এখানে আছে। এখন মহাপ্রভুকে দেখিয়া, সেই সাতটি তালগাছ আসিয়া তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিল। তিনি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে আলিঙ্গন দান করিলে, তাহারা মুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠে চলিয়া গেল। ইহার পর নিত্যানন্দের কথা মনে হওয়ায় মহাপ্রভু নিংহাসনে নীলাচলে চলিয়া আসিলেন এবং ভক্তগণ তাঁহাকে পাইয়া অতীব আনন্দিত হইলেন।

অতঃপর মহাপ্রভু নীলাচল হইতে নবদ্বীপ এবং তথা হইতে বৃন্দাবন যাত্রা করেন। পথে কুলীনগ্রামে অনন্ত মিশ্রকে তাঁহার ব্যবহৃত একখানি কাঁথা দেন। পড়দহে আসিয়া নিত্যানন্দ প্রভুকে বিবাহ করিবার অনুমতি দেন। এখান হইতে তিনি মাত্র গদাধরকে সঙ্গে লইয়া কাটোয়ায় আসেন এবং রূপ সনাতন দুই ভাই এইখানে ইহাঁদের সহিত মিলিত হন। বৃন্দাবনে আসিয়া তিনি পাঁচ বৎসর অবস্থানপূর্ব্বক গদাধরের সহিত অনেক লুপ্ত তীর্থের উদ্ধার সাধন করেন। সে কাহিনী এইরূপ,—

হোরো দেখ অই নন্দ জসোদার ঘর।
তোমারে দেখিতে জে জাইতাঙ নিরন্তর॥
অইখানে আছিল গাছ জমল অর্জ্জুন।
সুনি লাগি রানি তোমা করিল বন্ধন॥
ভাঙ্গিলে ইন্দ্রের পূজা সেহ এই স্থল।
গোবর্দ্ধন ধরি পূর্ব্বে রাখিলে সকল॥
উভ হাথ করি গদাধর মহাসয়।
প্রভুরে দেখাএ প্রভু বলে হয় হয়॥
প্রভু বলে গদাধর সব পড়ে মনে।
তোমার বাপের বাড়ি বল কোনখানে॥
গদাধর বলে অই দেখ ভানুপুরি।
প্রভু কহে বল আপ্সানের কোন বাড়ি॥
সুনি গদাধরদাস করে জোড় হাথ।
ইহা কহিতে আমি নারিল প্রাণনাথ॥
প্রভু বলে চিনিলে জানিলে সর্ব্বস্থান।
আপন স্বামির বাড়ি তাহা নাহি চিন॥
গদাধর বলে সত্য কহিলে বচন।
ঘর প্রতি আমার না ছিল দৃঢ় মন॥
নিরবধি করিতাম তোমার ধেয়ান।
তে কারণে চিনিতে না পারি সেই স্থান॥
প্রভু বলে আপ্সানের বাড়ি দেখ দূরে।
তোমার ননদী জথা চিনিল আমারে॥
পলাইআ আসিতে জথা নুপুর পড়িল।
সেই স্থান দেখ জথা বংসী হারাইল॥

—ইত্যাদি।

এইরূপে লুপ্ত তীর্থের উদ্ধার করিয়া, মহাপ্রভু নীলাচলে আসেন এবং এক দিন জগন্নাথদেবকে স্পর্শ করিয়া এই মর জগৎ হইতে অন্তর্হিত হন। এই তিনটি অধ্যায়ের বিবরণ এত বিস্তৃত ভাবে উল্লেখ করিবার কারণ এই যে, অনেক মুদ্রিত এবং হস্তলিখিত পুথিতে ইহা পাওয়া যায় না।

শেষ,—

নারায়নিসুত শ্রীবৃন্দাবনদাস।
তিন খণ্ডে পুথি কৈল পাষণ্ডি বিখাষ॥

... ...

নারায়নি নামে শ্রীনিবাসের নন্দিনি।
পু (পা) ত্র অবশেষ জারে দিলা গৌরমনি॥
তার সুত বৃন্দাবনদাস দাস দাস।
জে করিল চৈতন্যলিলার প্রকাস॥
সুনহ ভকত ভাই চৈতন্যের লিলা।
ভবসিন্ধু হবে পার জদি বা বান্ধ ভেলা॥
সর্ব্বজীবগণে আমি করি পরিহার।
হরি বিনে পরিনামে গতি নাহি আর॥
সংসারসমুদ্র ভাই বড়ই পাথার।
চেতন করহ ভাই চৈতন্য অবতার॥
জখন মরিবে কেহ না ছুইব অঙ্গ।
বন্ধু দারা পুত্র কেহ না জাইব সঙ্গ॥

... ...

জীবনে মরণে সঙ্গ কর নারায়ণ।
সেই দেহ ধন্য সেহ............॥

... ...

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র শ্রীনিত্যানন্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগ গান॥০॥

পুস্তক তৃতিঅ খণ্ড চন্দ্রকাব্যাদিভাঁতি শ্রীলশ্রীচৈতন্যচন্দ্রকিতিমঙ্গল্যনামা রচয়তি [ইত্যাদি অশুদ্ধ শ্লোক]। অর্থ তিন খণ্ড পুস্তক কৈল বৃন্দাবনদাস ॥০॥১৪॥০॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রচরন......জামৃতপুস্তকং। মহাসুধা মহাদ্ভুতং পঠেৎ চৈতন্যামৃত তোষনং লিখিতং শ্রীবৃন্দাবন দাস সর্ব্বাপরাধক্ষে..... নন মধুসূদন॥.........জথা দৃষ্টং [ইত্যাদি]। স্বাক্ষর শ্রীরামেশ্বর দাসস্য॥ইতি শেষ খণ্ড পুস্তক

সমাপ্ত ॥*॥ পুস্তকমিদং শ্রীযুত বৃন্দাবন দাস ॥ পুস্তক লিখিলাম শ্রীবৃন্দাবনদাস। ......ইতি সন ১১২৭ সাল.........বৃহস্পতিবার ॥

২০৯। চৈতন্যভাগবত—আদিখণ্ড।

রচয়িতা—বৃন্দাবনদাস ঠাকুর। পত্র ১—৮৮, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ; প্রতি পৃষ্ঠায় ১২ পঙ্‌ক্তি করিয়া লিখিত; প্রথম তিন পাতা ছিন্ন এবং কতকটা গলিত। কোন্ পাতায় কত অধ্যায়ের আরম্ভ বা শেষ, তাহা প্রত্যেক পাতার বাম দিকের উপরে লাল কালিতে লেখা আছে। পনেরটি অধ্যায়ে আদি-খণ্ড শেষ হইয়াছে। কারণ, লিপিকর ভ্রম-বশতঃ দ্বিতীয় অধ্যায়টিকেই চারি অধ্যায়ে ভাগ করিয়া ফেলিয়াছেন। নতুবা ১২শ অধ্যায় ঠিক আছে। অধ্যায়ের শেষে সমাপ্তি-বাক্য নাই। পরিমাণ ১৩।০ × ৪৸০ ইঞ্চি। লিপি-কাল ১১৯০ সাল।

শেষ,—

ঈশ্বর পুরীর স্থানে করিয়া বিদায়।
গৃহে আইলেন প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ রায় ॥
শুনি সর্ব্ব নবদ্বীপ হৈল আনন্দিত।
প্রাণ আসি দেহে জেন হৈল উপনিত ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
শ্রীবৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥১৫॥*

অ.আদিখণ্ডকথা দিব্যা [ইত্যাদি শ্লোক] ঠাকুর-বৃন্দাবনদাসপাদপদ্মে মস্তক্কিরস্ত ॥ লিখিতং শ্রীনিত্যানন্দ দেবসর্ম্মা ॥ সন ১১৯০ সাল তারিখ ২৬ জৈষ্ট ॥*॥

২১০। চৈতন্যভাগবত—মধ্যখণ্ড।

রচয়িতা—বৃন্দাবনদাস ঠাকুর। পত্র—১-১৩৯; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা শাদা রঙ্গের তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১২ পঙ্‌ক্তি করিয়া লিখিত; কচিৎ কোন পৃষ্ঠায় ৯ বা ১১ পঙ্‌ক্তিও আছে। প্রত্যেক পাতার প্রথম পৃষ্ঠায়, বাম দিকের উপরে লাল কালিতে অধ্যায়-সংখ্যা লিখিত। অধ্যায়ের শেষে সমাপ্তি-বাক্য বা পুথির শেষে লেখকের নাম নাই; কিন্তু হাতের লেখা ২০৯ সংখ্যক পুথির লেখকের অনুরূপ দেখিয়া এই উভয় পুথির লেখককে অভিন্ন বলিয়া মনে হয়। পরিমাণ ১৪ × ৪৸০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১১৯০ সাল। অধ্যায়-বিভাগের তারতম্যে পুথিখানিতে কত অধ্যায় স্থলে ২৯টি অধ্যায় আছে।

শেষ,—

শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দচাঁদ প্রভু জান।
শ্রীবৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥
ইতি মধ্যখণ্ড সমাপ্ত ॥*॥২৯॥ যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষকো নাস্তি দোষক ॥ ইতি সন ১১৯০ সাল তারিখ ১৮ ভাদ্র রোজ সোম বার ॥

পৃয় কথা ছাড়ি কটু কহিয়া কহিয়া।
বিরক্ত হইয়া মরে মদে মত্ত হয়্যা॥
সে সব রহিবে কোথা মরিবার কালে।
যমের যাতনা আর কে কহিতে পারে॥
কতো ভাগ্যে মনুস্য দুল্লভ দেহ ধরি।
মোর দেহ মোর ধন মোর নারি গারি॥
মরিবার কালে কেহ সংহতি না জায়।
নিজ দেহ পচিলে কুকুরে নাহি খায়॥
জিবনে মরণে সঙ্গ কর নারায়ণ।
সেই দেহ ধন্য সেই বৈকুণ্ঠের জন॥
তারে সে বলিবে ভাই চতুর সুজনা।
সচৈতন্যে করে সে কৃষ্ণের প্রার্থনা॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥

......অর্থ তিন খণ্ড পুস্তক কৈল বৃন্দাবন দাস ॥*॥১৪॥*॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রচরণঙ্গমৃত-পুস্তকং ইতি শেষ খণ্ড সমাপ্ত॥ সন ১২৩৫ সাল তারিখ ৩১...শকাব্দা ১৭৪৯ তিথী চতুর্থি দিবস।

২১৫। চৈতন্যভাগবত—আদিখণ্ড।

রচয়িতা—বৃন্দাবনদাস ঠাকুর। পত্র—১—৮৯; সম্পূর্ণ। শাদা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙক্তি করিয়া লিখিত। ৮১ পত্রের পর একটি অতিরিক্ত পাতা আছে। প্রথম অংশের কতকগুলি পাতা ছেঁড়া। অধ্যায়ান্তে, পুথির শেষে সমাপ্তি-বাক্য এবং লিপিকরের নাম নাই। প্রত্যেক ভণিতা লাল কালিতে লেখা। ১৪ অধ্যায়ে পুথি শেষ। পরিমাণ ১১॥০ × ৪॥০ ইঞ্চি।

শেষ,—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ পহু জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥১৪॥* ॥

আদিখণ্ডকথা দিব্যাং [ইত্যাদি তিনটি সংস্কৃত শ্লোক]। আদিখণ্ডঞ্চ এবঞ্চ বেদ-সহস্রং প্রকীর্ত্তিতং সম্পূর্ণং ॥*॥ সমাপ্তয়াং শ্রীমতশ্চৈতন্যভাগবতং আদিখণ্ডঃ ॥১৪॥ মোং। স ইন্দ্রপ্রস্থে॥

২১৬। চৈতন্যভাগবত—মধ্যখণ্ড।

রচয়িতা—বৃন্দাবনদাস ঠাকুর। পত্র—১—১২৯; সম্পূর্ণ। ৫০ হইতে ৫৯ পত্রাঙ্ক ভুলে দুই বার দেওয়া আছে; লিপিকর সেখানে এই কথা লিখিয়া রাখিয়াছেন,—"ইহার পত্র অঙ্ক ভুল পড়িয়াছে।" বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১১ পঙক্তি পর্য্যন্ত লেখা আছে। হাতের লেখা আগাগোড়া এক রকম বলিয়া মনে হয় না। অধ্যায়ের শেষে সমাপ্তিবাক্য এবং পুথির শেষে লিপিকারের নাম নাই। অধ্যায়-সংখ্যা—২৮। পরিমাণ ১২৸০ × ৪॥০ ইঞ্চি।

শেষ,—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদজুগে গান ॥*॥

ইতি মধ্যখণ্ড শ্রীচৈতন্যভাগবত পুস্তক সমাপ্ত॥

২১৭। চৈতন্যভাগবত— অন্ত্যখণ্ড।

রচয়িতা—বৃন্দাবনদাস ঠাকুর। পত্র—১—১০৭; সম্পূর্ণ। শাদা রঙের বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১১ পংক্তি পর্য্যন্ত লেখা। অধ্যায়—১২। অধিকাংশ অধ্যায়ের শেষে সমাপ্ত-বাক্য নাই। পরিমাণ ১২৷৷০ × ৪৷৷০ ইঞ্চ। লিপিকাল ১১৪৩ সাল। ২০৮ ও ২১৪ সংখ্যক বিবরণে যে দুইখানি অন্ত্যখণ্ডের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, তাহার সহিত এই পুথিখানি অভিন্ন। বিশেষতঃ সেই পুথি দুইখানির আন্তম তিনটি অধ্যায়ও এই পুথিতে দেখা যাইতেছে। তাহা হইতে মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের বিবরণটি এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

পণ্ডিতেরে মহাপ্রভু কহিলা আপনে।
আমার মনন পূর্ণ হৈল এত দিনে ॥
গৃহস্থ সন্ন্যাসি দৈশ্য সেবক ভক্ত জন।
কুলের বৌহ্ আর সুখ দুখ আকিঞ্চন ॥
সর্ব্বজন হরিনাম বলে শুনে গায়।
হরিনামে পরিণাম তরিব হেলায় ॥
ইহা যদি বুঝিলেক সর্ব্বজীবগণ।
তবে আর মোর এথা নাহি প্রয়োজন ॥
এইরূপে মহা সুখে শ্রীগৌরাঙ্গ হরি।
জগন্নাথ মহা সুখে দরশন করি ॥
সে প্রেম সে হুঙ্কার সে আছাড় যে খায়।
দেখিয়া সকল লোক করে হায় হায় ॥
তবে বাহ্য পাই প্রভু গৌর সুন্দর।
গদাধরে বোলে প্রভু শুন গদাধর ॥
আমি আগে জাই তুমি আসিহ পশ্চাতে।
এত বলি শ্রীদেউলে প্রবেশ কৈল নাথে ॥
পড়িছা বলে কোথা জাহ বলহ সন্ন্যাসী।
প্রভু কহে জগন্নাথ পরশিয়া আসি ॥
রহ রহ বোলে সভে বেত্র লয় করে।
নিশেধ না শুনি প্রভু চলিলা ভিতরে ॥
জগন্নাথ পরশীয়া হৈলা অন্তর্দ্ধান।
দেখিতে না পায় প্রভু গেলা নিজস্থান ॥
সর্ব্বলোক বোলে ভাই ন্যাসী নহে এই।
অনুমানে জানিলাঙ চৈতন্য গোশাঞী ॥
কেহো বলে সন্ন্যাসী হইল অন্তর্দ্ধান।
নিশ্চয়ে জানিল সভে প্রভু ভগবান ॥
এইরূপে গৌরচন্দ্র হৈলা অন্তর্দ্ধান।
পণ্ডিত লৈয়া কিছু শুনহ আখ্যান ॥

শেষ,—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥*॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥*॥ ইতি তিন খণ্ড সমাপ্তা ইতি ॥···লিখিতং বাবুরাম দাসশর্ম্মণঃ ॥ ইন্দ্রপ্রস্থে স্থিতেঃ ॥ সকাব্দা * ১৬৫৮ প্রাকৃত সন ১১৪৩ সাল তাং ১৮ শ্রাবণ।

ইহার অপর পৃষ্ঠায় "জায় পুস্তকপাত যুমার আদিখণ্ড ৮৯ মধ্যখণ্ড ১৩৯ অন্ত্যখণ্ড ১০৭—৩৩৫ তিন সও পঞ্চত্রিষ পাত ইতি" এই লেখা দেখিয়া বোধ হয়, ২১৫ ও ২১৬ সংখ্যক পুথি দুইখানিও এই লিপিকারেরই লিখিত। কেন না, এই পত্রসংখ্যা উক্ত পুথি দুইখানির পত্রসংখ্যার সহিত মিলিয়া যাইতেছে। আলোচ্য পুথির ন্যায় ২১৫ সংখ্যক পুথির সমাপ্তিবাক্যেও "ইন্দ্রপ্রস্থে" এই কথা এবং হাতের লেখা দেখিয়া উক্ত ধারণা ঠিক বলিয়া

মনে হয়। সুতরাং বলিতে হয়, ঐ দুইখানি পুথিও ১১৪৩ সালে বা উহার নিকটবর্ত্তী সময়ে লিখিত হইয়া থাকিবে।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যভির্জ্জ্যতুভির্জ্যঃ তদাসদাসদাসং কুরু ॥*॥

২১৮। চৈতন্যভাগবত—মধ্যখণ্ড।

রচয়িতা—বৃন্দাবনদাস ঠাকুর। পত্র—১—২০৭; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ; প্রতি পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা আছে। প্রত্যেক পাতার বাম দিকে "চৈতন্য-ভাগবত" এবং ডান দিকে "মধ্যখণ্ড" লেখা আছে। পয়ারের ছেদচিহ্ন লাল কালিতে লেখা। অধ্যায়-সংখ্যা—৩১। অধ্যায়ের শেষে সমাপ্তিবাক্য নাই। লিপিকাল হয় ১৭০৮ শকাব্দ, না হয় ত ১৭৮০ হইতে ১৭৮৯ শকের যে কোনও অব্দ হইবে। এরূপ বলিবার কারণ এই যে, লেখক লিখিয়াছেন—১৭৮ শক। এরূপ ক্ষেত্রে ১৭ অঙ্কের পৃষ্ঠে একটি বিন্দু, নতুবা ৮এর পৃষ্ঠে ১ হইতে ৯এর মধ্যে যে কোনও একটি অঙ্ক অনুমান করা ছাড়া আর কোনও উপায় নাই। পরিমাণ ১৩।০ × ৪॥০ ইঞ্চি।

শেষ,—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ জান।
শ্রীবৃন্দাবনদাস তছু পদজুগে গান ॥*॥৩১॥

একত্রিংস অধ্যায় ॥ * ॥ সমাপ্তাশ্চ্যায় [শ্চায়ং] মধ্যখণ্ড ॥০॥ জথা দিষ্টং [ইত্যাদি]। শুভমস্ত সকাব্দা ১৭৮ সক ভাদ্রস্ত ২৭ সপ্ত-বিংসত্তি দিবসে শনিবাসরে গোধুলিসমএ মিতি ॥ লিপিরিজং শ্রীহরিহর দাস ঘোষ

২১৯। চৈতন্যমঙ্গল—সন্ন্যাসখণ্ড।

রচয়িতা—লোচনদাস। পত্র—১—২১, ২৩; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ৯ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা আছে। ৪র্থ এবং শেষের পত্র ছিন্ন। পরিমাণ ১৪ × ৪৸০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১১৮৫ সাল। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের ইতিবৃত্ত এই খণ্ডের বর্ণনীয় বিষয়। প্রথম অংশ এই,—

শ্রীশ্রীগুরুদেবচরণ ভরসা ॥
অথ সন্যাসখণ্ড লিখ্যতে।

আচম্বিতে কতো দিনে কেসব ভারথি।
আইলা সন্যাসিবর অতি শুদ্ধমতি ॥
মহাতেজ সন্যাসিবর মহাভাগবত।
পুর্ব্বজন্মার্জ্জিত কত পুন্যের পর্ব্বত ॥
আচম্বিতা আসিয়া দেখিল বিশ্বম্ভরে।
বিশ্বম্ভরে দেখি তুষ্ট হইলা ন্যাসিবরে ॥
উঠিয়া ঠাকুর কৈলা চরণ বন্দন।
সন্যাসি দেখিয়া প্রেমে ঝরে দুনয়ন ॥ ইত্যাদি।

ভণিতা,—

এ বোল বলিয়া প্রভু নিজ ঘরে জায়।
কাতর অন্তরে কথা এ লোচনে গায় ॥

শেষ,—

হরিগুন গায় গাওয়ায় জেবা জন।
অবস্ত জাইবে সে বৈকণ্ঠ ভুবন ॥

ভজ রে ভজ রে ভাই গোরাচান্দের
শ্রীচরণ।
বদন ভরিয়া হরি বল সর্ব্বজন ॥
অবস্য জাইবে দিন দুঃর্খ বা সুখে।
কলিযুগে হরিনাম জে বিস্বিত হবে মুখে।
জমের তাড়না দুঃর্খ গ্রন্থে এই লিখে ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের মধ্যের খণ্ডের সন্যাযনিলা গ্রন্থ সমাপ্ত ॥ জথা দৃষ্টং [ইত্যাদি]। ইতি সন ১১৮৫ সাল তারিখ ৩১ শ্রাবন রোজ বৃহস্পাতি বার॥ বেলা ছয় দণ্ড থাকিতে সমাপ্ত হইল ॥*॥

২২০। চৈতন্যমঙ্গল—সূত্র, আদি, মধ্য ও অন্ত্য খণ্ড।

রচয়িতা—লোচনদাস বা ত্রিলোচনদাস। পত্র—১—১৪৬; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ; অধিকাংশ পাতা দোভাঁজ-করা। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি করিয়া লিখিত। পরিমাণ ১৪ × ৪৮৫ ইঞ্চ। লিপিকাল ১২০৩ সাল।

রুক্মিণী-শ্রীকৃষ্ণ-সংবাদ, জগৎসংসার ভক্তিহীন দেখিয়া, শ্রীকৃষ্ণের নিকট নারদ মুনির আগমন, নারদের নিকট কৃষ্ণের গৌর অবতার গ্রহণে অঙ্গীকার, শিব ও ব্রহ্মলোকে নারদ কর্ত্তৃক উক্ত সংবাদ প্রচার, শিব, ব্রহ্মা ও পার্ব্বতীর আনন্দ এবং অবতারতত্ত্বের বিশ্লেষণ, ভগবৎপার্ষদ-গণের বিভিন্ন স্থানে জন্মগ্রহণ প্রভৃতি সূত্র-খণ্ডের বর্ণনীয় বিষয়। আদি, মধ্য ও অন্ত্য খণ্ডে যথাক্রমে মহাপ্রভুর জন্ম, বাল্যলীলা, নবদ্বীপ-লীলা ও সন্ন্যাস-জীবনের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম অংশ এই,—

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ ॥
বন্দে গুরূনীশভক্তান্ [ইত্যাদি শ্লোক]
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
ভক্তগোষ্ঠী সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
সুনিলে চৈতন্যকথা ভক্তি লভ্য হয় ॥

জয় রে জয় রে জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য
অবনি অবতার।
ইহ লোকের ভাগ্যে প্রিথিবি সো জুগ রে
শ্রীপদ জার অলঙ্কার ॥
জগত প্রীদিপ নবদ্বিপে উদয় কৈল
করুন কিরন পরকাসে।
অনেক দিনের জত ভকত ত্রিসায় ছিল
তারা পায়ল প্রেম প্রিয়াসে ॥
মধুময় কমলে জেন সটপদ ভ্রমরা ভুলে
জেন চাঁদ চকোরার মেলি।
বারিসার মেঘ দেখি চাতক ফুকারিল
পীউ পীউ ডাকে মাতোআলি ॥
ন চয়ে ভাবক ভোবা প্রেম বারিসয়ে গোরা
হুঙ্কার গর্জ্জন সিংহনাদে।
অধনের জেন ধন হারাঞা পাঞাছিল
অনুগত আবতিয়া কান্দে ॥
বনের হাতিয়া জেন বনদাবানলে পুড়ি
অমিঞা সাগরে দিল ঝাপ।
ঐছন প্রেমের রঙ্গ অঙ্গ গড়াইঞা
পাসরিল পুরুবের তাপ ॥
... ...

কেদার রাগ ॥
করুনা ভরল সব হেম গোরা গা।
বন্দিয়া গাইব সে সিতল রাঙ্গা পা ॥
সকল ভকত নঞা বৈসহ আসরে।
ও পদ সিতল বা নাগুক কলেবরে ॥

সচির দুলাল প্রভু করো পরণাম।
বারেক করুণা দিঠে কর অবধান ॥
অভিন্নচৈতন্য বন্দ ঠাকুর অবধুত।
শ্রীনিত্যানন্দ নাম রোহিনির সুত ॥
গোরাগুনগরবে গর্গর মাতোআর।
আনন্দে বান্দিয়া গাব চরন তাঁহার ॥
অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞি দেবসিরোমণি।
জার পদপরসাদে ধন্য এ ধরনি ॥
অদ্বৈত মহাপ্রভুর অপ্রমিত লিলা।
সুনিলে মুঞ্চরে কাষ্ট দরপয়ে সিলা ॥
বন্দীয়া গাইব সে সিতার প্রাননাথ।
করুনা করহ প্রভু করোঁ জোড় হাথ ॥
ইত্যাদি।

সূত্রখণ্ডের শেষ,—

সুত্রখণ্ড সায় কথা কহিল কথন।
অবতার আদিখণ্ড কহিব এখন ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে সুত্রখণ্ড সংপুর্ণং ॥*॥

ভণিতা,—

কৃষ্ণের নিঠুরপনা সুনিতে তরাস।
কহিতে মরিয়ে কহে এ লোচনদাস ॥

শেষ,—

সুন সুন সর্ব্বজন গৌরচন্দ্রলিলা।
এইরূপে মহাপ্রভু নিলাচলে রহিলা ॥
কত সত পাতকি অধম উদ্ধারিল।
প্রেমায় আনন্দভাবে প্রথিবি পুরিল ॥
সুন সব জন গোরাচাঁদের প্রকাস।
আনন্দহৃদয়ে কহে এ লোচনদাস ॥*॥
সুত্র আদি মধ্যখণ্ড অন্ত খণ্ড সায়।
আনন্দে চৈতন্যলিলা এ লোচন গায় ॥
আমি অতি মুঢ়মতি কি জানি মরম।
চৈতন্যচরিত্রলিলা সমুদ্রের সম ॥
শ্রীগুরুর কৃপায় মোর এই বাক্য স্ফুরে।
কিঞ্চিত করিয়া কিছু করিল প্রচারে ॥
শ্রীবৈষ্ণবচরন বিনু আর নাহি জানি।
জার কৃপাবসে গৌরগুনলিলা বর্ণি ॥
আমার কি বুদ্ধি আমি বড়ই মুরুখে।
শ্রীনরহরি গুরু এই আজ্ঞা কৈল মোকে ॥
সকল ভকত জনের বন্দিয়া চরণে।
চৈতন্যমঙ্গল সায় এ লোচনে গানে ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গন্থ সংপুর্ণ। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রায় নম ॥ ভিমস্যাপি রনে ভঙ্গ [ইত্যাদি]। সাক্ষর শ্রীমুকুন্দিদাষ দাষ এই গন্থ শ্রীগোবর্দ্ধন জুগী সাং শ্রীরামপুর। ইতি সন ১২০৩ সাল তারিখ ২১ ভাদ্র।

২২১। চৈতন্যমঙ্গল—সূত্রখণ্ড।

রচয়িতা—লোচন বা ত্রিলোচনদাস। পত্র—১—২১; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রথম পৃষ্ঠায় ৮, অবশিষ্ট প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্ক্তি করিয়া লিখিত। শেষ পত্রে সূত্রখণ্ড সমাপ্ত হইয়া, আদিখণ্ডের কয়েক পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা আছে। প্রথম পাতার মধ্যদেশ লম্বাভাবে ছেঁড়া। পরিমাণ ১৫।০ × ৫।০ ইঞ্চি। প্রথম অংশ এই,—

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ ॥
সূত্রখণ্ড ॥ মল্লার রাগ ॥

যে চরণারবিন্দ অজ : কমলা করয়ে খোজ :
তুলসি থাকয়ে নিরবধি।
যে চরন পরসঞা : শিবের সিরাস হঞা :
তিন লোক তারে সুরনদি ॥১॥

ধনি ধনি তুমি বসুন্ধরে।
বেদে করে অনুসন : হেনক চরন ধন :
সে বিহার তোমার উপরে ॥
যে চরনারবিন্দমধু : নখ ছলে পিয়ে বিধু :
আসিঞা ত দস ভাগ হয়।
ভক্ত অলিকুল জত : মধুলোভে অভিরত :
আর্ত্তি হঞা জে চরনে রয় ॥২॥
বাল মুকুন্দ হই : বটপত্রপুটে সুই :
পাদাম্বুজ ধরি করাম্বুজে।
দিঞা বদনারবিন্দ : পিয়ে সুধা মকরন্দ :
শিল তারয়ে চরনরজে ॥৩॥
যে চরন পঙ্কজ : শিব সনকাদি অজ :
ভাবিয়ে না পায় মন মাঝে।
সে সকট করি ধ্বংস : কালি নাগে অবতংস :
বলি রাজার মস্তক বিরাজে ॥৪॥
সকল সম্পদ পদ : য়ে শ্রীচরনা[র]বিন্দ :
দস সত সিরে গুণ গায়।
লোচন কহয়ে শুন : হেনক চরন ধন :
লোক ভাগ্যে তোমাতে বেড়ায় ॥৫॥

ইত্যাদি বন্দনা পূর্ব্বোক্ত ২২০ সংখ্যক চৈতন্যমঙ্গলে নাই।

ভণিতা,—

কাকুতি করয়ে দেবি ছাড়িঞা নিশ্বাষ।
আনন্দ হৃদয় কহে এ লোচনদাস ॥

শেষ,—

শ্রীনরহরিদাস দয়াময় দেহে।
পাতকী দেখিঞা দয়া করিল স্নেহে ॥
দুরন্ত পাতকি অন্ধ অতি দুরাচার।
অনাথ দেখিঞা দয়া করিল আমার ॥
তার দয়াবলে আর বৈষ্ণবপ্রসাদে।
এই ভরসায়ে পুথি হইবে অবাধে ॥
কর জোড় করি বলোঁ কাতর বয়ানে।
আত্মো নিবেদিয়ে আমি বৈষ্ণবচরনে ॥
মোরধিক অধম নাহিক ত্রিজগতে।
বৈষ্ণব কৃপাবল সিদ্ধ এই তর্ত্তে ॥
দসনে ধরিয়া তৃন এ লোচনদাস।
প্রনতি মিনতি করোঁ পুর মোর আস ॥১৭॥

ইহার পর আদিখণ্ডের কয়েক পঙ্ক্তি আছে। শেষে লিপিকরের নাম-ধাম বা তারিখ প্রভৃতি কিছুই নাই।

২২২। চৈতন্যমঙ্গল—আদিখণ্ড।

রচয়িতা—লোচনদাস বা ত্রিলোচনদাস। পত্র—১—৬৬; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৪ হইতে ১০ পঙ্ক্তি পর্য্যন্ত লিখিত আছে। পুথিখানিতে চারি জন লিপিকরের হস্তাক্ষর দেখা যায়। পরিমাণ ১৩×৪॥০ ইঞ্চি। প্রথম অংশ এই,—

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ময়ি মূঢ়ে প্রসীদ ॥০॥
শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ ॥

ধানশ্রীরাগঃ ॥

দ্বিজচান্দনা রে গোরাচান্দনা রে হয় ॥মূর্চ্ছা॥
সর্ব্ব নিজজন সবে জনম লভিলা।
সাজ সাজ বলি সব্দ ঘোশনা পড়িলা ॥
পৃথিবি জাইব আর নাহিক বিলম্ব।
আপনে ঠাকুর সচিগর্ব্ভে অবলম্ব ॥
এক দুই তিন চারি পাঁচ ছয় মাষে।
সচির উদরে মহানন্দ পরকাষে ॥
ছয় মাষ পুর্ণ হৈল সচির উদর।
অঙ্গের ছটায়ে ঝলমল করে ঘর ॥

হেনই সময়ে এক অদ্ভুত কথা।
আচম্বীতে অদ্বৈত আচার্য্য আইলা তথা॥
ঘরে বশীয়াছে জগন্নাথ দ্বিজবর্য্য।
সম্ভ্রমে উঠিলা দেখি অদ্বৈত আচার্য্য॥
অদ্বৈত আচার্য্য গোশাঞী সর্ব্বগুণধাম।
ত্রিজগতে ধন্য সেহি নাহি উপাম॥
দেখি মিশ্র পুরন্দর বড়ই সম্ভ্রমে।
বসিতে আশন আনি দিলেন আপনে॥
চরণের ধুলি লৈল মস্তক উপরে।
সম্ভ্রমে আচার্য্য গোসাঞি বিনয় বিস্তরে॥
—ইত্যাদি।

ভণিতা,—

স্থন স্থন দাস লোচন বোল।
চৈতন্যমঙ্গলকথা অমৃতহিল্বোল॥

শেষ,—

সব য়বতারসার গৌর য়বতার।
তাহাতে নদিয়া পুরি প্রেমের প্রচার॥
মিনতি করিয়া বোলে বৈষ্ণবচরনে।
কৃপা কর গোরাগুন বোলো মো বদনে॥
অধম দেখিয়া ঘ্রনা না করিবে মোরে।
পতিতের বন্ধু বলি তোমরা ঠাকুরে॥
নিজ গুনে দয়া করি করহ প্রসাদ।
গোরাগুন গাওো মুখে [এই] বড় সাধ॥
গৌরপদকমলে মোর বহুত মিনতি।
তিলেক করুনাদিঠে কর য়বগতি॥
শ্রীনরহরিদাস ঠাকুর য়ামার।
এই ত ভরসাএ গুন কহিব তোমার॥
নহে বা য়ধমাধম মুঞি য়তির্চ্ছার।
তোমার গুন কহিবারে কিবা য়ধিকার॥
য়ধিকারি নহোঁ মুঞি করোঁ পরমাদ।
তোমার গুনগন্ধে হিয়া বড় লাগে সাধ॥
জে হৌক [সে হৌক] গুন কহিব য়বস্থ।
সাবধানে স্থন ভাই নদিয়ারহস্য॥
জানি বা না জানি কহোঁ বড় প্রতিয়াসে।
আদিখণ্ড সাএ কহে এ লোচনদাসে॥
ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল আদিখণ্ড সমাপ্ত॥

পুথির শেষে তারিখ বা লিপিকরের নাম-ধাম প্রভৃতি কিছুই নাই।

২২৩। চৈতন্যমঙ্গল—মধ্যখণ্ড।

রচয়িতা—লোচন দাস বা ত্রিলোচনদাস। পত্র—১—৫০; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্ক্তি করিয়া লিখিত। পরিমাণ ১৫॥০ × ৫।০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৪৮ সাল।

আরম্ভ,—

শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল মধ্যখণ্ড লিখ্যতে॥
কৃষ্ণ সত্য কৃষ্ণ সত্য আর সব মিছা।
জন্মিয়া না ভজে কৃষ্ণ জার জেবা ইচ্ছা॥
শুনহ অপূর্ব্ব কথা গৌর অবতার।
মধ্যখণ্ডকথা ভাই অমৃতের সার॥
নদিয়া আসিয়া প্রভু আনন্দিত চিত্তে।
স্থখে নিবস[এ] নিজ বান্ধব সহিতে॥
নবদ্বিপবাসী জত ব্রাহ্মণকুমার।
সৎকুলসম্ভব তারা অতি স্থদ্ধাচার॥
বড়ই স্থকৃতি তারা ধন্য তিন লোকে।
আপনি ঠাকুর বিদ্যা দান দিলেন জাঁকে॥
এইমনে সিশুগনে পড়ান ঠাকুর।
প্রকাসয় নিজপ্রেমা আনন্দ প্রচুর॥

ভণিতা,—

এ বোল স্থনিয়া সর্ব্বজনের উল্লাস।
গোরাগুন গায় স্থখে এ লোচনদাস॥

শেষ,—

চৈতন্যচরিত্রকথা কে কহিতে জানে।
সম্বরিতে নারি কিছু কহিয়ে বদনে ॥
মুরারি সে গুপ্ত ওজা ধন্য তিন লোকে।
পণ্ডিত শ্রীদামোদর পুছিল তাঁহাকে ॥
কহিল মুরারি সে শ্লোক অনুবন্ধে।
জে কিছু স্থনিল দোহাঁর পরসাদে ॥
স্থনিয়া মাধুরি লোভে চির্ত্ত উতোরোল।
নিজ দোস না দেখিয়া মনে ভেল ভোর ॥
জে কিছু কহিলাম নিজ বুদ্ধি অনুরূপ।
পাচালি প্রবন্ধে কহে মো ছার মুরুখ ॥
স্থত্রখণ্ড আদিখণ্ড মধ্যখণ্ড সায়।
সেস খণ্ড আছে আর কহিব কথায় ॥
চৈতনাচরিত্রকথা চৈতন্যপ্রকাস।
মধ্যখণ্ড সায় কহে যে লোচনদাস ॥

ইতি মধ্যখণ্ড সমাপ্ত ॥ সন ১২৪৮ সাল তারিখ ৩ ফালগুন রোজ রবিবার বৈকালে তিথি ত্রিতিয়া ॥

২২৬। চৈতন্যমঙ্গল—শেষখণ্ড।

রচয়িতা—লোচন বা ত্রিলোচনদাস। পত্র —১—২২ ; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি করিয়া লিখিত। প্রথম পাতার প্রথম পৃষ্ঠায় পুথির নাম এবং মোট পত্র-সংখ্যা লিখিত আছে ; উহাতে তিনটি ক্রোড়-পত্রের উল্লেখ আছে ; কিন্তু পুথির মধ্যে তাহা নাই। পরিমাণ ১৫।০×৫।০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৩৫ সাল।

আরম্ভ,—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণায় নমঃ ॥
শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ॥

সেষ খণ্ড কহিব কথা অমৃতের সার।
শুনিলে শ্রবনসুখ তরয়ে সংসার ॥
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য জবে কৈল স্তুতি।
কতো দিন বঞ্চিল কির্ত্তন দিবারাতি ॥
সেতুবন্ধ দেখিবারে চলিলা ঠাকুর।
কুম্ভ নামে বিপ্র দেখি কুম্ভ নামে পুর ॥
বাস্থদেব নামে বিপ্র আছে সেই গ্রামে।
দুই জনে দেখা স্থনা হৈল সেই ঠামে ॥
প্রভু দরশনে তারা হইল নিম্মল।
নিরখয়ে গৌরদেহ প্রেমেতে বিহ্বোল ॥

ভণিতা,—

কৃষ্ণের নিঠুর কথা স্থনিতে তরাস।
কহিতে মরএ লোক কহে এ লোচনদাস ॥

শেষ,—

বুঝিঞা ঔস্থধ দেহ তুমি ধন্বন্তরি।
কর্ম্মদোসে ভবোব্যাধে আমি ছার মরি ॥
এ বোল স্থনিয়া প্রভু হাসিতে লাগিল।
জগন্নাথদেব তোমার সব ভালো কৈল ॥
এ বোল স্থনিঞা সব জনের উল্লাষ।
প্রেমেতে ভাসিল সব এ ভুমি আকাশ ॥
সব জন নাচে সভে বলে হরিবোল।
আনন্দে ভাসয় সভে দেয় প্রেমে কোল ॥
স্থন সব জন গোরাচান্দের প্রকাশ।
আনন্দহৃদয় কহে এ লোচনদাস ॥*॥১৬॥

শ্রীগৌরাঙ্গলিলা এই বর্ম্নন সংপুর্ন্ন ॥ চারি খণ্ড সায় কথা হইল সমাধান। কহিল শ্রীচৈতনামঙ্গল প্রধান ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যমঙ্গল চারি খণ্ড সমাপ্ত ॥ শ্রীহরএ নম শ্রীকৃষ্ণাএ নম ॥ সন ১২৩৫ সাল তারিখ ১৬ ফাগুন বৃহস্পতি বার।

২২৫। চৈতন্যমঙ্গল—সূত্র, আদি, মধ্য ও অন্ত্য খণ্ড।

রচয়িতা—ত্রিলোচন বা লোচনদাস। পত্র—১—১১৫; ১৪ সংখ্যক পাতা দুইখানি, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। পঙ্‌ক্তি-বিন্যাসের কোনও নিয়ম নাই; এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১৩ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লিখিত আছে। প্রথম পাতাখানি ছেঁড়া ও পোকায় কাটা; অবশিষ্ট সমস্ত পাতা ভাল। পূর্ব্বে ২২০ সংখ্যক বিবরণে যে সম্পূর্ণ একখানি চৈতন্য-মঙ্গলের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, তাহার সহিত ইহার পার্থক্য অতি সামান্য; দুই একটি ঘটনা এই পুথিতে বেশী আছে মাত্র। পরিমাণ ১৫।০×৫।০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১৭০১ শকাব্দ; এই তারিখ একটি ত্রিপদীতে গ্রথিত; তাহা শেষে উদ্ধৃত হইল।

ইতি শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে সুত্রখণ্ড সংপুর্ন্নঃ॥
ইতি শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে আদিখণ্ড সংপূর্ন্নঃ॥
ইতি শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে মধ্যখণ্ড সংপূর্ন্ন॥

সমাপ্তি-বাক্য,—

দেখিয়ে সকল লোক আনন্দ উল্লাসে
শেষ খণ্ড সায় কহে এ লোচনদাসে॥*॥
ইতি শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে শেষখণ্ড সংপূর্ন্নঃ॥*॥

ইতি সুত্রাদিমধ্যশেষখণ্ডঃ॥*॥ হরিঃ॥ চন্দ্রাকাশ হয় খিতিঃ শকের নির্ন্নয় ইতিঃ তীর্থ (তিথি) পৌর্ন্নমাশী সুরগুরু ঃ অর্দ্ধ মেষে শশী নারিঃ ভুবনে বিখ্যাত হরিঃ বনি যোগেন্দ্র অতি চারু ঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যলীলা ঃ শিখরীনি কর লিলা ঃ অধিক অমৃত পদে পদেঃ চৈতন্যমঙ্গল নাম ঃ ভক্তিরস প্রেমধাম ঃ শ্রীলোচনানন্দমুখোদিতেঃ বিলিখিত বৃন্দাবনঃ গ্রন্থ রত্নাধিক ধনঃ দর্শন স্পর্শন শ্রুতি আস ঃ জয়তি শ্রীগৌরচন্দ্র ঃ শ্রীঅদ্বৈত নিত্যানন্দ গদাধর আদি শ্রীনিবাস॥*॥ শ্রীহরি॥*॥ শ্রীজিতনারায়নরায়স্য গ্রন্থোহয়ং॥*॥ কৃষ্ণচৈতন্য॥ যত্নেন লিখিতং গ্রন্থং যশ্চোরয়তি মানবঃ। মাতা চ সুকরী তস্য পিতা গর্দ্দভঃ॥*॥ শ্রীহরয়ে নমঃ॥*॥ হরিঃ॥

২২৬। চৈতন্যমঙ্গল—আদিখণ্ড।

রচয়িতা—ত্রিলোচনদাস বা লোচনদাস। পত্র—১-৩৬, ৪৩-৪৪, ৪৬-৪৮; অসম্পূর্ণ। ২৬—২৭ দুইখানি পাতার বাম দিকের খানিকটা নাই। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লিখিত আছে। পাতার উভয় দিকে লাল কালির রেখা। পূর্ণচ্ছেদ অধিকাংশ লাল কালির। পরিমাণ ১১×৪ ইঞ্চি। শেষের অংশ খণ্ডিত বলিয়া, লিপিকরের নাম-ধাম বা তারিখ প্রভৃতি কিছুই নাই।

ভণিতা,—

আনন্দে আইলা প্রভু আপনা আবাস।
গোরাগুণ গাএ সুখে এ লোচনদাশ॥
—৪৮।২ পত্র।

২২৭। চৈতন্যমঙ্গল—আদিখণ্ড।

নিমাইর দুগ্ধপান পালা।

রচয়িতা—ত্রিলোচনদাস বা লোচনদাস। পত্র—১—৩; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ।

প্রতি পৃষ্ঠায় ৮ পঙ্‌ক্তি করিয়া লিখিত। পরিমাণ ১৪ × ৪।০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২১২ সাল।

গৌরাঙ্গদেব জন্মগ্রহণ করিয়া, মাতৃস্তন্য পান করিতেছেন না। নানা জনে নানা রকম উপায় বলিতেছে। ইতিমধ্যে অদ্বৈতাচার্য্য আসিলে প্রভু তাঁহাকে গোপনে বলিলেন,—আমি মাতৃস্তন্য পান করিব কি, আমার মায়ের যে দীক্ষা হয় নাই। তুমি তাঁহাকে দীক্ষা দাও; তবে আমি দুধ খাইব। অদ্বৈত শচী-দেবীকে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত করিলে, তবে গৌরাঙ্গ দুধ খাইলেন। ইহাই পুথির বর্ণনীয় বিষয়।

আরম্ভ,—

৭ শ্রীশ্রীকৃষ্ণঃ ॥

অথ দুর্গ্ধ পান নিক্ষতে।

বালক দেখিঞা সর্ব্ব জোনের উল্লাস।
জন্মিঞাঁ সে মহাপ্রভু করিল প্রকাস ॥
দেখিঞাঁ ত সচি মাতা আনন্দিত হিআও।
জন্মিঞাঁ সে মহাপ্রভু দুর্গ্ধ নাহি খাও ॥
কান্দিতে নাগিল্যা মাতা সিসু ভুমে থুঞাঁ।
বিরহে পড়িঞাঁ কান্দে অঙ্গ আছাড়িঞাঁ ॥

মঙ্গল ধানসি রাগ ॥ * ॥

কান্দে হেন সচি মায় সিসু নাহি দুর্গ্ধ খায়
কিনা বিধি নিখিল কপালে।
কোলে কোরি গৌরমনি সোকাকুলি সচিরানি
তিতিল নঞানের অশ্রুজলে ॥
সাত কন্যা হৈঞা মৈল সেসে এক পুত্র হৈল
মোনে মোর ওধিক উল্লাস।
কত কোটি চন্দ্র জিনি সুন্দর বদনখানি
ভুরু অঙ্গ কামের কামিনি ॥ ইত্যাদি।

মধ্য,—

প্রভু বোলে সুনহ অদ্বৈত দ্বিজবরে।
কেমনে খাইব দুর্গ্ধ অপবিত্র স্বরিরে ॥
গুরু নাহি হয় তার কোহিল তোমারে ॥
প্রভু বোলেন অদ্বৈত চলহ আপনে।
হরিনাম দেহো গিঞা সচিদেবির কানে ॥
সে নাম বত্তিশ অক্ষরে নাম কৈল।
অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞি আপনে চোলিল।

শেষ,—

আসিঞা বসিল সচি আচার্য্য সন্নিধানে।
হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জানাইল কানে ॥
বোলেন আচার্য্য গোসাঞি আনন্দ হিয়ায়।
এখন আনহ তুমি আপন তনয় ॥
এ বোল সুনিঞা সচি হরসিতে চলে।
বৃক্ষে হৈতে নামাইঞা পুত্র কৈল কোলে ॥
আসিঞা বসিল সচি আনন্দীত মুখে।
করে ধরি জত্ন কোরি স্তন দিল সুখে ॥
হাসিঞা হাসিঞা প্রভু দুগ্ধ করেন পান।
জয়ধ্বনি হরিধ্বনি হয় ঘনে ঘন ॥
হাসিঞা ২ বোলেন অদ্বৈত গোসাঞি।
বালকের নাম আমি রাখিল নিমাঞি ॥
সচি জগন্নাথ বড় আনন্দ উল্লাস।
গোরাগুন গায় সুখে এ লোচনদাস ॥*॥
ইতি দুর্গ্ধপান সংপুর্ন্ন ॥ সাক্ষর শ্রীরাম-কান্হাই দাসস্য পঠ্যতে শ্রীকাত্তিক নাই সন ১২১২ বার সও বার সাল তা ১৫ পৌষ।

২২৮। চৈতন্যমঙ্গল—মধ্যখণ্ড।

নিমাই-সন্ন্যাস।

রচয়িতা—ত্রিলোচনদাস বা লোচনদাস। পত্র —১—৪২; সম্পূর্ণ। মধ্যে কয়েকটি পাতা ছেঁড়া। শাদা ইংরেজী কাগজ। প্রতি

পৃষ্ঠায় ৮ পঙ্‌ক্তি করিয়া লিখিত ; কোন কোন পৃষ্ঠায় ৭ পঙ্‌ক্তিও আছে। পরিমাণ ১১।০ × ৪॥০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২০৪ সাল।

নবদ্বীপে গৌরাঙ্গদেবের নিকট কেশব ভারতীর আগমন হইতে আরম্ভ করিয়া, নীলাচলে বাসুদেব সার্ব্বভৌমকে ষড়্‌ভুজ মূর্ত্তি দর্শন পর্য্যন্ত পুথির বর্ণনীয় বিষয়।

২১৯ সংখ্যক বিবরণে মধ্যখণ্ডের অন্তর্গত সন্ন্যাসখণ্ডের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। উক্ত পুথিতে গৌরাঙ্গদেবের সন্ন্যাসের পর শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে নবদ্বীপবাসিগণের সহিত মহাপ্রভুর মিলন পর্য্যন্তই সন্ন্যাসখণ্ড শেষ হইয়াছে। কিন্তু আলোচ্য পুথিতে তাহার পরেও অনেকখানি বিষয় সন্ন্যাস-খণ্ডের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। বস্তুতঃ মধ্যখণ্ডের প্রথম অংশের খানিকটা ছাড়া আর সমস্ত বিষয়ই ইহার মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই জন্য আলোচ্য পুথিখানিকে নিমাই-সন্ন্যাস বা সন্ন্যাস খণ্ড না বলিয়া মধ্যখণ্ড বলিলেই ঠিক হয়।

শেষ,—

এখানে কহিল কথা সিস্যগন স্থানে।
এ কথা সকল ন্যাসি জানিল কেমনে॥
মনে অনুমান করে লর্জ্জায় পিড়িত।
কিছু না কহিল আর মরমে বিস্মিত॥
তার পর দিনে প্রভু সার্ব্বভৌম ঘরে।
নিজ জন সঙ্গে গেলা তাকে দেখিবারে॥
বেদান্ত পড়ায় সার্ব্বভৌম ঘরে বসি।
বেদান্ত সিদ্ধান্ত প্রভু কহে হাসি হাসি॥
বেদান্ত নিগুড় কথা পুছিলা ঠাকুর।
কৃষ্ণপদাম্বুজ আর অমৃত অঙ্কুর॥
সুনি সার্ব্বভৌম ভেল হৃদয়ে তরাস।
এত কাল নাহি সুনি এতেক বিশ্বাস।
পড়িল সুনিল জত এত কাল ধরি।
পড়াইল জত সিস্য অহঙ্কার করি॥
এত কাল না সুনিনু বেদান্ত সিদ্ধান্ত।
এই মহাশয় হুন সর্ব্বশ্রুতিকান্ত॥
এই অনুমানি সার্ব্বভৌম দ্বিজরাজ।
করজোড়ে স্তব করে বুঝিয়া সে কাজ॥
হেনই সময়ে প্রভু ষড়্‌ভুজ শরির।
দেখিআ ত সার্ব্বভৌম আনন্দে অস্থির॥
বিভ্‌ভল হইয়া পড়ে পদাম্বুজ পাষ।
কহয়ে লোচন সার্ব্বভৌমকে প্রকাস॥০॥

ইতি মধ্যখণ্ডে সন্ন্যাসখণ্ড সমাপ্ত॥ সন ১২০৪। তারিখ ১৫ জ্যৈষ্ঠী।

২২৯। চৈতন্যমঙ্গল—মধ্যখণ্ড।

নিমাই-সন্ন্যাস।

রচয়িতা—ত্রিলোচনদাস বা লোচনদাস।

পত্র—১—১৭ ; সম্পূর্ণ। দোভাঁজ-করা বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১০ হইতে ১১ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লিখিত। দুই জন লিপিকরের হাতের লেখা দেখা যায়। দুই একটি পাতা সামান্য পোকায় কাটা। পরিমাণ ১৩॥০ × ৪৸০ ইঞ্চি।

২২৮ সংখ্যক বিবরণে যে নিমাইসন্ন্যাসের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, সেই পুথিতে বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ষড়্‌ভুজ মূর্ত্তি দর্শন পর্য্যন্ত সন্ন্যাস-খণ্ডের অন্তর্গত করা হইয়াছে। কিন্তু আলোচ্য পুথিতে মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পর শান্তিপুরে নবদ্বীপবাসী ভক্তগণের সহিত মিলনেই সন্ন্যাসখণ্ড শেষ হইয়াছে।

আরম্ভ,—

৭ শ্রীশ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।

ত্বমেব সত্যং তব নাম সত্যং
সংসারসারং তব পাদপদ্মং॥
যোগেন্দ্র মন্দার ভজ পাদপদ্মং
নমামি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রং॥
বাসুদেবস্য যো ভর্ত্তা সান্তাশ্রুগদমানসা।
তেষাং দাসস্য দাসং ভবেয়ং জন্মজন্মনি॥

হরি ভজন বিনু পথ না দেখিয়া
জাইতে নারিনু দেশে।
পতিতপাবন ঠাকুর থাকিতে
ঠেকিনু আপন দোসে॥

আর কথ দিন বই কেশব ভারতি।
আইলা সন্যা[সি]বর অতি সুর্দ্ধমতি॥
মহাতেজ সন্ন্যাসি মহাভাগবত।
পুর্ব্বজর্ম্মাজ্জিত সেই পুন্যের পর্ব্বত॥
আচম্বিতে আসিয়া দেখিলা বিশ্বম্ভর।
বিশ্বম্ভর দেখিয়া তুষ্ট হইলা সন্ন্যাসিবর॥
উঠি ঠাকুর কৈলা চরন বন্দন।
সন্যাসি দেখিয়া প্রেমে ঝরএ নয়ন॥

শেষ,—

এ বোল সুনিয়া প্রভু হাসিয়া কৈল কোলে।
কহিব তোমার তত্ত সুমধুর বোলে॥
তোমার প্রেমেতে আমি ছাড়ি জাইতে নারি।
তেকারনে তোমাকে আমি প্রেম যাচি দয়া করি॥
ইহা বলি য়েলোইল বসনের গৃহস্তি।
প্রেমায়ে বিভোল পড়ে আচার্য্যের মনে চিন্তী॥
নয়নে সাগরে বহে সাত পাচ ধারা।
নির্ভর প্রেমানন্দে সম্বীত নাহী তারা॥
অস্তে বেস্তে সম্বরন করয়ে ঠাকুর।
সম্বরন কৈল সেই আচার্য্য চতুর॥
এই ত কারনে তোমার প্রেম উঠে নাই।
তোমার প্রেমেতে আমি চলিতে না পাই॥
তোমার প্রেমের বস আমী সুনহ আচার্য্য।
পুর্ব্ব সোঙরিয়া বিথারহ নিজ কার্য্য॥
এ বোল বলীআ প্রভু চলীলা সর্ত্তর।
সকল ভকত গেল য়াপনার ঘর॥
কহয়ে লোচন সুন গোরাচান্দ গান।
সন্যাস হইল ইহার রহিল নিসান॥

এই পুস্তক লিখীতং শ্রীহরিনারায়ন দেবসম্মনং সাং বামুনপাড়া॥ জথাদিষ্ট তথা লিখিতং কহেন দ্বিজবর। দোষ গুন না লইবেন ঘাইট বা জীত অক্ষর॥*॥ শ্রীশ্রীকৃষ্ণ বলরাম।

২৩০। চৈতন্যমঙ্গল— মধ্যখণ্ড।

সন্ন্যাসলীলা।

রচয়িতা—ত্রিলোচন দাস বা লোচন দাস।
পত্র—১—১০; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ; এক এক পৃষ্ঠায় ৫ হইতে ৯ পঙ্‌ক্তি। প্রত্যেক পাতার ডান দিকের এবং মধ্য অংশের খানিকটা ছেঁড়া। পরিমাণ ১৫ × ৫ ইঞ্চি।

পূর্ব্বে যে দুইখানি সন্ন্যাসখণ্ডের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহার সহিত ইহার পার্থক্য আছে। ইহার ১ হইতে ৩ সংখ্যক পত্র পর্য্যন্ত সূত্রখণ্ডের বিষয়, ৪র্থ পত্রে সন্ন্যাসখণ্ড আরম্ভ হইয়াছে।

শ্রীশ্রীহরিঃ।
অথো সন্ন্যাষঃ
শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
—ইত্যাদি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য ষয়[1] নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
করুনায় ভরল সবে হেম গোরা রায়।
বন্দীয়া গাইব সিতল রাঙ্গা পায়॥
সকল ভকত লয়া বসিছে আসরে।
উ পদ সিতল বা লাগু কলেবরে॥
সচির দুলাল গোরা কও পরোনাম।
তিলেক করুনা দিঠে কর অবধান॥
অদ্বৈত আচায্য গোসাঞী দেবসিরমুনি।
জাহার পদপরসাদে ধন্য ধরনী॥
বন্দীয়া গাইব জে সিতার প্রাননাথ।
করুনা করহ প্রভু করও জোড় হাত॥
—ইত্যাদি।

চতুর্থ পত্র হইতে সন্ন্যাসলীলা আরম্ভ হইয়াছে। তাহাও অন্যান্য পুথি অপেক্ষা কিছু স্বতন্ত্র রকমের.. বলিয়া এখানে কিছু উদ্ধৃত করিলাম।—

হেনরূপ আছেন প্রভু নবদ্বিপ নগরে।
কেশোব ভারথি আইলা গোরা দেখিবারে॥
পরম সন্ন্যাষী বেস লাবন্য মহোন।
সিগ্র অব্যথান করি বন্দিলা চরন॥
দুই জনে প্রেমাবেসে কৈলা আলীঙ্গন।
হাতাহাতি দুই জনে বসিলা আসন॥
দুই জনে কৃষ্ণকথা অবলম্ব করি।
সেসে নিবেদন কৈলা গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
কৃপাময় তুমি পতিতপাবন।
তুমি কৃপা কৈলে জিবের সংসার মচন॥
সেহি সে সাধু হিনেক ত্রান করে।
কেহ বা করিতে পারে নৈকা ডুবি মরে।
এ ভবসমুদ্র দেখি মোর মহাভয়।
সোহি কর জাহাতে আমার ভাল হয়॥
তোমার আশ্রয় লৈলে মনে আসা ধরি।
কৃপা জদি কর তবে উপসনা করি॥
ভারথী বলেন সাক্ষাতে কৃষ্ণ তুমি।
জে করহ সে করিব সতন্ত্র নহি আমী॥
ভারথীর ইঙ্গিত বুঝিয়া গৌরচন্দ্র।
কায্যসিদ্ধি হৈল বলি হৈলা আনন্দ॥
সচি জগতমাতা কৈলা কৃষ্ণের রন্দন।
প্রস্তুত করিলা তবে অন্ন ব্যঞ্জন॥
গৌরচন্দ্র করিলেন কৃষ্ণ সমর্পন।
তবে ত ভারথী গেলা করিতে ভোজন॥
কেসব ভারথী সহে প্রভু গৌরচন্দ্র।
ভোজন করিলা গৌর হৈয়া আনন্দ॥
ভোজন করিয়া দোহে আচমন করি।
বিষ্ণুমন্দীরে আশীয়া বসীলা গৌরহরী॥
কেসব ভারতী কহে স্তন গৌররায়।
আজ্ঞা দেহ জাব আমী আপন বাসায়॥
কাটওা গ্রামেত আমী থাকী নিরান্তর।
তোমাক দেখিয়া কৈলুঙ জনম সাফল॥
গৌরচন্দ্র কহে তুমি পতিতের বন্ধু।
হেন কৃপা কর মোরে তরো ভবসিন্ধু॥
ভারথী কহেন তুমি জগতের সার।
জে করহ সে করিব সব...তোমার॥
এত বলি কেসব ভারথী ন্যাসীবর।
আলিঙ্গন করি গেলা কণ্টক নগর॥
তবে অনুব্রজি গৌর আইলা ঘরে।
সন্যাস করিব বলি হরিস অন্তরে॥

১। 'ষয়' শব্দের প্রথম ষ-কারের শীর্ষে একটি বিন্দু দেওয়া আছে।

গৃহে আসি গৌরচন্দ্র অনুমান করে।
আজি রাত্রসেসে জাব কণ্টক নগরে॥

ইহার পরের অংশ অপরাপর পুথির সহিত এক; তবে মধ্যে মধ্যে সামান্য পাঠভেদ আছে। ১০ম পাতার পর পুথি খণ্ডিত; সুতরাং তারিখ বা লিপিকরের নাম-ধাম প্রভৃতি কিছুই নাই।

২৩১। চৈতন্যমঙ্গল—শেষ খণ্ড।

রচয়িতা—ত্রিলোচনদাস বা লোচন দাস। পত্র—৪—১২; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি। আদি ও অন্ত খণ্ডিত; সুতরাং লিপিকরের নামধাম বা সন তারিখ প্রভৃতি কিছুই নাই। ১১শ পত্রের শেষে "পাঠক শ্রীখুদিরাম দাষ" এই কথা লেখা আছে। পরিমাণ ১৪৷৷০ × ৫ ইঞ্চি।

শেষ খণ্ডের এই নয়টি পাতা একখানি সম্পূর্ণ চৈতন্যমঙ্গলের অন্তর্গত ছিল, পাতার বাম দিকের ধারাবাহিক সংখ্যা ৫৩—৬১ দেখিয়া তাহা বুঝা যায়। এই পাতা কয়টিতে মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের শেষ অংশ হইতে মথুরা ভ্রমণের কতক অংশ পর্য্যন্ত আছে।

তৎপরে একখানি নামহীন পুথির পাঁচটি পাতা। পত্রাঙ্ক ১৩—১৭। পরিমাণ ১৪৷৷০ × ৪৷৷০ ইঞ্চি। প্রতি পৃষ্ঠায় ৬—৭ পঙ্‌ক্তি। ১৪শ পত্রের ১ম পৃষ্ঠার শেষে "শ্রীশ্রীরামানন্দ সরকার সাং কনকপুর" লেখা। এই পাতা কয়টিতে রূপ গোস্বামীর নিকট সনাতন গোস্বামী শ্রীরাধার সখীগণের অবস্থিতি-স্থান, রূপ, বেশ, বয়স, কুঞ্জনির্ণয় ও সেবার বিবরণ বিবৃত করিতেছেন। ইহারও আদি অন্ত কিছুই নাই। এক স্থান হইতে কিছু উদ্ধৃত করিলাম।

সোনাতনমুখে সুনি য়েতেক বচন।
আনন্দে করয়ে নিত্য হরসিত মোন॥
হরি হরি সব্দ করে গগন পরসে।
ধরনি লোটাঞা রাখে ভাবের আবেশে॥
ক্ষনে সোনাতনপদ ধরি লয় বুকে।
পদধুলি নৈঞা মাখেন চান্দমুখে॥
এমন উন্মাদ দেখিঞা শোনাতন।
পুনরূপী ধরি রূপে কৈল আলিঙ্গন॥
বুকের উপরে রাখি কান্দে সোনাতন।
নিসব্দে বচনে রূপ কৈল নমস্কার।
কুঞ্জের বর্ণভেদ পুছেন পুনর্ব্বার॥
কোন কুঞ্জ কোন দিগ কোন বর্ণ তার।
কৃপা করি কহ সুনি এ সব বিচার॥

—১৪।২ পত্র।

ইহার পর আর তিনটি পাতা—১৮—২০। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ১৪৷৷০ × ৫ ইঞ্চি। ইহাতে জড় ভরতের উপাখ্যান এবং গজেন্দ্রমোক্ষণের খানিকটা আছে। ভণিতায় লোচনের নাম পাওয়া যায়। ইহা কি চৈতন্যমঙ্গলের অংশবিশেষ?

চিন্তিঞা চৈতন্যচান্দের চরনকমল।
লোচনদাস কহে প্রভুর মঙ্গল॥

—১৯।২ পত্র।

ইহার পরেই নিম্নে দেহতত্ত্ববিষয়ক অংশ প্রণিধানযোগ্য,—

পঞ্চভৌতি দেহে সুক দুখ সহে।
জত দেখ ইন্দ্রিয় কাহরু আত্মা নহে॥

ইন্দ্র আত্মা করিতে পারএ সংসারে।
অনিত্য মহান্ত হয় সে··· ··· ॥
আউট হাত ঘর তাহে যা দস দ্বার।
তার মধ্যে আছে ছয় রসের ভাণ্ডার॥
একাদশ চোর সয়াছে দন্ত চলাচল।
গঙ্গা জানা নদী তাহে বহে সর্ব্বক্ষন॥
হংস ক্রীড়া করে তাতে জলচর দস মুলে।
ইঙ্গিলা পিঙ্গিলা তাহে স্থসম্নার মুলে॥
সহস্রদল পদ্মমধ্যে শতদল পদ্ম।
তার মধ্যে রত্নসিংহাসনে দেবসদ্ম॥
পরম পুরুষ তাহে মুকুতির পর।
তার মধ্যে পরম আত্মা পুরুষ ঈশ্বর॥
··· ··· ···
জত দিন তাহার সনে নাহি দরশন।
তত দিন জরা ব্যাধি অকালমরণ॥

—১৯।২ পত্র।

শেষ পত্র,—

হেন কালে গজেন্দ্র পুর্ব্বস্মৃতি হইল।
শুণ্ডে পুষ্প তুলি নারায়নে স্তুতি কৈল॥
ভকতবৎছল প্রভু গজেন্দ্রস্তুতি শুনি।
গজেন্দ্র রাখিতে কৃষ্ণ আইলা আপুনি॥
কুম্ভির মারিল কৃষ্ণ অস্ত্র স্থদর্শনে।
কৃষ্ণদেহে গজেন্দ্র সাস্তাইল ততক্ষনে॥
হুহু নামে গন্ধর্ব্বরাজা সাঁপে মুক্ত হইএল।
শ্রীকৃষ্ণচরন

২৩২। চৈতন্যমঙ্গল—অন্ত্য-লীলার ক্রোড়পত্র।

রচয়িতা—ত্রিলোচন দাস বা লোচন দাস। পত্র—১—৩; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৭ পঙ্‌ক্তি; শেষ পৃষ্ঠায় ৪ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ১৩×৪॥০ ইঞ্চি। এই তিনটি পাতায় মহাপ্রভুর অন্তর্ধান এবং কবির বংশ-পরিচয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উহা এখানে উদ্ধৃত করিলাম। দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়,—

হেন কালে মহাপ্রভু কাসি মিশ্র ঘরে।
বৃন্দাবনকথা [কন] ব্যথিত অন্তরে॥
নিস্বাষ ছাড়িয়া জে চলিলা মহাপ্রভু।
এমত ভকতসঙ্গ নাহি দেখি কভু॥
সম্রমে উঠিয়া জায় জগন্নাথ দেখিবারে।
ক্রমে ক্রমে উত্তরিলা গিয়া সিংহদ্বারে॥
সঙ্গের নিজ জন তেমতি চলিল।
সত্তরে চলিয়া গেলা মন্দির ভিতর॥
নিরিখে বদন প্রভু দেখিতে না পায়।
সেইখানে মনে প্রভু চিন্তিল উপায়॥
তখন তুয়ারে নিজ লাগীল কপাট।
সত্যরে চলিয়া গেলা অন্তরে উচাট॥
আসাড় মাস তিথি সপ্তমি দিবসে।
নিবেদন করে প্রভু ছাড়িয়া নিস্বাসে॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলিযুগ য়ার।
বিসেষে জে কলিযুগ সংকীর্ত্তনসার॥
কৃপা কর জগন্নাথ পতিতপাবন।
কলিযুগ আইল এই দেহত স্বরণ॥
এ বোল বলিয়া সেই ত্রিজগতরায়।
বাহু ভিড়ি আলিঙ্গন তুলিল হিয়ায়॥
ত্রিতিয় প্রহর বেলা বরিসার দিনে।
শ্রীজগন্নাথে নিল(লীন) প্রভু হইলা আপনে॥
গুণ্ডাবাড়িতে ছিল পুণ্ডা জে ব্রাহ্মন।
কি কি বলি সত্তরে বিপ্র আইল তখন॥

কবির পরিচয়,—

চারি খণ্ড কথা সায় করিল প্রকাস।
বৈদ্যকুলে জর্ম্ম মোর কোগ্রাম নিবাস॥

মাতা সতি সুর্দ্ধমতি সদানন্দি নাম।
তাহার উদরে জন্মি করি কৃষ্ণনাম॥
কমলাকর দাস নাম পীতা জর্ম্মদাতা।
জ্বাহার প্রসাদে কহি গৌরগুনকথা॥
সংসারে জনম দিল সেই মাতা পীতা।
মাতামহোর কুলের কিছু শুন তার কথা॥
মাত্রিকুল পীত্রিকুল বৈসে এক গ্রাম।
ধন্য মাতামহি সেই ম্ভয়া দাসী নাম॥
মাতামহ নাম শ্রীপুরুসত্তম গুপ্ত।
নানা তির্থপূত তেহোঁ তপস্যায় ত্রিপ্ত॥
মাত্রিকুলে পীত্রিকুলে আমি মাত্র পুত্র।
সহোদর নাহি নাহি মাতামহের সু(পু)ত্র॥
জথা তথা জাই দুল্লিল করে মোরে।
দুন্দাল লাগীয়া কেহো নারে পড়াবারে॥
মারিয়া ধরিয়া মোরে পড়াইল অক্ষর।
ধন্য পুরুসোত্তম গুপ্ত চরিত্র তাহার॥
তাহার চরনে মুঞি করোঁ নমস্কার।
চৈতন্যচরিত্র লিখি প্রসাদে জাহার॥
মাত্রিকুলের পিত্রিকুলের কহিলাম কথা।
শ্রীনরহরি ঠাকুর মোর প্রেমদাতা॥
জাহার প্রসাদে জেই স্থনিল প্রকাস।
পুস্তক সায় কহে এ লোচন দাস॥*॥
ইতি শ্রীচৈতন্যমঙ্গল অন্তখণ্ড সমাপ্ত ইতি॥
জথা দৃষ্টং [ইত্যাদি]।

২৩৩। চৈতন্যমঙ্গল—মধ্যখণ্ড।

সন্ন্যাসলীলা।

রচয়িতা—ত্রিলোচন দাস বা লোচন দাস। পত্র ১—২; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১০-১২ পঙ্‌ক্তি। পাতা ছেঁড়া ও পোকায় কাটা। পরিমাণ ১৪ × ৪৸০ ইঞ্চি। সন্ন্যাসখণ্ডের মাত্র দুইটি পাতা। পূর্ব্বে যে সব সন্ন্যাসখণ্ডের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, তাহার সহিত অভিন্ন।

ইহার পর ৮ পত্রাঙ্কযুক্ত উপরোক্ত পরিমাণের কীটদষ্ট আর একটি পাতা, স্থানে স্থানে লেখা মুছিয়া গিয়াছে। প্রথম পৃষ্ঠায় ১০, দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ১১ পঙ্‌ক্তি। কোন্ পুথির পাতা, বুঝিবার উপায় নাই। বিষয়—শ্রীকৃষ্ণ নবদ্বীপে গৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইবেন, শ্রীমতী রাধিকাকে এই কথা বলিয়া, তাঁহার নিকট চারি যুগে নিজের চারি অবতারের কথা বর্ণনা করিতেছেন এবং নিজের সঙ্গে যাইতে অনুরোধ করিতেছেন।

এই কথা স্থন তুমি কহিলাম রাই।
বিলম্ব না কর চল নবদ্বিপে জাই॥
এই কথা স্থনি রাই আনন্দিত মনে।
অতঃপর চল তুমি গৌড় ভুবনে॥
জয় জয় কৈল প্রভু গোল[ক]ইস্বর।
প্রিয় রাধা সংগে যাইলা নদিয়া নগর॥
—ইত্যাদি।

২৩৪। চৈতন্যচরিতামৃত—মধ্য খণ্ড।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। পত্র—১১৪—১৪৪, ১৬৬—১৮০, ১৯৫—২১১, তৎপরে অঙ্কহীন একটি পত্র, ২১৬—২৩০; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি। ১৪২—১৪৩ দুইটি পাতা অন্য লিপিকরের লিখিত এবং পরবর্ত্তী যোজনা। শেষ অংশের কয়েকটি পাতা পোকায় কাটা।

পরিমাণ ১০॥০×৪।০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১৬২২ শকাব্দ। মধ্যখণ্ডের চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদের কতক অংশ হইতে শেষ পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত আছে; মধ্যে আবার কিছু কিছু খণ্ডিত। প্রাপ্ত অংশের আরম্ভ এই,—

অতেব কৃষ্ণের প্রকট কিছু নাহি দোষ।
তবে কেনে লক্ষ্মী দেবী করে এত রোষ॥
স্বরূপ কহে প্রেমবতীর এই ত স্বভাব।
কান্তের দাস্যলেশে হয় ক্রোধভাব॥
—ইত্যাদি।

মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাইবার পূর্ব্বে মাতৃ-দর্শনের জন্য গৌড়ে আসিয়াছিলেন। প্রতাপ-রুদ্রের রাজ্যের সীমান্ত পর্য্যন্ত রাজপাত্রগণ তাঁহাকে পৌছ য়া দিলেন। তাহার পর মুসলমান রাজত্ব এ সম্বন্ধে চরিতামৃতে এইরূপ লিখিত হ ছে,—

তবে প্রভু ওড্রদেশ সীমা চলি আইলা।
তথা রাজ অধিকারী প্রভুরে মিলিলা॥
দিন দুই চারি তাঁর করিল সেবন।
আগে চলিবারে তেহোঁ করে বিচারণ॥
মদ্যপ যবন একে আরে অধিকার।
তাঁর ভয়ে কেহো পথে নারে জাইবার॥
পিছলদা পর্য্যন্ত সব তার অধিকার।
তার ভয়ে নদী কেহো হৈতে নারে পার॥
দিন কথো রহি সন্ধি করি তার সনে।
তবে সুখে নৌকায় তোমায় করাব গমনে॥
... ...
এত বলি যবনের মন ফিরি গেল।
আপন বিশ্বাস প্রভু স্থানে পাঠাইল॥
বিশ্বাষ আসিঞা প্রভুর চরণ বন্দিল।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি প্রেমবিহ্বলে রহিল॥
ধৈর্য্য করি উড়িয়াকে কহে নমস্করি।
তোমা স্থানে পাঠাইল ম্লেচ্ছ অধিকারী॥
তুমি যদি আজ্ঞা দেহ এথারে আসিয়া।
যবন অধিকারী জায় প্রভুরে দেখিঞা॥
বহুত উৎকণ্ঠা তার করিছে বিনয়।
তোমার সনে এই সত্য নাহি যুদ্ধভয়॥
... ...
প্রতীত করেন যবে নিশস্ত্র হইঞা।
আসিবেক পাঁচ সাত জন সঙ্গে লঞা॥
বিশ্বাস পাইঞা তারে সকল কহিল।
হিন্দুবেশ ধরি সেই যবন আইল॥
... ...
সেই কহে মোরে যদি কৈলে অঙ্গীকার।
এক আজ্ঞা দেহ করোঁ মো সেবা তোমার॥
... ...
তবে সেই মহাপ্রভুর চরণ বন্দিঞা।
তুষ্ট হঞা চলে সভার চরণ বন্দিঞা॥
মহাপাত্র তার সনে করে কোলাকোলি।
অনেক সামগ্রী দিঞা করিল মিতালি॥
প্রাতঃকালে সে বহু নৌকা সাজাইঞা।
প্রভুরে আনিল নিজ বিশ্বাষ পাঠাইঞা॥
মহাপাত্র চলি আইল মহাপ্রভু সনে।
ম্লেচ্ছ আসি কৈল প্রভুর চরণ বন্দনে॥
এক নবীন নৌকা মধ্যে তার ঘর।
সগণ প্রভুরে চঢ়াইল তা উপর॥
মহাপাত্রে মহাপ্রভু করিল বিদায়।
কান্দিতে কান্দিতে সেহো তীরে তীরে জায়॥
জলদস্যুভয়ে সেই যবন চলিল।
দশ নৌকা ভরি সেই সৈন্য সঙ্গে নিল॥
মন্ত্রেশ্বর দুর নদে পার করাইল।
পিছলদা গ্রাম পর্য্যন্ত সে লোক আইল॥

শেষ,—

তবে যদি মহাপ্রভু বারানশী আইলা।
তাঁরে মিলি রায় আপন বৃত্তান্ত কহিলা॥
প্রভু কহে ইহা হৈতে জাহ বৃন্দাবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন॥
এক নামাভাষে তোমার পাপ দূর জাবে
আর নাম হৈতে কৃষ্ণচরণ পাইবে॥

ভণিতা,—

শ্রীরূপ রঘুনাথপদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

সমাপ্তি-বাক্য,—

শ্রীমন্মদনগোপালতুষ্টয়েঃ শুভমস্ত শকাব্দাঃ ॥১৬০২২॥ মাহ জ্যৈষ্ঠ॥...ইতি শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে কাশীবাসীবৈষ্ণবকরণং পুনর্নীলাদ্রিগমনং নাম পঞ্চবিংশতিপরিচ্ছেদঃ॥

২৩৫। চৈতন্যচরিতামৃত—মধ্যখণ্ড।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। পত্র—১৫৫—১৬৬, ১৬৯—১৮৯ ; অসম্পূর্ণ। ১৭৬ সংখ্যক পাতা দুইখানি। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১১ পঙ্‌ক্তি। অনেকগুলি পাতার এক পার্শ্ব গলিত। শেষ পৃষ্ঠার অধিকাংশ অক্ষর মুছিয়া গিয়াছে। পরিমাণ ১২×৪৮৹ ইঞ্চি। লিপি-কাল ১১২৬ সাল। একবিংশ অধ্যায়ের কতক অংশ হইতে পঞ্চবিংশ অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত আছে।

ভণিতা ও অধ্যায়-সমাপ্তিবাক্য,—

শ্রীরূপ রঘুনাথপদে জার আস।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে আত্মারামশ্চ শ্লোক ব্যাক্ষা সনাতনানুগ্রহো নাম চতুর্বিংশতি পরিছেদ॥

শেষ,—

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে পুন নিলাচলগমনং নাম পঞ্চবিংসতি পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ইতি॥ ২৫॥ সম্পূর্ণমিদং মধ্যখণ্ড-চরিতং॥ জথা দৃষ্টং [ইত্যাদি শ্লোক]॥ সন ১১২৬ সাল তারিখ ১৬ কার্ত্তিক॥

২৩৬। চৈতন্যচরিতামৃত—অন্ত্য খণ্ড।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। পত্র—১-১২৬ ; সম্পূর্ণ। দোভাঁজ-করা বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি। মধ্যে মধ্যে কয়েক পৃষ্ঠার লেখা মুছিয়া গিয়াছে। শেষ পৃষ্ঠা একেবারেই পড়া যায় না। পুথির তারিখ ১১৪ লেখা ; সুতরাং ১১০৪ অথবা ১১৪০ হইতে ১১৪৯এর মধ্যে যে কোন সাল হইবে। পরিমাণ ১৩॥০×৪৮৹ ইঞ্চি। সংস্কৃত শ্লোক এবং বন্দনার পর প্রথম অংশ এই,—

বৃন্দাবন হইতে প্রভু নীলাচলে য়াইলা।
শুনি সব ভক্তগণ আনন্দীত হইলা॥
শুনী শচী আনন্দিত সর্ব্বভক্তগণ।
সভে মিলী নীলাচলে করিলা গমন॥
কুলীনগ্রামী আদি জত আর খণ্ডবাসী।
সিবানন্দাচার্য্য সঙ্গে সভে মিলীলা আসি॥

শিবানন্দ করে সব ঘাটী সমাধান।
সভার পালন করি দেই বাসা স্থান॥

পুথির শেষ পৃষ্ঠার লেখা একেবারে মুছিয়া গিয়াছে; সুতরাং তাহা হইতে লিপিকরের নাম ধাম প্রভৃতি উদ্ধার করিবার আশা নাই।

২৩৭। চৈতন্যচরিতামৃত—আদিখণ্ড।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। পত্র—১—৫৪; সম্পূর্ণ। পাতলা বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১১ হইতে ১৩ পঙ্ক্তি। দুই একটি পাতা মধ্যে মধ্যে ছেঁড়া। পরিমাণ ১৪×৫ ইঞ্চি। লিপিকাল ১৬৮০ শকাব্দ। আদিখণ্ডে মোট ১৭টি অধ্যায়। অধ্যায়গুলির মধ্যে কি কি বিষয় আছে, পুথির শেষে তাহার একটি সূচি রহিয়াছে।

ভণিতা,—

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ আচার্য্য অদ্বৈতচন্দ্র
স্বরুপ রুপ রঘুনাথ দাশ।
এই সভার শ্রীচরণ শিরে বন্দি নিজ ধন
জন্মলীলা গাইল কৃষ্ণদাশ॥

শেষ,—

চৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত আচার্য্য।
শ্রীনিবাস গদাধর আর ভক্ত আর্য্য॥
যত যত ভক্তগণ বৈসে বৃন্দাবনে।
নম্র হয়া শিরে ধরোঁ সভার চরণে॥
শ্রীরুপ শ্রীসরুপ শ্রীসনাতন।
শ্রীরঘুনাথ দাশ শ্রীজীবচরণ॥
শিরে বন্দোঁ......করোঁ তার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাশ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে যৌবন-লিলাসূত্রকথন...সপ্তদশ পরিচ্ছেদঃ ॥ ১৭ ॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে সুত্ররুপ আদিলিলা সমাপ্ত ॥ * ॥ শুবমস্তু শকাব্দা ১৬৮০ ভাদ্রস্য শুক্লপক্ষে ১২ দোয়াদসি তিথৌ রোজ ৩১ বিস্বদবার॥ শ্রীরাধাচরন দাশ অস্য গ্রন্থ আদিলিলা। নামচিন্তামনি কৃষ্ণ চৈতন্যরষ-বিগ্রহঃ পুর্ণ শুদ্ধ নিত্য মোক্ত ভিনা মনা... ইতি॥

২৩৮। চৈতন্যচরিতামৃত—আদিখণ্ড।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। পত্র—২—৯৩; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্ক্তি। অধিকাংশ পত্র ছিন্ন ও কীটদষ্ট। যে সব গ্রন্থ হইতে সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার নাম ও ছেদচিহ্ন লাল কালিতে লিখিত। অক্ষর পরিষ্কার এবং বহু পরিমাণে বিশুদ্ধ। পরিমাণ ১১×৪৷৷০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১৭০৮ শকাব্দ, ১০৯২ মল্ল শকাব্দ।

এই পুথিখানির মালিক—বিষ্ণুপুরের প্রসিদ্ধ রাজা চৈতন্যসিংহ, পুথির সমাপ্তি-বাক্যে পাঠক তাহা দেখিতে পাইবেন। চৈতন্যসিংহ, বিষ্ণুপুরের স্বনামখ্যাত রাজা বীর হাম্বীরের ৮ পুরুষ অধস্তন। ইনি ২৭ বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন এবং ইহাঁর জীবিতকাল পর্য্যন্ত বিষ্ণুপুর-রাজ-বংশের শক্তি ও গৌরব পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান ছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট হইতে ইনি বাঁকুড়া জেলার অরিপ মহল্লা বন্দোবস্ত

করিয়া লইয়াছিলেন। রাজ-কার্য্য পরিচালনায় ইনি বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন এবং ইহাঁর রাজত্বকালে বিষ্ণুপুরে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিশেষ প্রসার হইয়াছিল। ১০৬৪ মল্ল শকে ইনি বিষ্ণুপুরে রাধাশ্যামের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই মন্দির এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় আমাদিগকে উপরোক্ত সংবাদ প্রদান করিয়াছেন।

শেষ,—

পঞ্চ প্রবন্ধে পঞ্চ রসের চরিত।
সংক্ষেপে কহিল অতি না কৈল বিস্তৃত ॥
বৃন্দাবন দাস ইহা চৈতন্যমঙ্গলে।
বিস্তারি বর্ণিলা নিত্যানন্দকৃপাবলে ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যলীলা অদ্ভূত অনন্ত।
ব্রহ্মা শিব শেষ জার নাহি পায় অন্ত ॥
জেই জেই অংশ কহে শুনে সেই ধন্য।
অচিরে মিলিব তারে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈতাচার্য্য।
শ্রীনিবাস গদাধর আদি ভক্তবর্য্য ॥
জত জত ভক্তবৃন্দ বৈশে বৃন্দাবনে।
নম্র হঞা শিরে ধরোঁ সবার চরণে ॥
শ্রীস্বরূপ শ্রীরূপ শ্রীসনাতন।
শ্রীদুই রঘুনাথ শ্রীজীবচরণ ॥
শ্রীগোপালভট্টপাদপদ্ম করি আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥*॥*॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে যৌবনলীলাসূত্রকথনং নাম সপ্তদশ পরিচ্ছেদঃ ॥ *॥ *॥১৭॥*॥*॥ শকাব্দা ১৭০৮ সতের শও আট ॥০॥ মল্লশক সন ১০৯২ সাল স্বস্তি মল্লমহীমহেন্দ্রমল্লাবনীনাথ মহারাজাধিরাজ শ্রীলশ্রীচৈতন্য সিংহ দেবষ্য পুস্তকমিদং ॥*॥*॥ জ্যৈষ্ঠস্য দসগ্রি দিবসে রবিবার নবম্যাং তিথৌ দিবা তিন প্রহরাভ্যান্তরে লিখিতং বিফলী জন্ম ভূতলে দীনহীন শ্রীচৈতন্যচরণ দাসেন আন্ত্যলীলা গ্রন্থ সাঙ্গং করতু ॥*॥*॥*॥

২৩৯। চৈতন্যচরিতামৃত—মধ্যখণ্ড।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। পত্র—৩৯—১২২, ১৪৫—১৬৯, ১৮১—১৯৪, ২১৪—২১৫, ২১৭—২৩১; ১৯৪ সংখ্যক পত্র দুইখানি ও অঙ্কহীন পত্র একখানি; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৬ হইতে ১২ পঙ্‌ক্তি। সমগ্র পুথিখানিতে চারি পাঁচ জন লিপিকরের হস্তাক্ষর আছে। আদি ও অন্ত খণ্ডিত; সুতরাং লিপিকরের নাম-ধাম বা তারিখ প্রভৃতি কিছুই জানিবার উপায় নাই। পরিমাণ ১০৷৷০×৪৷০ ইঞ্চি। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের কতক অংশ হইতে পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদের প্রায় শেষ অংশ পর্য্যন্ত আছে।

ভণিতা,—

শ্রীরূপ রঘুনাথপদে যার আস।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

অধ্যায়সমাপ্তিবাক্য,—

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে বৃন্দাবনদর্শনবিলাসো নামাষ্টাদসপরিচ্ছেদঃ ॥১৮৷০॥

২৪০। চৈতন্যচরিতামৃত—অন্ত্যখণ্ড।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। পত্র—১—১০৯, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট

কাগজ। অধিকাংশ পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি, কোন কোন পৃষ্ঠায় ১১ পঙ্‌ক্তিও আছে। ৬৬ হইতে ৭৩ পত্র অন্য লিপিকরের লিখিত এবং পরবর্ত্তী যোজনা বলিয়া মনে হয়; অবশিষ্ট সমস্ত এক হাতের লেখা। পরিমাণ ১১ × ৪॥০ ইঞ্চি। শেষ অংশ খণ্ডিত বলিয়া তারিখ জানা গেল না। তবে অক্ষর ও পুথির অবস্থা দেখিয়া, ১৫০ দেড় শত বৎসরের অধিক পুরাতন মনে হয়। অন্ত্য খণ্ডের প্রথম হইতে ষোড়শ পরিচ্ছেদ সম্পূর্ণ এবং সপ্তদশ পরিচ্ছেদের কতক অংশ পর্য্যন্ত আছে।

ভণিতা,—

শ্রীরূপ রঘুনাথপদে যার আস।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

অধ্যায়-সমাপ্তি-বাক্য,—

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে কালীদাসপ্রসাদবিরহোন্মাদবর্ণনং নাম ষোড়শ পরিচ্ছেদঃ ॥

২৪৭। চৈতন্যচরিতামৃত—আদিখণ্ড।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। পত্র—১—৬০; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১১ পঙ্‌ক্তি। পাতার বাম দিকে অধ্যায়ের অঙ্ক এবং দক্ষিণ দিকে পত্রাঙ্ক। মোট ১৭ পরিচ্ছেদে এই খণ্ড শেষ হইয়াছে। শেষ পৃষ্ঠায় একটি নির্ঘণ্ট আছে; তাহাতে কোন্ পাতায় কত অধ্যায় আরম্ভ ও শেষ হইয়াছে এবং সেই অধ্যায়ের বর্ণনীয় বিষয় কি কি, তাহা লিখিত রহিয়াছে। পরিমাণ ১৩৸০ × ৪৸০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১১৯৯ সাল।

ভণিতা,—

শ্রীরূপ সনাতনপদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

শেষ,—

এই সপ্তদশ পরিচ্ছেদ আদিলীলা অনুবন্ধ।
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ তাতে গ্রন্থ মুখবন্ধ ॥
বৃন্দাবনদাস ইহা চৈতন্যমঙ্গলে।
বিস্তারি বর্ণিলেন নিত্যানন্দ আজ্ঞাবলে ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যলীলা অদ্ভুত অনন্ত।
ব্রহ্মা শিব শেষ যার নাহি পায় অন্ত ॥
যেই যেই অংশ কহে শুনে সেই ধন্য।
অচিরে মিলয়ে তারে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত আচার্য্যচন্দ্র
শ্রীবাস গদাধর আদি ভক্তবৃন্দ।
যত ভক্তগণ বৈসে শ্রীবৃন্দাবনে।
নম্র হঞা শিরে বন্দো সভার চরণে ॥
শ্রীস্বরূপ শ্রীরূপ শ্রীসনাতন।
শ্রীরঘুনাথ দাস শ্রীজীবচরণ ॥
শিরে ধরি বন্দো নিত্য করো যার আস।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥০॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে যৌবনলীলাবর্ণনং নাম সপ্তদশঃ পরিচ্ছেদঃ ॥*॥*॥১৭॥৫॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদিখণ্ড সমাপ্ত ॥*॥ যথা দৃষ্টং [ইত্যাদি]। পুস্তক স্বাক্ষর দিন গোপীনাথ দাস॥ সন ১১৯৯ সাল তাং ২০ বৈসাখ ॥ঃ॥

২৪২। চৈতন্যচরিতামৃত—মধ্যখণ্ড।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। পত্র ১-২০০; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। অধিকাংশ পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি; দুই এক পৃষ্ঠায় ৯ বা ১২ পঙ্‌ক্তিও দেখা যায়। কাগজের রং লাল ও শাদা;—লালের পর শাদা ও শাদার পর লাল, এইরূপ ক্রমান্বয়ে পাতা সাজান। বাম দিকে অধ্যায়ের অঙ্ক এবং দক্ষিণ দিকে পত্রাঙ্ক। এক হইতে পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে এই খণ্ড সমাপ্ত। ১৭৭—১৭৮ দুইটি পাতা অন্য হাতের লেখা বলিয়া মনে হয়। পুথির শেষে তারিখ বা লিপিকরের নাম-ধাম নাই। পরিমাণ ১৪ × ৪৩/৪ ইঞ্চি।

প্রথম অংশ,—

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় কৃপাসিন্ধু।
জয় জয় শচিসুত জয় দীনবন্ধু॥
জয় জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈতচন্দ্র।
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ॥
পূর্ব্বে কহিল আদিলীলার সূত্রগণ।
আদিলীলা বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন॥
অতএব আমি তার সূত্রমাত্র কৈল।
যে কিছু বিশেষ সূত্রমধ্যেই কহিল॥
এবে কহি শেষলীলার মুখ্য সূত্রগণ।
প্রভুর অসংখ্য লীলা না জায় বর্ণন॥

মধ্য অংশ,—

ইহা জগন্নাথের রথ চলন সময়।
গৌড় সব রথ টানে আগে নাহি যায়॥
টানিতে না পারি গৌড় রথ ছাড়ি দিল।
পাত্র মিত্র লঞা রাজা মহাব্যস্ত হৈল॥
মহামল্ল লৈয়া আইলা রথ চালাইতে।
আপনে লাগিলা রথ না পারে টানাইতে॥
ব্যস্ত হৈয়া রাজা আনে মত্ত হস্তীগণ।
রথ চালাইতে রথে করিলা জোটন॥
মত্ত হস্তি রথ টানে যত তার বল।
এক পাদ নাহি চলে হইল অচল॥
শুনি মহাপ্রভু আইলা নিজগণ লৈয়া।
মত্ত হস্তি রথ টানে দেখে দাড়াইয়া॥
অঙ্কুশের ঘাতে হস্তি করএ চিৎকার।
রথ নাহি চলে লোক করে হাহাকার॥
তবে মহাপ্রভু সব হস্তি ঘুচাইল।
সগণে রথের কাছি টানিবারে দিল॥
আপনে রথের পাছে ঠেলি মাথা দিয়া।
হড় হড় করি রথ চলিলা ধাইয়া॥
ভক্তগণ কাছিতে হাত দিয়া মাত্র ধায়।
আপনে চলএ রথ টানিতে না হয়॥

—১০১ পত্র।

ভণিতা,—

শ্রীরূপ সনাতনপদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

শেষ,—

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে পুনর্নীলাচলগমনং নাম পঞ্চবিংশতিপরিচ্ছেদঃ॥*॥ ২৫॥ * ॥ সংপূর্ণমিদং মধ্যখণ্ডচরিতং॥

২৪৩। চৈতন্যচরিতামৃত—অন্ত্যখণ্ড।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। পত্র ১-৯৪; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১০ হইতে ১১ পঙ্‌ক্তি।

পাতার বাম দিকে অধ্যায়ের অঙ্ক এবং দক্ষিণ দিকে পত্রাঙ্ক। ২০ অধ্যায়ে ৯৩ সংখ্যক পত্রে পুথি শেষ হইয়াছে। তার পর ৯৪ পাতায় একটি নির্ঘণ্ট—কোন্ পাতায় কোন্ অধ্যায় সমাপ্ত এবং আরম্ভ হইয়াছে ও সেই সেই অধ্যায়ে কি কি বিষয় আছে, নির্ঘণ্টে তাহা লেখা রহিয়াছে। ২৪১ সংখ্যক পুথি ও এই পুথি একই লিপিকরের লিখিত। পরিমাণ ১৩৸০ × ৪৸০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১১৯৯ সাল। পুথির আরম্ভে নমস্কার-শ্লোকের পর নিম্নলিখিত অংশটুকু ২৩৬ সংখ্যক পুথি হইতে এই পুথিতে অধিক দেখা যায়।—

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
মধ্যলীলা সংক্ষেপে করিল বর্ণন।
অন্ত্যলীলা বর্ণন কিছু শুন ভক্তগণ॥
মধ্যলীলামধ্যে অন্ত্যলীলা সুত্রগণ।
পুর্ব্বগ্রন্থে সংক্ষেপে করিয়াছি গণন॥
আমি জরাগ্রস্থ নিকট জানিঞা মরণ।
অন্ত্যলীলার কোন লীলা করিয়াছি বর্ণন॥
পুর্ব্বলিখিত সুত্রগণ অনুসারে।
যেই নাহি লিখি তাহা লিখিয়ে বিস্তারে॥

শেষ,—

সভার চরণকৃপা গুরু উপাধ্যায়ী।
মোর বাণী শিষ্যা তাঁরে বহুত নাচাঞী॥
শিষ্যের শ্রম দেখি গুরু নাচাই রাখিল।
কৃপা না নাচাএ বাণী বসিঞা রহিল॥
অনিপুনা বাণী আপনে নাচিতে না জানে।
যত নাচাইল নাচি করিল বিশ্রামে॥
সব শ্রোতাগণের করি চরণ বন্দন।
যাহা সভার চরণকৃপা শুভের কারণ॥
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত সেই জন শুনে।
তাঁহার চরণ ধুঞা করোঁ মুঞি পানে॥
শ্রোতার পদরেনু করি মস্তকভূষণ।
তোমরা এ অমৃত পীলে সফল হয় শ্রম॥
শ্রীরূপ রঘুনাথপদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥*॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শিক্ষা-শ্লোকার্থ আস্বাদনং নাম বিংশতি পরিচ্ছেদঃ॥*॥ ॥২০॥ চরিতমমৃতমেতৎ [ইত্যাদি শ্লোক]। ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্যখণ্ড সংপূর্ণ॥··· এ পুস্তক স্বাক্ষর দীন গোপীদাস॥*॥ ইতি সন ১১৯৯ সাল॥ তারিখ ৯ আসাড়॥ রোজ বুধবার॥ গ্রন্থ সমাপ্ত॥

২৪৮। চৈতন্যচরিতামৃত—আদি, মধ্য ও অন্ত্যখণ্ড।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। পত্র ১-২০৩; সম্পূর্ণ। বাঙ্গলা তুলোট কাগজ। উভয় পৃষ্ঠে লেখা। প্রতি পৃষ্ঠায় ১৮ পংক্তি। শেষ অংশের কতকগুলি পাতা ছিন্ন ও কীটদষ্ট। পরিমাণ ১৪৸০ × ৮ ইঞ্চি। লিপিকাল ১৭৩৩ শকাব্দ।

চৈতন্যচরিতামৃতের আদি, মধ্য ও অন্ত্যখণ্ড এক সঙ্গে লিখিত। ৪১ পত্রে আদি, ১৪৪ পত্রে মধ্য এবং ২০৩ সংখ্যক পত্রে অন্ত্য খণ্ড সমাপ্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শেষে আরও ২০টি পাতা আছে;—তাহাতে চৈতন্যচরিতামৃতে উদ্ধৃত সংস্কৃত শ্লোকাবলী লিখিত রহিয়াছে। প্রথম অংশের দুইটি পাতা না থাকায় এইগুলি অসম্পূর্ণ এবং ইহার কতকগুলি পত্র ছিন্ন।

আদিখণ্ডের ভণিতা ও সমাপ্তি-বাক্য,—*

১। শিরে ধরি চরণ করিঞা তাঁর আস।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥
শ্রীচৈতন্যচরণপঙ্কজে স্তোত্রং কৃতিরিতি ॥...
ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে সূত্ররূপে আদিলীলা সমাপ্তঃ ॥

মধ্যখণ্ডের ভণিতা ও সমাপ্তি-বাক্য,—

২। শ্রীরূপ শ্রীসনাতন রঘুনাথ জীবচরণ
শিরে ধরি করো যার আশ।
শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতান্বিত চৈতন্যচরিতামৃত
কহে কিছু দীন কৃষ্ণদাস ॥

... ...

শ্রীমন্মহাপ্রভোরিদং রম্যং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাখ্যোলিখিত-মখিলপদ্যং মহালীলাপ্রযুক্তং। রসিকরসপদার্থং শুদ্ধসিদ্ধান্তসারং সুজনহৃদয়হারং কৃষ্ণদাসেন নাম্না ॥ শ্রীহরিঃ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্য-খণ্ডে কাশীবাসীবৈষ্ণবকরণং নাম পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদঃ ॥ ২৫ ॥

অন্ত্যখণ্ডের সমাপ্তি-বাক্য,—

৩। শাকে সিন্ধ্বগ্নিবাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে।
সূর্য্যো হ্যসিতপঞ্চম্যাং গ্রন্থোয়ং পূর্ণতাং গতঃ ॥
সম্পূর্ণমিদং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতং ॥ * ॥
......কে নেত্রাগ্নিসিন্ধুচন্দ্রে সৌরজ্যৈষ্ঠস্য সপ্তম-দিবসে আদিত্য বা......ত্রয়োদশ্যাং নারায়ণগঞ্জ ......গ্রামস্থ শ্রীদ......স্য পাঠার্থং পূর্ণলোক-শ্রীচৈতন্য চ......তং বজ্রযোগিনী গ্র...... শ্রীবৈদ্যনাথ শ......হং লিখ্যতে ॥ * ॥ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ * ॥

শ্লোকাবলীর শেষে সমাপ্তি-বাক্য,—

৪। শাকে নেত্রাগ্নিসিন্ধুচন্দ্রে সৌরাষাঢ়স্য চতুর্থ-দিবসে চন্দ্রবাসরে সিতপক্ষে দ্বাদশ্যান্তিথৌ নারায়ণগঞ্জান্তরে চট্টগ্রামস্থ শ্রীধরণীধর দাসস্য পাঠার্থং শ্লোকাবলীগ্রন্থং বজ্রযোগিনীগ্রামবাসী শ্রীবৈদ্যনাথ শর্ম্মণা গ্রন্থমিদং লিখ্যতে ॥ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ শ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ ॥

২৪৫। চৈতন্যচরিতামৃত—আদি খণ্ড।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। পত্র ১-৭৭; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১৫ হইতে ১৮পঙ্ক্তি। পাতার ডান দিকে পত্রাঙ্ক, বাম দিকে অধ্যায়ের অঙ্ক। সংস্কৃত শ্লোকগুলি লাল কালিতে লেখা। সপ্তদশ অধ্যায়ে পুথি শেষ হইয়াছে। পরিমাণ ৯॥০ × ৭ ইঞ্চি। লিপিকাল নাই। কাগজের অবস্থা দেখিয়া শতাধিক বর্ষের প্রাচীন মনে হয়। মঙ্গলাচরণ-শ্লোকের পর প্রথম অংশ,—

এই তিনঠাকুর গৌড়িয়াকে করিয়াছে আত্মসাত।
এ তিনের চরণ বন্দ তিন মোর নাথ ॥
গ্রন্থের আরম্ভে করি মঙ্গলাচরণ।
গুরু বৈষ্ণব ভগবান্ তিনের স্মরণ ॥
তীনের স্বরনে হয় বীঘ্ন বিনাসন।
অনাআসে হয় নিজ বাঞ্ছিত পূরন ॥
সে মঙ্গলাচরন হয় ত্রিবিধ প্রকার।
বস্তু নির্দেষ আসির্ব্বাদ আর নমস্কার ॥
প্রথমে দুই শ্লোকে ইষ্টদেবে নমস্কার।
সামান্য বিসেসরূপে দুই ত প্রকার ॥ ইত্যাদি।

মধ্য,—

এই সব মহাসাখা চৈতন্যকৃপাধাম।
প্রেম ফল ফুল করে জাহা তাহা দান ॥
কুলিন গ্রামবাসি সত্যরাজ রামানন্দ।
জত্নাথ পুরোত্তম সঙ্কর বিদানন্দ ॥

বানিনাথ বসু আদি জউগ্রামি জন।
সভেই চৈতন্যভৃত্য চৈতন্য প্রাণধন॥
প্রভু কহে কুলিনগ্রামির যে হয় কুকুর।
সেহো মোর প্রিয় অন্য জন রহু দুর॥
কুলিনগ্রামির ভাগ্য কহন না জায়।
সুকর চরায় ডোম সেহো চৈতন্য গায়॥

শেষ,—

যেই যেই অংসে কহে শুনে সেই ধন্য।
অচিরে মিলয় তারে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত আচার্য্য।
শ্রীবাস গদাধর আদি ভক্তবর্য্য॥
যত যত ভক্তবৃন্দ বৈসে বৃন্দাবনে।
নম্র হঞা সিরে ধরো সভার চরণে॥
শ্রীস্বরূপ শ্রীরূপ শ্রীসনাতন।
শ্রীরঘুনাথ দাষ আর শ্রীজিবচরণ॥
সিরে বন্দো নিত্য করো তার আস।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাষ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে যৌবন-নিলাশুত্রকথনং নাম সপ্তদষ পরিচ্ছেদ॥ ১॥ *॥ ১৭॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শুত্ররূপে আদি সম্পূর্ণং॥ শ্রীকৃষ্ণদাষ কবিরাজ গোস্বামিনাং তব পাদপদ্যং মম শ্রিতং জানি ত্বুবভং। অতিদিন-মতিক্ষিন মম দোষো ন নিয়তে সর্ব্বেসাং তুবভং প্রভু তব কৃপা যাতঃ॥ *॥

২৪৬। চৈতন্যচরিতামৃত—মধ্য খণ্ড।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। পত্র ১-২১১; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ১৭ পঙ্‌ক্তি। পাতার ডান দিকে পত্রাঙ্ক, বাম দিকে অধ্যায়ের অঙ্ক। সংস্কৃত শ্লোকগুলি লাল কালিতে লেখা। দুই জন লিপিকরের হস্তাক্ষর আছে; ১ হইতে ১২ পত্র পর্য্যন্ত প্রথম হাতের, অবশিষ্ট সমস্ত দ্বিতীয় হাতের লেখা। পরিমাণ ৯৷৷০ × ৭ ইঞ্চি। লিপিকাল নাই; অনুমান—এক শত বৎসরের প্রাচীন হইতে পারে।

শেষ,—

... ...
পুর্ব্ব দক্ষিন সব লোক করিলে নিস্তার॥
এক বারানসি ছিল তোমাতে বৈমুখ।
তাহা নিস্তারিঞা কৈলা আমা সভার সুখ॥
বারানসি গ্রামে যদি কোলাহল হৈল।
সুনি দেসি গ্রামি লোক হাসিতে লাগিল॥
লক্ষ কোটি লোক আইসে নাহিক গনন।
সংকির্ত্তন স্থানে প্রভুর না পায় দর্শন॥
প্রভু জদি জায়েন বিশ্বেশ্বর দরশনে।
দুই দিগে লোক করে প্রভু বিলোকনে॥
বাহু তুলি প্রভু কহে বোল কৃষ্ণ হরি।
দণ্ডবত করি পড়ে হরিধ্বনি করি॥
এই মত দিন পঞ্চ লোক নিস্তারিঞা।
আর দিন চলিলা প্রভু উদ্বিগ্ন হইঞা॥
—২০৬।১ পত্র।

ভণিতা,—

শ্রীরূপরঘুনাথপদে জার আস।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাষ॥

সমাপ্তিবাক্য,—

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে পুন নীলা-চলগমনং নাম পঞ্চবিংসতিতমঃ পরিচ্ছেদঃ॥২৫॥ ...ইতি মধ্যলিলা সমাপ্তঃ॥ *॥

২৪৭। চৈতন্যচরিতামৃত—অন্ত্য খণ্ড।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। পত্র ১-১০৫ ; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১৩-১৬ পঙ্ক্তি। পাতার দক্ষিণ দিকে পত্রাঙ্ক; বাম দিকে অধ্যায়ের অঙ্ক। সংস্কৃত শ্লোকগুলি লাল কালিতে লেখা। পরিমাণ ৯॥০×৭ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৩৭ সাল। ২৪৫—২৪৬ সংখ্যক পুথি ও এই পুথি একই লিপিকরের হস্ত-লিখিত। সুতরাং উক্ত দুইখানি পুথির লিপিকালও ১২৩৭ সাল হওয়া সম্ভব।

প্রথম অংশ,—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ॥
শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ॥

... ...

শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজিব গোপাল ভট্ট দাষ রঘুনাথ॥
এই ছঅ গোসাঞির করি চরণ বন্দন।
যাহা হৈতে বিঘ্ন নাষে অভিষ্ট পুরান॥

... ...

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবিন্দ॥
মধ্যলিলা সংক্ষেপে করিল বর্ণন।
অর্ন্তলিলা বর্ণন কিছু সুন ভক্তগণ॥

মধ্য,—

রামচন্দ্র পুরি ঐছে রহে নিলাচলে।
বিরক্তসভাব কভু রহে কোন স্থলে॥
অনিমন্ত্রন ভিক্ষা করে নাহিক নির্নয়।
অন্তের ভিক্ষার স্তিতি জানয় নিশ্চয়॥
প্রভুর নিমন্ত্রনে লাগে কৌড়ি চারি পোন।
প্রভু কাসিশ্বর গোবিন্দ খায় তিন জন॥
প্রত্যহ প্রভুর ভিক্ষা ইতি উতি হয়।
কেহো জদি মূল্য লয় চারি পোন নির্ন্নয়॥
প্রভুর স্তিতি রিতি ভিক্ষা সয়ন প্রয়ান।
রামচন্দ্র পুরি করে সর্ব্বানুসন্ধান॥
প্রভুর জতেক গুন স্পর্সীতে নারিল।
ছিদ্র চাহি বুলে কাঁহা ছিদ্র না পাইল॥

ভণিতা,—

এই লিলা নিজ গ্রন্থে রঘুনাথ দাষ।
চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে করিয়াছে প্রকাষ॥
শ্রীরূপরঘুনাথপদে যার আস।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাষ॥

শেষ,—

সিষ্যের শ্রম দেখি গুরু নাচাই রাখিল।
কুদাষ্য না নাচায়ে নাচী বসিয়া রহিল॥
আনপুনঃ বানি আপনে নাচিতে না জানে।
জত নাচাইল তত নাচি করিল বিশ্রমে॥
শ্রোতার পদরেনু করো মস্তকে ভূসন।
তোমোরা অমৃত পিলে সফল হয় শ্রম॥
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত জেই জন সুনে।
তার চরন ধোয়াইয়া মুঞি করো পানে॥
শ্রীরূপরঘুনাথপদে যার আষ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাষ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে সিক্ষাষ্টকার্থবাদষনামে বিংসতি পরিচ্ছেদ॥ *॥ ২০॥ যথা দৃষ্টং [ইত্যাদি]। সকাব্দা ১৭৫২॥ সন ১২৩৭॥ ইতি॥ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত সমাপ্ত অন্ত লিলায় পাত ১০৫ পাত ইতি॥ ৬ জৈষ্টী রোজ বুধ বার॥ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ॥ *॥

২৪৮। চৈতন্যচরিতামৃত—আদিখণ্ড।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। পত্র ১-৬৫; সম্পূর্ণ। শাদা রঙের মোটা ইংরেজী কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১০ হইতে ১১ পঙ্ক্তি। তিন জন লিপিকরের হস্তাক্ষর দেখা যায়। ১-২ পত্র প্রথম হাতের, ৩-৩২ পত্র দ্বিতীয় হাতের এবং অবশিষ্ট সমস্ত তৃতীয় হাতের লেখা। ইহা ছাড়া চতুর্থ হাতের লেখা তোলা পাঠ বা টিপ্পনী মাঝে মাঝে আছে। পরিমাণ ১২৷৷০ × ৫৷০ ইঞ্চি। লিপিকাল নাই।

ভণিতা,—

শ্রীরূপ রঘুনাথ শ্রীসনাতন।
শ্রীরঘুনাথদাস শ্রীজীবচরণ॥
শিরে ধরি বন্দো নিত্য করোঁ তার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

সমাপ্তিবাক্য,—

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে যৌবন-লীলাসূত্রকথনং নামঃ সপ্তদশঃ পরিচ্ছেদঃ ॰ ১৭ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে সূত্ররূপাদিলীলা সমাপ্তঃ

২৪৯। চৈতন্যচরিতামৃত—মধ্যখণ্ড।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। পত্র ১-১৯০; সম্পূর্ণ। শাদা রঙের মোটা ইংরেজী কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্ক্তি। দুই জন লিপিকরের হাতের লেখা দেখা যায়। পরিমাণ ১২৷৷০ × ৫৷০ ইঞ্চি। লিপিকাল নাই। পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদে মধ্যখণ্ড শেষ হইয়াছে।

শেষ,—

এই অমৃত কর পান যাহা সম নাহি আন
চিত্তে কর সুদৃঢ় বিশ্বাসে।
না পড়িহ কুতর্কগর্ত্তে অমেধ্য কর্কশাবর্ত্তে
যাতে পড়ি হয় সর্ব্বনাশ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত ভক্তবৃন্দ
আর যত শ্রোতা ভক্ত জন।
তোমা সভার শ্রীচরণ করি শীরে ভূষণ
যাহা হৈতে অভীষ্ট লক্ষন॥
শ্রীরূপ সনাতন রঘুনাথ জীবচরণ
শিরে ধরি করি যার আশ।
কৃষ্ণলীলামৃতান্বিত চৈতন্যচরিতামৃত
কহে কিছু দীন কৃষ্ণদাস॥ *॥

শ্রীমন্মদনগোপাল ইত্যাদি শ্লোকঃ। ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে কাশীবাসিবৈষ্ণব-কৃপণং পুনর্নীলাদ্রিগমনঞ্চ নাম পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদঃ। সমাপ্তশ্চায়ং মধ্যখণ্ড॥ *॥

২৫০। চৈতন্যচরিতামৃত—অন্ত্যখণ্ড।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। পত্র ১-৮০; সম্পূর্ণ। ১ হইতে ২১ পত্র পর্য্যন্ত বাঙ্গালা তুলোট কাগজ, অবশিষ্ট মোটা ইংরেজী কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১০ হইতে ১১ পঙ্ক্তি। ছেদচিহ্ন, অধ্যায়-সমাপ্তিবাক্য ও আকর-গ্রন্থের নামগুলি লাল কালিতে লেখা। পরিমাণ ১২৷৷০ × ৫৷০ ইঞ্চি। লিপিকাল নাই।

শেষ অংশ,—

সব শ্রোতাগণের করি চরণ বন্দন।
যাহা সভার চরণকৃপা শুভের কারণ॥

চৈতন্যচরিতামৃত যেই জন শুনে।
তাঁহার চরণ ধুঞা করোঁ জল পানে ॥
শ্রোতার পাদরেণু করোঁ মস্তকভূষণ।
তোমরা এ অমৃত পীলে মোর সফল শ্রম ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথপদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শিক্ষাশ্লোকার্থাস্বাদনো নাম বিংশতিতমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥*॥২০॥*॥ সাকেন্দ্বগ্নিবাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে। সূর্য্যোহসিতপঞ্চম্যাং গ্রন্থোহয়ং পূর্ণতাং গতঃ ॥ ১ ॥ চরিতমমৃতমেতৎ [ইত্যাদি শ্লোক]। সম্পূর্ণমিদং চৈতন্যচরিতামৃতং ॥ * ॥ লিখিতং শ্রীরাধাচরণদাস শর্ম্মণস্য ॥ * ॥

২৫১। চৈতন্যচরিতামৃত—আদি, মধ্য ও অন্ত্যখণ্ড।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। পত্র ১-৭৩, ১-১৯১, ১-১০৫; সম্পূর্ণ। বঙ্গলা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১৪ পঙ্‌ক্তি। পত্রের বাম দিকে ধারাবাহিক সংখ্যা, খণ্ডের নাম ও অধ্যায়সংখ্যা এবং দক্ষিণ দিকে এক এক খণ্ডের পত্রসংখ্যা ও সেই সেই পত্রে বর্ণিত বিষয়ের উল্লেখ আছে। এক এক খণ্ডের শেষে একটি করিয়া সূচীপত্র আছে। পরিমাণ ১৪॥০ × ৪৷০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১৭৪২ শকাব্দ। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিবরণে চরিতামৃতের যে সব পরিচয় দিয়াছি, তাহার সহিত বিশেষ কোন পার্থক্য না থাকায় এখানে আর কিছু উদ্ধৃত করিলাম না।

ভণিতা,—

শিরে ধরি বন্দ নিত্য করি তার আস।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

আদিলীলার সমাপ্তি-বাক্য,—

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে যৌবনসূত্রকথনং নাম সপ্তদশপরিচ্ছেদঃ ॥ * ॥ ১৭ ॥ * ॥ আদিলীলাসূত্র সংপূর্ণঃ ॥ * ॥ কাত্তিকের ছাব্বিশ দিন ভৃগুর বাসরে। গ্রন্থ সমাপন হৈল দ্বিতীয় প্রহরে ॥ ১৭ সতের শত বেয়াল্লিশ পরিমানে শক। শ্রীরামচন্দ্র দাস ইহার লিখক ॥ লিখিলাম এই গ্রন্থ করিয়ে যতন। শ্রীচৈতন্যপদে জেন সদা থাকে মন ॥০॥ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ শ্রীহরয়ে নমঃ ॥

মধ্যলীলার সমাপ্তিবাক্য,—

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে কাসীবাসীবৈষ্ণবকরণং পুনর্নীলাদ্রিগমনং নাম পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদঃ ॥০॥ ২৫॥*। সমাপ্তশ্চায়ং মধ্যখণ্ডঃ ॥০॥ পক্ষৌ বেদঘটে চন্দ্রে মানে শাকস্য সংখ্যকে। পৌষে মাস্যসিতে পক্ষে দশম্যাং ভৃগুবাসরে। নত্বা বৃন্দাবনং শ্যামং কৃষ্ণং গোপীজনপ্রিয়ং। লিখ্যতে চ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতসংগ্রহঃ। নানাযত্নকৃতেনৈব নানাক্লেশসহিষ্ণুনা। শ্রীরামচন্দ্রদাসেন লিখ্যতে গ্রন্থসংহিতঃ ॥ শ্রীরাধায়ৈ নমঃ ॥০॥ যত্নেন লিখিতং গ্রন্থং [ইত্যাদি]।

অন্ত্যলীলার সমাপ্তিবাক্য,—

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শিক্ষাশ্লোকাষ্টকার্থাস্বাদনং নাম বিংশতি পরিচ্ছেদঃ ॥ * ॥ ২০ ॥ * ॥ চরিতমমৃতমেতৎ [ইত্যাদি ৭টি সংস্কৃত শ্লোক, তৎপরে] শাকে সিন্ধ্বগ্নিবাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে। সূর্য্যো হসিতপঞ্চম্যাং গ্রন্থোয়ং পূর্ণতাং গতঃ ॥৮॥...সমাপ্ত-

শচায়ং গ্রন্থমন্ত্যখণ্ডং ॥০॥ শ্রীগৌরচন্দ্রায় নমঃ॥ ভিষজাং কুলজাতেন হরেঃ পুরনিবাসিনা। শ্রীরামচন্দ্রদাসেন লিখিতো গ্রন্থসংগ্রহঃ ॥

২৩২। চৈতন্যচরিতামৃত—আদিখণ্ড।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। পত্র ১-৬০,৬৪-৮৪; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ১২ পঙ্‌ক্তি। প্রত্যেক পত্রাঙ্কের উপরে "শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধাকৃষ্ণ" বা "শ্রীগৌর, শ্রীবৈষ্ণব" লেখা —"শ্রীগুরু"ও মাঝে মাঝে আছে। আকর-গ্রন্থের নাম মধ্যে মধ্যে লাল কালিতে লেখা। অধ্যায়ের সংখ্যা ১৭। পরিমাণ ১৩॥০ × ৬ ইঞ্চি। লিপিকাল নাই। পূর্ব্বে যে সকল আদিখণ্ডের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহার সহিত অভিন্ন।

শেষ,—

শ্রীস্বরূপ শ্রীরূপ শ্রীসনাতন।
শ্রীরঘুনাথ দাশ শ্রীজীবচরণ॥
করে ধরি বন্দো নিত্য করি তাঁর আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাশ। * ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে যৌবন-লীলাসূত্রকথনং নাম সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ॥ * ॥১৭॥ ইতি শ্রীআদালীলা গ্রন্থ লিপি সংপুর্ন্নং ॥ * ॥ যথা দৃষ্টং [ইত্যাদি]।

২৩৩। চৈতন্যচরিতামৃত—আদিখণ্ড।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। পত্র ১-১৮, ২০-২১, ২৩-৭৩, অসম্পূর্ণ। ১৮ ও ২২ সংখ্যক দুইখানি অতিরিক্ত পত্র আছে। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১১ হইতে ১৩ পঙ্‌ক্তি। অধিকাংশ আকর-গ্রন্থের নাম ও ছেদচিহ্ন লাল কালিতে লেখা। পরিমাণ ১০৸০ × ৫।০ ইঞ্চি। লিপিকাল নাই। ১৮, ২১ ও ৫২ পত্রে লিপিকরের ভ্রমে অনেক অংশ ছাড় পড়িয়াছে।

শেষ,—

জত জত ভক্তগণ বৈশে বৃন্দাবনে।
নম্র হৈঞা শিরে ধরি সভার চরণে॥
শ্রীস্বরূপ শ্রীরূপ শ্রীসনাতন।
শ্রীরঘুনাথ দাস শ্রীজীবচরণ॥
শিরে ধরি বন্দো নিত্য করো তার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥০॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে যৌবন-লীলাসূত্রকথনং নাম সপ্তদশঃ পরিচ্ছেদঃ ॥*॥১৭॥ যথা দৃষ্টং [ইত্যাদি]।

২৩৪। চৈতন্যচরিতামৃত—মধ্যখণ্ড।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। পত্র ১-১১৩, ১১৫-১২০, ১২২-১৭১, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১২ হইতে ১২ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ১১ × ৫।০ ইঞ্চি। লিপিকাল নাই।

শেষ,—

শ্রীরূপ সনাতন রঘুনাথ জীবন
সীরে ধরি করো জার আশ।
কৃষ্ণলীলা অমৃতান্বিত চৈতন্যচরিতামৃত
কহে কিছু দিন কৃষ্ণদাস ।০।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্য খণ্ডে কাশী-বাসীবৈষ্ণবকরণং পুন নীলাদ্রিগমন নামঃ পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদঃ ॥*॥...শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং সমাপ্তঃ ॥ স্বাক্ষর শ্রীজগন্নাথ দাশ শাং কাটাল শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বাটিতে ॥ * ॥

২৫৫। চৈতন্যচরিতামৃত—মধ্যখণ্ড।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। পত্র ১-১৩৬; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১০ হইতে ১৩ পঙ্ক্তি। দুইজন লিপিকরের হস্তাক্ষর দেখা যায়;—১১৯ পত্র পর্যান্ত প্রথম হাতের, অবশিষ্ট দ্বিতীয় হাতের লেখা। পরিমাণ ১৪৸০×৫।০ ইঞ্চি। লিপিকাল নাই।

ভণিতা,—

শ্রীরূপ সনাতন : রঘুনাথ জীবচরণ :
সিরে ধরি যার করো আস।
কৃষ্ণলীলামৃতান্বিত : চৈতন্যচরিতামৃত :
কহে কিছু দীন কৃষ্ণদাস ॥ ১০ ॥ * ॥

সমাপ্তিবাক্য,—

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে কাসীবাসীবৈষ্ণবকরনং পুন নীলাচলগমনং নাম পঞ্চবিংশতিতম পরিচ্ছেদঃ ॥ * ॥ ২৫ ॥ শ্রীমন্মদনগোপাল [ইত্যাদি দুইটি সংস্কৃত শ্লোক]।

২৫৬। চৈতন্যচরিতামৃত—মধ্যখণ্ড।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। পত্র ২-২৪১; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১০ পঙ্ক্তি করিয়া লিখিত। পরিমাণ ১৩৸০×৫ ইঞ্চি। লিপিকাল নাই।

ভণিতা,—

শ্রীরূপ রঘুনাথপদে জার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাশ ॥

সমাপ্তিবাক্য,—

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে কাশী-বাসিবৈষ্ণবকরনং পুন নীলাচলগমনঞ্চ নাম পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদঃ ॥*॥২৫॥ মধ্যলীলা সমাপ্ত।

২৫৭। চৈতন্যচরিতামৃত—অন্ত্যখণ্ড।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। পত্র ১-৮৮; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ১১ পঙ্ক্তি। অক্ষর সুগঠিত ও সুন্দর। পরিমাণ ১৪।০×৫ ইঞ্চি। লিপিকাল নাই।

প্রথম,—

ও৭শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ ॥

পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে শৈলং মূকমাবর্ত্তয়েৎ শ্রুতিং।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমীশ্বরং ॥

... ...

শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীগোপাল ভট্ট জীব দাস রঘুনাথ ॥
এই ছয় গুরুর করি চরণ বন্দন।
জাহা হইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ ॥
—ইত্যাদি।

চৈতন্যচরিতামৃতের প্রায় যাবতীয় পুথিতেই—"পরমানন্দমীশ্বরং" স্থলে "কৃষ্ণচৈতন্যমীশ্বরং" পাঠ দেখা যায়। আলোচ্য পুথিতে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যাইতেছে।

ভণিতা,—

শ্রীরূপ রঘুনাথপদে জার আস।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

সমাপ্তিবাক্য,—

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শিক্ষাশ্লোকাষ্টকার্থাস্বাদনং নাম বিংশতিঃ পরিচ্ছেদঃ॥ ২০॥ *॥ চরিতমমৃতমেতৎ [ইত্যাদি ৭টি সংস্কৃত শ্লোক, তৎপরে] শাকে সিন্ধুরবাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে। সূর্য্যে হাসিতপঞ্চম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ॥৮॥*॥ সম্পূর্ণমিদং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং শ্রীচৈতন্যাপিতমস্তু॥১॥

২৫৮। চৈতন্যচরিতামৃত—মধ্যখণ্ড।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। পত্র ১-১০৫, ১০৭-১১৩, ১১৬-১৩৬, ১৪০, ১৫০-১৫৯, ১৮১, ১৮৩-২১৫; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। অধিকাংশ পৃষ্ঠায় ১৩ এবং কোন পৃষ্ঠায় ১৪ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ১০॥০×৫.০ ইঞ্চি। শেষ অংশ খণ্ডিত বলিয়া, সন তারিখ ও লেখকের নাম-ধাম প্রভৃতি নাই।

মধ্যখণ্ডের অধ্যায়-সংখ্যা—২৫। ২৪শ অধ্যায় শেষ হইয়া ২৫শ অধ্যায়ের অধিকাংশই পুথিতে আছে—মাত্র ১২টি পয়ার এবং ১১টি ত্রিপদীর অভাববশতঃ পুথির শেষের দিক্ খণ্ডিত রহিয়াছে। হস্তাক্ষর ও পুথির পত্রের আকার ২৫৩ সংখ্যক পুথির অনুরূপ।

ভণিতা,—

শ্রীরূপ রঘুনাথপদে জার আস।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

অধ্যায়সমাপ্তি-বাক্য,—

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে আত্মারামাশ্চেতি শ্লোকব্যাখ্যানসনাতনানুগ্রহো নাম চতুর্বিংশতি পরিচ্ছেদঃ॥ ২৪॥ *॥

২৫৯। চৈতন্যচরিতামৃত—মধ্যখণ্ড।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। পত্র ৯৩-১১৮, ১২০-১২২, ১৬৫ এবং পত্রাঙ্কহীন একটি পত্র, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ১৫॥০×৫ ইঞ্চি। লিপিকাল নাই।

পুথিখানি আদি, মধ্য ও অন্ত—সর্ব্বত্রই খণ্ডিত। ১৬ হইতে ১৮, এই তিনটি অধ্যায় সম্পূর্ণ এবং ১৫ ও ১৯, এই দুইটি অধ্যায়ের কতক কতক আছে।

ভণিতা,—

শ্রীরূপ রঘুনাথপদে জার আস।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

অধ্যায়-সমাপ্তিবাক্য,—

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে বৃন্দাবনদর্শনং নাম অষ্টাদশ পরিচ্ছেদঃ॥

২৬০। চৈতন্যচরিতামৃত—অন্ত্যখণ্ড।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। পত্র

৬২-৬৪, ৮৭-৮৯, ১১০-১৩০; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১০ হইতে ১২ পঙ্‌ক্তি করিয়া লিখিত। দুই জন লিপিকরের হাতের লেখা আছে। প্রথম তিন পাতা এবং শেষের এক পাতার কতক অংশ ছেঁড়া। পরিমাণ ১১×৪॥০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১০৮৭ মল্লাব্দ। পুথিখানির অধিকাংশই নাই—মাত্র শেষের তিনটি অধ্যায় সম্পূর্ণ আছে।

ভণিতা,—

শ্রীরূপ রঘুনাথপদে যার আস।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

সমাপ্তি-বাক্য,—

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শিক্ষাশ্লোকার্থাস্বাদনং নাম বিংশতি পরিচ্ছেদঃ ॥ * ॥ ২০ ॥···সাকে সিন্ধগ্নিবাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে। স্যার্য্যাসিতপঞ্চম্যাং গ্রন্থোয়ং পূর্ণতাং গতঃ ॥ ৯ ॥ সংপূর্ণমিদং চৈতন্যচরিতামৃতং শ্রীচৈতন্যার্পিতমস্তু ॥ * ॥...শ্রীশ্রীচৈতন্যঃ। শুভমস্তু শ্রীশ্রীভগবৎশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবস্য শুভ জন্মকোষ্ঠীয়ং ॥ শকাব্দাঃ ১৪০৭ চোদ্দ শত সাত শকে জন্ম পৃথীব্যাং ॥ প্রকট ৪৮ অষ্ট চল্লিষ বৎসর। তত নবদ্বীপলীলা ২৪ চব্বিস বৎসর। তত্র শন্ন্যাস ২৪ চব্বিষ বৎসর। তত্র গতায়াতে লীলাচলে ৬ ছয় বৎসর। কেবল লীলাচলে বাস ১৮ অষ্টাদশ বৎসর। তত্র পূর্ব্বে ৬ ছয় বৎসর শংকীর্ত্তনলীলা। কেবল দ্বাদশ বৎসর ১২ রস আস্বাদনলীলা ॥ জন্মাদিন ॥ অন্ত্যলীলা শংপূর্ন্নং ॥ লিখিতং শ্রীসদানন্দ···॥ মল্লশক সন ১০৮৭ হাজার সাত্তাইশী সাল ॥

২৬১। চৈতন্যচরিতামৃত—আদিখণ্ড।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। পত্র ৬১-৬৩; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১০ হইতে ১১ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ১৩×৫ ইঞ্চি। লিপিকাল নাই।

আদিখণ্ডের অত্যন্ত খণ্ডিত, মাত্র তিনটি পাতা এই পুথিতে আছে। তাহাতে ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের খানিকটা করিয়া অংশ দেখা যায়।

ভণিতা,—

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ: আচার্য্য অদ্বৈতচন্দ্র:
স্বরূপ রূপ রঘুনাথ দাশ।
ঞিহাঁ সভার শ্রীচরণ: সিরে ধরি নিজ ধন:
জন্মলীলা গাইল কৃষ্ণদাস॥

অধ্যায়-সমাপ্তি-বাক্য,—

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদি খণ্ডে জন্মলীলা বর্ণনং নাম ত্রিয়দশ পরিচ্ছেদ ॥*॥১৩ ॥

২৬২। প্রেমবিলাস।

রচয়িতা—নিত্যানন্দদাস। পত্র—১-১০৩, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১২ পঙ্‌ক্তি, মধ্যে মধ্যে কোথাও ১১ পঙ্‌ক্তি আছে। পরিমাণ ১৩×৪॥০ ইঞ্চি। লিপিকাল নাই।

নিত্যানন্দদাসের অপর নাম—বলরামদাস। ইনি জাতিতে বৈদ্য; নিবাস—শ্রীখণ্ড গ্রাম। পিতার নাম—আত্মারাম দাস, মাতা—সৌদামিনী। নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র বীরচন্দ্র প্রভু গ্রন্থকারের নাম নিত্যানন্দদাস রাখিয়াছিলেন

এবং ইনি পিতামাতার একমাত্র সন্তান ছিলেন।[১] আরও জানা যায়, নিত্যানন্দের পত্নী জাহ্নবী দেবীর পুনঃ পুনঃ আদেশে ইনি এই গ্রন্থ রচনায় হস্তক্ষেপ করেন। যথা,—

কি গুনে করিলা কৃপা আপনে ঠাকুরানি।
তুই বার প্রত্যাদেসে কহিলা আপনি॥
... ...
জত জত আজ্ঞা হৈল মুঞি অধমেরে।
সেই মত লিখি জাহা আজ্ঞা হৈল মোরে॥

—৭৪।৭৫ পত্র।

শ্রীনিবাস আচার্য্য, নরোত্তম দাস ও শ্যামানন্দ, বৈষ্ণব-সমাজের এই তিন জন প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মার জীবনের নানাবিধ ঘটনাবলীর বর্ণনাই আলোচ্য পুথির প্রধান উদ্দেশ্য। পুথিখানি ষোলটি বিলাস বা অধ্যায়ে সমাপ্ত। নকলের তারিখ লিখিত না থাকিলেও আর এক দিক্ দিয়া পুথির মোটামুটি কাল নির্ণয় করা যাইতে পারে এবং এই দিক্ দিয়া বিবেচনা করিলে পুথিখানির মূল্যও অনেক বাড়িয়া যায়। বিষ্ণুপুরের রাণী শ্রীশ্রীধ্বজমণি পট্টমহাদেবী নিজ হস্তে এই পুথিখানি লিখিয়াছেন, পুথির শেষে এইরূপ লেখা আছে। এ সম্বন্ধে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, ধ্বজমণি পট্টমহাদেবী বনবিষ্ণুপুররাজ গোপালসিংহদেবের মহিষী ছিলেন এবং গোপালসিংহদেব ১২৭৩ সালে পরলোক গমন করেন। সুতরাং এই পুথিখানি বাঙ্গালা দেশের এক প্রাচীন রাজবংশের বিদুষী রাণীর হস্তলিখিত বলিয়া আমাদের পরম আদরের সামগ্রী। হাতের লেখা অতিশয় সুন্দর। অক্ষর জড়ান বা পরস্পর সংযুক্ত নহে। ত্য, দ, চ, ৎ, এই কয়টি অক্ষরের আকার পুরাণ ধরণের।

আরম্ভ,—

৺৭ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো জয়তি॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় জয় শ্রীজাহ্নবা শ্রীবিরচন্দ্র।
জয় জয় কলিযুগে হরিনামমন্ত্র॥
শ্রীনিবাস জয় জয় আচার্য্য ঠাকুর।
জার সিস্য রামচন্দ্র প্রেমের অঙ্কুর॥
জয় জয় কবিরাজ ঠাকুর গোবিন্দ।
জার গুনে সপ্তদ্বিপা জীবের আনন্দ॥
জয় জয় শ্রোতাগন কর অবধান।
রাধাকৃষ্ণলিলা জার হইবেক প্রান॥
আচার্য্য ঠাকুরের জন্ম হইল জেন মতে।
ভক্তি করি শুন ভাই দৃঢ় করি চিত্তে॥

মধ্য,—

সেই আজ্ঞাবলে লিখি চরন প্রভাব।
সুনিঞা লিখিয়া মোর জত হৈল লাভ॥
এই বাক্য শুনি প্রভুর মুখে তাহা লিখি।
কি হইল লিখিয়া তাহা পরতেকে দেখি॥
নিকটে বসাই মোরে ক্রম করি কহে।
সুনিঞা আনন্দ চিত্ত কহিব বা কাহে॥
জখন সুনিএ জাহা লিখিএ কাগজে।
সাক্ষাতে সুন ইল তাহা দণ্ড চারি কাজে॥
... ...
সিন্ধুক সজ্জ করি পুস্তক ভরিল বিরলে॥
শ্রীরূপের গ্রন্থ জত নিজ গ্রন্থ আর।
থরে থরে বসাইলা ভিতরে জাহার॥
বহু লোক লঞা সিন্ধুক আনিল ধরিয়া।
গাড়ির উপরে সব চড়াইল লঞা॥

১। প্রেমবিলাস, রাম নারায়ণ বিদ্যারত্নের সংস্করণ, ৩৬৪পৃঃ।

সর্ব্বলোকের সাক্ষাতে কুলুপ দিল তায়।
মোমজামা ঘোড়াইল সর্ব্বাঙ্গে লপটায়॥
পথের খরচ দিল তিন জন জানে।
জেখানে জেখানে জাবে হবে সাবধানে॥
বলদ যুড়িল তায় আনন্দিত চিত্তে।
রূপ সনাতনের পদ ভাবিতে ভাবিতে॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈতাদি ভক্তগন।
সর্ব্বত্র মঙ্গল লাগি করিয়া স্মরন॥
আসি উত্তরিলা গাড়ি গোবিন্দের দ্বারে।
শ্রীজীবের সঙ্গে জান দর্শন করিবারে॥

... ...

দশ জন অস্ত্রধারি হিন্দু সঙ্গে জায়।
দুই গাড়িআল তবে দুঃখ নাহি পায়॥
পথে চলি জাবে সর্ব্ব করিয়া বারণ।
কোন মতে কার জেন নহে অন্যমন॥
সেই মতে চলে তিনে কান্দিয়া কান্দিয়া।
শ্রীরূপ সন তন জীব স্মরন করিয়া॥

... ...

রাজপত্র দেখাইয়া জায় স্থানে স্থানে।
আগরাতে এক রাত্রি করিল জেপনে॥
—ইত্যাদি।

ভণিতা,—

শ্রীজাহ্নবা বীরচন্দ্রপদে যার আশ।
প্রেমবিলাশ কহে নিত্যানন্দদাষ॥

অধ্যায়-সমাপ্তি-বাক্য,—

ইতি শ্রীআচায্য ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ শান্তি-পুর দর্শন নাম তৃতীয় বিলাস॥

শেষ,—

গুনিগনে সভারে করিয়া নমস্কার।
রাধিকার পদযুগ ভজন জা সভার॥
শ্রীরূপের মত জেই জার কণ্ঠহার।
গৌরাঙ্গের মনোভীষ্ট ভজন জাহার॥
শ্রীজাহ্নবা বীরচন্দ্রপদে জার আশ।
প্রেমবিলাস কহে নিত্যানন্দদাস॥*॥১৬॥

ইতি শ্রীপ্রেমবিলাস গ্রন্থ সম্পূর্ণঃ॥*॥ লিক্ষিতং শ্রীশ্রীধজামনি পট্টমহাদেবি॥ ইতি॥ প্রেমবিলাস গ্রন্থ সমাপ্ত নিত্যানন্দো জন্ম-জাত্রাদিবসে সুক্লপক্ষে রবিবারে তিয়দসি অন্তি দিবসে প্রেমবিলাস সংপূর্ন্ন হৈলা দুই প্রহর বেলা ইতি॥

২৬৩। প্রেমবিলাস।

রচয়িতা—নিত্যানন্দদাস। পত্র ১০-১৵০, ১০-৮১০, ১-৯; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১২ পংক্তি। পরিমাণ ১২॥০×৫॥০ ইঞ্চি। লিপিকাল নাই। এই পুথিখানিতে প্রেমবিলাসের চতুর্থ, চতুর্দ্দশ ও ষোড়শ, এই তিনটি মাত্র বিলাস বা অধ্যায় আছে;—অধ্যায় তিনটির মধ্যে আবার চতুর্থ ও চতুর্দ্দশ বিলাস সম্পূর্ণ নহে। ষোড়শ বিলাসটি সম্পূর্ণ। অধ্যায়ের অন্তে সমাপ্তি-বাক্য নাই। শেষ অংশ খণ্ডিত বলিয়া লেখকের নাম-ধাম প্রভৃতিও নাই। রচনার নমুনা নিম্নে একটু উদ্ধৃত করিলাম।—

এই ঠাকুরানির পদ করিয়া আশ্রয়।
সেই আজ্ঞায় লিখি আমি হইয়া নির্ভয়॥
আজ্ঞাবলে লিখি মোর নহে অনুভব।
পুনঃ পুন কহিলেন লিখিতে এ সব॥

... ...

ইথে অবিশ্বাষ না করিবে কোন জন।
জাহা সুনী তাহা লিখি এই মোর মন॥
তবে জে কহিবে কেহো সাস্ত্র এই নহে।
সর্ব্বত্র বলবান হয় গুরু আজ্ঞা জাহে॥

জদি কেহো নাহি লয় হেন বাক্য সার।
আমার যোগ্যতা নাহি ইহা লিখিবার॥
শ্রীজাহ্নবা বিরচন্দ্রপদে জার আশ।
প্রেমবিলাশ কহে নিত্যানন্দদাশ॥*॥১৬॥*॥

২৬৪। ভক্তমাল।

রচয়িতা—লালদাস বাবাজী। পত্র ১-৪৫; খণ্ডিত। বাঙ্গলা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১২ পঙ্‌ক্তি। প্রত্যেক পাতার দ্বিতীয় পৃষ্ঠার বাম দিকে গ্রন্থের নাম লেখা। মধ্যে কয়েকটি পাতা পোকায় কাটা। পরিমাণ ১১×৫৷৹ ইঞ্চি। পুথির শেষ অংশ খণ্ডিত বলিয়া তারিখ বা লিপিকরের নাম-ধাম প্রভৃতি কিছুই নাই।

ভক্তমাল গ্রন্থখানি কৃষ্ণদাস বাবাজীর বিরচিত বলিয়া সাধারণের মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধি আছে। বোধ হয়, লালদাস বাবাজীর অপর একটি নাম কৃষ্ণদাস বাবাজী হইবে। ইনি শ্রীনিবাস আচার্য্যের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। গ্রন্থের আরম্ভে গৌরভক্তবৃন্দের বন্দনাপ্রসঙ্গে "বিশেষে শ্রীশ্রীনিবাস আশ্রয় আমার"। ২য় পত্র) এইরূপ উক্তি দেখিয়া তাহা অনুমান করা যায়।

মূল ভক্তমাল গ্রন্থখানি ১৪৮২ শকাব্দায় বা ১৫৬০ খ্রীঃ অগ্রদাস বা আগরদাসের শিষ্য নাভাজী কর্ত্তৃক হিন্দী ভাষায় বিরচিত হয়। নাভাজীর শিষ্য প্রিয়দাস তৎপরে নিজকৃত টীকা দ্বারা ইহার আকার অনেক পরিবর্দ্ধিত করেন। লালদাস বা কৃষ্ণদাস বাবাজী তাহার সহিত আরও অনেক ভক্ত বৈষ্ণবের চরিতাবলী সংযুক্ত করিয়া, বাঙ্গলা পয়ার অনুবাদে ইহাকে বর্ত্তমান আকারেপ রিণত করিয়াছেন। সর্ব্ব-সমেত ২৭টি মালা বা অধ্যায়ে ভক্তমাল পরিসমাপ্ত। কিন্তু আলোচ্য পুথিতে তিনটি মালা সম্পূর্ণ এবং চতুর্থ মালার কতক অংশ পর্য্যন্ত আছে। প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব ভক্তগণের জীবনচরিত বর্ণনা করাই এই গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য।

আরম্ভ,—

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ॥ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ॥
শ্রীবৈষ্ণবেভ্যো নমঃ॥

... ...

শ্রীগুরুচরণ বন্দ: অভয় পরমানন্দ:
ভুক্তিমুক্তিভক্তিসিদ্ধিদাতা।
আলম্বন উদ্দিপন: ত্রিজগত রসায়ন:
স্বয়ংকৃষ্ণ কৃষ্ণপ্রেমদাতা॥
সাধ্যগণের আরাধ্য: সিদ্ধমধ্যে সত্যসিদ্ধ:
উপাস্যের মধ্যে শ্রেষ্টতম।
দাতা মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধন: প্রেমভক্তি বিতরণ:
করিয়া করয়ে আত্মা সম॥

... ...

গৌরাঙ্গভকত বন্দ অনন্ত অপার।
বিশেষে শ্রীশ্রীনিবাস আশ্রয় আমার॥

... ...

বন্দো শ্রীঅগরদাস জার সিষ্য নাভা।
তেহোঁ কৈল ভক্তমাল সজ্জনের লোভা॥
চারি যুগের ভাগবতগণের চরিত্র।
ভক্তমাল গ্রন্থ কৈল পরম পবিত্র॥

... ...

চারি যুগে ভক্তগণে[র] অপূর্ব্ব চরিতে।
প্রিয়দাসে আজ্ঞা দিলা টীকা বিস্তারিতে॥
বৃন্দাবনবাসি প্রিয়দাস মহামতি।
বিচক্ষণ বুদ্ধি শুদ্ধ ভক্তিমত রতি॥

অল্পাক্ষরে বহু অর্থ অনুপ্রাস জথক।
ভক্তগণের রিত বর্ন্নে সন্ধানপুর্ব্বক ॥
তাহার চরণ বন্দো অভিষ্ট লাগিয়া।
গ্রন্থ প্রকাসিলা জেই টীকা প্রকাসিয়া ॥
গ্রন্থ হয় বজ্র(ব্রজ)ভাখা সভে বুঝে নাহি।
জেহেতু গৌড়িয়াবাক্য শ্রু(শ্রে)নিমত কহি ॥
রচনাপুর্ব্বক কহিবারে নাহি জানি।
জথাশক্তি জোড়ে নাড়ে মিলাইয়া ভনি ॥
উপহাস কেহ নাহি কহিয় ইহাতে।
বৈষ্ণবের গুণগান করি কোন মতে ॥
অতেব টীকার অর্থ বুদ্ধি সাধ্যমতে।
রচিয়া কহিব মাত্র মন বুঝাইতে ॥
জথা জথা প্রিয়দাস সংক্ষেপেতে অতি।
বর্ন্নিলে জে প্রেবেশয় সাধারণ মতি ॥
সেই সেই কোন স্থানে কহিব কিছু কিছু।
বিস্তার করিয়া কহি তার পাছু পাছু ॥
বৈষ্ণব গোসাঞি মোরে কর অঙ্গিকার।
সমর্পণ করি এই বাসনা আমার ॥
সকল বৈষ্ণবপদে করিয়া প্রণতি।
নালদাস কহে পরিহার নতি স্তুতি ॥

—ইত্যাদি।

চতুর্থ পত্রে গ্রন্থ রচনার সূচনা,—

শ্রীগুরু অগ্রদাস : গাইতে ভক্তের জস :
কৃপা করি আজ্ঞা মোরে দিল।
অপার সংসারপার : উপায় নাহি আর :
নাভা ইহা নিশ্চয় করিল ॥

অগ্রদাস অন্তর্ম্মনা ধ্যানাবিষ্ট আছেন।
মন্দ মন্দ বায়ু নাভা পশ্চাৎ করিতেছেন ॥
জাহাজে চড়িয়ে অগ্রদাসের শিষ্য এক।
কোথায় বানিয্যে জাই লাগি গেল ঠেক ॥
আপদে পড়িল গুরু স্মরণ করিল।
অমনি ধ্যানস্ত গুরু অনুকুল হৈল ॥
জাহাজ চলিল গোসাঞি দয়াবান হৈয়া।
তথাপিহ মনোযোগ সেবক লাগিয়া ॥
পাছু হৈতে নাভা জিউ কহে মৃতুস্বরে।
জাহাজ ছুটিল এবে আইস নিজ পুরে ॥
ইহা স্থনি আখি মেলি কহে কেটা তুমি।
নাভা বলে ঝুটাখোর সেই হঙ আমি ॥
তেহো কহে বৈষ্ণবের সেবার সকতি।
কৃতার্থ হইল ইহা হইল পিরিতি ॥
অতএব বৈষ্ণবের চরিত্র বর্ন্নন।
জতনপুর্ব্বকে তুমি করহ গ্রন্থন ॥
নাভা বলে ভক্তরিত জানিব কেমতে।
সাযেবে নায়ের কথা জানিবে(লো)জেমতে ॥

নাভাজীর জীবনবৃত্তান্ত সম্বন্ধে পুথিতে এইরূপ লেখা আছে,—

হনুমানবংসে জন্ম অন্ধ দুটী নেত্র।
কোটি অখি তারে দেহ জেই হরিভক্ত ॥
পঞ্চ বর্ষ বয়স নাভা অকাল সময়।
উদরের দাহে মাতা বনে ছোড়ি জায় ॥
কিল অগর দুই ভাই দয়ার নিদান।
অনাথ দেখিয়া তারে পুছেন কারণ ॥
কমণ্ডুর[১] জল ছিটি চক্ষেতে মারিলা।
তৎক্ষণাতে দুটী চক্ষ প্রকাস হইলা ॥
ভবিষ্যত কৃষ্ণভক্ত বুদ্ধিমান ধির।
দুহার চরণে পড়ে চক্ষে বহে নীর ॥
কিলজি আজ্ঞায় অগর শিষ্য করিলা।
নিযুক্ত করিয়া বৈষ্ণব সেবায় দিলা ॥
বৈষ্ণবের পদসেবা উচিষ্ট ভোজন।
করিতে করিতে হৈল কৃপার ভাজন ॥
বৈষ্ণবের কৃপাদৃষ্টিভাগ্য জার ফলে।
ত্রিভুবনে অলভ্য কি আছে তার বলে ॥

১। কমণ্ডলুর।

সাধুকৃপা হৈতে হৃদে কি রঙ্গ ছাইল।
ভক্তি সক্তি অপার সাগর উথলিল ॥
কৃষ্ণ আর কৃষ্ণভক্ত দুহার চরিত।
অমৃতনিন্দিত কোটি সুধাংস নিন্দিত ॥
বন্নিয়া শ্রীনাভাজিউ জগত শ্রবিল।
বৈষ্ণবমঙ্গল ভক্তিমাল প্রকাসিল ॥

—৫ম পত্র।

ভণিতা,—

গৌরাঙ্গের কৃপা : অমৃত স্বরূপা :
ব্যাপিত দেখি ভুবনে।
অধম চণ্ডাল : অতি মন্দ ভাল :
একা নালদাষ বিনে ॥—৭.২ পত্র।

অধ্যায়-সমাপ্তি-বাক্য,—

ইতি শ্রীভক্তমালে শ্রীগৌরাঙ্গপার্ষদস্বরূপ-বর্ণনং তৃতীয় মালা ॥৩॥

২৬৫। অদ্বৈতবিলাস।

রচয়িতা—নরহরিদাস। পত্র ১-১৫; অসম্পূর্ণ। ইংরেজী কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১১ হইতে ১৩ পঙ্ক্তি। মধ্যে দুই একটি পাতার কতক অংশ ছেঁড়া। ৭ম হইতে ১৫শ পত্র পর্য্যন্ত লিখিত অংশের চতুর্দ্দিকে পেন্সিলের লাইন কাটা। পরিমাণ ১১৷৷০ × ৪৷৷০ ইঞ্চি। শেষ অংশ খণ্ডিত বলিয়া তারিখ বা লিপিকরের নাম-ধাম প্রভৃতি কিছুই নাই। কাগজ ও পুথির অবস্থা দেখিয়া পুথিখানিকে তেমন প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না।

পুথিখানিতে অদ্বৈতাচার্য্যের লীলাকাহিনী লিখিত হইয়াছে। কত বিলাস বা অধ্যায়ে পুথি সমাপ্ত, তাহা জানা যায় না। তবে এই পুথিতে প্রথম বিলাস সম্পূর্ণ এবং দ্বিতীয় বিলাসের কতক অংশ পর্য্যন্ত আছে। প্রাপ্ত অংশে অদ্বৈতাচার্য্যের বাল্যলীলা বর্ণিত হইয়াছে।

আরম্ভ,—

॥ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ ॥

... ...

জয় জয় শ্রীচৈতন্য শ্রীশচিকুমার।
ভক্তপূর্য্য ভুবনমোহন অবতার ॥
জয় জয় হলধর নিত্যানন্দরায়।
অবনি ভাসাইল জেহোঁ প্রেমের বন্যায় ॥
জয় জয় অদ্বৈত ইশ্বর দয়াময়।
জাহার হুঙ্কারে গৌরচন্দ্রের উদয় ॥
জয় জয় মাধবনন্দন গদাধর।
জার রসে উল্লসিত শ্রীগৌরসুন্দর ॥
জয় জয় পণ্ডিত শ্রীবাস অত্যাদর।
জার গৃহে গৌরাঙ্গের অদ্ভুত বিহার ॥

পুথির প্রাপ্ত অংশের মধ্যে কবির পরিচয়াদি কিছুই নাই। তথাপি তাঁহার দীনতা ও বৈষ্ণবতাসূচক ভণিতাটুকু এখানে উদ্ধৃত করিলাম।—

জদ্যপি পাপিষ্ঠ মুই অতি দুরাচার।
তথাপিহ লজ্জা নাহি কহি বারে বার ॥
জগতের মাঝে নরহরি অকিঞ্চন।
নিজগুনে দান কর দিয়া প্রেমধন ॥
সুন সুন শ্রোতাগন হইয়া সন্তোস।
মুই মোহামুর্খ মোর না লইবে দোস ॥
অদ্বৈতচন্দ্রের লিলা অমৃতের সিন্ধু।
মোর অভিলাস আস্বাদিতে এক বিন্দু ॥
পঙ্গু হৈয়া পর্ব্বত লঙ্ঘীতে জৈছে চায়।
বামন হইয়া চাঁদ ধরিবারে জায় ॥
ক্ষুদ্র পক্ষ জৈছে সিন্ধু সুসিতে উদ্ধত।
তৈছে মোর চিত্তবিত্তি নাহি সাধ্য মাত্র ॥
কিন্তু সাধুআজ্ঞা হয় মহাবলবান।
সেই আজ্ঞা বহেঁা সিরে নাহি জানি য়ান ॥

অদ্বৈতাচার্য্যের পিতৃমাতৃপরিচয়,—

ছিলহট্টনিকট নবগ্রাম পূর্ব্বদেসে।
মহাভাগ্যবান লোক সুখে তথা বৈসে॥
সেই গ্রামে কুবের আচার্য্য মহাশয়।
কি কহিব তাঁহার চরিত্র সুখময়॥
সর্ব্বগুনে পরিপূর্ন পরম পণ্ডিত।
অত্যন্ত উদার জেঁহো জগতে বিদিত॥
পরম অনন্ত ভক্তিপথে নাহি ভঙ্গ।
কৃষ্ণভক্ত বিনা না করএ অন্য সঙ্গ॥
সতত একান্তে বসি করে আরাধন।
প্রেমাবেসে করে সদা অপূর্ব্ব গায়ন॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি সদা করয়ে ফুৎকার।
কণ্ঠ রুদ্ধ হয় নেত্রে বহে অশ্রুধার॥
... ...
হেন আচার্য্যের পায় কোটী নমস্কার।
সাক্ষাত ইশ্বর অদ্বৈত পুত্র জার॥
আচার্য্যঘরনি তৈছে জগতপূজিতা।
কী কব অধিক জেঁহোঁ অদ্বৈতের মাতা॥
জৈছে আচার্য্যের হয় সদ্গুণপ্রচার।
তৈছে নাভা দেবির চরিত্র নাহি পার॥

ভণিতা,—

শ্রীগুরু বৈষ্ণবপাদপদ্ম আসা করি।
অদ্বৈতবিলাস কহে দাস নরহরি॥

অধ্যায়-সমাপ্তি-বাক্য,—

ইতি শ্রীঅদ্বৈতবিলাসে প্রথমো বিলাসঃ॥ ১ ॥*॥

২৬৬। অদ্বৈতমঙ্গল।

রচয়িতা—হরিচরণ দাস। পত্র ১—১০১; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি। শেষের কয়েক পৃষ্ঠায় ১১ হইতে ১৩ পঙ্‌ক্তি। মাঝে মাঝে দুই এক পৃষ্ঠার লেখা সামান্য মুছিয়া গিয়াছে। পরিমাণ ৯॥০ × ৭ ইঞ্চি। লিপিকাল ১৭১৩ শকাব্দ।

গ্রন্থকার, পুথিখানিতে কমলাকান্ত মিশ্র বা অদ্বৈত আচার্য্যের জীবনচরিত সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহা পাঁচ অবস্থা বা অংশে বিভক্ত—বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর, যৌবন ও বার্দ্ধক্য। পাঁচ ভাগে তেইশটি অধ্যায় আছে—অধ্যায়গুলিকে গ্রন্থকার "সংখ্যা" নামে অভিহিত করিয়াছেন এবং ইহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বর্ণিত হইয়াছে।—বাল্য "অবস্থায়" অদ্বৈত আচার্য্যের জন্ম, পৌগণ্ডে শান্তিপুরে আগমন, কৈশোরে তীর্থ পর্য্যটন, যৌবনে তপস্যা এবং শান্তিপুরে বাস, বার্দ্ধক্যে বিবাহ, নিত্যানন্দ ও চৈতন্যের অবতার, শান্তিপুরে বিবিধ লীলা এবং অচ্যুতানন্দ প্রভৃতি পুত্রগণের জন্ম।

অদ্বৈত আচার্য্যের শিষ্যমণ্ডলী এবং পুত্র অচ্যুতানন্দের আদেশে হরিচরণ দাস এই গ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হয়েন। হরিচরণ, অচ্যুতের শিষ্য। তিনি বিজয় পুরীর নিকট আচার্য্যের পূর্ব্বজীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনা অবগত হইয়া, তাহা এই পুথিতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বিজয় পুরী অদ্বৈতাচার্য্যকে বাল্যকাল হইতেই দেখিয়াছেন। তিনি গ্রাম সম্পর্কে আচার্য্যের মাতুল এবং অদ্বৈতের গুরু মাধবেন্দ্র পুরীর সতীর্থ। আলোচ্য পুথিতে গ্রন্থকারের পরিচয় বা গ্রন্থ রচনার কাল নির্ণয়ের কোন নিশ্চিত উপাদান পাওয়া যায় না। পুথির শেষে একটি সূচি আছে, কোন্ কোন্ সংখ্যা বা অধ্যায়ে কি কি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে,

তাহা ইহাতে লিখিত রহিয়াছে। পুথির কিছু কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।—

[সংস্কৃত বন্দনাশ্লোকের পর]

আরম্ভ,—

ত্রিপদি॥

শ্রীগুরুচরণ পদ্ম মনেত করিয়া শদ্ম
জে লেখাএ পরষমুনি মোকে।
কৃষ্ণের জিবণ প্রাণ প্রেমমুর্ত্তিত পরনাম
আজ্ঞা মাগী তাহার শ্রীমুখে॥১॥
তাহার জে কৃপাবরে পূর্ব্বাপর দেখাএ মোরে
আজ্ঞা অনুসারে মাত্র লেখি।
অদ্বৈতমঙ্গলেতে প্রভু লিলা প্রকটিতে
আজ্ঞা দিলা পূর্ব্ব প্রবন্ধ আগে লেখি॥২॥

... ...

আমি ক্ষুদ্র জিব হইয়া কি বর্ণিতে পারি ইহা
শ্রীঅচ্যুতানন্দ আজ্ঞা মানি।
প্রভুর পুত্র জব শিষ্য আদি জত শব
তাহে আমি ক্ষুদ্র অভিমানি॥৪॥

চতুর্থ পত্রে,—

এক মহাপ্রভু আর প্রভু দুই জন।
অদ্বৈতচরিত্র কিছু করিএ বর্ণ্নন॥
শ্রীচৈতন্যলীলা বর্ন্নিলা কবি কর্ণপুর।
তাহে নিত্যানন্দলিলা রসের প্রচুর॥
অদ্বৈত প্রভুর আদি অন্তলিলা কিছু।
বর্ণ্নন করিব সর্ব্বে করি আগু পিছু॥
অদ্বৈত প্রভুর লিলা পঞ্চ অবস্তা।
বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর জৌবন বির্দ্ধতা॥

... ...

প্রভুর নন্দন আর শাখা যে শকলে।
আমারে আজ্ঞা দিলা হৃদয় পুরণে॥
আমি প্রভুর ভৃত্য তার আজ্ঞাবলে।
সাহশ করিয়া লিখি শ্রীচরণবলে॥

হরিচরণ দাস অদ্বৈতাচার্য্যকে বৃদ্ধাবস্থায় দেখিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার বাল্যজীবন সম্বন্ধে তিনি বিশেষ কিছু জানিতেন না। গ্রাম-সম্পর্কে অদ্বৈতাচার্য্যের মাতুল এবং তাঁহার গুরুর সতীর্থ বিজয় পুরী ঘটনাক্রমে এক দিন অদ্বৈতসভায় আসিয়া উপস্থিত হন। হরিচরণ তাঁহার নিকট আচার্য্যের বাল্যজীবনী সম্বন্ধে অবগত হইয়াছিলেন।

জন্মলীলা দেখিবে কেবা শুনিব কার স্থানে।
মনেতে ভাবনা করি প্রভুপদ ধ্যানে॥
পুত্র ভৃত্য লইয়া প্রভু আছেন সভা করি।
ইতিমধ্যে আইলা তথা বিজয় নাম পুরি॥
বৃর্দ্ধ সন্যাসী সেহি মুখে কৃষ্ণনাম।
কাঞ্চন শরীর হয় দিব্য তেজধান॥
গোসাঞি দেখিয়া প্রভু শম্ভ্রমে উঠিয়া।
সম্ভাষা করিলা তথা চরণে পড়িয়া॥৬।১পত্র।

... ...

সভার অগ্রেতে পুরি কহিতে লাগিলা।
প্রভুর ইঙ্গিত জানি বস্তুত কহিলা॥
ছিলট্ট দেশেতে হয় নবগ্রাম নাম।
বিমল নির্ম্মল হয় আত্মারাম ধাম॥
ভরদ্বাজ মুনির বংশ জানি সর্ব্বকাল।
আচার্য্য পদ বিহরএ সদ্গুণ রসাল॥
সেহি বংশে জন্মিলা আসি বসুদেব আচার্য্য।
কুবের আচার্য্য নাম রাখিল আচার্য্য॥
অগ্নিহোত্র জাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ বেদ পড়ে।
শে কালে হুঙ্কার হৈল পৃথিবী ভিতরে॥

... ...

সেহি গ্রামে মহানন্দ বিপ্র প্রবিন॥

তার কন্যা হয় স্বেক ... ... ।
ঘটক সম্বাদ তাহার আনিল বিচারি ॥
দৈবকীপ্রাও সেহি ... লক্ষণা ।
নাভা নাম ধরে তার পীতা বিচক্ষণা ॥
বিবাহ হইল কুবের আচার্য্যের স্থাণে ।
গ্রাম সহিতে সব ধন্য ধন্য মাণে ॥
সেহি গ্রামবাসি আমি ছিলাম পুর্ব্বাশ্রমে ।
মহানন্দের পুরোহিত পীতা গুরুতুল্য মানে ॥
নাভা দেবি ভাঁঞি মোরে বোলে সর্ব্বকাল ।
আমিহ ভগীনিপ্রাও করিএ তাহার ॥
সেহি সম্বন্ধে মামা কহে প্রভু জে আচার্য্য ।
আমি পুর্ব্বাপর জানি সব ইহার কার্য্য ॥
একান্ত করিয়া সুন সবে মন দিয়া ।
অদ্বৈতজন্ম এবে কহি বিবরিয়া ॥

—১৩।১৪ পত্র ।

অদ্বৈতাচার্য্যের ভ্রাতা ও ভগিনী,—

ক্রমে ক্রমে নাভার ছয় পুত্র হইল ।
একখানি কন্যা তার পাছেতে জন্মিল ॥
লক্ষ্মীকান্ত শ্রীকান্ত হরিহরানন্দ ।
সদাএ শিব কুশল আর কির্ত্তিচন্দ্র ॥
চারি পুত্র শন্যাশ করি গেলা তীর্থ পর্য্যটনে ।
পুন না আইলা তারা কুবের ভুবণে ॥

ভণিতা,—

শ্রীশান্তিপুরনাথপাদপদ্ম করি আস ।
অদ্বৈতমঙ্গল কহে হরিচরণ দাষ ॥

শেষ অংশ,—

চতুর্ভুজ প্রকাশ দেখাইল সভে ।
চমৎকার পাইল শবে দেন শবে ॥
ষোড়শ সংখ্যাএ শিতাদেবীর দিক্ষা ।
সর্ব্ব তত্ত্ব কহিলা প্রভু করাইলা সিক্ষা ॥
আপনার স্বরূপ জানাইলা সিতার স্বরূপ ।
শিতা ঠাকুরাণীর শিষ্য শিতার অনুরূপ ॥
... ...
তৃতীয়বিংশতি সংখ্যাএ দানলিলা শান্তিপুর ।
তিন প্রভু এক হইলা রসের প্রচুর ॥
পুর্ব্বমত উখাড়িয়া দেখাইল তাকে ।
শান্তিপুরলিলা এহি বন্দিলা লোকে ॥
পঞ্চম অবস্তা প্রভুর নবম সংখ্যাএ বর্ন্নিল ।
সর্ব্বতত্ত বিংশতি সংক্ষ্যা লিখিল ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত সিতা ।
শ্রীগুরু বৈষ্ণব ভাগবত গীতা ॥
শ্রীশান্তিপুরনাথপাদপদ্ম করি আস ।
অদ্বৈতমঙ্গল কহে হরিচরণ দাষ ॥ * ॥ * ॥

ইতি শ্রীঅদ্বৈতমঙ্গলে বৃর্দ্ধলিলানুসারে পঞ্চম অবস্তা বর্ন্নং নাম তৃতীয়বিংশতি সংখ্যা সমাপ্তং ॥ * ॥ * ॥ সমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থং ॥ * ॥ শুভমস্তু শকাব্দাঃ ১৭১৩ শ্রীল শ্রীসরশ্বত্যৈ ॥ * ॥ শ্রীশ্রীহরিঃ পাতু ॥ সাক্ষরং শ্রীনরসিংহ দেবশর্ম্মণঃ ॥ যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং ইত্যাদি ॥ শ্রীজগন্নাথ অধিকারী অস্য পুস্তকমেতি ॥*॥*॥ শ্রীলশ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রায় নমঃ ॥*॥

২৬৭। নিমাইসন্ন্যাস।

রচয়িতা—বাসুদেব ঘোষ। পত্র ১—২০; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৬ পঙ্‌ক্তি। প্রথম পাতার মধ্য অংশের কতকটা অস্পষ্ট। পরিমাণ ১৪॥০ × ৪৸০ ইঞ্চি। লিপিকাল নাই।

পুথিখানিকে আমরা বাসুদেব ঘোষের বিরচিত বলিয়া স্থির করিলাম। কিন্তু ইহার মধ্যে অপর তিন ব্যক্তি—ত্রিলোচন দাস, নরোত্তম ও রূপের ভণিতাও দৃষ্ট হইতেছে।

ত্রিলোচন দাসের তিনটি, রূপের দুইটি ও নরোত্তমের একটি ভণিতা ইহার মধ্যে আছে। বাসুদেব ঘোষের ভণিতা আছে আটটি। মোটের উপর পুথিখানি যে বাসু ঘোষের রচিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, বাসু ঘোষের অন্য যে সব পুথিতে অপর কাহারও ভণিতা নাই, তাহার সহিত এই পুথির মিল আছে। অন্যান্য ভণিতাগুলি লিপিকর কর্ত্তৃক সেই সেই কবির গ্রন্থ বা পদ হইতে উদ্ধৃত হওয়া একেবারে অসম্ভব নহে।

আরম্ভ,—

শ্রীরাধাকৃষ্ণাঅ নম

অথ নিমাইসন্যাস ॥

সোনহ ভকতগন করহ…… ।
জেরূপে করিল গৌর সন্যাস গ্রিহন ॥
গৌরাঙ্গ ছারিঅ৷ জাবে নদিআ হইতে।
নিসাভাগে লক্ষি দেবি লাগিল কান্দিতে ॥ধু॥
গৌরাঙ্গ ছারি জাবে অলক্ষি প্রবেস হবে
লক্ষি অলক্ষির কথা সুনিঅ৷ মার্ল্যানি।
কান্দিতে কান্দিতে গেল জথা… ॥
সোন সোন সচিমাতা নিবেদন করি।
নদিআ ছারিআ গৌর হবে দংডধারি ॥ধু॥
গৌরাঙ্গ ছারিআ জাবে অলক্ষি প্রবেস হবে
সন্যাস করিব পুত্রে সোনে সচিমাতা।
স্তব্দ হৈআ বৈসে রানি মুখে নাহি কথা ॥

মধ্য অংশ,—

জে কালেতে বিষ্ণুপ্রিআ এ কথা সুনিল।
কাতর হইআ দেবি কান্দিতে লাগিল ॥
গলাতে বসন দিআ
কহে দেবি বিষ্ণুপ্রিআ
সোন নিদ্র৷ আমার বচন।
এহি নিবেদন করি
জাও মোর আঙ্গিনা ছারি
অন্য স্থানে করহ গমন ॥
নিদ্রা তোর পাএ ধরি   ছারি জাবে গৌর হরি
তুমি মোর অঙ্গে প্রবেসিলে।
আমার বচন ধর   প্রাননাথ রক্ষ্যা কর
এহি কথা বিষ্ণুপ্রিআ বোলে ॥
মোর চৌক্ষে প্রবেশিবে গৌরাঙ্গ ছারিআ জাবে
বিস খাইআ মরি জাব আমি।
আগেত মরিব আমি   মরি জাব সচি রানি
নারিবধের ভাগি হবা তুমি ॥ ধু ॥

ভণিতা,—

১। বাসুদেব ঘোসে ভনে সচি কান্দে অকারনে
জিব লাগি গৌরাঙ্গ সর্ন্যাসি ॥
২। এ বোল সুনিআ সচি সঘরে রোদন।
বেতিত হিআএ কহে দাস ত্রিলোচন ॥
৩। কহে নরর্ত্তম দাস   গৌরাঙ্গের সর্ন্যাস
জগ ভরি রহিল ঘোসনা ॥
৪। এ রূপ কান্দিআ বোলে গৌর জাবে নিলাছলে
শান্তিপুরে ক্রন্দন বারিল ॥

শেষ,—

অদ্বৈতঘরনি কান্দে কেস বেস নাহি বান্দে
প্রভু বলি ডাকে উর্চ্চস্বরে।
করি নির্ত্তানন্দ সঙ্গে আপনা কির্ত্তন রঙ্গে
আর কে নাচিব মোর ঘরে ॥
অবধৌত বিশ্বাম্ভর   নরহরি গদাধর
কতরূপে করে হাহাকার।
এবে কেনে দুইটি ভাই কি দোসে ছারিআ জাই
সান্তিপুর করিআ আন্দার ॥
নদিআ নিবাসি জত   তারা কান্দে অভিরত
লোটাআ লোটাআ খিতিতলে।

বাসুদেব ঘোসের বানি গকুল হইল জানি
তেমতি হইল সান্তিপুরে ॥
ইতি নিমাইসর্ন্ন্যাস গ্রিহস্ত সমাপ্ত ॥

২৬৮। নিমাইসন্ন্যাস।

রচয়িতা—রঘুনাথ দাস। পত্র ১—৩১; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৬ হইতে ১০ পঙ্ক্তি। দুই জন লিপিকরের হস্তাক্ষর দেখা যায়। পরিমাণ ১৪৸০ × ৪৸০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৫৪ সাল।

পূর্ব্বে বাসুদেব ঘোষের রচিত যে নিমাই-সন্ন্যাসের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, তাহার সহিত তুলনায় আলোচ্য পুথি সম্পূর্ণ পৃথক্ হইলেও মধ্যে মধ্যে দুই এক পঙ্ক্তি উভয় পুথিতেই একরূপ। এই পুথিতেও বাসুদেব ঘোষের তিনটি, নরোত্তমের একটি এবং রসিকানন্দের একটি ভণিতা রহিয়াছে। রঘুনাথ দাসের ভণিতাই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী—দশটি। তাই পুথিখানি তাঁহার রচিত বলিয়া স্থির করা হইল। বোধ হয়, বাসুদেব, নরোত্তম ও রসিকানন্দ, এই তিন ব্যক্তির রচিত বিভিন্ন নিমাইসন্ন্যাস বা নিমাইসন্ন্যাস-বিষয়ক পদাবলী হইতে এই পুথিতে কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। তাই সেই সকল অংশের সহিত তাঁহাদের নামও আলোচ্য পুথিতে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। আমাদের এইরূপ অনুমান পূর্ব্বোল্লিখিত নিমাইসন্ন্যাস সম্বন্ধেও প্রযুক্ত হইতে পারে। নতুবা এক ব্যক্তির রচিত পুথিতে বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন লোকের ভণিতা কিরূপে আসিতে পারে, তাহার আর কোনও সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

পুথির আকার—এই সম্বন্ধীয় অন্যান্য পুথি অপেক্ষা কিছু দীর্ঘ। গৌরাঙ্গদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া, শান্তিপুরে অদ্বৈত-গৃহে যখন জননীর সহিত সাক্ষাৎ করেন, তখন তাঁহার জননী, তাঁহাকে গৃহস্থাশ্রমে ফিরাইয়া লইবার জন্য তাঁহার নিকট রামায়ণ ও মহাভারতের উপাখ্যান কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। রাম বন-বাসী হইয়াও সীতাকে পরিত্যাগ করেন নাই, মাতার আদেশ পালনের জন্য দ্রৌপদীকে যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাঁচ ভাই বিবাহ করিয়াছিলেন। অতএব তুমি আমাকে এবং বিষ্ণুপ্রিয়াকে ত্যাগ এবং আমার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া কিরূপে চলিয়া যাইবে, এই কথা বলাই ইহার তাৎপর্য্য। এই জন্য পুথিখানি একটু বড় হইয়া গিয়াছে। পুথির মধ্যে "সবাই, সবার" স্থলে "সমাই, সমার" শব্দের প্রয়োগ লক্ষণীয়। প্রথম অংশ এইরূপ,—

৭ শ্রীদুর্গা স্বহায়

নমঃ গনেশায় ॥১॥ অথ নিমাইশৈন্ন্যাশ পুস্তক লিক্ষতে। ১ ॥

গৌরাঙ্গশৈন্যাশলিলা স্থন সর্ব্বজন।
জাহাকে স্থনিলে হয় বৈখণ্টে গমন ॥
কলিভব কলুশেত জিব নিস্তারিতে।
অবত্তির্ন্ন হইলা প্রভু আসিয়া জগতে ॥
নবদ্বিপে পুরন্দর মিশ্রের মন্দিরে।
জন্মীলা গোলকনাথ শচির উদরে ॥
দয়াভাবে তিন নাম থুইলা শচি আই।
গৌরাঙ্গ চৈতন্য আর ত্রিতিয়ে নিমাই ॥
বলরাম নিত্যানন্দ অদ্বৈত মহেশ।
ভারথি হইলা গুরু ব্রহ্মা হরিদাশ ॥

চৈতন্যের প্রতি শচীদেবী,—

হেদে রে নদিয়ার চান্দ বাছা রে নিমাই।
অভাগিনি সচি মাএর আর লক্ষ নাই॥
এত বলি ধরি সচি গৌরাঙ্গের গলে।
স্নেহভাবে চোম্ব দিল বদনকমলে॥
আমি তব বৃর্দ্ধ মাতা আমাকে ছাড়িয়া।
বিষ্ণুপ্রিয়া বধু দিলা গলাএ গাথিয়া॥
তোমা লাগি কান্দে জত নদিয়ার লোক।
ফিরিয়া চলহ বাছা দুরে জাওক শু(শো)ক॥
মোরারি চৈতর্ন্ন আদি জত ভক্ত দাশ।
ই সব ছাড়িয়া কেনে করিলে সৈন্যাস॥
শ্রীনিবাস হরিদাস আদি ভক্তগন।
ই সব করিয়া সাথে করিবে কির্ত্তন॥
জে করিছ আরে বাছা চলহ ফিরিয়া।
পুন জজ্ঞশো(সূ)ত দিব ব্রাহ্মন আনিয়া॥
—ইত্যাদি।

ভণিতা,—

১। রঘুনাথ দাশে ভনে শ্রীগুরুচরন।
কদাপি ছাড়িতে নারে কর্ম্মনিবন্ধন॥
২। বাশোদেব ঘোশে ভোনে কান্দ শচি কি কারনে
জিব লাগি হইয়াছে শৈন্যাসী॥
৩। রশিক[া]নন্ধের বানি শুকানলে দহে প্রাণি
এত দুক্ষ শহন না জায়॥
৪। কহেন নরুত্তম দাস গোড়াচান্দের সৈন্যাস
জগত ভরি রহিল ঘোসনা॥

শেষ,—

জগাই মাধাই পাপি জগতে আছিল ব্যাপি
হরিনামে হইল নিস্তার॥
প্রভু জারে কৃপা করে পাপে কি করিতে পারে
কর্ম্মপাশ মোক্ত হয় তার।
স্বর্য্যের উদয় জেন বিনাসে তিমিরগণ
হরিনাম তেমতি প্রকার॥
জে করে সর্ন্নাস ধর্ম্ম পুন তার নহে জর্ম্ম
কুটী কুল মোক্ত তার হয়।
বেদে অন্ত নারে জার নরে কি জানীবে তার
দিনহিন তারে দয়াময়॥
রঘুনাথ দাসে ভূনে ভজ মন শ্রীচরণে
গুরুমন্ত্র করহ সাদন।
জখনে ছারিব দেহ সঙ্গে নাহি জাবে কেহ
সংসার বাসনা অকারণ॥

ইতি শ্রীগৌরাঙ্গসর্ন্নাস পুস্তক সমাপ্তঃ। ইতি সন ১২৫৪ সাল তারিখ ২১মাঘ রোজ বুধবার বেলা ১ প্রহর উদন নিজ বাড়িতে বসিয়া পুস্তক সমাপ্ত হইলঃ॥ ইতিঃ ভিম-স্যাপি রণে ভঙ্গ [ইত্যাদি]। সকিয় পুস্তক শ্রীযুত যুগলকিসোর রাএ চৌধুরি মালীক সাকীন রৌহা পরগনে তাজাল (?) হিশ্যে ॥/০ আনীর মোতালক জমীদরি।

৯ম পত্রের দ্বিতীয় পৃষ্ঠার শেষে একজন লেখকের নাম আছে,—শ্রীকালীপ্রশাদ দাশ॥

২৬৯। কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী
১০ম স্কন্ধ।

রচয়িতা—রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্য। পত্র ৪-২৫৪; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। চতুর্থ ও শেষ পত্র ছিন্ন এবং অক্ষর অস্পষ্ট; মধ্যেও কতকগুলি পত্রের ধার কাটা। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি; কোন কোন পৃষ্ঠায় ৬, ৭ বা ১১ পঙ্‌ক্তিও আছে। দুই জন লিপিকরের লেখা সুস্পষ্ট। পরিমাণ

১৪ × ৪‖০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১১৭৩ সাল, ১৬৮৮ শকাব্দ। পুথির প্রথমে স্বতন্ত্র এক খণ্ড কাগজে ১১৯৩ সালে লিখিত একটি সূচিপত্র রহিয়াছে।

রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্য শ্রীচৈতন্যদেবের সমকালিক ব্যক্তি। চৈতন্যদেব রঘুনাথের বরাহনগরস্থিত আশ্রমে আসিয়া, ইঁহার ভাগবত পাঠ শ্রবণে মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং তিনিই ইঁহাকে "ভাগবতাচার্য্য" উপাধিতে বিভূষিত করেন। রঘুনাথ, গদাধর পণ্ডিতের মন্ত্রশিষ্য। ইনি সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবত পয়ারে অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন—সেই অনুবাদের নামই কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী। আলোচ্য পুথিখানি শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের অনুবাদ।

পুথিতে "বুঝিবাক পারে"—(বুঝিতে পারে, ৬ পত্র০), 'কমন' (কোন, কি, ঐ), 'মক' (আমাকে, ৭ পত্র), জানেন্ত, দিলেন্ত (ঐ), 'গোবিন্দেক' (গোবিন্দকে, ৯ পত্র) প্রভৃতি বঙ্গভাষার কয়েকটি প্রাচীন রূপ দেখা যায়। ২৬ পত্রের পর দ্বিতীয় হাতের লেখা আরম্ভ হইলে ও-কারের অতিশয় প্রাচুর্য্য। এমন কি, এই লিপিকর 'শ্রীভাগবত আচার্য্য' কথাটিকে পর্য্যন্ত 'শ্রীভাগবতো আচার্য্য'রূপে লিখিয়াছেন। প্রথম হাতের লেখায় জ্ঞ অক্ষরের আকার পুরাণ।

চতুর্থ পত্রের প্রথম,—

তবে মুনি প্রেমরসে পুলকিত অঙ্গ।
পূর্ব্বক্রমে কৃষ্ণকথা করিল প্রসঙ্গ ॥
কংস্ জরাসন্ধ আদি নৃপরূপ ধরি।
দৈত্যগনে বেয়াপিল বসুধা নগরী ॥
তা সমার ভার বহে করিয়া ক্রন্দন।
পৃথিবি লইল গিয়া ব্রহ্মার সরন ॥
জাবত পাতালে মোর নাহি হয় গতি।
তাবত রাখিতে মোরে করহ সকতি ॥
—ইত্যাদি।

ভণিতা,—

১। মহাভাগবত জেন সর্ব্বলোকে বুঝে।
কথাছলে কহি আমি বুঝিবার কাজে ॥
বুধ জন স্থানে মোর এহি পরিহার।
দোষ ক্ষমা করি গুন করিহ বিস্তার ॥
জেন তেন মতে কৃষ্ণকথা অবসরে।
দিবস গোঞাঁঞি মাত্র এহি মোন ধরে ॥
মনো দিয়া সুন ভাই কৃষ্ণগুনবানি।
রঘুনাথ পণ্ডিতের প্রেমতরঙ্গিনী ॥

২। ধিরসিরমুনি শ্রীগদাধর জান।
শ্রীভাগবতো আচার্য্যের মধুরসগান ॥

অধ্যায়-সমাপ্তি-বাক্য,—

ইতি শ্রীমহাভাগবতোক্তরে দসমস্কন্ধে বেদপঞ্চতমোধ্যায় ॥ * ॥ ৪৫ ॥

শেষ,—

এহি সুধা মধুপান করয়ে নিরান্তর।
এ ভব তরিয়া জাবে বুধজন সকল ॥
শ্রীযুত গদাধর মধুরশ ভাশা।
শ্রীভাগবতো আচার্য্যে রচিলা পুন্যকথা ॥

ইতি শ্রীমহাভাগবতোক্তরে দসম স্কন্ধে। নব্বইকতমোধ্যায় ॥৯১॥*॥ ইতি পুরান দশম স্কন্ধ পুস্তক সমাপ্ত ॥ জথা দৃষ্ট [ইত্যাদি] স্বাক্ষরং শ্রীওলারাম দাস দাস দাসষ্য ॥ বসত পরগনে কাটারম······রঙ্গা ॥ তালুক শ্রীযুত রানিভবানি দেব্যা ॥ বি তেরিখ ২৫ পচিসা পৌষ সন ১১৭৩ এগার সও তিয়াত্তরি সকাব্দা ১৬৮৮ সোল সও অষ্টাসি সক ॥ স্বক্লা ১১ একাদসি তিথৌ রোজ ৪ বুধবার ॥ দুই দণ্ড বেল...ত ॥*॥

২৭০। কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী

১০ম স্কন্ধ।

রচয়িতা—রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্য। পত্র ১-১০০; ১০৩-১৬৮, ১৭০; অসম্পূর্ণ। অপর একখানি পুথির ৩৫ এবং ১৩৫ সংখ্যক দুইটি পাতা অতিরিক্ত আছে। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১৩ পঙ্‌ক্তি। কোন পৃষ্ঠায় ১৪ বা ৭ পঙ্‌ক্তিও আছে। শেষের পাতার কতক অংশ ছিন্ন। দুই জন লিপিকরের হস্তাক্ষর দেখা যায়। পরিমাণ ১৪৸৹ × ৪৷৹ ইঞ্চি। শেষ অংশ খণ্ডিত বলিয়া লিপিকরের নাম-ধাম প্রভৃতি নাই। প্রথম পত্রের মধ্যদেশে ১১২১ সন লেখা আছে।

ত্রিপদী ছন্দে রচিত এক পৃষ্ঠাব্যাপী নিম্নোক্ত নারায়ণস্তুতি ২৬৯ সংখ্যক বিবরণোক্ত পুথি এবং অন্যান্য অনেক পুথিতে দেখা যায় না। এখানে কয়েক পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করিলাম,—

স্তুতি করে চতুরানন সঙ্গে সব দেবগণ
সুন সুন প্রভু নারায়ন।
দৈত্যে ভরিল প্রথ্যি রহিবার নাহি স্থিতি
কাথে মুঞি করিব নিবেদন॥
দৈত্যে হরিল অমরা পুরি দেবগন দেসান্তরি
শ্বজ্ঞ (স্বর্গ) মর্ত্ত একী অধিকার।
দৈত্যের পদভরে প্রথি টলমল করে
মোর ঠাই কৈল সমাচার॥ ইত্যাদি।

ভণিতা,—

ধিরসিরমুনি শ্রীগদাধর জান।
ভাগবত আচার্য্যের মধুরসগান॥

অধ্যায়-সমাপ্তি-বাক্য,—

ইতি শ্রীভাগবতওস্বরে দশমস্কন্ধে প্রেমতরঙ্গিনি নাম॥৩৭॥ সপ্তত্রিংসত্তিথম অধ্যায়॥

২৭১। কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী

১ম—৫ম স্কন্ধ।

রচয়িতা—রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্য। পত্র ১-৬৪; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১২ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পুথিখানিতে দুই বা তিন জন লিপিকরের হস্তাক্ষর দেখা যায়। পরিমাণ ১৩ × ৪৷৹ ইঞ্চি। শেষ অংশ খণ্ডিত বলিয়া লিপিকরের নাম-ধাম বা তারিখ প্রভৃতি কিছুই নাই।

আলোচ্য পুথিখানিতে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম হইতে পঞ্চম স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায় সম্পূর্ণ এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ের কতক অংশের পয়ারানুবাদ আছে। বলা বাহুল্য যে, এই অনুবাদ মর্ম্মানুবাদ মাত্র।

ভণিতা,—

কৃষ্ণগুণধর্ম্ম ভাই সুন সাবধানে।
শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী রঘুনাথ গানে॥

অধ্যায়-সমাপ্তি-বাক্য,—

শ্রীভাগবতে মহাপুরানে ত্রিতিঅ স্কন্ধে কপিলজোগ সপ্তম অধ্যায়॥ *॥ ৬॥

২৭২। কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী

১১শ স্কন্ধ।

রচয়িতা—রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্য। পত্র ১-৬, ১৬-৩১; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১১ পঙ্‌ক্তি। দুই জন লিপিকরের হাতের লেখা দেখা যায়। পরিমাণ ১৩৷৹ × ৪ ইঞ্চি। শেষ অংশ খণ্ডিত থাকায় তারিখ ও লিপিকরের নাম-ধাম প্রভৃতি জানা যায় না।

ভণিতা,—

জ্ঞানগুরু গদাধর ধিরসিরোমনি।
ভাগবত আচার্য্যের মধুরশবাণী ॥

অধ্যায়-সমাপ্তি-বাক্য,—

ইতি শ্রীভাগবতোত্তরে একাদসস্কন্ধে প্রেম-তরঙ্গিনি নাম ॥ ষষ্ঠমোধ্যায়ঃ ॥

২৭৩। শ্রীকৃষ্ণবিজয়—মণিহরণ।

রচয়িতা—মালাধর বসু গুণরাজ খাঁ। পত্র ১-৭; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি। অক্ষর বড়। কয়েকটি পাতার ধার গলিত এবং অক্ষর কিছু কিছু মুছিয়া গিয়াছে। পরিমাণ ১৫ × ৪৸০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৪০ সাল।

বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কুলীন গ্রাম অতি প্রসিদ্ধ স্থান। কুলীন গ্রামের বসু-বংশ অর্থ-সামর্থ্য এবং মান-মর্য্যাদায় বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন। মালাধর বসু এই কুলীন গ্রামের বসু-বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম ভগীরথ বসু, মাতা ইন্দুমতী দাসী। গৌড়ের বাদশাহ সামসুদ্দিন ইউসুফের অনুরোধে মালাধর বসু ১৩৯৫ শকাব্দায় শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম ও ১১শ স্কন্ধের অনুবাদ আরম্ভ করিয়া ১৪০২ শকে উহা সমাপ্ত করেন। এই অনুবাদ-গ্রন্থের নাম "শ্রীকৃষ্ণবিজয়" বা "গোবিন্দবিজয়।" গৌড়েশ্বর ইহাঁর রচনানৈপুণ্যে মুগ্ধ হইয়া, ইহাঁকে "গুণরাজ খাঁ" উপাধিতে বিভূষিত করেন। আলোচ্য পুথিখানি শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের অন্তর্গত একটি পালা —ইহাতে মণিহরণ এবং জাম্ববতী ও সত্যভামার বিবাহ বর্ণিত হইয়াছে।

আরম্ভ,—

৴৭ নম গনেসায় নম
নারায়ণং নমস্কৃত্য [ইত্যাদি শ্লোক]
অত মোনিহরন পুস্তক লিক্ষিতে ॥ * ॥
প্রনমহু নারায়ন পুরুসপ্রধান।
গোনের সাগর হরি কৃপার নিধান ॥
হেন হরি নারায়ন পতিতের বন্ধু।
জার নামে পাপি সবে তরে ভবসিন্ধু ॥
কৃষ্ণ অবতার লুক স্থন মন দিয়া।
সত্যবামারে বিহা কৃষ্ণে কৈল জে লাগিয়া ॥
গোবিন্দের সখা সত্রাজিত নৃপবর।
কৃষ্ণসমশ্বর হইল রাজ্যের ইশ্বর ॥
সমুদ্রের কুলে রাজা গিয়া একাশ্বর।
নিরাহারে তপ কৈল দ্বাদস বৎসর ॥

মধ্য,—

অব্যান্তরে গিয়া কৃষ্ণ ভাবে মনে মনে।
সিশো কুলে এক দাসি দেখিল তখনে ॥
কান্দীতে ছাওালে এক বোলে প্রিয়বাণী।
না কান্দীয় হের নেয় সেমন্তক মুণী ॥
মণীর নাম স্থনি কৃষ্ণ ধাইল সর্ত্তর।
কাড়িয়া লইল মনি পুরির ভিতর ॥
মণী লইয়া হরসিতে চলিলা নারায়ণ।
দাসিয়ে জানাইল গিয়া রাজার সদন ॥
স্থন স্থন মহারাজা আমার বচন।
এক গোটা পুরুস দেখ অতি বিচক্ষণ ॥
আমারে মারিয়া মণী লইয়া গেল কাড়িয়া।
হরসিতে জায় সেহি পুরি ছাড়াইয়া ॥•

ভণিতা,—

হেন অদ্ভুত কথা স্থনিলে ভব তরী।
গুন রাজা খানে বোলে বন্দিয়া শ্রীহরি ॥

শেষ,—

এহি মতে রহিলা প্রভু পরম কৌতুকে।
গোনরাজা স্তা(খা)নে বোলে কৃপা কর মকে॥
ভাদ্র মাসের নষ্ট চন্দ্র দেখে জেহি জনে।
এহি পুস্তক স্থনিলে পাপ খণ্ডএ তখন॥
এহি পুস্তক তবে স্থন শর্ব্বজন।
কৃষ্ণপদে জেন মজিয়া রহুক মন॥
এহি মতে স্থন তবে হইয়া একমন।
এত দুরে সাঙ্গ হইল পুস্তক মুনিহরন॥

ইতি সাক্ষর শ্রীকৃষ্ণকান্ত সাধ্য: সাকিম রাজেন্দ্র……নে হুসেনসাহি॥…এহি পুস্তক সমাপ্ত করিলাম বেলা এক দণ্ড থাকিতে শ্রীজুত রামধন ব্রস্থ (?) সাক্ষ্যাৎ মাতুল মহাসয়ের বাহির বাটিতে মণ্ডপ……উপরেতে দক্ষিনমুখি হইয়া। ঘাড়ের মধ্যে সাল হইয়া বড় বেতা পাইয়া এহি পুস্তক সমাপ্ত করিলাম—এহি পুস্তক আর কেহর এলাকা নাহি ইতি সন ১২৪০ সনের মাহে আশ্বীন তাং ৩ বোদ বার কালে সমাপ্ত করিলাম ইতি।

——

২৭৪। শ্রীকৃষ্ণবিজয়—মণিহরণ।

রচয়িতা—মালাধর বসু গুণরাজ খান। পত্র ১-৯; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি করিয়া লেখা—কয়েক পৃষ্ঠায় ৮-৯ পঙ্‌ক্তিও আছে। দুই জন লিপিকরের হস্তাক্ষর দেখা যায়। পরিমাণ ১৪।০ × ৫ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৪৩ সাল।

২৭৩ সংখ্যক বিবরণে যে "মণিহরণ" নামক পুথির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, একই গ্রন্থকারের রচিত হইলেও তাহার সহিত আলোচ্য পুথির অনেক পার্থক্য আছে। পূর্ব্বের পুথি, সত্যভামার বিবাহের পরেই শেষ হইয়াছে। কিন্তু আলোচ্য পুথিতে তাহার পরে শতধন্বা কর্ত্তৃক সত্রাজিত বধ, স্যমন্তক মণি অক্রূরের নিকট লুকাইয়া রাখিয়া শতধন্বার পলায়ন, কৃষ্ণ কর্ত্তৃক শতধন্বা-বধ, মণি লইয়া অক্রূরের কাশীধাম গমন, দ্বারকায় অনাবৃষ্টি, অক্রূরের দ্বারকায় আগমন ও শ্রীকৃষ্ণের নিকট মণি প্রত্যর্পণ ইত্যাদি বিষয় অধিক আছে। ইহা ছাড়া ভাষাগত পার্থক্যও একেবারে উপেক্ষণীয় নহে। নিম্নে কিছু কিছু নমুনা উদ্ধৃত হইল।

আরম্ভ,—

৷৭শ্রীশ্রীকৃষ্ণ॥
অথো মনিহরন॥

কৃষ্ণ অবতার নর স্থন একচিত্তে।
সত্যভামা বিভা কৃষ্ণ কৈল জেন মতে॥
গোবিন্দের সখা সত্রাজিত নৃপবর।
কৃষ্ণ মৈত্র করি বৈসে দ্বারকা নগর॥
সমুদ্রের কুলে রাজা গিঞা একেশ্বর।
নিরাহারে সুর্য্যর শেবা দ্বাদস বৎসর॥
কঠোর তপে তুষ্ট জদি হইলো দিবাকর।
অধিষ্টান হঞা বৈল মাগ রাজা বর॥
সুর্য্যর বচনে রাজা ভূমিতে লোটাঞা।
জোড় হাথে বর মাগে প্রণাম করিঞা॥
স্বরূপে প্রসন্ন জদি হইলে দিবাকর।
দেহত গলার মনি ত্রিদস ইশ্বর॥ ইত্যাদি।

মধ্য,—

হেন মতে মনি তার আনিলা গদাধরে।
ডাক দিঞা আনিল সত্রাজিত নৃপবরে॥

বন্ধু সঙ্গে করি তবে বসিলা নারায়ন।
মনি দিঞা মন সুর্দ্ধ করিলা তখন॥
জেমতে আনিল মনি কহিল শ্রীহরি।
সুনিঞা সকল লোক সত্রাজিতে ত্রেস্কারি
নাজে হেট মাথা রাজা করিল গমন।
মনি নঞা গেল কিছু না বৈল বচন॥
ঘরে গীঞা বন্ধুজনে অনুমান করি।
কিসে তুষ্ট হব মোরে দেব শ্রীহরি॥
সংসারের সার গোশ.ঞী আছে একজন।
কোন ধনে তুষ্ট হব কমললোচন॥ ইত্যাদি

ভণিতা,—

হেন অদভুত কথা সুন একমনে।
গুনরাজ খান বলে গোবিন্দচরনে॥

শেষ,—

জদি বা দৈবাত হয় চন্দ দরসনে।
এই পুস্তক তবে করিবে স্বরনে॥
তবে মনি রত্ন দিল অক্রুরের হাথে।
ঘরে নঞা পুজি রাখ বৈল জগন্নাথে॥
হেন অদভুত কথা সুন সর্ব্বজন।
সুনিতে সুনিতে পাপ হয় বিমোচন॥
ইহলোকে সুখ পায় পরলোকে মুক্তি।
হেন কথা সুন নর করিঞা ভকতি॥
মনি নঞা অক্রুর তবে করিলা গমন।
পূজা করি মনি রাখে করিয়া জতন॥
জাম্বুবতি সত্যভামা বিভা একবারে।
গুণরাজ খান বলে বন্দিঞা গদাধরে॥

ইতি সন ১২৪৩ সাল তাঃ ৬ আশ্বিন সমাপ্ত হইল ইতি শ্রীতারাচাঁন্দ গরাঞি।

২৭৫। শ্রীকৃষ্ণবিজয়— স্যমন্তকোপাখ্যান।

রচয়িতা—মালাধর বসু গুণরাজ খান। পত্র ১-৮; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। মধ্যদেশে ছিদ্র। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১১ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। কাগজের অবস্থা জীর্ণ। অধিকাংশ পাতার অক্ষর কিছু কিছু মুছিয়া গিয়াছে। কয়েকটি পাতা ছিন্ন। পরিমাণ ১৪৷৹ × ৫ ইঞ্চি। লিপিকাল ১৬৫০ শকাব্দ।

পূর্ব্বে ২৭৪ সংখ্যক বিবরণে যে পুথির পরিচয় দিয়াছি, তাহার সহিত আলোচ্য পুথিখানি প্রায় অভিন্ন—অবশ্য একটু আধটু পাঠভেদ যে থাকিবে, তাহা বলাই বাহুল্য। 'মণিহরণ' ও 'স্যমন্তকোপাখ্যান' একই পুথির বিভিন্ন নাম মাত্র। নিম্নে কিছু নমুনা উদ্ধৃত করিলাম।

আরম্ভ,—

৭ নমো নারায়ণায়॥

নারায়ণং নমস্কৃত্য [ইত্যাদি শ্লোক]
সর্ব্বঘটে সমরূপ দেব নারায়ন।
শুন সর্ব্ব জনে.........কথন॥
নানা কর্ম্ম নানা লিলা সংসার ভিতরে।
কেমতে জানিব মর্ম্ম সকামি সকলে॥
অতএব কহি কিছু সর্ব্বলোক হিত।
কেবল সধর্ম্মকথা বেদের বিহিত॥
গোবিন্দভকত সত্রাজিত মহাসয়।
কৃষ্ণ অনুগ্রহ বৈসে দ্বারিকা নগর॥
নানা মতে জজ্ঞ দান কৈল মহারাজা।
একমনে নিরবধি কৈল হরিপূজা॥
... ... রাজা বিচক্ষন।
দ্বাদশ বৎসর কৈলা সূর্য্য আরাধন॥
তার তপে তুষ্ট হৈলা দেব দিবাকর।
নিকটে ডাকিয়া বোলে নও রাজা বর॥
—ইত্যাদি।

মধ্য,—

অনেক প্রকারে জাম্বুবানে জুদ্ধ কৈল।
সম্বিত পায়া কৃষ্ণ তার বুকেত বসিল॥
তাহার বুকেত কৃষ্ণ রামমুর্ত্তি হইল।
রাম অবতারে ভালুকে সেবা কৈল॥
জানিল মনুস্য নহে দেব নারায়ন।
জোড় হস্তে বহুবিধি করয়ে স্তবন॥
সাগর বান্ধিয়া বধ করিলা রাবন।
তোমার সেবক আমি বধ কি কারন॥
তোমার প্রসাদে আছি রসাতল পুরী।
নিজ সুখে তোমার আমি সেবা করি॥
হেন বর দিয়া কেনে ছল গদাধর।
আপনে করিলু পাপ তোমাতে গোচর॥
শুনিঞা ভালুকের স্তুতি দয়া উপজিল।
বুকে হৈতে উঠিয়া কৃষ্ণরূপ হইল॥
সত্বরে ভালুক উঠে করজোড় হয়া।
করিল অনেক স্তুতি গোবিন্দ দেখিয়া॥

—ইত্যাদি।

ভণিতা,—

হেন অদ্ভুত কথা শুন সভাসয়।
গুনরাজ খাঁয়ে ভূনে কৃষ্ণের বীজয়॥

শেষ অংশ,—

মুনি গলে দিয়া মুনি গেলা নিজ ঘরে।
হরসিতে রৈলা কৃষ্ণ দ্বারিকা নগরে॥
মুনিহরন কথা শুন সর্ব্বজন।
আনন্দে শুনিলে হয় স্বর্গেত গমন॥
হেন অদ্ভুত শুনিলে সর্ব্বজনে।
গুনরাজ খাঁয় ভূনে গোবিন্দচরনে॥ ＊॥

ইতি স্যামন্তকমুনিহরনকথা সমাপ্তঃ ॥＊॥ যথা দৃষ্টং [ইত্যাদি]। শ্রাবন মাসের ছও মঙ্গল বার অমাবাস্যা সকাব্দা ১৬৫০ শক॥ শ্রীরামকান্ত দেবশর্ম্মণঃ স্বক্ষরং॥

অষ্টম পত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় পুথি শেষ হইয়াছে। দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় নিম্নোক্ত বিষয়টুকু লেখা আছে। ইহা অবশ্য অন্য লিপিকরের হাতের লেখা।

"আশ্রয় কথা শ্রীভ্রূতের চরণ অ.ল্মন কি বৈষ্ণব গোসাঞি উদ্দিপন কি কৃষ্ণকথা বিশয় কি কৃষ্ণভজন স্থান কে মহদ্বৃন্দাবন: কোন ভজন যুগলকিশোর সভাব কি স্বজাতিয়। কোন পরিবার সিতা অদ্বৈত প্রভুর পরিবার :।... শ্রীহরিঃ শরণং॥ আদৌ যমুনা স্মরন করিয়া স্নান করিবেক তিলক করিয়া মনন করিবেক শ্যামকুণ্ড গোবর্দ্ধন বংশীবট যাবট নন্দীশ্বর প্রভৃতি নানা কুঞ্জ নানা......নানা পশু পক্ষী মৃগাদিতে যুক্ত ভাবিয়া আপনাকে ভাবিবেক।......পরে শ্রীরাধিকা ভাবিবেক।... পরে শ্রীকৃষ্ণজীকে ভাবিবেক।......এবম্ভূত ভাবিয়া......পরে অষ্টোত্তর শতবার ইষ্টমন্ত্র জপিবেক।......পরে দণ্ডবৎ করিবেক।"

এই পুথির সহিত ৯৸০ × ৩।৷০ ইঞ্চি পরিমিত অপর একখানি সাদা তুলোট কাগজে একটি পদ লিখিত আছে। পদটি অপর কোথাও পড়িয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তাই এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।—

ধনি আমারো কেবল তুমি।
ও মুখচাঁদের কিরণ পাইয়া
শীতল হইয়ে আমি॥
তোমার ও রূপ প্রেমরস কূপ
কৈতব নাহিক তায়।
জখন নয়নে দেখিবারে পাই
তখনি প্রাণ জুড়ায়॥
শিরের ভূষণ পায়ের নূপুর
তুমি ত গলার হারা।

তুমি সে আমার পরাণ পুথলী
তুমি সে নয়নতারা ॥
তোমাতে প্রবৃত্তি ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি
তোমাতে আমার রতি।
তুমি গৃহকর্ম্ম সকলের মর্ম্ম
তুমি সে আমার গতি ॥
তোমা বিনা মোর সকলি আঁধার
দেখি স্থির হয় আঁখি।
না দেখি জখন ও চাঁদ বদন
মরমে মরিয়া থাকি ॥
কাতর হইয়া দ্বিজনাথ কহে
স্থন হে রাজমহিলে।
নানা পথ চিন্তি ভ্রান্তি সখি নিলে
সে বিজ কাহারে দিলে ॥

২৭৬। গোবিন্দবিজয়—মণিহরণ।

রচয়িতা—মালাধর বসু গুণরাজ খান। পত্র ১-১১; অসম্পূর্ণ; শেষের একটি পত্র নাই। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৮ পঙ্‌ক্তি—মাত্র এক পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ১৪।০ × ৪৸০ ইঞ্চি। শেষের অংশ খণ্ডিত বলিয়া তারিখ ও লিপিকরের নাম-ধাম নাই।

পূর্ব্বে যে কয়খানি "মণিহরণ" পুথির পরিচয় দিয়াছি, কিছু কিছু পাঠভেদ ছাড়া তাহাদের সহিত আলোচ্য পুথির বিষয়গত আর কোনও পার্থক্য নাই। তবে এই পুথির ষষ্ঠ পত্রে ভাগবতাচার্য্য রঘুনাথ পণ্ডিতের একটি ভণিতা আছে। অনুসন্ধানে দেখা গেল, পুথির ৫।২ পত্রের শেষ দুই পঙ্‌ক্তি হইতে ৬।২ পত্রের প্রথম চারি পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত অংশ—মোট ৪২ পঙ্‌ক্তি, ভাগবতাচার্য্যের কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী হইতে অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে।* সুতরাং সেই অংশের সহিত ভণিতাটিও ইহাতে আসিয়া পড়িয়াছে।

ভণিতা,—

১। জাম্ববতী সত্যভামা বিহা একেবারে।
গুনরাজ খানে বলে কৃষ্ণ অবতারে ॥
২। ধিরোসিরমনি শ্রীগদাধর জান।
ভাগবত আচার্য্যের মধুরস গান ॥

২৭৭। ভাগবতসার (কৃষ্ণমঙ্গল)।

রচয়িতা—দ্বিজ মাধব। পত্র ১-১৮০; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি। কাগজের অবস্থা ভাল। আগাগোড়া এক হাতের লেখা। পরিমাণ ১২।০ × ৫।০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৩৭ সাল।

প্রাচীন সাহিত্যে দুই জন মাধবের পরিচয় পাওয়া যায়,—প্রথম, চৈতন্যদেবের শ্যালক মাধব মিশ্র, ইঁহার পিতার নাম কালিদাস মিশ্র এবং মাতা বিধুমুখী। ইনি শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল নামে শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধের এক উৎকৃষ্ট অনুবাদ করিয়া, চৈতন্যদেবের নামে উৎসর্গ করেন। দ্বিতীয়, চণ্ডীকাব্যের রচয়িতা মাধবাচার্য্য বা মাধবানন্দ। ইনি পঞ্চগৌড়ের অন্তর্গত সপ্তগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং ইঁহার পিতার নাম পরাশর। আমাদের আলোচ্য

---

* কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী, সা-প সংস্করণ, ২৫৯ পৃঃ।

পুথির রচয়িতা হইতেছেন—দ্বিজ মাধব; মধ্যে মধ্যে দুই একটা ভণিতায় আচার্য্য উপাধিও দেখিতে পাওয়া যায়। ইনি কে? তাহার উত্তর কবি নিজেই দিয়াছেন,—

পরাশর নামে দ্বিজকুলে অবতার।
মাধব তাহার পুত্র বিদিত সংসার ॥
শ্রীকৃষ্ণচরণ মাত্র ভরসা আমার।
রচিব ভাষায় গ্রন্থ ভাগবতসার ॥ ২।২ পত্র।

উপরের ভণিতায় আমরা জানিতে পারি যে, এই পুথিখানির রচয়িতা পরাশরপুত্র মাধব। সুতরাং ইনিই যে চণ্ডীকাব্যের প্রণেতা মাধব আচার্য্য, আলোচ্য পুথির মধ্যে তাহার কোন উল্লেখ না থাকিলেও একমাত্র পিতৃনামের সাদৃশ্য দেখিয়া তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি। চণ্ডীকাব্যের মধ্যেও ইনি পিতার নাম ও তাঁহার গুণাবলীর উল্লেখ ব্যতীত আর কোনও পরিচয় প্রদান করেন নাই।

পুথিখানি কোন্ সময়ে রচিত হয়, তাহার কোনও উল্লেখ ইহার মধ্যে নাই। কিন্তু কবির জীবনকাল এবং তাঁহার চণ্ডীকাব্য রচনার সময় যখন আমাদের জানা আছে, তখন এ সম্বন্ধে আমরা একটা স্থূল ধারণায় উপস্থিত হইতে পারি। ইনি ১৫০১ শকাব্দে চণ্ডীকাব্য রচনা করেন। সুতরাং ইহারই কয়েক বৎসর আগে বা পরে এই পুথি রচিত হয়, এরূপ অনুমান করিলে তাহা নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না।

পুথির মধ্যে তিন স্থলে উল্লিখিত আছে যে, শম্ভুচন্দ্র বসুর অনুরোধে মূলানুসারে এই গ্রন্থ রচিত হইল।

দ্বিজ শ্রীমাধব কয় হরিলিলা সুধাময়
পান কর সদা ভক্তগন।
শম্ভুচন্দ্র বসু মতে এই গ্রন্থ প্রকাশিতে
মূল মতে করিল রচন ॥ ৭।২ পত্র।

কিন্তু বটতলার ছাপা পুথিতে এই ভণিতা না থাকায় সন্দেহ হইতেছে যে, হয় ত বা লিপিকরের অনুগ্রহেও এরূপ ভণিতা পুথির মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইতে পারে।

ইহাও বলা আবশ্যক যে, কবির প্রকৃত ভাষা বা প্রকৃত রচনা-প্রণালী এই পুথিতে কতটুকু আছে, তাহা নির্ণয় করা অতীব কঠিন। স্পষ্টই দেখা যায়, ভাগবতাচার্য্যের কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী ও চৈতন্যদেবের শ্যালক মাধবাচার্য্য-রচিত কৃষ্ণমঙ্গলের অনেক অংশ এই পুথিতে উদ্ধৃত হইয়াছে এবং তাঁহাদের অনেক ভণিতাও ইহাতে বর্ত্তমান রহিয়াছে।

পুথিখানি শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম ও ১১শ স্কন্ধের ভাবানুবাদ, মধ্যে মধ্যে, বিশেষতঃ প্রথম অংশে অনেক শ্লোকের যথাযথ অনুবাদ আছে, আবার ভাগবতবহির্ভূত বিষয়েরও অবতারণা আছে।

গণেশ বন্দনার পর আরম্ভ,—

সর্ব্ব অবতার শেষে কলির প্রেবেশ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র গুপ্ত জ্যোতিবেশ ॥
প্রেমভক্তিরসামৃত করেন প্রকাশ।
দ্বিজ মাধব কহে তাঁর দাসের দাস ॥*॥
অবনিতে লোটাই শিরসি জোড় হাতে।
প্রথমে বন্দহ সুখময় জগন্নাথে ॥
দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার প্রতি অঙ্গে অঙ্গে।
লক্ষ্মী সরস্বতী বন্দ পারিসদ সঙ্গে ॥ ইত্যাদি

গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য,—

সকল অসার মাত্র কৃষ্ণকথা সার।
পাচালি প্রবন্ধে বলি কৃষ্ণ অবতার ॥

ভাগবত সংস্কৃত না বুঝে সর্ব্বজন।
লোকভাষারূপে কহি এই সে কারণ॥
রচিতে স্বপনে পাইয়াছি উপদেশ।
সেই সে ভরসা আর না জানি বিশেষ॥
—২।১ পত্র।

কবির পিতার নাম,—

পরাশর নামে দ্বিজকুলে অবতার।
মাধব তাহার পুত্র বিদিত সংসার॥
শ্রীকৃষ্ণচরণ মাত্র ভরসা আমার।
রচিব ভাষায় গ্রন্থ ভাগবতসার॥—২ পত্র।

গ্রন্থারম্ভ,—

অথ গ্রন্থারম্ভ: দীর্ঘত্রিপদী॥

প্রবল রাজা কংসাসুর নিবসে মথুরাপুর
যার ভয়ে কাঁপে ত্রিভুবণ।
সুর নর পরিবারে অতি দুরাচার করে
বাধক নাহিক একজন॥
মনে যা আইসে করে ত্রিভুবণে নাহি ডরে
অহঙ্কারে মত্ত দুরাচার।
প্রতাপে গগন ফাটে ক্ষিতি কাঁপে মালসাটে
ভার সওয়া হৈল তার ভার॥
যাতনা পাইয়া অতি সহিতে না পারি ক্ষিতি
ধেনুরূপ হইল তখন।
কান্দিতে কান্দিতে গাই যাইয়া ব্রহ্মার ঠাই
করিল দুঃখের নিবেদন॥ ইত্যাদি।

ভাগবতাচার্য্যের কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী হইতে যে সকল অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, নিম্নে তাহার কয়েক পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত হইল।—

পুন পুন উঠি ব্রহ্মা পড়য়ে চরণে।
মহিমা দেখিয়া পুন উঠে ক্ষনে ক্ষনে॥
উঠিয়া উঠিয়া মোচে নয়নের জল।
দেখিতে দেখিতে হইল আনন্দে বিহ্বল॥
প্রণত কন্দর শিরে জুড়ি দুই কর।
সভয় নয়নে চমকিত কলেবর॥
ভয়ে কম্পবান গদ গদ স্তুতিবানি।
নানামত স্তুতি করে সুরসিরমনি॥
শ্রীগদাধর ধীর খ্যাত সিরমনি।
ভাগবত আচার্য্য রচে কৃষ্ণতরঙ্গিণী॥

মধ্য,—

ধাইল পবনবেগে আপনা পাশরি।
দেখিয়া অন্তরে তাহা রুষিয়া মুরারি॥
করে ধরি করিবরে ফেলিল ভূতলে।
যেন সিংহ বিপক্ষ লঙ্ঘিল অবহেলে॥
বুকে পদ দিয়া উপাড়িল দুই দন্ত।
সেই দন্তাঘাতে মাহুতের কৈল অন্ত॥
মৃত কুবলয় তথা এড়িয়া তখন।
দুই দন্ত স্কন্ধে করি যান দুই জন॥
হস্তির রুধিরবিন্দু দেহের ভূষণ।
শ্বেত নিল পদ্ম যেন সুরক্ত চন্দন॥ ইত্যাদি

শেষ,—

এইরূপে ধনঞ্জয় হৈয়া পরাজিত।
অতি কৃচ্ছে ইন্দ্রপ্রেস্থে হৈল উপনিত॥
রাজার নিকটে গিয়া নমস্কার করে।
যুধিষ্ঠীর দেখি তারে চিনিতে না পারে॥
কান্দিয়া অর্জুন তবে পড়ে ভুমিতলে।
দ্বারকাবৃত্যান্ত সব যুধিষ্ঠীরে বলে॥
যদুকুল ধ্বংশ আর কৃষ্ণের প্রস্থান।
শুনিয়া অর্জুনমুখে হৈল হতজ্ঞান॥
যুধিষ্ঠীর কৈল মহাপ্রস্থান বাসনা।
বজ্রকে মথুরারাজ্যে করিল স্থাপনা॥
হস্তিনায় রাজা করি অভিমন্যুসুতে।
ভ্রাতৃগন সহ যাত্রা কৈল স্বর্গপথে॥
এইরূপে জন্ম কর্ম্ম হরির অগন্য।
শ্রবণ কীর্ত্তন করে সেই জন ধন্য॥

সর্ব্বমুক্ত হৈয়া শ্রীকৃষ্ণচরণে।
পায় সে উত্তমা ভক্তি বেদের লিখনে॥
শম্ভুচন্দ্র বসুমতে মূল অনুশার।
রচিল ভাষায় গ্রন্থ ভাগবতসার॥
দ্বিজ শ্রীমাধব কহে শুন ভক্তগন।
হরিলিলামৃতাসুধা হৈতে আস্বাদন॥ *॥

এত দুরে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ সমাপ্ত॥ লিখিতং শ্রীভগবানচন্দ্র কর সাং সান্তিপুর রামনগর ইতি সন ১২৩৭ সাল তারিখ ১২ জৈষ্ট সকাব্দা ১৭৫২।

২৭৮। কৃষ্ণমঙ্গল।

রচয়িতা—দ্বিজ মাধব বা মাধবাচার্য্য। পত্র ১-৮, ১১-১৬, ১৮-৪১, ৪৩-৪৪, ৪৬-৫২, ৫৪-৫৫, ৫৭, ৫৯-৬১, ৬৪-৬৫, ৬৭-৭৫, ৭৭-৭৯, ৮৩-৯৭, ৯৯-১০৫; অসম্পূর্ণ; বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১২ পঙ্‌ক্তি। তিন জন লিপিকরের হস্তাক্ষর দেখা যায়। অনেক পত্র ছিন্ন ও কীটদষ্ট। পরিমাণ ১৫।০×৫ ইঞ্চি। শেষ অংশ খণ্ডিত বলিয়া লিপিকরের নাম-ধাম বা তারিখ নাই।

পূর্ব্বে দ্বিজ মাধবের রচিত ভাগবতসারের পরিচয় দিয়াছি। তাহার সহিত আলোচ্য পুথিখানির অনেক সৌসাদৃশ্য দেখা যাইতেছে এবং স্থলবিশেষে সেই সাদৃশ্য এত অধিক যে, উভয় পুথিকে এক জনের রচিত বলিতে কোনও সঙ্কোচ বোধ হইতেছে না। তথাপি এই পুথিখানি যে ভাগবতসারের কবির রচিত নহে, তাহা বলিতে হইবে। কেন না, ইহাতে ভাগবতসার ভণিতা মোটেই পাওয়া যাইতেছে না। ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্তও এই সকল মঙ্গল গ্রন্থ বাঙ্গালার বহু স্থানে গান করা হইত। গায়-কেরা শ্রোতার মনোরঞ্জনের জন্য বিভিন্ন মঙ্গল গ্রন্থের উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট অংশগুলি একত্র সংগ্রহ করিয়া, তাহাই পুথির আকারে লিপিবদ্ধ করিয়া গান করিত। এই জন্যই একখানি পুথিতে বিভিন্ন কবির ভণিতা এবং বিভিন্ন পুথির সহিত তাহার সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। আলোচ্য পুথিতেও এইরূপে ভাগবতসারের অনেক অংশ স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং পূর্ব্বোক্ত ভাগবতসারের মধ্যেও মাধবাচার্য্যের কৃষ্ণমঙ্গলের অনেক অংশ প্রবেশ করিয়াছে। বিশেষতঃ উভয় কবির নাম-সাদৃশ্য, এই বিনিময় ব্যাপারকে আরও সহজ-সাধ্য করিয়া দিয়াছে। এই সকল কারণে কোনও পুথিতে কবির প্রকৃত রচনা আমরা এ পর্য্যন্ত পাইয়াছি কি না, সন্দেহ। পুথির ৯২ পত্রে হরিদাস নামক অপর এক ব্যক্তির ভণিতা পাওয়া যায়।

আরম্ভ,—

শ্রীশ্রীহরিজী।

অথ কৃষ্ণমঙ্গল পুস্তক লিক্ষতে॥

স্তন প্রভু জগদিষ তুয়া পদে অহর্ন্নিষ
রহুক মোর বহুত পরনাম।
নির্ম্মল তোমার জস ঘুসিব অহর্ন্নিষ
ইহা বিনু আর নাহি কাম॥
উর উর অএ প্রভু জয়ে জদুনন্দন
আসরে করহ অধিষ্টান॥
জে হয় তোমার দাষ পুরহ প্রভু তাহার আষ
স্তনহ আপন গুনগান॥

তুমি দেবদেব ভুপ আদি কারণরূপ
শ্রজন পালন ক্ষ্যায়কারি।
ত্রিভুবনে মহাসয় রসিক করুণাময়
গোপযুবতির মোনহারি ॥
মধু মুর আদি করি বধিলা জতেক ঐরি
ধরনি তারিলা বারে বার।
কলিযুগে চৈতন্য প্রথিবি করিলা ধন্য
দ্বিজ মাধবে কহে সার ॥

মধ্য অংশ,—

চন্দনকাষ্ঠের না সুন্দর পাতন।
সোনার জলই তাহে দিলা বিগঠন ॥
আগে পাছে চরাট মাঝে ছইঘর।
মুনিমুকুতার হার লম্বিত চামর ॥
শ্রীজদুনন্দন ত্রিভুবনবন্দন
কৌতুকে জমুনায় খেয়ারি।
যুবতি পার করে গোপনারি ॥
আপনি কাণ্ডারি গলইতে রাই।
পানিফুটি মাজে বড়াই ॥
আর জত গোপি সব হইয়া একজুটি।
সোনার কেরুয়াল বাহে হইয়া দড়মুটি ॥
আকাশে থাকিয়া হরসিত দেবগন।
সঙ্খ দুন্দুভি বাদ্য বাজে ঘনে ঘন ॥
জয় জয় দুন্দুভিনাদে পুষ্প বরিষণ।
গোপিকা সকল হরসিত সর্ব্বজন ॥
কহে দ্বিজ মাধব বেলি য়সকাল। ইত্যাদি।

ভণিতা,—

১। সুন সুন আরে ভাই হইয়া একচিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধবরচিত ॥
২। আনন্দে মাতল কানে।
দ্বিজ মাধব রস গানে ॥
৩। সুন সুন আরে ভাই হইয়া একচিত।
শ্রীচৈতন্যচরণে দ্বিজ মাধবরচিত ॥
৪। কুবলয় মারিব কংস নিপাতিব
ইহ রস হরিদাসে গায়ে ॥

প্রাপ্ত অংশের শেষ,—

কান্দিয়া কান্দিয়া কহে পতির মরণকথা।
তাহা সুনি জরাসিন্ধু পাইলো বড় ব্যথা ॥
জর্ম্মিলো বড়ই ক্রোধ পাসরে আপনা।
তেইস অক্ষহিনি করিয়া নিজ সেনা ॥
অকণ্টক মহিতল করিবার আসে।
আসিয়া মথুরাপুর বেড়িয়া চারি পাসে ॥
তাহা দেখি কৃষ্ণ ভাবেন মনে মন।
এই রিপুচক্র ভূরি ভারের কারণ ॥
এ বার না মারিব এই জরাসন্দ।
পুনর্ব্বার আসি জেনো করে অনুবন্ধ ॥

ইহার পর পুথি খণ্ডিত।

২৭৯। কৃষ্ণমঙ্গল।

রচয়িতা—দ্বিজ মাধব আচার্য্য। পত্র ১-৭৩; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ১১ পঙ্‌ক্তি। দুই জন লিপিকরের হস্তাক্ষর আছে। পরিমাণ ১৪।০×৫ ইঞ্চি। শেষ অংশ খণ্ডিত বলিয়া লিপিকরের নাম-ধাম ও তারিখ নাই। মধ্যে মধ্যে মূল শ্রীমদ্ভাগবত হইতে সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। শঙ্খচুড় বধের পর পুথি আর লিখিত হয় নাই।

আরম্ভ,—

৺৭শ্রীশ্রীরামঃ ॥

কথিতো বংশবিস্তারো ভবতা সোমসূর্য্যয়োঃ।
রাজ্ঞাঞ্চোভয়বংশ্যানাং চরিতং পরমাদ্ভুতম্ ॥
... ...

প্রবল রাজা কংশাসুর নিবশএ মধুপুর
জার ভয়ে কাঁপে ত্রিভুবন।
সুরাসুর জক্ষ নরে করে নানা দুরাচারে
বাধক নাহিক একজন॥
ভার না সহিতে পারি মহি অনেক জাতনা পাহি
গাভিরূপ ধরেন তখন।
কান্দিতে কান্দিতে গাই আসিয়া ব্রহ্মার ঠাই
করিল আপন নিবেদন॥
গৌর্ভূত্বাশ্রুমুখী [ইত্যাদি ৩টি সংস্কৃত শ্লোক]
ক্ষীরোদসায়ি প্রভু ভগবান।
সুনিয়া ধরনিদুখ তুষ্ট হয়্যা চতুর্মুখ
দেবগণ সহিত পয়ান॥

মধ্য,—

পাটে রাজা কংশাসুর আছে বিগুমান।
বুঝিব দানের বোদ উঠ না দেওান॥
সত্য জদি হয় দানি দিব সব দান।
তবে আর সভামধ্যে পাব অপমান॥
সুন সুন ওহে কানু এ তোর চাতুরি।
পরনারি পেয়া বাটে করহ কেসারি॥ধ্রু॥
তরুতলে নদিকুলে থাকি একচর।
মিছা দান চায় হটে কি দিব উত্তর॥
পরিহর দুরাচার জাই মোথুরারে।
দিব কিছু দধি দুগ্ধ পিরিতি বেভারে॥
আপনার অবজস করাহ আপনি।
তুমি ত জশোদার পো আমি অনুমানি॥
দ্বিজ মাধব কহে রসবতি কয়।
প্রবোধ না মানে কানু পথ জুড়ি রয়॥

ভণিতা,—

১। গর্ভের লক্ষণ তবে দেখিল বিদিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধবরচিত॥
২। কলিযুগে সেই প্রভু চৈতন্ত প্রকাষ।
দ্বিজ মাধব কহে তার দাসের দাষ॥

প্রাপ্ত অংশের শেষ,—

স্নেহের কারণে প্রভু সেই মহারত্ন।
রামের গলায় দিল করিয়া প্রজত্ন॥
দেখিয়া রমণিগন পাইল হরিষ।
হাসিয়া লোচনপদ্ম করি বিশেষ॥
এই সবরূপে কৃষ্ণ সঙ্খচুড় ধরি।
তবে নানা কুতুহলে আইলা গুননিধি॥
জে জে দিন জায় প্রভু বত্ববি এড়িয়া।
বৃন্দাবনে ধেনু সব সহচর নঞা॥
না দেখি।

ইহার পর পুথি আর লিখিত হয় নাই।

২৮০। কৃষ্ণমঙ্গল—উদ্ধবসংবাদ।

রচয়িতা—দ্বিজ মাধব। পত্র ১-১১, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১০ হইতে ১৪ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ১৪।০×৫ ইঞ্চি। শেষ অংশ খণ্ডিত বলিয়া সন তারিখ বা লিপিকরের নাম-ধাম নাই। উদ্ধবসংবাদ হইতে আরম্ভ করিয়া কালযবন বধ এবং মুচুকুন্দের বরলাভ পর্য্যন্ত আলোচ্য পুথিতে আছে। প্রথম অংশ এই,—

শ্রীশ্রীরামজীচরণ শ্বহায়॥
নারায়ণং নমস্কৃত্য [ইত্যাদি শ্লোক]।

উর্দ্ধবসংবাদ॥ ৪৪॥

গুরু সন্নিধানে রথে করিয়া বিজয়।
সব[জে] রাম করিয়া আইলা মথুরায়॥
পুনরূপি পাইল জেন হারাইল ধন।
বেদবিধি আসির্ব্বাদ করিলা ব্রাহ্মন॥

উল্লাসিত মা বাপের চক্ষে পড়ে লো।
কোল চুম্ব দিয়া ঘরে আনি দুই পো॥
এবে গোপিকার প্রেম শুঙরিয়া জাদব।
দুত করি ব্রজপুরি পাঠাব উর্দ্ধব॥

ভণিতা,—

১। স্থন স্থন আরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধবরচিত॥
২। চৈতন্যচরন ধন সিরে করি অভয়
দ্বিজ মাধব রস গানে॥

২৮১। কৃষ্ণমঙ্গল—নন্দবিদায়।

রচয়িতা—দ্বিজ মাধব। পত্র ১-১১; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। অক্ষর সুন্দর ও পরিষ্কার। পরিমাণ ১৭॥০×৫ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২২৬ সাল। প্রথম অংশ এই,—

৭শ্রীশ্রীহরি॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবিন্দ॥
ভক্তগোষ্টী সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
স্থনিলে চৈতন্যলিলা ভক্তি লভ্য হয়॥
কৃষ্ণ সত্য কৃষ্ণ সত্য আর সব মিথা।
সর্ব্ব ধর্ম্মকর্ম্ম কৃষ্ণনাম বিনা বিথা॥
… … …
কংস বধি প্রভু খণ্ডাইলা ক্ষিতিভার।
বস্থদেব দেবকির করিল উর্দ্ধার॥
উগ্রসেনে রাজ্য দিঞা কৈল হরসিত।
নন্দকে বিদায় দিতে হইলা মোচ্ছিত॥

আনন্দ অবধি নাই মথুরামণ্ডলে।
হরিস অন্তরে লোক জয় জয় বোলে।
উগ্রসেনে রাজ্য দিল জসদানন্দন।
হাটে বাটে স্থনি এই কথার ঘোসন

ভণিতা,—

১। স্থন স্থন ভক্ত লোক হঞা একচিত্ত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধবরচিত॥
২। স্থন স্থন ভক্ত জন হঞা একচিত।
চৈতন্যচরণে দ্বিজ মাধবরচিত॥

শেষ,—

প্রথম জৌবন নারি স্বামি পরবাসে।
অত্যন্ত চিন্তিত সেই দেখিবার আসে॥
প্রাণনাথ কবে পাব করয়ে ভাবন।
সেইরূপ ভাব রাজা পাবে নারায়ন॥
এমন জানিঞা রাজা কৃষ্ণ স্বামি কর।
হরিপদাম্বুজ নঞা হৃদএত ভর॥
ইহাতে পাইবে কৃষ্ণ জসদানন্দন।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব রচেন॥ *॥
ইতি নন্দবিদই পালা সমাপ্ত॥ *॥ লিখিতং শ্রীবাবুরাম দাস বৈরাগ্য সাং বালিয়া সন ১২২৬ সাল তাং ২৯ ভাদ্র রোজ সোমবার মঙ্গলরার।

২৮২। শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল।

রচয়িতা—দ্বিজ মাধব। পত্র১ ১-৫; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ১৪॥০×৫ ইঞ্চি। শেষ অংশ খণ্ডিত বলিয়া লিপিকাল নাই।

পুথিখানিতে দ্বিজ মাধবের রচিত কৃষ্ণমঙ্গলের প্রথম অংশের মাত্র পাঁচটি পাতা আছে। পূর্ব্বে

এই কবির রচিত এই নামীয় পুথির যে সব পরিচয় দেওয়া হইয়াছে; তাহা অপেক্ষা কোনও কিছু বিশেষ এই কয়টি পাতার মধ্যে নাই। প্রথমে কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোক অতিরিক্ত আছে মাত্র। ইহা ছাড়া বন্দনা অংশের পরে ও গ্রন্থারম্ভের প্রথমে তৃতীয় পত্রে জ্ঞানদাসের ভণিতাযুক্ত একটি এবং ভণিতাহীন দুইটি পদ আছে। তাহার একটি এখানে তুলিয়া দিলাম।—

দাড়াইয়া নন্দের আগে গোপাল কান্দে অনুরাগে
বুক বাহিয়া পড়ে জলধারা।
না রব তোমার ঘরে অপজস দেয় মোরে
মা হইয়া বলে ননিচোরা॥
বলয়া অঙ্গরি তাড় আর জত অলঙ্কার
গলে শোভে মণিময় হার।
সকলি খশাইয়া লও আমারে বিদায় দেও
এ দুখে জমুনা হব পার॥
জ্ঞানদাশের বানি সুন আগো নন্দরানি
গোপাল তুলিয়া লও কোলে।
আপনা নিন্দিয়া রানি কোলে লইলা চক্রপানি
অভিসেক নয়ানের জলে॥

—

২৮৩। জগন্নাথবিজয়।

রচয়িতা—মুকুন্দ ভারতী। পত্র ২-১২, ১৪-২৮; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ৯ পঙ্‌ক্তি। দুই জন লিপিকরের হস্তাক্ষর দেখা যায়। পরিমাণ ১৫৷৷০×৩৮৹ ইঞ্চি। লিপিকাল ১১৮৩ সাল। পুথির উপাখ্যান এইরূপ,—

সূর্য্যবংশীয় কোনও নৃপতির তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া 'নীলকলেবর' নারায়ণ, তাঁহাকে উড়িষ্যা রাজ্য দান করেন। সেই বংশে ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে এক রাজা জন্মগ্রহণ করিয়া, তদীয় পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তিকলাপ স্মরণপূর্ব্বক তিনি একটি স্বর্ণমন্দির নির্ম্মাণ করিলেন এবং ভগবান্ নারায়ণ বুদ্ধরূপ ধারণ করিয়া, সেই মন্দিরে গোপনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এ দিকে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন, তাঁহার নবনির্ম্মিত মন্দিরে কোন্ দেববিগ্রহ স্থাপন করিবেন, তৎসম্বন্ধে পরামর্শের জন্য ব্রহ্মার নিকট গেলে, ব্রহ্মা তাঁহাকে মুহূর্ত্তমাত্র অপেক্ষা করিতে বলিয়া, সন্ধ্যা উপাসনা করিবার জন্য প্রস্থান করিলেন। ব্রহ্মার এক মুহূর্ত্ত সময়ের মধ্যে মর্ত্ত্যলোকে যাট হাজার বৎসর চলিয়া গেল, ইন্দ্রদ্যুম্নের পুত্র পৌত্র প্রভৃতিরা রাজ্য শাসন করিয়া পরলোকগত হইলেন, প্রলয়ে উড়িষ্যা দেশ বিধ্বস্ত হইল এবং সমুদ্রের বালুকারাশি রাজার স্বর্ণমন্দির ঢাকিয়া ফেলিল। মুহূর্ত্ত পরে ব্রহ্মা ফিরিয়া আসিয়া রাজাকে বলিলেন যে, তুমি তোমার রাজ্য এবং স্বর্ণমন্দির একবার গিয়া দেখিয়া আইস; পরে আমি তোমাকে পরামর্শ দিব। রাজা ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার স্বর্ণমন্দির ও রাজ্য কোথাও খুঁজিয়া পাইলেন না। অনেক কষ্টে কল্পান্তস্থায়ী একটি বটবৃক্ষ, উলূক পক্ষী এবং কূর্ম্মরাজের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার রাজ্য ও মন্দিরের স্থান নির্ণয় করিলেন এবং কূর্ম্মরাজের পরামর্শ অনুসারে কৌমার্য্য-রাজের কন্যা মালাবতীকে বিবাহ করিয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন। বিবাহের সময় ব্রহ্মা আসিয়া তাঁহাকে বলেন যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মশাপ উপলক্ষ্য করিয়া যে নিম্ববৃক্ষে দেহত্যাগ

করিবেন, সেই বৃক্ষ সমুদ্রে ভাসিয়া তোমার নিকট আসিবে এবং তাহারই নাম বিষ্ণুপঞ্জর। তুমি সেই বিষ্ণুপঞ্জর লইয়া জগন্নাথমূর্ত্তি গঠন-পূর্ব্বক, তোমার পূর্ব্বকৃত মন্দিরের উপর নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া, স্থাপিত করিবে। যথাকালে রাজা ব্রহ্মার আদেশ যথাযথ পালন করিয়া জগন্নাথের সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দেন। পুথির রচয়িতা বলেন,—ব্রহ্মপুরাণের উপাখ্যান শুনিয়া তিনি এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

দ্বিতীয় পত্রের আরম্ভ,—

তাহান প্রসাদে হৈল কায় নিরমান ॥
মহাকবিগণের আগে মাঙ্গো পরিহার।
রচিব কৃষ্ণের কথা দারু অবতার ॥
ব্রহ্মপুরাণের কথা স্থনিঞা স্রবনে।
পাচালি প্রবন্ধে তাহা রচিব বিধানে ॥

—ইত্যাদি।

অক্ষয় বট, উলূক পক্ষী এবং কূর্ম্মরাজের কথা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

এক বাক্য কহি আমি শুন মোহাশয়।
অক্ষয় বট দেখ হের গহন বোনয় ॥
চারি যুগে তরুবর বুঝি অনুমানে।
পূর্ব্ববির্ত্তান্ত জত অক্ষয় বট জানে ॥

—৫।২ পত্র।

শকল বির্ত্তান্ত আমি না জানি ভাল মতে।
শুনিল ই সব কথা উলুক শাক্ষাতে ॥
রাজা বোলে বিক্ষরাজ কহত উপদেশ।
কথাতে উলুক বৈশে কহত বিশেশ ॥
বিক্ষ বোলে শুন তুমি পুরুশ পুরান।
চিরজিবি নহে কেহো তাহার শমান ॥
উতপতি প্রলয় জানে শেই পক্ষিরাজ।
শুর্য্যবংশ জানিবে কত বড় কাজ ॥
মার্কণ্ডয় শরবর তাহার শম্পাশে।
চিরৎকাল পক্ষরাজ তথাইতে বৈশে ॥

—৬।১ পত্র।

নরপতি শুরপতি শকল শৃজিল।
এ শব বৃর্ত্তান্ত মোকে কুর্ম্মরাজ কহিল ॥
এতেক চিন্তিঞা রাজা করে পুটাঞ্জলি।
কথা বৈশে কুর্ম্মরাজ তথা বোল চলি ॥
পক্ষি বোলে শুন রাজা মোর উপদেশে।
দক্ষিন দিগে বৈশে শেই শমুদ্র সম্পাশে ॥
শেতগঙ্গা নাম ধরে মোহাশরোবর।
শেতবন্নে জল তার দেখিতে স্মুন্দর ॥
বিচিত্র নির্ম্মাণ তাহার চারি তির।
অলঙ্গা তাহার জল গহিন গম্ভির ॥
শেতমাধব মুর্ত্তি তাহার শনিধান।
গুপ্তবেশে আছে হরি হঞা অদ্রশন ॥

... ...

হেন শেতগঙ্গাজলে কুর্ম্ম অধিকারি।
শকল বৃর্ত্তান্ত জানে বিষ্ণু অং[শ] ধরি ॥

—৬।২ পত্র।

আদেশিল কুর্ম্মরাজ তোমা দেখিবারে।
জথা আছে কুর্ম্মরাজ শেতশরোবরে ॥
অষ্টাঙ্গ প্রণাম কৈল কুর্ম্ম দরশনে।
করপুটে স্তুতি করে মধুর বচনে ॥
রাজাকে দেখিঞা বোলে কুর্ম্ম অধিকারি।
ক্ষেমা কর নরপতি কত স্তুতি করি ॥

—৭।২ পত্র।

ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার স্থবর্ণদেউল,—

বিশ্বকর্ম্মা দেউল গঢ়ে বিচিত্র নির্ম্মান।
বিশ্বকর্ম্মা শাক্ষাতে প্রভু হইল অধিষ্ঠান ॥
নানাবিধি বিচিত্র ধাতু করিল শোভন।
শুবন্নপুতলি কৈল নানা পশুগন ॥

ত্রিভুবন জিনি হৈল শুমেরু শোশর।
দেউল দেখি মহিত গেলা গদাধর॥
তবে তৃজগতনাথ বোধরূপ ধরি।
প্রবেস করিল হরি দেউল ভিতরি॥
লুকাঞা জোগধ্যানে রহিলা শ্রীহরি।
দেউল গড়িঞা রাজা গেলা ব্রহ্মপুরি॥
—৩।২, ৪।১ পত্র

ভণিতা,—

ইহা শুনি ইন্দ্রত্যুম্ন থাকিলা ব্রহ্মপুরি।
ভারথি মুকুন্দে ভনে বন্দিঞা শ্রীহরি॥

শেষ,—

ব্রহ্মপুরাণ হৈতে শুনি শাবধানে।
পাচালি প্রবন্ধে কিছু বলিল বিধানে॥
জগন্নাথবিজয় কথা শুন শাবধানে।
পাচালি প্রবন্ধে কিছু বলিল বিধানে॥
জগন্নাথবিজয়কথা নর শুন একমনে।
ভারথি মুকুন্দে ভনে শ্রীকৃষ্ণচরনে

ইতি ব্রহ্মপুরানোক্ত জগন্নাথবিজয় পুস্তক সমাপ্ত॥ ০ ॥ ই পুস্তক শ্রীচন্দ্রনারায়ন পুণ্ডরি শাং দরিআর পর সন ১১৭৩ সন তারিখ ১৫ ভাদ্র॥ ০ ॥ কোকিলানাং স্বরো রূপং [ইত্যাদি ৭টি শ্লোক]।

২৮৪। জগন্নাথমাহাত্ম্য।

রচয়িতা—দ্বিজ মুকুন্দ। পত্র ১-৬১; সম্পূর্ণ। দোভাঁজ-করা বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। অধিকাংশ পৃষ্ঠায় ৬ পঙ্‌ক্তি, দুই এক পৃষ্ঠায় ৫ বা ৭ পঙ্‌ক্তিও আছে। অক্ষর বড় বড় ও পরিষ্কার। পরিমাণ ১৫×৪৷৹ ইঞ্চি। লিপিকাল নাই; পুথির অবস্থা দেখিয়া পুরাতন বলিয়া মনে হয়। অধিকাংশ পাতা পোকায় কাটা।

২৮৩ সংখ্যক বিবরণে মুকুন্দ ভারতীর বিরচিত জগন্নাথবিজয় নামক যে পুথির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, তাহার সহিত আলোচ্য পুথির উপাখ্যানগত কোনও পার্থক্য নাই। অধিকাংশ স্থলে উভয় পুথির ভাষায়ও এমন সাদৃশ্য দেখা যায়, যাহাতে এই দুই পুথিকে এক না বলিয়া পারা যায় না। রচয়িতার নামও উভয় পুথিতে মুকুন্দ; পার্থক্য কেবল ভারতী ও দ্বিজ উপাধিতে। ইহা ছাড়া আর এক পার্থক্য এই যে, আলোচ্য পুথিখানি ১৭টি অধ্যায়ে বিভক্ত; পূর্বোক্ত জগন্নাথবিজয় কোনরূপ অধ্যায়ে বিভক্ত নহে। ২৮৩ সংখ্যক পুথি অপেক্ষা এই পুথির শ্লোক-সংখ্যাও কিছু বেশী। এই সকল পার্থক্য সত্ত্বেও প্রাচীন পুথির পাঠভেদ, রূপভেদ এবং লিপিকরগণের নূতন নূতন সৃজনশক্তির সহিত যাঁহারা পরিচিত, তাঁহারা এই উভয় পুথিকে এক বলিতে দ্বিধা বোধ করিবেন না।

প্রথম অংশ,—

৭ শ্রীশ্রীহরি স্বরন
নম গনেসায়।

নারায়ণং নমস্কৃত্য [ইত্যাদি শ্লোক]।

প্রনমোহ নারায়ন পরম কারন।
জাহা হৈতে শৃষ্টী স্থিতি প্রলয় পালন॥
জল স্থল না ছিল কিছু এ মন পবন।
স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল না ছিল ত্রিভুবন॥
দিগ বিদিগ না ছিল অষ্ট লোকপাল।
দেবাসুর না ছিল কেহ বিক্রমে বিসাল॥
হেন কালে নারায়ন মোনেত কল্পিল।
প্রকৃতি পুরুস হয়া শৃষ্টি শৃজিল॥

প্রথমে শৃজিল ব্রহ্মা বিষ্ণু পঞ্চানন।
শৃষ্টী হৈতে তিন দেব করিল শৃজন॥
ব্রহ্মায়ে শৃজয়ে বিষ্ণু পালয়ে সংসার।
প্রলয়ের হেতু হর করেন্ত সংহার॥
প্রনমোহ ব্রহ্মা বিষ্ণু দেব উমাপতি।
সর্ব্বপ্রানি নিজরূপে জারে করে স্তুতি॥

নিম্নলিখিত কয়েক স্থলে জগন্নাথ বৌদ্ধ অবতার বলিয়া কথিত হইয়াছেন,—

১। তবে ত্রিজগতনাথ বৈন্ধ (বৌদ্ধ) রূপ ধরে।
প্রবেস করিলা সেহি দেউলের ভিতরে॥
—৭।১ পত্র।

২। নানা উতপাত হৈল দ্বারিকা নগরে।
দ্বিজ মুকুন্দে ভুনে বৈদ্য (বৌদ্ধ) অবতার॥
—২৯।১ পত্র।

৩। অহি কাষ্টেক ভক্তি করিব জে জনে।
তনু অন্তে মুক্তিপদ কৃষ্ণ দরসনে॥
মুক্তিপদ পাইব লোক কিৰ্ত্তিয়ে তোমার।
লোক পরিত্রান হেতু বৈদ্য (বৌদ্ধ)অবতার॥
—৩৮।১ পত্র।

৪। ক্ষেত্রের মাহিত্য রাজা কহিব তোমারে।
আমি জাথে বিরাজিত বৈদ্ধ অবতারে॥
—৫৬।২ পত্র।

মধ্য অংশ,—

ব্যাধেক কৃষ্ণ পঠাইয়া জোগে দিল মন।
বিষ্ণুমায়া ছাড়ি প্রভু তেজিল জিবন॥
আচম্বিতে জোগ অগ্নি হৈল ঘোরতর।
সেহি অগ্নি পোড়া গেল কৃষ্ণকলেবর॥
নিমতরু পোড়া গেল সেহি ত হুতাসে।
বিষ্ণুপাঞ্জর কিছু রহিলেক সেসে॥
বিষ্ণুপাঞ্জর আর নিমতরুবর।
পোড়া কাষ্ট ভাঙ্গি পড়ে সমুদ্র উপর॥
সেহি দারু ভাসী গেলা উড়স্তা নিকটে।
ভাসিয়া ভাসিয়া গেলা স্বর্গদ্বার ঘাটে॥
—ইত্যাদি।

ভণিতা,—

ব্রহ্মার বচন রাজা প্রতিপালন করি।
দ্বিজ মুকুন্দে ভুনে বন্দিয়া শ্রীহরি॥

শেষ,—

জগর্ন্নাথমাহিত্য স্থনিতে ইৎসা জার।
তাহার চরনে মোর কুটী নমস্কার॥
জেবা পড়ে জেবা স্থনে হেন উপাক্ষান।
অন্তকালে গতি তার বৈকণ্ঠে হয়ে স্থান॥
জার গ্রহে থাকে হেন পোথা রসময়।
কোন কালে তার গ্রেহে লক্ষি না ছাড়য়॥
অন্তকালে গতি তারে দেয় নারায়নে।
সপ্তদস অদ্যা সাঙ্গ দ্বিজ মুকুন্দে ভুনে॥ * ॥

সপ্তদসধ্যায়ঃ॥ ইতি শ্রীজগর্ন্নাথমাহিতা পুস্তক সোমাপ্ত॥ * ॥ সহ অক্ষর শ্রীরঘুনাথ-দাস দেব॥ মোকাম হাড়ঙ্গপাড়া ও গোপাল-বাড়ী॥ রাত্রী এক প্রহরকালে পুস্তক সোমাপ্ত শ্রীমুকুন্দ দেবসম্মন।

২৮৫। উৎকলখণ্ড—জগন্নাথচরিত্র।

রচয়িতা—মুকুন্দ ভারতী। পত্র ১-২০; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১০ পংক্তি। অক্ষর পরিষ্কার ও বড় বড়। প্রথম পত্রের কতক অংশ নাই। পরিমাণ ১৪ × ৫ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৪৫ সাল।

২৮৩ ও ২৮৪ সংখ্যক বিবরণে যে দুইখানি পুথির পরিচয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার সহিত আলোচ্য পুথির কোনও পার্থক্য নাই। তবে এই পুথিখানির রচনা অনেকটা সংক্ষিপ্ত।

ভণিতা,—

ভারথি মুকুন্দে ভনে স্থন সর্ব্বজন।
সর্ব্বভাবে কৃষ্ণপদে সদা রাখ মন॥

শেষ,—

জে সদা করিবে মাত্র শ্রবন কীত্তন।
স্বরিরের পাপ সব করয়ে গমন॥
এই কালে তার হবে সর্ব্বাপদ নাস।
পরে মুক্ত হইয়া হবে বৈকুণ্ঠে নিবাস॥

ইতি শ্রীমৎ জগন্নাথচরিত্র লির্খতে॥ জথা দিষ্টং [ইত্যাদি]। ভিম য়াদি জুর্দ্দ নানা রোনে হয় ভঙ্গ। মুনিগণের ভ্রম হয় আমি কি পতঙ্গ॥ লিখিতং শ্রীদিননাথ ব্রহ্মচারি। পরগনে সাতসৌকা মৌজে দেম্বুড়॥ সন ১২৪৫ সাল তারিখ ১৩ চৌত্রী রোজ সোমবার তিথি একাদসি বেলা আন্দাজি ৫ পাচ দণ্ড সময়ে। এই পুস্তক সোমাপ্ত হইল॥ শ্রীদিননাথ রায়ের বাহিরবাটির পুর্ব্বদ্বায়ারি ঘরের পিরায় বসিয়া লিখি। ইহার সাইদ শ্রীদিননাথ রায়॥ এই পুস্তক জে বেক্তি চুরি করিবে। সে সাস্বরে হইবেক য়ার পুত্রবধুকে হরণ করিবে॥ ইতি।

২৮৬। জগন্নাথমাহাত্ম্য।

রচয়িতা—দ্বিজ মুকুন্দ। পত্র—১২, ১৪-১৯, ২৩; অসম্পূর্ণ। ১৬-১৯ এবং ২৩ পত্রের অর্দ্ধাংশ নাই। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ৯ পঙ্‌ক্তি করিয়া লেখা। পরিমাণ ১২॥০ × ৪॥০ ইঞ্চি। লিপিকরের নাম-ধাম বা তারিখ প্রভৃতি নাই।

একখানি পুথির মধ্যবর্ত্তী কয়েকটি পাতা মাত্র আছে—আদ্যন্ত কিছুই নাই। এই অংশে কূর্ম্মরাজের সহিত পরিচয় হইতে আরম্ভ করিয়া, ইন্দ্রদ্যুম্নের বিবাহ পর্য্যন্ত বিষয় লিখিত হইয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিবরণে এই পুথির বিস্তৃত পরিচয় দ্রষ্টব্য।

২৮৭। জগন্নাথমাহাত্ম্য।

রচয়িতা—দ্বিজ মুকুন্দ। পত্র ৩-২২; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি। পাতার মধ্যদেশে পত্রাঙ্ক। পরিমাণ ১৪॥০ × ৪ ইঞ্চি। আদ্যন্ত খণ্ডিত বলিয়া লিপিকাল পাওয়া গেল না। ৪র্থ ও ৬ষ্ঠ পত্রের শেষ পঙ্‌ক্তিতে "শ্রীশ্যামরায় দেবস্য" বলিয়া একটি নাম লেখা আছে—বোধ হয়, ইনিই লিপিকর হইবেন।

পূর্ব্বে পূর্ব্বে এই নামীয় পুথির যে সব পরিচয় দিয়াছি, কেবলমাত্র আরম্ভ-ভাগের বিস্তৃতি ছাড়া তাহার সহিত ইহার আর কিছু বিশেষ পার্থক্য নাই। এই ভাগে মহাদেবের মুখ দিয়া পার্ব্বতীর নিকট, মহাপ্রসাদ ও জগন্নাথ-ক্ষেত্রের গুণবাদ প্রকাশ করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া অন্যান্য অংশ প্রায়ই এক ধরণের। উক্ত গুণবাদের একটু নিদর্শন এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

মোহাপ্রসাদফল স্থন মন দিয়া।
প্রসাদ খাইল সেই বৈকুণ্ঠেতে গিয়া॥

একাদসি করি আছে ভবানি সঙ্কর।
প্রসাদ লইয়া মুনি আইলা গোচর॥
তবে উমা মহেশ্বর সম্ভ্রমে উঠিলা।
সপ্ত প্রদক্ষিন হইআ প্রসাদ মাগিলা॥
সিবে বোলে ধন্য ধন্য জনম আহ্মার।
প্রসাদ খাইয়া তুই পাইমু নিস্তার॥
সাফল ধরিলুম জটা সিরের উপর।
সাফল করিল আহ্মি হইআ দিগাম্বর॥
সাফল ধরিল আহ্মি আর ব্যাঘ্রচর্ম্ম।
প্রসাদ গ্রহনে সাফল আহ্মি মানি জর্ম্ম॥
—ইত্যাদি

২৮৮। রাসপঞ্চাধ্যায়।

রচয়িতা—গদাধর দাস। পত্র—১-৮।১; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১০ হইতে ১২ পঙক্তি। দুই জন লিপিকরের হস্তাক্ষর আছে। তৃতীয় পত্রের পর লেখকের অনবধানতায় কতক অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে। পরিমাণ ১৩॥০×৫ ইঞ্চি। ৮ সংখ্যক পত্রের প্রথম পৃষ্ঠার পর লেখা আর অগ্রসর হয় নাই। লিপিকরের নাম-ধাম বা তারিখও নাই।

প্রথম অংশ,—

৭ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণঃ

সুকদেব কহে রাজা করি নিবেদ[ন]।
রাসপঞ্চ অধ্যা কথা করহ শ্রবণ॥
গোকুলের নাথ প্রভু নন্দের নীলঅ।
বিহরি শ্রীবিন্দ্যাবনে নিত্য সুখমঅ॥
সরদ সমঅ হই[ল] কাত্তিক মাসে।
পুন্ন মার চন্দ্র হইলা উদিত আকাসে॥
বিকসিত নানা পুষ্প চম্পক জুতিকা।
জাই জুই মালতি আর কুমুদ মল্লিকা॥
বিকসে বকুল আর সুবর্ণকেতুকী।
নব পল্লব আর বিবিধ অলকি॥

... ...

আনন্দে অবস কৃষ্ণ আসিআ সঙ্কেতে।
হরেন সভার মন মোহন মুরুলিতে॥
জোগমাআ প্রকাসিলা মুরুলির ধনি।
ভুলাল্য সভার মন দেবসিরমুনি॥ ইত্যাদি।

ভণিতা,—

গোপালচরনে আস কহে গদাধর দাষ
দসমের ভাসা অনুমানে।
শ্রীকৃষ্ণ জিবদাসে দআ কর হৃসিকেসে
কৃষ্ণপ্রান আর বৃন্দ্যাবনে॥ ৭।১ পত্র।

শেষ,—

কৃষ্ণচন্দ্র মুখাস্থত (?) স্থনিআ ভারতি।
ইসত হাসিআ কথা কহেন শ্রীমতি॥
পুনু কহেন কৃষ্ণচন্দ্র হাস কী লাগিআ।
আমি হই সট নঞাছ বুঝিআ॥
আমার মনের কথা সুন প্রাণপ্রীএ।
অনুরাগ বৃদ্ধ হেতু তারে কষ্ট দিএ॥
—ইত্যাদি।

২৮৯। ব্রহ্মপুরাণ।

রচয়িতা—মুকুন্দ ভারতী। পত্র ১-২১; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ৮ পঙক্তি। পরিমাণ ১৫॥০×৩৸০ ইঞ্চি। শেষ অংশ খণ্ডিত বলিয়া লিপিকরের নাম-ধাম বা তারিখ প্রভৃতি নাই।

পূর্ব্বে জগন্নাথমাহাত্ম্য ও জগন্নাথচরিত্র নামে দ্বিজ বা ভারতী মুকুন্দের রচিত যে সকল পুথির বিবরণ লিখিত হইয়াছে, ব্রহ্মপুরাণ নামে এই পুথিখানিও তাহাই—কেবল নামের পার্থক্য মাত্র। এই পুথির মধ্যে মুকুন্দের 'দ্বিজ' ও 'ভারতী' উপাধিই ব্যবহৃত হইয়াছে।

ভণিতা,—

১। চিরৎকাল রায্য ভুঞ্জে তথা মনোরথে।
ভারথি মুকুন্দে ভুনে বন্দিঞা জগন্নাথে ॥

২। দ্বিজ মুকুন্দে ভনে জগন্থাথ পরশনে
কৃষ্ণকথা শুনহ সংসার।

২৯০। ব্রহ্মপুরাণ।

রচয়িতা—অজ্ঞাত। পত্র ১-১১; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি। পাতার দুই ধার জীর্ণ। স্থানে স্থানে অক্ষর পড়া যায় না। পরিমাণ ১২×৪ ইঞ্চি। শেষ অংশ খণ্ডিত বলিয়া লিপিকাল বা লেখকের নাম-ধাম নাই।

পূর্ব্বে ব্রহ্মপুরাণনামীয় যে পুথির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, এই পুথিখানি তাহা হইতে একটু স্বতন্ত্র রকমের। যতটুকু পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, বন্দনা অংশের পর অর্জ্জুনের প্রার্থনা মত শ্রীকৃষ্ণ, সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ করিতেছেন। তাহার মোট কথা এই যে, প্রথমে কিছুই ছিল না—একমাত্র নির্গুণ পুরুষ ছিলেন। তাঁহার সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হইলে, প্রথমে তাঁহা হইতে মন, মন হইতে জীব, তৎপরে মায়া, সত্ত্ব রজ গুণ, চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব উৎপন্ন হইলেন। পরে শিবকে মায়ারূপিণী ভগবতী দান করিয়া, সেই অনাদি পুরুষ দেহত্যাগ করিলে, সেই দেহ হইতে আকাশ উৎপন্ন হইল। এই-খানেই পুথি খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে।

কোন কোন ব্রহ্মপুরাণ বা জগন্নাথ-মাহাত্ম্যের পুথিতেও সৃষ্টির বর্ণনা আছে। কিন্তু তাহা হইতে ইহা যেন একটু স্বতন্ত্র রকমের।

প্রথম অংশ,—

নম গনেসায় নোম ॥
অথ বর্ম্মপুরাণ পুস্থক ॥

শ্রীকৃষ্ণচরণজুগে করি নমস্কার।
জার নাম শ্রবনে হয় পাতকি নিস্তার ॥
বিষম অঘুর পাপ করে জেহ নরে।
লইলে প্রভুর নাম সেই জন তরে ॥
কলিজুগে নর সব উদ্ধার কারন।
রামনাম সম নাহি এ তিন ভুবন ॥
মুখের আলস্য পাপি কর কি কারন।
রামনাম সম দেখ নাহি অন্য ধন ॥
ব্যাদির ঔসাদ আছে যদি চিনে।
পাতকির গতি নাহি রামনাম বিনে ॥

ইত্যাদি তিন পত্রব্যাপী বন্দনা।

মধ্য,—

জেই ক্ষনে উর্দ্ধপত্তি হইল তখন।
রাত্রি হনে দিবস হইল তখন ॥
চন্দ্র সূর্য্য দিবস রাত্র জখনে জনমিল।
দিবা রাত্রি ভেদ পর্থি তখনি হইল ॥
একে দিতিয় হইল দিতিএ ত্রিগোন।
ত্রিতিঅ স্যাম্[ত্র] হৈল প্রকৃতি ভির্ন ভির্ন ॥

তুমাতে কহিল আমি প্রকির্ত্তি লক্ষন।
মহামায়ারূপে হৈল শ্রীষ্টির উত্তপর্ন্য ॥
—ইত্যাদি।

শেষ,—

আথে বেথে সেই তনু আনিবারে গেলা ॥
সেই কায়া জলমৈদ্ধে তুলন না জায়।
মুলহিন পদ্ম জেন ভাসিআ বেড়ায় ॥
সেই সয়া জল হনে করিআ উদ্ধার।
তেজ শুন্য জত ছিল হইল বাহার ॥
অন্তরঙ্গ হইআ তবে বিমানে রহিল।
ধ্যানমুলে সদাসীব সকলি কহিল ॥
—ইত্যাদি।

২৯১। ভ্রমরগীতা।

রচয়িতা—যদুনাথ দাস। পত্র ১-১১; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৮ পঙ্‌ক্তি। ৪।১ পৃষ্ঠায় ৯ ও শেষের পৃষ্ঠায় ৫ পঙ্‌ক্তি আছে। পরিমাণ ১৪॥০ × ৪৸০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১১৯৮ সাল।

বৃন্দাবনে গোপীগণকে পরিত্যাগ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন করিলে, এক দিন একটি ভ্রমর গোপীগণের নিকট উড়িয়া আইসে। ভ্রমরের বর্ণ এবং তাহার নব নব পুষ্পানুরাগ দর্শন করিয়া, গোপীগণের কৃষ্ণ-স্মৃতি তীব্রভাবে অনুভূত হওয়ায় বিরহ-কাতরা গোপীগণ তাহার নিকট নানাবিধ বিলাপ করেন। ইহাই পুথির বর্ণনীয় বিষয়।

প্রথম অংশ,—

৴৭ নম গনেসায় নমঃ
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ ॥

বন্দেহহং করুণাসিন্ধুং [ইত্যাদি শ্লোক]।
স্থন স্থন ভক্ত জন করহ শ্রবন।
ভ্রমর দেখিয়া জে কহিল গোপিগন ॥
কৃষ্ণ মধুপুরে গেল এথাএ গোপিগন।
দিবানিসি নিরবধি করএ রোদন ॥
কৃষ্ণের বিরহ বিনে নাহি জানে য়ান।
কৃষ্ণে সমপ্পীল গোপী সকলের প্রান ॥
দস পাচ গোপীগন একত্র বসিয়া।
কৃষ্ণকথা কহে গোপী চীত্য নিবারিয়া ॥
একদিন গোপীগন কহে কৃষ্ণকথা।
দৈবজোগে ভ্রমর উড়িয়া আইল এথা ॥

শেষ,—

তবে ত ভ্রমর চলিয়া গেল বন।
বিরস হইয়া গেল ঘরে গোপীগন ॥
শ্রের্দ্ধা করি জেই জনে স্থনএ শ্রবন।
যনুরাগী পাবে রাধা কৃষ্ণের চরন ॥
শ্রীরাধাগোবিন্দপদে করি য়াস।
মধুর বনিতা গাহে যদুনাথদাস ॥
ইতি ভ্রমরগিতা সমর্পন ॥ ৪ ॥ জথা দিষ্টং [ইত্যাদি]। স্বয়াক্ষ্যরমেতৎ শ্রীলক্ষ্মীনারায়ন দেয় সাকীম দেসগাওঁ ॥ পুস্তক শ্রীটোকানি যুগী সাং বড়কুল ইতি সন ১১৯৮ মাহে ২৪ আসাড় রোজ বুদবার বেলা ছএ দণ্ড থাকীতে সমর্পন শ্রীরাধাকৃষ্ণচরনে গতি মরনে আহ্মার।

২৯২। ভ্রমরগীতা।

রচয়িতা—যদুনাথ দাস। পত্র ১-১৭;

সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৬ হইতে ৯ পঙ্‌ক্তি। পাতার ধার কীটদষ্ট। পরিমাণ ১২ × ৪৬॰ ইঞ্চি। লিপিকাল নাই।

পূর্ব্বে এই নামীয় একখানি পুথির বিবরণ লিখিত হইয়াছে; কিছু পার্থক্য থাকিলেও আলোচ্য পুথিখানি তাহার সহিত অভিন্ন। পূর্ব্বের পুথিতে কোনওরূপ অধ্যায়-বিভাগ নাই। কিন্তু আলোচ্য পুথিখানি পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়াছে এবং মধ্যে মধ্যে দুর্ব্বোধ্য সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত আছে। ইহা ছাড়া, লিপিকর-কৃত সামান্য সামান্য পাঠ-বিভিন্নতা ব্যতীত আর কোনও পার্থক্য দেখা যায় না।

ভণিতা,—

আমা সভার জত দুখ বৈল পিয়া পাসে।
গোপির বিরহে ভনে যতুনাথ দাসে॥

অধ্যায়-সমাপ্তিবাক্য,—

ইতি শ্রীভ্রমরগীতায়াং দিতিয় অধ্যায়ঃ॥

শেষ,—

এহি রূপে ভ্রমর চলিয়া গেল বনে।
বিরহ সম্বরী ঘরে গেলা গোপীগনে॥
শ্রদ্ধা করি জেবা ইহা করয়ে শ্রবন।
অনুরাগে পায় রাধা কৃষ্ণেরী চরন॥
শ্রীরাধাকৃষ্ণের পদ মনে করি আষ।
মথুরা বর্ন্ন কহে জতুনাথ দাষ॥

ইতি শ্রীভ্রমরগীতায়াং গোপী উক্তৌ মথুরা-বর্ন্নং নাম পঞ্চম অধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ॥॰ পুস্তক শ্রীহরিপ্রসাদ গোস্বামীনঃ। প্রথম সংগ্রহঃ। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণচরনায় নমঃ। শ্রীগুরবে নমঃ॥*॥ পুস্তক শ্রীনন্দকী[শো]র সেন মন জনস্য।

২৯৩। ভ্রমরগীতা।

রচয়িতা—যতুনাথ দাস। পত্র ১-১৭; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৬ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি। ৬ সংখ্যক পাতাখানি ছেঁড়া। পরিমাণ ৯ × ৩৬॰ ইঞ্চি। লিপিকাল নাই।

২৯২ সংখ্যক বিবরণে যে পুথিখানির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, এই পুথিখানি তাহার সহিত অভিন্ন। লিপিকরের ভ্রমে গ্রন্থকারের নাম এক স্থলে জগন্নাথ দাস এবং আর এক স্থলে ‘জহ্নুমুনি’ দাস লিখিত হইয়াছে।

ভণিতা,—

বিধি কৈল অবলা তেহি সে য়েতেক জালা
দাশ জতুনাথ গুণগানে॥

শেষ,—

এহিরূপে ভ্রমর চলিয়া গেল বনে।
বিরহ সম্বরী ঘরে গেল গোপীগনে॥
শ্রদ্ধা করি জেবা ইহা করএ শ্রবন।
অনুরাগে পায় রাধাকৃষ্ণের চরন॥
শ্রীরাধাগোবিন্দপদ মনে করি আশ।
মথুরাবর্ন্নন কহে জগন্নাথ (যতুনাথ) দাশ॥

ইতি শ্রীভ্রমরগীতায়াং গোপী উক্তৌ মথুরা-বর্ন্নণং নাম পঞ্চম অধ্যায়॥৫॥ সমাপ্ত॥॰॥ পুস্তক শ্রীনন্দকিশোর শেন মালাজনস্য॥

২৯৪। ভ্রমরগীতা।

রচয়িতা—যতুনাথ দাস। পত্র ২-১২; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১১ পঙ্‌ক্তি। হস্তাক্ষর

সুন্দর ও বানান অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ। পরিমাণ ৯॥০ × ৪॥০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২১৮ সাল।

এই নামীয় যে সকল পুথির বিবরণ পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, তাহার সহিত আলোচ্য পুথি অভিন্ন।

শেষ,—

এইরূপে ভ্রমর চলিয়া গেলা বনে।
বিরহ সম্বরি গোপী গেলা নিজ স্থানে॥
শ্রদ্ধা করি যেবা ইহা করয়ে শ্রবণ।
অনুরাগে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ॥
শ্রীরাধাগোবিন্দপদ মনে করি আশ।
মাথুর বর্ন্নণা কহে জত্নাথ দাস॥

ইতি শ্রীভ্রমরগীতায়াং গোপী উক্তি মাথুর-বর্ন্নন: নাম পঞ্চমোধ্যায়॥ ০ ॥ ৫ ॥ যথা দৃষ্টং [ইত্যাদি]। ইতি সন ১২১৮ আঠার সাল তারিখ ২৪ অগ্রহায়ণ।

২৯৩। গোবিন্দলীলামৃত।

রচয়িতা—যতুনন্দন বা যতুনাথ দাস। পত্র ১-১৭৬; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ১২ পঙ্‌ক্তি। দুই জন লিপিকরের হস্তাক্ষর দেখা যায়। পরিমাণ ১৪ × ৪৮০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১১৯১ সাল।

গোবিন্দলীলামৃত—কৃষ্ণদাস কবিরাজ-কৃত একখানি উপাদেয় সংস্কৃত কাব্য। মালিহাটি-নিবাসী বৈষ্ণববংশীয় যতুনন্দন দাস তাহার একটি সুন্দর পয়ারানুবাদ প্রণয়ন করেন।—আমাদের আলোচ্য পুথিখানিই তাঁহার সেই বিখ্যাত অনুবাদ। মূল গ্রন্থের অনুসরণে অনুবাদও ত্রয়োবিংশতি সর্গে বা অধ্যায়ে বিভক্ত। পুথির মধ্যে কবির নাম যতুনন্দন ও যতুনাথ, দুইরূপই লিখিত আছে। ইনি শ্রীনিবাস আচার্য্যের কন্যা হেমলতা দেবীর মন্ত্রশিষ্য। পদকল্পতরুতে ইহাঁর বন্দনায় আছে—"প্রভুসুতাচরণ-সরোরুহ-মধুকর জয় যতুনন্দন দাস।" প্রভুসুতা অর্থে এখানে শ্রীনিবাস আচার্য্যের কন্যা হেমলতা দেবী। গোবিন্দ-লীলামৃত ছাড়া ইনি "কর্ণানন্দ" এবং রূপ গোস্বামীর "বিদগ্ধ মাধব" নামক নাটকেরও অনুবাদ করেন। এতদ্ভিন্ন পদাবলী রচনায়ও ইনি প্রভূত যশ অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন।

আরম্ভ,—

৭ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ॥

শ্রীগোবিন্দং ব্রজানন্দসন্দোহানন্দমন্দিরম্।
বন্দে বৃন্দাবনাধীশং শ্রীরাধাসঙ্গনন্দিতম্॥

ইত্যাদি সংস্কৃত শ্লোক এবং তাহার অনুবাদের পর,—

আমি যে অপটু অতি তটস্থ বুদ্ধের গতি
অতি অপাত্র আণ্ডা হাড়ি যেন।
কৃষ্ণলীলা রসসার তাতে চাহি লিখিবার
বৈষ্ণবের হাস্যের বর্জ্জন॥

... ...

বন্দ গুরুপদতল চিন্তামনিময় স্থল
সর্ব্বগুণখনি দয়ানিধি।
আচার্য্য প্রভুর সুতা নাম তাঁর হেমলতা
তাঁহার স্বরনে সর্ব্বসিদ্ধি॥
অগেয়ান অন্ধকারে পতন দেখিয়া মোরে
জ্ঞানাঞ্জন দিল দয়া করি।
তাঁহার করুণা হইতে নেত্র হৈল প্রকাসিতে
দুরে গেল অন্ধকারাবলী॥

বন্দো আচার্য্য প্রভু আমার প্রভুর প্রভু
তার পদে কোটী পরনাম।
বন্দোঁ গোপাল ভট্ট নাম রাধাকৃষ্ণপ্রেমধাম
পরাপরগুরু কৃপাধাম॥
বন্দ প্রভু গৌরচন্দ্র সকল আনন্দকন্দ
পরমেষ্ঠি গুরু তেহোঁ হয়।
জেহোঁ কৃষ্ণপ্রেমবন্যা দিঞা কৈল্য খিতি ধন্যা
অনন্ত প্রনতি তাঁর পায়॥ ইত্যাদি।

গ্রন্থকার বাঙ্গালা ভাষাকে "প্রাকৃত ভাষা" এবং এই পুথিকে "পাঁচালী" বলিয়াছেন।—

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের কৃষ্ণ সঙ্গে স্থিতি।
সাক্ষাতে দেখিয়া লিলা বিস্তারিলা অতি॥
তাহাঁর চরণে মোর কোটী পরনাম।
জেহোঁ প্রকাসিলা কৃষ্ণলীলা অনুপাম॥
প্রাকৃতে লিখিয়া বুঝো এই মোর সাধে।
এ সব সম্পূর্ণ হয়ে বৈষ্ণবপ্রসাদে॥
—৪।১ পত্র।

দন্তে তৃণ করিয়া কহোঁ বারে বার।
জত্ন করি এই গ্রন্থ করিবে বিচার॥
পাঁচালি বলিয়া মাত্র মনে না করিহ হেলা।
শ্লোকপ্রবন্ধে কহে এই মতি খেলা॥
—৫।১ পত্র।

ভণিতা,—

১। সুনি কৃষ্ণগুণতিতি বিভোল হুইল মতি
গায় জত্নুনন্দন হরিষে॥
২। রাধাকৃষ্ণপাদপদ্মে সেবা অভিলাসে।
গোবিন্দচরিত কহে যত্নুনাথ দাসে॥

শেষ,—

শ্রীগুরুর পাদপদ্ম বন্দনা করিঞা।
লিখিল গোবিন্দলীলা আনন্দীত হৈঞা॥
শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের পদে পরনাম।
করিঞা গাইল কিছু কৃষ্ণগুণগ্রাম॥
গোবিন্দচরিতামৃত রসসরোবরে।
রাধাকৃষ্ণপ্রেমভক্ত চকোর বেহারে॥
রাধাকৃষ্ণপাদপদ্ম সেবা অভিলাসে।
গোবিন্দচরিত কহে যত্নুনাথ দাসে॥ * ॥

ইতি ত্রয়োবিংসতি স্বগ্র্গঃ ॥ * ॥ ২৩॥ লিপিরীয়ং শ্রীহরিহর দাস ঘোষ॥...শ্রীগোবিন্দ-চরিতং সংক্ষেপ সংপুর্ন্ন॥ * ॥ ইতি সন ১১৯১ সাল তারিখ ২৮ পৌষ॥ জথা দ্রিষ্টং [ইত্যাদি]॥

পুথির প্রথম পত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় এই কথা কয়টি লেখা আছে,—

সন ১১৮৪ সাকে শ্রীজয়হরি ঘোষ দ্বিতিয় পুত্র হয় রূপসনাতন ঘোষ ১৩ ফাগুন রবিবার বেলা ২॥০ আড়াই প্রহর ভিতরে।

২৯৬। গোবিন্দলীলামৃত।

রচয়িতা—যত্নুনন্দন দাস। পত্র ১-১৫৫; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি। কতকগুলি পাতার ধার কীটদষ্ট। পরিমাণ ১৪×৫ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৩৯ সাল।

ভণিতা,—

১। রাধাকৃষ্ণপাদপদ্ম সেবন বাঞ্ছিত।
এ জত্নুনন্দন কহে গোবিন্দচরিত।
২। শ্রীচৈতন্যদাশের দাষ ঠাকুর শ্রীশ্রীনিবাশ
আচার্য্য আর শ্রীল হেমলতা।
তার পাদপদ্ম আশ এ জত্নুনন্দন দাশ
অষ্পষ্ট প্রাকৃতে কহে কথা॥

শেষ,—

স্থন স্থন ওহে গোসাঞী কবিরাজ ঠাকুর
কেবল তোমার মুঞি উচ্ছিষ্টের কুকুর ॥
দোষ না লইহ মোর য়াপনার গুনে।
আমার লিখন জেন স্থকের পঠনে ॥
জয় জয় কৃষ্ণদাশ কবিরাজ গোসাঞি।
তোমার কৃপাতে এবে কৃষ্ণলিলা গাই ॥
রাধাকৃষ্ণপাদপদ্ম শেবা অভিলাশে।
এ জদুনন্দন গাঅ গোবিন্দবিলাশে ॥*॥২৩
ইতি শন ১২৩৯ শাল তারিখ ৩১ আসাড় ॥

লিখিতং শ্রীনফরচন্দ্র ঘোশ সাক্ষরমূদং সাং মুক্তাতোড়ী পরগনে সাহারজোড়া।

২৯৭। গোবিন্দলীলামৃত।

রচয়িতা—যদুনন্দন দাস। পত্র ১-৪৬; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১০ হইতে ১৩ পঙ্‌ক্তি। কতকগুলি পাতার ধার গলিত। পরিমাণ ১০×৫।০ ইঞ্চি। শেষ অংশ খণ্ডিত; স্থতরাং লিপিকরের নাম-ধাম বা তারিখ প্রভৃতি নাই।

পূর্ব্বে এই নামীয় যে দুইখানি পুথির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, তাহার সহিত এই পুথির প্রাপ্ত অংশের বিশেষ কোনও পার্থক্য নাই। যতটুকু অংশ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে প্রথম হইতে ষষ্ঠ সর্গ সম্পূর্ণ এবং সপ্তম সর্গের কতক অংশ পর্য্যন্ত আছে।

ভণিতা,—

রাধাকৃষ্ণপাদপদ্ম সেবা অভিলাশে।
গোবিন্দলীলামৃত কহে যদুনন্দন দাসে ॥

২৯৮। গোবিন্দলীলামৃত।

রচয়িতা—যদুনন্দন দাস। পত্র ১-৩৬; অসম্পূর্ণ। ৩৭-৩৮ সংখ্যক অপর দুইখানি পাতা পুথির শেষে আছে। কিন্তু তাহা এই পুথির সহিত মেলে না। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১০ হইতে ১৩ পঙ্‌ক্তি। দুই জন লিপিকরের হস্তাক্ষর আছে। ১৯ পত্র পর্য্যন্ত প্রথম হাতের, অবশিষ্ট দ্বিতীয় হাতের লেখা। পরিমাণ ১১×৫।০ ইঞ্চি। শেষ অংশ খণ্ডিত বলিয়া লিপিকরের নাম-ধাম ও তারিখ নাই।

পুথিখানির যতটুকু পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে ৪র্থ সর্গ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ এবং পঞ্চম সর্গের কতকটা পয্যন্ত আছে।

ভণিতা,—

নিকুঞ্জে নিশান্ত কেলি মধুর বিলাস।
এ যদুনন্দন কহে রসময় ভাষ ॥

অধ্যায়-সমাপ্তি-বাক্য,—

ইতি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে প্রথমঃ সর্গঃ ॥ ১ ॥

২৯৯। রসকদম্ব (বিদগ্ধ মাধব)।

রচয়িতা—যদুনন্দন দাস। পত্র ১-৪৬, ১০৫-১৩৩; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১০ হইতে ১১ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ১৩×৪৸০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১১৮২ সাল।

"বিদগ্ধ মাধব"—রূপ গোস্বামী কর্ত্তৃক বিরচিত কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলাবিষয়ক একখানি

সপ্তাঙ্ক সংস্কৃত নাটক। আলোচ্য পুথিখানি তাহারই পয়ার অনুবাদ। এই অনুবাদখানির নাম—রাধাকৃষ্ণলীলারসকদম্ব, সংক্ষেপে অনেকে "রসকদম্ব"ও বলেন। মূল নাটক যেরূপ সাত অঙ্কে সমাপ্ত, অনুবাদেও সেইরূপ সাতটি অঙ্ক আছে। কিন্তু আমাদের আলোচ্য পুথি খণ্ডিত বলিয়া, ইহাতে মাত্র ১ম, ২য় ও ৭ম অঙ্ক সম্পূর্ণ এবং ৩য় ও ষষ্ঠ অঙ্কের কতক অংশ আছে। গোবিন্দলীলামৃতের রচয়িতা যদুনন্দন এবং এই পুথির রচয়িতা যদুনন্দন একই ব্যক্তি এবং ইনি যে শ্রীনিবাস আচার্য্যের কন্যা হেমলতা ঠাকুরাণীর মন্ত্রশিষ্য, এই পুথির মধ্যেও তাহার উল্লেখ আছে।

আরম্ভ,—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ জয় ॥

সুধানাং চান্দ্রীনাং [ইত্যাদি শ্লোকের পর]।

কৃষ্ণলীলাসিখরিনী চন্দ্র শুধা উন্মাদিনী
তাহাকে দমন করে যেবা।
রাসাদি প্রনয় যাতে ঘন সার সুবাসিতে
সে মাধুরি অন্ত করে কেবা ॥ ১ ॥
বিশম সংসার পথে তাপোদ্গম সদা তাতে
তৃষ্ণায় পীড়িত জনগণে।
তাতে তৃষ্ণা যত যত এই কৃষ্ণলীলামৃত
শিখরিনি করুক হরণে ॥ ২ ॥
হেম বর্ণ ধরি হরি জগতে করুনা করি
অবতীর্ন হৈলা কলিকালে।
উন্নত উজ্জল রস যেই প্রেমভক্তিরস
সে ভক্তি বিলায়ল খিতিতলে ॥ ৩ ॥

অষ্টাদশ পত্রে,—

শ্রীরূপ গোস্বামিপাদপদ্মরেনুকনা।
শর্ব্বাঙ্গ প্রনতি করি করঙ বন্দনা ॥
কিবা গ্রন্থ প্রকাশিলা বিদগ্ধ মাধব।
নিছুনি জাইয়ে তাঁর সব অনুভব ॥
আমার শরির কাষ্ট পাশান শমান।
আমাকে দ্রবায় হেন নাহি কেহো আন ॥
তাঁহার চরনে মোর কোটি পরনাম।
বিদগ্ধ মাধব কথা যার অনুপাম ॥
প্রাকৃতে লিখিতে শাধ হৈঞা গেল মোর।
শে সব শ্লোকের অর্থ কি জানিমো ওর ॥
শেই গ্রন্থরাজমাত্র দেখিঞা দেখিঞা।
লিখোঁ রাধাকৃষ্ণলীলা মন বুঝাইঞা ॥

ভণিতা,—

রাধাকৃষ্ণলীলারসকদম্ব আখ্যান।
কহে দিনহিন যদুনন্দনাভিধান ॥

শেষ,—

শ্রীযুত শ্রীপ্রভু মোর আচার্য্য ঠাকুর।
গৌড়ে রাধাকৃষ্ণপ্রেমের প্রথম অঙ্কুর ॥
রাধাকৃষ্ণপ্রেমময়ী তাঁহার নন্দিনী।
শ্রীল শ্রীহেমলতা নাম ঠাকুরানি ॥
তিহোঁ পাদধূলি দিল মস্তকে আমার।
সেই সে ভরসা অধিক আছয়ে আপার ॥
... ...
রাধাকৃষ্ণলীলারসকদম্ব আখ্যান।
গায় দীনহীন যদুনন্দনাভিধান ॥ * ॥

ইতি শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলারসকদম্বে স্বাধীনভর্তৃকাবর্ণনে গৌরিতীর্থবেহারো নাম সপ্তমোঽঙ্কঃ ॥ ৭ ॥ সমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থঃ ॥...সন ১১৮২ সাল ॥ সকাব্দা তারিখ ২৮ মাঘ ॥ রোজ বৃহস্পতি বার ॥ তিথৌ পঞ্চমী ॥ লিপিরীয়ং গৌরহরি দাস ঘোষ সাং উদয়গঞ্জ ॥ পঠনার্থে ॥ নিজের গৃহ ॥ জথা দিষ্টং [ইত্যাদি।] বেলা চারি দণ্ড থাকিতে গৃন্থ সমাপ্তং হইল ॥ ইতি ॥০॥

৩০০। হংসদূত।

রচয়িতা—নরসিংহ দাস। পত্র ৩-২৬; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১১ পঙ্‌ক্তি। দুই জন লিপি-করের হস্তাক্ষর আছে। পরিমাণ ১২ × ৫।০ ইঞ্চি। শেষ অংশ খণ্ডিত বলিয়া লিপিকাল প্রভৃতি নাই।

পুথির যতটুকু আছে, তাহাতে ষোল অধ্যায়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহার পর আর কত অধ্যায়ে পুথি শেষ হইয়াছে, বলা যায় না। কৃষ্ণের বিরহে রাধাপ্রমুখ গোপীগণ গৃহ ত্যাগ করিয়া, কৃষ্ণের বিহার-স্থল বৃন্দাবনে চলিয়া যান। তথায় গিয়া কৃষ্ণের স্মৃতি আরও বৰ্দ্ধিত হওয়ায় রাধা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। তখন সখীগণ তাঁহার সেবা-নিরত হইলেন এবং ললিতা জল আনিবার জন্য যমুনায় গেলেন। সেইখানে তাঁহার সহিত একটি হংসের সাক্ষাৎ হয় এবং তাহাকে নিজেদের দুঃখের কথা কহিয়া দূতরূপে মথুরায় কৃষ্ণের নিকট প্রেরণ করেন। ইহাই পুথির বর্ণনীয় বিষয়।

আরম্ভ,—

কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে রাই ডাকে উচ্চৈস্বরে।
ক্ষেনে ক্ষেনে উঠে ক্ষেনে রহিতে নারে ঘরে॥
সেই সব লিলারস সঙরি সঙরি।
বিরহ আনলে পোড়ে রাধিকা সুন্দরি॥
এইরূপে সখিগনে আর নাঞি ভায়।
কৃষ্ণের লাবন্যরস অহর্নিসি গায়॥
কেহ লাজ পরিহরি বলে হরি হরি।
কৃষ্ণের আবেসে থাকে স্থিরচক্ষু করি॥
সেই সব লিলারস জবে মনে পড়ে।
অচেতন হয় কেহ আপনা পাসরে॥
এইরূপে গোপিগন করয়ে ভাবন।
হংসদুত ইতিহাস স্থন সর্ব্বজন॥

গোপীগণের বারমাসিয়া,—

কহিয় স্যামেরে হংস কহিয় স্যামেরে।
অভাগিনি গোপী তার মনে নাহি পড়ে॥
স্থন স্থন হংসবর করি নিবেদন।
বারো মাষের স্থখ দুখ করহ শ্রবন॥
প্রথম অগ্রহায়ন মাসে নবিন পিরিতি।
কাত্যায়নিব্রত করি পাইনু কৃষ্ণপতি॥
বস্ত্র হরি গোপিগনে বিবস্ত্র করিল।
সবে বলি কৃষ্ণপতি হৃদয়ে রহিল॥
পুনুরপি বাস দিয়া কৈল আলিঙ্গন।
একে একে গোপিগন বন্দিলা চরন॥
সেই মাসেতে হয় প্রেমের অঙ্কুর।
ইথে কী জানিব দুখ দিবেন অক্রূর॥
—ইত্যাদি।

ভণিতা,—

হংষদুত ইতিহাস গোপির বচন।
নরসিংহ দাস কহে স্থন জগজন॥

শেষ,—

হংস কহেন স্থন প্রভু কমললোচনে॥
দুত করি পাঠাইল মোরে গোপিগন।
ইহার কারন প্রভু স্থন নারায়নে॥
কহিতে না পারি কথা না কহিলে নয়।
জে কথা কহিলে দারুন পাসান গলয়॥
সেই গৃহবাস ছাড়ি ফিরে বনে বনে।
পাসরিল রাম কানাই অভাগি গোপিগনে॥
তোমারে স্থপিল দেহ প্রান ধন।
কোন দোসে গোপিগনে হইলে নিদারুন॥
কী দোষ কী সভাকার কহনা শ্রীহরি।
তোমার কারন আকুল হইল ব্রজনারি॥

বেহারের স্থান দেখি ফিরে গোপিগন।
দেখিয়া সেই স্থান হয় অচেতন॥
সেই কালে ললিতা জান জল আনিবারে।
তার সঙ্গে দেখা মোর কালিন্দির তিরে॥

ইহার পর পুথি খণ্ডিত।

৩০১। হংসদূত।

রচয়িতা—নরসিংহ দাস। পত্র ১-২৫; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১১ পঙ্ক্তি। পরিমাণ ১২×৪৷৹ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৩০ সাল।

৩০০ সংখ্যক বিবরণে যে পুথিখানির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, তাহার সহিত আলোচ্য পুথি অভিন্ন। তবে উক্ত পুথির ন্যায় এই পুথিতে অধ্যায়-বিভাগ নাই। আরও জানা যায়, দাস গোস্বামী (রঘুনাথদাস গোস্বামী?) কর্ত্তৃক সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত হংসদূত গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া, নরসিংহ দাস এই পুথি প্রণয়ন করিয়াছেন।

আরম্ভ,—

৭শ্রীশ্রীকৃষ্ণ স্বাহায় নমঃ॥
অথো হংসদুত গ্রহন্থ লিক্ষতে॥
নারায়ণং নমস্কৃত্য [ইত্যাদি শ্লোক]।
গোপির বিরহকথা না জায় কথন।
শ্লোকছন্দে দাস গোসাঞি করিল বর্নন॥
সংখেপে কহিলা পুথি বুঝয়ে স্বজনে।
মুক্ষেতে ইহার কথা না জানে মরমে॥
অতি সে নিগুড় কথা ভক্তির্ লৈক্ষন।
গোপীর জেমত ভাব করহ শ্রবন॥
কৃষ্ণ রহে মধুপুরে গোপী ব্রজপুরে।
এক সত দুত পাঠাইল বারে বারে॥
কৃষ্ণের সংবাদ কেহ আন্যে দিতে পারে।
সংবাদ না পাঞা গোপির আথি নাহি স্মরে॥
হংসকে করিঞা দুত পাঠাই অবসেসে।
হংসদুতকথা কহে নরসিংহ দাসে॥ ইত্যাদি।

ভণিতা,—

১। এইরূপে পথের দিসা ললিতা বুঝাল।
হংসদুত সম ভাসা নরসীংহ গাইল॥
২। হংসদুত প্রেমরসে স্থনিঞা আনন্দে ভাসে
দাস গোসাঞি ইহা ভালে জানে।
শ্লোকে ইহা না বুঝিঞা ভাসা ছন্দে বিরচিঞা
নাহি ইহা অন্য পুরানে॥

শেষ,—

হংসদুত সংপুন্ন হইল এই হৈতে।
পাতকি তরিবে সব ইহা স্তে স্থনিতে॥
শ্রেদ্দা ভাবে স্থনে নর হৈঞা একমন।
জাইতে না পারে সেই জমের ভবন॥
এই কথা কহি শুন করিঞা স্থরস।
জন্মে জন্মে হয় তার বৈকুণ্ঠে বাস॥
শ্রীকৃষ্ণপাদারবৃন্দ মনে করি আস।
ভাসাছন্দে কৈল পুথি নরসিংহ দাস॥ • ॥

ইতি হংসদুতসংবাদ সপুন্ন সন ১২৩০ সাল তারিখ ২৯ কার্ত্তিক সকাব্দা ৮১০৪৬ বারে বৃহস্পতি বার ভার্ত দসমী...প্রহর বেলা গতে॥ অং ষিষ্টং তদ্‌লিপিতং [ইত্যাদি]।

৩০২। হংসদূত।

রচয়িতা—নরসিংহ দাস। পত্র ১-৩২; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক

পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ৯ পঙ্‌ক্তি। অক্ষর বড় বড়, কাগজ ও কালির অবস্থা ভাল। পরিমাণ ১২॥০×৪।০ ইঞ্চি। লিপিকাল নাই।

পূর্ব্বে এই নামীয় যে দুইখানি পুথির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, তাহার সহিত এই পুথির বিষয়গত পার্থক্য মোটেই নাই। তবে মাঝে মাঝে ভাষার কিছু পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই পুথিখানি ২০টি অধ্যায়ে সম্পূর্ণ হইয়াছে।

আরম্ভ,—

৭শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ॥

প্রথমে বন্দিব মুঞি গুরুর চরন।
ব্রহ্মা মহেশ্বর বন্দো জত দেবগন ॥
ব্যাস আদি ঋসিগনের বন্দিব চরন।
একে একে বন্দি কৃষ্ণভক্ত জত জন ॥
বৈষ্টব পরম সির্দ্ধ গতি সবাকার।
তাহা বিনে গতি নাথ কেহ নাহি আর ॥
গোপির বিরহকথা না জাঅ কথন।
শ্লোকছন্দে দাস গোসাঞি করিলা রচন ॥
সংক্ষেপে কহিলা গ্রন্থ বুঝএ সুজনে।
মুর্খে ইহার কথা না জানে মরমে ॥
অতি সে নিগুড় কথা ভক্তের লক্ষন।
গোপির জেমত ভাব করহ শ্রবন ॥

ভণিতা,—

১। এত সুনি কৃষ্ণচন্দ্র কহেন বচন।
হংসদুত ইতিহাস দাস বিরোচন ॥

২। রাধা কহে হংস সুনহ কেবল।
দাস নরসিংহে কহে প্রেম দাবানল ॥

শেষ,—

এই মত সব সখি চিত্তে সমাধিআ।
ব্রজপুরে আছেন সবে কৃষ্ণ ধেআইআ ॥
হংসদুতকথা ভাই ভাবের কারন।
ইহাতে জানিবে জত ভাবের নিঅম ॥
প্রথমে গোপিকাভাব সভাতে উজ্জল।
সান্ত দাস্য সখ্য আর ভাব বাৎসল্য ॥
ইহাতে সকল হঅ ভাবের গনন।
হংসদুত ইতিহাস দাস বিরোচন ॥

বিংসতি অর্দ্ধাঅ ॥

ইতি শ্রীহংসদুত গোপিকাসংবাদ সমাপ্ত ॥*॥ জথা দিষ্টং [ইত্যাদি শ্লোক] ॥ এ পুস্তক লিখিতং শ্রীনিমাঞিচরণ দাস। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণচরণে আস ॥ * ॥ এ বাড়ি বিষ্ণুপুর বিশ্বাসপাড়াঅ ঘর ॥

৩০৩। হংসদূত।

রচয়িতা—নরসিংহ দাস। পত্র ১-১১; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৮ পঙ্‌ক্তি। অক্ষর পরিষ্কার ও অনেকটা বিশুদ্ধ। পরিমাণ ১১॥০×৪৸০ ইঞ্চি। শেষ অংশ খণ্ডিত বলিয়া লিপিকাল প্রভৃতি নাই।

পুথিখানির প্রাপ্ত অংশে ৭টি অধ্যায় এবং ৮ম অধ্যায়ের কয়েক পঙ্‌ক্তি আছে। সামান্য সামান্য পাঠ-বিভিন্নতা ছাড়া অন্যান্য পুথির সহিত কোন পার্থক্য নাই; সেই জন্য ইহা হইতে আর কোন অংশ তুলিয়া দেখাইলাম না। তবে সপ্তম অধ্যায়ের ভণিতায় বৃন্দাবনদাস নামক এক ব্যক্তির নাম রহিয়াছে;—ইহা কোনও লিপিকরের অজ্ঞতাজনিত বলিয়া মনে হয়। ভণিতাটি এখানে তুলিয়া দিলাম,—

হংশদূত ইতিহাস বলে বৃন্দাবণ দাস
বাশ ব্রজে প্রেমেতে ডুবিয়া ॥
ইতি সপ্তমোহধ্যায় ॥ * ॥ ৭ ॥

ইহার সহিত ৩০২ সংখ্যক পুথির ভণিতা মিলাইয়া দেখিলে স্পষ্টই বোধ হইবে যে, কোনও বিজ্ঞ লেখকের লিপি-চাতুর্য্যেই উক্তরূপ ভণিতার উদ্ভব হইয়াছে। ৩০২ সংখ্যক পুথির ভণিতা এই,—

হংসদুত ইতিহাস শ্রবনে বিন্দাবনে বাস
দাস ব্রজে তাহাতে মজিলা ॥

৩০৪। হংসদূত।

রচয়িতা—নরসিংহ দাস। পত্র ৪-১৩; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১১ পঙ্‌ক্তি করিয়া লেখা। দুই জন লিপিকরের হস্তাক্ষর দেখা যায়। পরিমাণ ১৩ × ৪।৷০ ইঞ্চি। আদ্যন্ত খণ্ডিত। লিপিকাল প্রভৃতি নাই।

মোট দশটি পাতা। চতুর্থ হইতে দশম অধ্যায় সম্পূর্ণ আছে। পূর্ব্বের পুথির সহিত বিষয় অভিন্ন।

ভণিতা,—

১। হংসদুত ইতিহাস বৃন্দাবনে জার বাস
দাস গোসাঞি প্রেমেতে ডুবিলা ॥

২। এই পথ দিসা ললিতা বুঝাল্য।
হংসদুত ইতিহাস নরসিংহ কহিল ॥

৩০৫। হংসদূত।

রচয়িতা—নরসিংহ দাস। পত্র ১-১০; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি। দুই জন লেখকের হস্তাক্ষর আছে। পরিমাণ ১৩ × ৪৵০ ইঞ্চি। শেষ অংশ খণ্ডিত। লিপিকাল প্রভৃতি নাই।

পুথিখানিতে সপ্তম অধ্যায় পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ এবং অষ্টম অধ্যায়ের কয়েক পঙ্‌ক্তি আছে। বিভিন্ন পুথিতে যেরূপ পাঠান্তর হওয়া সম্ভব, ইহাতেও সেইরূপ আছে। তদ্ভিন্ন বর্ণনীয় বিষয় একই।

ভণিতা,—

১। হংসদুত ইতিহাস শ্রবনে বৃন্দাবনে বাস
দাস ব্রজে প্রেমেতে ডুবিলা ॥

২। হংসদুত ইতিহাস গোপির বচন।
নরসিংহ কহে ভাবি গোপির চরণ ॥

৩০৬। উদ্ধবসংবাদ (কৃষ্ণমঙ্গল)।

রচয়িতা—দ্বিজ নরসিংহ। পত্র ১-৬; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ৯ পঙ্‌ক্তি। দুই জন লিপিকরের হস্তাক্ষর আছে। পরিমাণ ১৩।০ × ৪।৷০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৩৭ সাল।

যদিও পুথিখানি সম্পূর্ণ বলিয়া লেখা আছে, কিন্তু বস্তুতঃ ইহা সম্পূর্ণ নহে। নন্দ, যশোদা এবং গোপীগণকে সান্ত্বনা করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বৃন্দাবনে প্রেরণ করেন। কিন্তু

আলোচ্য পুথিতে আরম্ভ ভাগ ব্যতীত গোপীগণের প্রসঙ্গ একেবারেই পরিত্যক্ত হইয়াছে; মাত্র নন্দ ও যশোদার প্রতি সান্ত্বনা-বাক্যেই পুথি শেষ হইয়াছে। সুতরাং ইহা অসম্পূর্ণ।

আরম্ভ,—

শ্রীশ্রীহরিঃ ॥

অথ উর্দ্ধবসংবাদ লিখতে ॥

বিন্দাবন পাসরিতে নারেন মাধবে।
বনাল্যা নিকুঞ্জবন বিন্দাবনভাবে ॥
তাহাতে বসিলা কৃষ্ণ উর্দ্ধব সহিতে।
ভাবিতে লাগিলা কৃষ্ণ গোপিরস চিতে ॥
গোকুলে গোপির সঙ্গে জত কৈলে লিলা।
সে সব সঙরি কৃষ্ণ অবস হইলা ॥
সজল নআন দুটি বিন্দাবন ভাবে।
নিজ যুক্তি কথা কৃষ্ণ কহেন উর্দ্ধবে ॥
স্বন স্বন মর্ম্মসখা প্রাণের উর্দ্ধব।
আমার লাগিআ প্রান ধরে গোপি সব ॥
জখন আইলাম আমি মথুরা নগরে।
প্রবধবচন দিয়া আইল সভারে ॥
বিলম্ব না হবে মোর স্বনহ উত্তর।
তরাএ আসিব আমি গোকুল নগর ॥
আমার বিলম্ব দেখি গোকুলনিবাসি।
সভে তেজিবে প্রাণ হেন মনে বাসি ॥
তেকারণে বলি উদ্ধব স্বনহ উত্তর।
মোর পত্র নআ জাঅ গোকুল নগরে ॥

ভণিতা,—

উদ্ধবের বোলে রানি প্রবোধ না মানে।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ নরসিংহ ভনে ॥

শেষ,—

এতেক বচন জবে উর্দ্ধব কহিলা।
তাহা স্বনিআ সবে প্রেম বাড়িতে নাগীল্যা ॥
কৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ নরসিংহ ভনে।
দসম স্কন্দের কথা উর্দ্ধব গমনে ॥

ইতি উর্দ্ধবসংবাদ সমাপ্ত হইল ইতি সন ১২৩৭ সাল তাং ১২ চোইত্রি।

৫০৭। উদ্ধবসংবাদ।

রচয়িতা—দ্বিজ নরসিংহদাস। পত্র ১-১০; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১১ পঙ্ক্তি। তিন জন লেখকের হস্তাক্ষর আছে। পাতার ধার পোকায় কাটা। পরিমাণ ১৪ × ৪৸০ ইঞ্চি। লিপিকাল নাই।

এই পুথিখানি সম্পূর্ণ। উদ্ধবের গোকুলে আগমন হইতে পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের নিকট তাঁহার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত সকল ঘটনাই ইহাতে বিবৃত হইয়াছে।

আরম্ভ,—

৬৭শ্রীশ্রীরামঃ ॥

অথ উদ্ধবসম্বাদ লিক্ষতে ॥

এক দিন বসি কৃষ্ণ উদ্ধব সহিত।
ভাবিতে লাগিলা কৃষ্ণ গোপির চোরিত ॥
গোকুলে গোপির সঙ্গে যত কৈলা লিলা।
সে সব সঙরিয়া কৃষ্ণ বিবস হইলা ॥
সযল নয়ন দুটি বিন্দাবনভাবে।
নিজ মর্ম্মকথা কৃষ্ণ কহেন উদ্ধবে ॥
স্বন স্বন মর্ম্মসখা প্রাণের উদ্ধব।
আমার লাগীয়া প্রান ধরে গোপি সব ॥
জখন আইলাঙ আমি গোকুল নগরে।
প্রবধবচন দিয়া আইলাঙ সভাকারে ॥

বিলম্ব না হব মোর স্থনহ উত্তর।
তরায় আসিব আমী গোকুল নগর ॥

ভণিতা,—

১। শোকানল দ্বিগুন হইল গোপীগনে।
কহয়ে নৃসিংহ দ্বিজ গোপীর চরনে ॥

২। নরসিংহ দ্বিজে কয় রাণীর চেতন হয়
জদি কৃষ্ণ আইসে গোকুলে ॥

শেষ,—

কত তত্ত্ব বুঝাইলাম বোধ নাহি মানে।
বৎসক হারায়্যা জেন ধায় ধেমুগনে ॥
গোপীগন দেখি প্রান ধরিতে না পারি।
তুয়া বিন্থ নাহি জানে জত ব্রজনারি ॥
দেখিয়া তোমার পত্র জত গোপীগন।
বাঢ়য়ে বিরহ অগ্নি নহে সস্তর্পন ॥
... ...
এতেক কহিল কথা ব্রজের কথন।
তোমা না দেখিয়া কার না রহে জীবন ॥
...চরনে বহু করি মন আস।
উদ্ধব গমন কহে নরসিংহ দাস ॥ * ॥

ইতি উদ্ধবগমন সমাপ্ত ॥ ইতি সন... ২৫ চৈত্র। লিখিতং শ্রীসাধুচরন সরকার আমার দোষ নাই নীবে।

৩০৮। উদ্ধবসংবাদ।

রচয়িতা—দ্বিজ নরসিংহদাস। পত্র ১-৭; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৬ হইতে ১০ পঙ্ক্তি। তিন জন লিপিকরের হস্তাক্ষর আছে। পরিমাণ ১৩৷৷০ × ৪৮০ ইঞ্চি। শেষ দিক্ খণ্ডিত। লিপিকাল প্রভৃতি নাই।

পুথিখানি অসম্পূর্ণ এবং যেটুকু আছে, তাহার সহিত এই নামীয় অপরাপর পুথির বিশেষ পার্থক্য নাই। উদ্ধবের সহিত গোপীগণের সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত ইহাতে আছে।

৩০৯। অম্বরীষচরিত্র।

রচয়িতার নাম নাই। পত্র ১-১১; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রথম পত্র মধ্যদেশে ছিন্ন। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্ক্তি। পরিমাণ ১২৮০ × ৩৮০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১৬৪৩ শকাব্দ।

নাভাগের পুত্র পরমভাগবত অম্বরীষ। শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধে চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে ইহার উপাখ্যান আছে। আলোচ্য পুথিখানি তাহারই অনুবাদ। এক দিন দ্বাদশী তিথিতে দুর্ব্বাসা ঋষি অম্বরীষের গৃহে আগমন করেন। রাজা, দুর্ব্বাসাকে পারণা করিতে অনুরোধ করিলে, তিনি স্বীকৃতি জ্ঞাপনপূর্ব্বক স্নান করিতে যান। দ্বাদশী চলিয়া যায়; তখনও ঋষি আসেন না দেখিয়া, রাজা কুশাগ্রে জলপান করিয়া পারণা রক্ষা করেন। ঋষি ইহাতে নিজকে অপমানিত মনে করিয়া, রাজার বিনাশের জন্য এক কৃত্যা প্রেরণ করেন। তখন সুদর্শন চক্র সেই কৃত্যা বিনাশ করিয়া, ঋষির পশ্চাৎ ধাবিত হইল; দুর্ব্বাসা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব কাহারও নিকট আশ্রয় না পাইয়া শেষে অম্বরীষের শরণাগত

হইলেন এবং তখন সুদর্শন প্রশমিত হইল। ইহাই পুথির উপাখ্যান।

আরম্ভ,—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ ॥

প্রধানং সর্ব্বশাস্ত্রাণাং [ইত্যাদি শ্লোক]।
সর্ব্বশাস্ত্রে প্রধান শ্রীভাগবত।
জার শ্লোক পাঠ কৈলে কুসল সর্ব্বত্র ॥
নবম স্কন্ধের কথা লোক স্নন সাবধানে।
জাহারে স্নিলে হএ সর্ব্বত্র কল্যানে ॥
পরিক্ষিত মহারাজা বৈষ্ণবপ্রধান।
একমনে স্নে কৃষ্ণচরিত্র ব্যাখ্যান ॥
সমোদিত ভাগবত ব্যাসমুখোদিত।
কহে স্নক মহামুনি স্নে পরিক্ষিত ॥

... ...

কি কহিব অম্বুরিসমহিমা অপার।
জার গুণগণনে কৃষ্ণ নাহি পাএ পার ॥
বৈষ্ণবহৃদয়ে কৃষ্ণ থাকে সর্ব্বক্ষণ।
তাহারে হিংসিতে প্রভু আপনে রক্ষণ ॥
অম্বুরিস বৈষ্ণবতা জানিতে কারন।
এহি হেতু দুর্ব্বাসা মুনি কৈলা প্রতারন ॥
স্নকদেবে বোলে রাজা স্নন সাবহিতে।
অম্বুরিস ব্রহ্মসাপ এড়াইলা জেন মতে ॥

মধ্য,—

এক কথা কহি আমি স্নন দিয়া মন।
সিগ্র চলি জাও তুমি জথা নারায়ন ॥
গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে আইসে চক্র সুদর্শন।
সিবে বোলে সিগ্র মুনি করহ গমন ॥
ই কথা কহিতে চক্র আসিলা নিকট।
উদ্দেসে বৈকুণ্ঠে জায় দেখিয়া সঙ্কট ॥
উপাএ না দেখি মুনি উভালড়ে ধায়।
যুগান্তের আনল হেন চক্র পাছে জায় ॥
বসি আছেন লক্ষ্মী সঙ্গে দেব ভগবান।
হেন কালে দুর্ব্বাসা মুনি গেলা সেই স্থান ॥
উপবাসে লড় পাড়ে চক্রভয় মনে।
কাপিতে কাপিতে পড়ে প্রভুর চরনে ॥
অত্যন্ত ব্যাকুল মনি মনে বড় ত্রাস।
কহিতে না পারে কিছু ঘন বহে শ্বাস ॥

শেষ,—

এই মতে দুই জনে কথা পরস্পর।
স্নিআ দুর্ব্বাসা মুনি হরিস অন্তর ॥
তার সেষে দুই জনে জল পান কৈল।
এই মতে দুর্ব্বাসা মুনি বৈষ্ণব হইল ॥
সেই রাত্রি রাজা স্থানে করিল বঞ্চন।
পরিহার মাগি প্রাতে করিল গমন ॥

... ...

নবম স্কন্ধে অম্বুরিসচরিত্র বাখান।
একমনে স্নিলে হএ সর্ব্বত্র কল্যান ॥
পঠে স্নে জেই জনে এ সব চরিত্র।
অন্তে কৃষ্ণচন্দ্র পায় সরির পবিত্র ॥
এ সব অন্যথা নহে ব্যাসের রচিত।
সেই কথা সুখে কহে স্নে পরিক্ষিত ॥
স্নি অম্বুরিসের কথা রাজা পরিক্ষিত।
এমন একান্ত বৈষ্ণব পৃথিবীভুষিত ॥
এ কথা স্নিয়া জার না হএ ভক্তি আসা।
সেই পাএ মহাভয় তুলনা দুর্ব্বাসা ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরানে নবম স্কন্ধে অম্বুরিসদুর্ব্বাসাসম্বাদে চতুর্থ অধ্যায়॥ ইতি সকাব্দা ১৬৪৩। ভাদ্রমস্য ২৬ শর্বিস দিবসে বৃহস্পদ বারে দিবাসেষে গ্রন্থলিখনং সম্পুর্ন্নং ॥০॥ শ্রীরামঃ শরণঃ ॥

৩৯০। চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক।

রচয়িতা—প্রেমদাস। পত্র ১-১৯৬; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১১ পঙ্‌ক্তি। কতকগুলি পাতার মধ্যে এবং ধারে পোকায় কাটা। পরিমাণ ১১৷৷০ × ৪৮০ ইঞ্চি। শেষ অংশ খণ্ডিত। লিপিকাল নাই।

শিবানন্দ সেন চৈতন্যদেবের পরম ভক্ত ছিলেন। চৈতন্য প্রভুর তিরোধানের পর শিবানন্দের পুত্র পরমানন্দ দাস বা কবি কর্ণপূর, রাজা প্রতাপরুদ্রের অনুরোধে চৈতন্যচন্দ্রোদয় নামে একখানি সংস্কৃত নাটক প্রণয়ন করেন। আলোচ্য পুথিখানি তাহারই বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ। পুথিতে প্রথম হইতে ষষ্ঠ অঙ্ক সম্পূর্ণ এবং সপ্তম অঙ্কের অনেকখানি আছে। আর খানিকটা থাকিলেই পুথিখানি সম্পূর্ণ হইত।

আরম্ভ,—

৺৭শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপাদপদ্মযুগং সমাশ্রয়ে।
স্মরণাদ্‌যস্য সদ্যঃ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমা প্রজায়তে ॥

ব্রহ্ম আত্মা ভগবান সর্ব্বসাস্ত্রে জারে গান
দেবদেবীবন্দিতচরণ।
যোগি যতি সদা ধ্যায় তভু জারে নাহি পায়
বন্দো সেই শচীর নন্দন ॥১॥
নিজ ভক্তি আস্বাদন সর্ব্বধর্ম্ম সংস্থাপন
সাধু রক্ষা পাসণ্ড দলন।
ইত্যাদি কার্য্যের তরে শচী জগন্নাথ ঘরে
নবদ্বিপে লভিলা জনম ॥২॥
প্রতপ্ত নির্ম্মল সর্ন পুঞ্জ গঞ্জি গৌরবর্ণ
সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রূপধাম।
জিনি রক্ত পদ্মদল শ্রীপদযুগল তল
দশাঙ্গুলি শোভে অনুপাম ॥৩॥ ইত্যাদি

শিবানন্দ সেনসুত কবি কর্ন্নপুর।
গৌরলীলায়ে বর্ণিল নাটক মধুর ॥
তার পদ সুশম্পদ আনন্দে বন্দিঞা।
রচিব নাটক ভাসা সাধু আজ্ঞা পাঞা ॥
—২পত্র।

শিবানন্দ সেনপুত্র ক্ষ্যাতি জগ মাঝ।
শ্রীপরমানন্দ দাস নাম কবিরাজ ॥
তাহার নির্ম্মিত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়।
তাহার প্রয়োগমত করিব অনুলয় ॥৬পত্র।

চৈতন্যদেবের অন্তর্ধানে রাজা প্রতাপরুদ্রের ব্যাকুলতা,—

হেন কালে প্রতাপরুদ্র রাজা গজপতি।
ইন্দ্রের সম জার বিভব প্রকৃতি ॥
শ্রীচৈতন্য ভগবান্‌ কৈলা অন্তর্ধ্যান।
বিরহবেদনে রাজা ব্যাকুল পরান ॥

... ...

সুবর্ন্ন মার্জ্জনী নঞা করেন মার্জ্জন।
রাজার চক্ষুর জল নহে নিবারন ॥

... ...

কেবল প্রতাপরুদ্র আর জন কথ।
তাহারা গৌরাঙ্গ লাগি কান্দে অবিরত ॥

... ...

অতএব নটাচার্য্য কর উপকার।
গৌরাঙ্গলীলাএ প্রান রাখহ আমার ॥
এমতি প্রতাপরুদ্র করিল আদেশ।
সজত্ন হইঞা তার করিব উদ্দেস ॥
—৪-৫ পত্র।

নিম্নলিখিত বর্ণনা হইতে তাৎকালিক সমাজ এবং ধর্ম্মের কতকটা পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়,—

প্রতিগ্রহ কর্ম্মরত জগতে ব্রাহ্মন জত
সূত্র মাত্র আছে দ্বিজচিহ্ন।
ক্ষেত্রিয়ের নাম আছে ধর্ম্ম তার উড়ি গেছে
বৌদ্ধপ্রায় বৈশ্য ধর্ম্মভিন্ন॥
সুদ্র সে পণ্ডিতমানি গুরু হঞা লোকে আনি
ধর্ম্ম উপদেসে দম্ভ করি।
চারি বর্ণে এই গতি মোর বন্ধুস্থান কতি
সর্ব্বনাস কৈলে মোর কলি॥
যদিবা আশ্রম বল তাহা কিছু জে দেখিল
জগতে সকল দুরাচারি।
যত্নে বিভা নইল জার ব্রহ্মচর্য্যা হৈল তার
রক্তবস্ত্রে হৈল ব্রহ্মচারি॥
গৃহস্ত দেখিল জত স্ত্রী পুত্র উদররত
তাই পোসে অশেষ বিধর্ম্মে।
সাস্ত্রে ধর্ম্ম জে নিখিল তাহে সব তোর দিল
ভ্রমি বুলে চয্য আজি কর্ম্মে॥
বানপ্রস্থাশ্রম জেই কর্ণে মাত্র শুনি সেই
নেত্রে তাহা দেখিতে দুর্ল্লব।
সন্ন্যাসী বা আছে কেহো বেশ মাত্র ধরে সেহো
রতিলীলা সংগ্রহে উৎসব॥

... ...

তা সভে দেখিলে তর্ক করিছে বিচার।
অহঙ্কার বিনু কারো বাক্য নাহি আর॥
ব্যাপ্তি অনুমিতি জাতি উপাধ্যাদি সব্দ।
অভ্যাস করিছে তাই করিবারে জব্দ॥
জর্ম্ম হৈতে দুরে কৃষ্ণকথার প্রসঙ্গ।
জাতিকুলাচারমদে নহে সাধুসঙ্গ॥

... ...

তথা হৈতে পলাইঞা কথো দুর গেলা।
সন্ন্যাসীর গন তথা জাইঞা দেখিলা॥
বিরাগ বলেন দেখি নিস্পাপের প্রায়।
হেথা নিজ বন্ধু দেখা পাব সর্ব্বথায়॥

নিরুপিঞা বলে হায় এই মায়াবাদী।
কি করিব হেথা এই বহির্মুখাবধি॥
ব্রহ্মনিষ্ঠা নির্ব্বিশেষ জ্ঞানে অকৈতব।
চেষ্টাহীন নির্ব্বিকল্প জ্ঞানি এই সব॥
আপনাকে ব্রহ্ম বলে ঈশ্বর বিগ্রহে।
দ্বেশ করে অচিন্ত্য শক্ত্যাদি না মানয়ে॥
হায় হায় সাকার বিগ্রহে নাহি রতি।
এ সকলে নমস্কার পলাইব কতি॥
অন্যত্র জাইয়া পুন চৌদিগে চাহিল।
স্মার্ত্তবাদি অন্যে অন্যে বিবাদ নাগিল॥
কপিল কনাদ পাতঞ্জল মুনিগন।
জৈমুনি প্রভৃতি স্মৃতিমত নিরুপন॥
তার কর্ম্মমার্গ ব্যাখ্যা করে নিরন্তর।
ভগবান তত্ত্বের প্রসঙ্গ অগোচর॥

... ...

তথা জাঞা দেখিল আইসে বৌদ্ধগন।
কেহো বা কপালী কেহো জটাবিভুষণ॥

... ...

তথা হৈতে পালাইঞা গেলা কথো দুরে।
দেখে এক জন বসি আছে নদিতীরে॥
শিলাতে বসিঞা আছে মুদ্রিত নয়ানে।
গুনাতীত জেন কিছু দেখিছে ধ্যায়ানে॥

... ...

অকস্মাৎ তাহার সমাধি হৈল ভঙ্গ।
বিরাগ বলেন উপস্থিত কোন রঙ্গ॥
বিস্মিত হইঞা চারি দিগ পানে চায়।
দেখিল যুবতি এক জল নিতে জায়॥
তার শঙ্খ কঙ্কনের শুনি ঝনঝনী।
ধ্যান ভাঙ্গি তাকাইলা এ কপটমুনি॥

... ...

তথা হৈতে অন্যত্রাই করিলা গমন।
দেখে পরিগ্রহহীন আস্তে এক জন॥

তৈর্থিক হবেন ইনি মোর বন্ধুগন।
ইহাতেই আছে মেনে করি নিরুপন ॥

... ...

তৈর্থিকের বৈশধারি সে আপনারে কয়।
যত তীর্থ ভ্রমিলাম নির্ণয় না হয় ॥
প্রয়াগ মথুরা বারানসি গঙ্গাদ্বার।
পুষ্কর শ্রীরঙ্গক্ষেত্র বদরিকা আর ॥
উত্তর কেদার সেতুবন্ধ প্রভাসাদি।
কত তীর্থ কৈলু তার নাহিক অবধি ॥
বর্ষমধ্যে পরিক্রমা তিন চারি বার।
তীর্থ দেখা বই মোর কার্য্য নাহি আর ॥
এইরূপে কত সত বৎসর কুলাহু।
মোর সম পৃথিবিতে কাহো না দেখিনু ॥
বহু ভাগ্যে তুই এক তীর্থ কেহো দেখে।
মোর সম তৈর্থিক নাহিক তীন লোকে ॥
হাসিঞা বিরাগ বলে বুঝিলাম মুঞি।
ভাল ভাল মহাশয় সত্যবাদি তুমি ॥
কলিউপদ্রুত সত্য স্থান না পাইঞা।
তোমাতেই আছে মেনে বুঝিলাম ইহা ॥
তথা হৈতে পলাই গেলেন অন্য দেশ।
দেখে এক জন আইসে তপস্বীর বেশ ॥

... ...

ললাটে বাহুতে গ্রীবা পেট উরু গলে।
সম্পূর্ণ করিঞা মাটি মেখ্যাছে সকলে ॥
কুশ এক গুচ্ছ আনি ধরিঞাছে হাতে।
বড় বড় ডেক করি চলি জায় পথে ॥
কোন লোক সনে যদি পথে দেখা হয়।
হুহু বলি তারে এই কটুবাক্য কয় ॥
এমন চাহেন দৃষ্টি পাকাল করিঞা।
তা দেখিঞা লোক ভয়ে জায় পলাইঞা ॥

—৩৪-৩৬ পত্র।

ভণিতা,—

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়কৌমুদি উজ্জলা।
প্রেমদাস চকোর পাইঞা সিক্ত হৈলা ॥
স্থনিতে উথলে প্রেম সংশারের নাস।
নাটক দ্বিতিয় অঙ্ক কহে প্রেমদাস ॥

শেষ,—

গোপীনাথ ভট্টাচার্য্য বসিঞা নিভৃতে।
রাজার প্রবেশ দেখে আনন্দিত চিত্তে ॥
অতএব গোপীনাথ বসিলা নির্জ্জনে।
আইলা প্রতাপরুদ্র প্রভুর দর্শনে ॥
রাজপরিচ্ছদ জত বস্ত্র অলঙ্কার।
সব ছাড়ি একাকি করিলা আগুসার ॥
শুক্ল বস্ত্র ধুতি ফোতা পরিঞা মাত্র।
চৈতন্য দেখিব বলি উলসিত গাত্র ॥
মনে মনে কহে কথা রাজা মতিমান।
ভয় তর্ক দুই মোর হইল বলবান ॥
বলবতি উৎকণ্ঠা জে হইল অন্তরে।
ভয় তর্ক দুই তারে আচ্ছাদন করে ॥
প্রভুর দর্শনোৎকণ্ঠা টানে নঞা জায়।
দুই পাএ থিক থকু স্তম্ভ হৈল ... ... ॥

ইহার পর পুথি খণ্ডিত।

৩১১। চৈতন্যচন্দ্রোদয়-কৌমুদী।

রচয়িতা—প্রেমদাস। পত্র ১-১২৩, ১৩৪-১৮৮; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১২ হইতে ১৩ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ১৩৸০ × ৬ ইঞ্চি। শেষ ও মধ্য অংশ খণ্ডিত। লিপিকাল নাই।

৩১০ সংখ্যক পুথি ও এই পুথি অভিন্ন। আলোচ্য পুথির শেষের দিক্ সবই আছে। কেবল পুথিরচয়িতার পরিচয়ের অংশ কতকটা খণ্ডিত। যতটুকু আছে, তাহা এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।—

দসমাঙ্ক নাটকের এই হৈল সায়।
লিখিলেন প্রেমদাষ লৌকীক ভাসায় ॥*॥১০

অজ্ঞান তীমীর দুর মহাকবি কর্ণপুর
অতি সিষু জথন আছিলা।
প্রভুস্থানে নীলাচলে গেলা চাপী পীতৃকোলে
নেত্র ভরি চৈতন্য দেখিলা ॥১॥

গতি হস্ত জানুযুগে প্রভুপাদপদ্ম আগে
আনন্দে করিলা পরনাম।
দেখি প্রভু হৈলা তুষ্ঠ দক্ষীণ চরণাঙ্গুষ্ঠ
তার মুখে দিলা ভগবান ॥২॥

হস্তে ধরি শ্রীচরণ অঙ্গুলি চুসেন ঘন
প্রভুর পার্ষদগন হাশে।
নিজ পুত্রে কৃপা দেখি সিবানন্দ হঞা সুখি
উর্দ্ধবাহু নাচেন হরিসে ॥৩॥

উচীষ্ঠ চরণামৃত শ্রীচৈতন্য কদাচিত
নীজেচ্ছায় না দেন কাহারে।
সর্ব্ব সক্তী সঞ্চারিঞা নিজোচীষ্ঠ আনাইঞা
আপনে দিলেন কর্ণপুরে ॥ ৪ ॥

কৃপামৃতে সিক্ত কৈলা না পড়ি পণ্ডিত হৈলা
জানিল সকল সাস্ত্রনীত।
সপ্ত বৎসরের জবে কাব্য বর্ন্নীলেন তবে
তার নাম চৈতন্যচরিত ॥৫॥

পুর্ব্ব অলঙ্কার জত অসৎ কথা সুঘটিত
দেখি সুনি ঘৃণা উপজিল।
দিঞা কৃষ্ণলীলা সার কৈল গ্রন্থ অলঙ্কার
কৌস্তুভ তাহার নাম থুইল ॥৬॥

দৈনন্দিন কৃষ্ণলীলা কর্ণপুর গ্রন্থ কৈলা
আপ্যাসতক তার নাম।
শ্রীআনন্দ বৃন্দাবন- চম্পু নাম গ্রন্থ আন
ব্রজলীলা বর্ন্নন প্রধান ॥৭॥

প্রভুগুন কৃপা দেখি গজপতী হঞা সুখি
গৌরলীলা বর্ন্নিতে কহিল।
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক অমৃতময়
রাজার বচনে বিরচীল ॥৮॥

... ...

চৌদ্দ সত সাত সকে নবদ্বীপে নরলোকে
গৌরহরি আবীর্ভাব কৈল।
চোদ্দ সত চোরালই সক জবে গ্রন্থ এই
মোর মুখে প্রকট হইল ॥১৯॥

কর্ন্নপুর ইহা বলি শ্রীচৈতন্য নমস্করি
নাটক করিল সমাপন।
সোল সত চৌতিশ সকে লৌকিক ভাসাতে মুখে
প্রেমদাস করিল লিখন ॥২০॥

ভক্তবৃন্দে নমস্করি কীছু বিজ্ঞাপন করি
প্রভু যবে প্রকট আছিলা।
বীর্দ্ধপ্রপিতামহ কুলনগর গ্রামে সেহো
গ্রিহাশ্রমে বর্ত্তমান হৈলা ॥২১॥

কশ্যপ মুনির বংশ বিপ্রকুলে অবতংশ
জগন্নাথ মিশ্র তার নাম।
তাঁর পুত্র কুলচন্দ্র নাম শ্রীমুকুন্দানন্দ
তার পুত্র শ্রীল গঙ্গারাম ॥২২॥

তার ছয় পুত্র ছিলা তিন পুর্ব্বে কৃষ্ণ পাইলা
তিন ভ্রাতা থাকি অবসীষ্ঠ।
জ্যেষ্ঠ শ্রীগোবিন্দ রাম রাধাচরন মধ্যম
রাধাকৃষ্ণপাদপদ্মে নীষ্ঠ ॥২৩॥

কনিষ্ঠ আমার নাম মীশ্র পুরুষোত্তম
গুরুদত্ত নাম প্রেমদাষ।

সিদ্ধান্তবাগীস বলি নাম দিলা বিজ্ঞাবলি
ভক্তদাস্তে মোর অভীলাস ॥২৪॥
জবে সোল বর্ষ বয় তবে হৈল ভাগ্যোদয়
গিঞাছিলু মথুরামণ্ডলে।
তীর্থ ভ্রমি হর্ষমনে গেলাঙ আমি কাম্যবনে
শ্রীগোবিন্দদেবের মন্দীরে ॥২৫॥
গোসাঞী কৃষ্ণচরন সেবার অধ্যক্ষ হন
সদাই গোবিন্দ সেবা করে।
তিহোঁ মোরে দেখি অতি প্রিত করি মোর প্রতি
পাকসেবা সমপ্পীল মোরে ॥২৬॥
গোবিন্দের পাকক্রিয়া করি আনন্দীত হঞা
ব্রজে ছিলু কথোক বৎসর।
জেষ্ট ভ্রাতা ব্রজে গেলা মোরে সঙ্গে নঞা আল্যা
মোরে স্নেহ তাহার বিস্তর ॥২৭॥

ইহার পর আর এক পৃষ্ঠা আছে। তাহাতে —প্রেমদাস স্বপ্নে এক দিন অদ্বৈত প্রভুকে আর একদিন চৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন ও তাঁহার সেবা করেন, এই পর্য্যন্ত লিখিত আছে। তাহার পর পুথি খণ্ডিত। পূর্ব্বপুথির সহিত একতা নিবন্ধন ইহার আর কোনও অংশ উদ্ধৃত করিলাম না।

৩৯২। গোপালবিজয়।

রচয়িতা—কবিশেখর। পত্র ৪৭-৫৯, ৬১-৭০ ; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১২ হইতে ১৬ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পত্র জীর্ণপ্রায়। কয়েক পৃষ্ঠার লেখা একরূপ মুছিয়া গিয়াছে। পরিমাণ ১৪×৪৸৹ ইঞ্চি। আদি, মধ্য ও অন্ত খণ্ডিত। লিপিকাল নাই।

পুথিখানি কৃষ্ণলীলাবিষয়ক। দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, সম্ভোগ ইত্যাদি বিষয় প্রাপ্ত অংশে বর্ণিত আছে। অবস্থা দেখিয়া মনে হয়, ভাগবতের দশম এবং অন্যান্ত লৌকিক উপাখ্যানের সমবায়ে একখানি সম্পূর্ণ কৃষ্ণ-চরিত্র কবিশেখর রচনা করিয়াছিলেন। সেই পুথিরই খানিকটা অংশ আলোচ্য পুথি। কাগজের অবস্থা ও অক্ষর দেখিয়া পুথিখানিকে ২০০।২৫০ বর্ষের প্রাচীন মনে হয়। সব স্থল পড়া যায় না। মধ্যে মধ্যে একটু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।—

এ তোর বোলের মুল্য কেহ নাহি জানে।
আখরে আখরে হএ অমূল্য রতনে ॥
তোর মুখ কামরাজ পরস দাপুনি।
দরসে পরসে নিধি কহিতে না জানি ॥
কণ্ঠ তোর কামের দক্ষিনাবর্ত্ত সঙ্খে।
উচিত ইহার দান হএত অসংক্ষে ॥
বাহু তোর কামের কনকজয়মালে।
কত তোর পদ্মরাগনখে মনি জলে ॥
তোমাকে সুধাই হের আআনের রানি।
কহত ইহার দান ছাড়ে কোন দানি ॥
পাএ পাএ রাধিকা সহিব কত চুরি।
বুকে করি লৈঞা জাহ সোনার কটোরি ॥
তাহার উপরে আর সতেশ্বরি হারে।
লোভকে অধিক নাহি জানিল সংসারে ॥
জানিল রাধিকা তোর ভাল নহে কাজ।
উচিত কহিতে কেনে কর তুমি লাজ ॥
... ... দেহ বা না দেহ।
হের নিবিবন্ধে বান্ধি কোন ধন লেহ ॥
নিতম্ব এ কামের বিজয়রথচাকা।
বসনে ঢাকিয়া লেহ নাহি লাগে টাকা ॥
এ তোমার জঘন মদনসিংহাসনে।

ইথে বিনি পরবোধে জাইবে কেমনে ॥
পাএ রুনুঝুনু বাজে মনির নূপুরে ।
ইথে দান দিবারে কি মন নাহি পুরে ॥
এ তোমার বচন মদন আতংসে ।
ইথে জত দান হয় সুধাইহ কংসে ॥
চরনের তলে তোর সুধন্ন মানিকে ।
এ সভার দান দিয়া সুখে জাহ বিকে ॥
নাহি জদি আমা সঙ্গে করিবে ঢামালি ।
ভালে ভালে নাহি জাবে কহিল সকলি ॥
কি মোরে দেখাসি রাই নহলী জৌবন ।
দান না পাইলে তোমা ছাড়ে কোন জন ॥
বড়ার ঝিয়ারি তুমি বড়ার বহুআরি ।
ধিকাধিক বচন বলিতে ভয় করি ॥ ৪৭পং ।

বড়াই ও শ্রীকৃষ্ণের উক্তি প্রত্যুক্তি,—

এত বলি সব গোপি গেলা কৃষ্ণ পাসে ।
তা দেখি কানাঞি মুখে হাথ দিআ হাসে ॥
কি মিছা জুগতি কর গোআলার নারি ।
বোধ নাহি পাল্যে আমি ছাড়িতে না পারি ॥
জবে দান দিতে নার এক বোল ধর ।
রাধা এড়ি বিকে জাহ মথুরা নগর ॥
প্রতিত নিমিত্ত রাধা থাকুক মোর কাছে ।
বোধ দিয়া রাধা লৈআ ঘর জাবে পাছে ॥
এ বোল সুনিঞা......হাসিল বড়াই ।
ছুতা হাশুমুখে জেন চুন বাহিরাএ ॥
ভালই জুগতি বৈলে উদার কানাঞি ।
ভালে তোর বাপের মুখেতে লাজ নাঞি ॥
রাহুর নিকটে চান্দ রহে কতক্ষনে ।
সিংহের সমুখে কেবা সমর্পে হরিনে ॥
মত্ত হাথিহাথে কেবা থাপে ফুলমালে ।
ঘৃত কি আবুধ রাখে জলন্ত আনলে ॥
ত্রিভুবনে নির্ব্বুদ্ধি হেন কেবা আছে ।
রাধিকা এড়িয়া জাব কানাঞির কাছে ॥
চোর চাহে আন্ধার ধাউড় চাহে গোল ।
মুকুতার গ্রীহি সুত চাহে বেদ বোল ॥
অপ্রতিত লাগি জবে বল বনমালি ।
আমি তোর ঠাঞি থাকি জাউক গোআলি ॥
এ বোল সুনিঞা তবে হাসে দামোদর ।
রুসিআ রাধিকা কিছু কহিল উত্তর ॥৪৮পং ।

ভণিতা,—

কহে কবিসেখর রাধার চাতুরালি ।
জা সুনিলে সুখি হএ দেব বনমালি ॥

শেষ,—

বেনুরবে গোপিসব উঠিলা সংভ্রমে ।
আপনা সম্বরি বেশ করে জনে জনে ॥
সব অঙ্গ সাজিয়া চলিলা গোপিজনে ।
পুনরুপি রতি নব করিবার মনে ॥
জথাস্থানে সভাই রহিলা সারি সারি ।
সভারে দেখিএ নাঞি রাধিকা সুন্দরি ॥
রাধা বিনে সব গোপী দেখিএ আসার ।
তুলসি বিহনে জেন পুজা উপহার ॥
রাধিকা বিহনে নাহি সোভে ব্রজবালা ।
মানিক বিহনে জেন মুকুতার মালা ॥
রাধামুখ বিনে গোপীমুখ নাহি সাজে ।
চান্দ বিনে নাঞি সোভে সুন্দর সমাজে ॥
রাধা না দেখিয়া কৃষ্ণ বিকল পরানে ।
শাস্তি না থাকিলে জেন বিবেকি বিথানে ॥
রাধা রাধা কৃষ্ণ পুছে......সব সখি ।
কেহই না জানে কোথা গেল চন্দ্রমুখি ॥
সেহেন মধুর কৃষ্ণ দেখি আন ছান্দে ।
নিশা বিনে রহে যেন পুন্নিমার চান্দে ॥
সব সখি হাথ সানে রহে সেই ঠাঞি ।
নিশ্বাস ছাড়িয়া একা চলিলা কানাঞি ॥

আর দুই পঙ্‌ক্তির পর পুথি খণ্ডিত ।

৩১৩। উপাসনামাহাত্ম্য।

রচয়িতার নাম নাই। পত্র ১-১২; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৭ পঙ্‌ক্তি করিয়া লেখা। পরিমাণ ১৩৸০ X ৪॥০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২০৩ সাল।

পুঁথিখানি কিশোরীভজা সম্প্রদায়ের বলিয়া অনুমান হয়। কেন না, ইহাতে কিশোর কিশোরীর উৎপত্তি, অবস্থান, সখীগণের বয়স, আচার,বেশ ইত্যাদি বিষয়ই মুখ্যতঃ আলোচিত হইয়াছে। এই আলোচনাটি রূপ এবং সনাতন গোস্বামীর মুখ দিয়া বাহির করাইয়া, উক্ত মহাত্মদ্বয় যে, এই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত, তাহাই প্রমাণ করার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিশোরী-ভজা সম্প্রদায়ের লোকেরা নিজেদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া প্রচার করিয়া থাকেন।

আরম্ভ,—

৭শ্রীকৃষ্ণস্বরনঃ মন ॥

এথা হৈতে সনাতন গেলা বৃন্দাবনে।
রূপ সঙ্গে দেখা হইল ভাগিরবনে ॥
দেখিয়া শ্রীরূপ গোসাঞী হরসীত মন।
দারিদ্রে পাইল জেন পোতাবান্ধা ধন ॥
রূপে কান্দে সনাতনের ধরিআ চরন।
এত কাল পরে মোরে করিলা স্বরন ॥
ইহা সুনী রূপে কোলে কৈলা সনাতন।
না কান্দ না কান্দ ভাই স্থির কর মন ॥
রূপে বোলে তোমার সঙ্গ পাইনু চিরদিনে।
মহাপ্রভুর বার্ত্তা কহো সুনীঞে শ্রবনে ॥
তবে সনাতনে বোলে প্রভু কাসীপুরে।
তোমাপ্রতিজতক্রেপা তাহা কে কহিতেপারে॥

শেষ,—

এহি অষ্ট কুঞ্জের বর্ন্ন রাখিয় অন্তরে।
অষ্ট সখি অষ্ট বর্ণ অষ্ট সেবা করে ॥
অষ্ট বর্ণ অষ্ট বস্ত্র অষ্ট জনে পরে।
অষ্ট বয়েষ অষ্ট সখির জার জত দিন।
বর্ণভেদ রাখিয় মনে হইয়া প্রবিন ॥
সখির প্রান মুঞ্জরি কহিলাম তোমারে।
এতেক সুনীঞা রাখ হৃদয় মাঝারে ॥
নিত্য স্থান মুঞ্জরির স্থিতি সখিবৃন্দ আর।
সাধকে সুনীঞা কান্দে দেখি সুনির্ম্মল ॥
নিরমল গুরু উপদেস না জানে কোন জনে॥
সাধ্য বস্তু সাধন বিনে অন্যে নাহি পায়।
সাধ্য সাধনের অবদি এহিত নির্ণয় ॥
সাধ্য বস্তু সাধন এহি কহিলাম তোমারে।
ইহার অধিক নাহি ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে ॥
তত্তাবের ভাবি মঞ্জরি আছয়।
উপাসনানির্ন্নয় কহিলাম নিশ্চয় ॥

উপাসনা নামমাহিত্য সোমাপ্ত॥ তথা শ্রীজীবগোস্বামীবিরচিতং স্বরণী টীকা নাম গ্রন্থ শ্লোলকানুবন্ধে॥ তদহং ইতি গ্রন্থ সোমাপ্ত॥ সন ১২০৩ সন ॥ * ॥

৩১৪। চম্পাককলিকা।

রচয়িতা—জীব গোস্বামী। পত্র ১-৮; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১০ হইতে ১২ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ১৪ X ৫।০ ইঞ্চি। লিপিকাল নাই।

৩১৩ সংখ্যক পুথি ও এই পুথি মূলতঃ এক হইলেও পূর্ব্বোক্ত পুথির সহিত ইহার পার্থক্য আছে। আলোচ্য পুথির শেষে রচয়িতার নাম জীব গোস্বামী বলিয়া উল্লিখিত; মধ্যে আবার সনাতনেরও একটি ভণিতা পাওয়া যায়। বস্তুত এই পুথির রচয়িতা যে কে, তাহা

নির্ণয় করা কঠিন পুথির বিষয়—অনেকটা পূর্ব্বোক্ত পুথিরই অনুরূপ।

আরম্ভ,—

শ্রীগুরবে নম ॥

আদদান তৃনং দন্তৈ হৃদং জাতি পুনঃ পুন।
শ্রীমদ্রুপপদাম্ভুজৌ ধূলিভি আভবে ভবে ॥ ১ ॥
অষ্ট বৎসর আগে রূপ গেলা বৃন্দাবন।
সনাতন থুইআ এথা শুথ নহে মন ॥
রাত্রি দিনে ভাবে রূপ গৌরাঙ্গচরন।
সনাতন সঙ্গে পুন করিতে মিলন ॥

তথাহি ॥

মো কর্ম্মা ভাগেল ইত্যাদি ॥ : ॥

পাৎসার উজির হআ ছিলা শনাতন।
রূপের লাগিআ সদা স্থির নহে মন ॥
যুগলকিসরপদ করে আরাধন।
বিশইবন্ধন মোর করএ মোচন ॥
বিশই বিসের জালা সহন না জায়।
হৃদয়ে জলিয়া উঠে কি করো উপায় ॥
এহিরূপে রাত্রি দিনে কান্দে সতাতন।
সকরুন আখি সদা বিরস বদন ॥
দেখিআ সঙ্গের জত নিজ পরিবার।
মনে মনে ভয় পাআ লাগে চমৎকার ॥
যুক্তি পরামর্ষ করি জায় আনে আনে।
সর্ত্তরে জানাইলা গিআ পাৎসার বিস্তমানে ॥

মধ্য,—

স্থনিঞা এ সব কথা সনাতনমুখে।
শ্রীরূপে পুছেন তত্ত পরম কৌতুকে ॥
এমত অপূর্ব্ব কথা নহে স্থনি আর।
রজবিন্দু বিনা জন্ম কেমত প্রকার ॥
কর্ন্নে স্থনি চৈক্ষে দেখি হৃদয়ে প্রবোধে।
তিনে রূজু হৈলে বুঝে মনুস্য মগদে[১] ॥
বিনা গর্ভবাসে জন্ম নাহি কোন লোকে।
অযুনিসম্ভবা জন্ম হইল কিরূপে ॥
নাহি স্থনি জেহি কথা কোন জে পুরাণে।
বহু ভাগ্যে হেন কথা স্থনিলোঁ শ্রবনে ॥
জন্ম-জন্মান্ত পাপ জে ছিল লিখন।
খণ্ডিল সকল পাপ তোমার কারন ॥
এ বল বলিআ য়শ্রু নআন যুগলে।
পড়িল কাতর হআ শনাতনের কোলে ॥
ক্ষেনে উঠে ক্ষেনে বৈসে স্বাস্ত নহে পায়।
সনাতনপদ ধরি অবনি লোটায় ॥

ভণিতা,—

যুগলকিসরপদ করি আরাধন।
উদ্ভবনির্ণয়কথা কহে সনাতন ॥

শেষ,—

সনাতন কহে রূপ স্থন মন দিআ।
কৃষ্ণের নির্ণয় কহি স্থন মন দিআ ॥
অষ্ট সখি অষ্ট বর্ণ অষ্ট সেবা করে।
সখির প্রান মঞ্জরি কহিল তোমারে ॥
নিত্যস্থানে মঞ্জরি স্থিতি সখি বৃন্দাবন।
সোল মূর্ত্তি অষ্ট আত্মা এক আস্বাদন ॥
সাধকে স্থনিঞা কানে রাখিব জতনে।
বিনা গুরু উপদেশে না জানে কোন জনে ॥
সাধ্য বস্তু সাধন বিনে আপনে না পায়।
সাধ্য সাধন এহি কহিল নির্ণয় ॥
সাধ্য বস্তু সাধন এহি কহিল তোমারে।
ইহার অধিক নাহি ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে ॥
তদ্ভাবের ভাবিক মঞ্জরি পরিচয়।
উপাসনা উদ্দেশের কহিল নির্ণয় ॥

ইতি শ্রীজিবগোস্বামিবিরচিতং শ্রীচম্পক-

১। মগদ—বুদ্ধিহীন। মুদ্ধ—মুগধ—মগধ, মগদ। সঞ্জয়ী মহাভারতেও এরূপ প্রয়োগ আছে। সা-প প, ২৭শ ভাগ, ২য় সংখ্যা, মহাকবি সঞ্জয় প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

কলিকা ॥ গ্রহস্ত সংপুন্ন ॥ * ॥ সঅক্ষর শ্রীরার্ম্মো-হন গৃহ দ্বিজদাস সাকিম লালাই ॥ * ॥

৩৭৫। ভক্তিচিন্তামণি।

রচয়িতা—বৃন্দাবন দাস। পত্র ১-২৩; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি। দুই এক পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তিও আছে। পরিমাণ ১৩×৪৷৷০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১০৯৬ সাল।

পুথিখানি গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের। নিত্যানন্দ প্রভুর প্রশ্নের উত্তরে চৈতন্য মহাপ্রভুর মুখ দিয়া গ্রন্থকার—বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য, নাম-মাহাত্ম্য, ভক্তির শ্রেষ্ঠতা প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

আরম্ভ,—

৺৭শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো জয়তি ॥
নারায়ণং নমস্কৃত্য [ইত্যাদি শ্লোক]।
প্রণমহো গৌরচন্দ্র পরম কারণ।
জাহার প্রশাদে লোক পাইল তারণ ॥
নবদ্বিপে গৌরচন্দ্র কৈল অবতার।
স্থাবর জঙ্গম আদি সভার নিস্তার ॥
নিত্যানন্দ অদ্বৈত করিয়া এক সঙ্গ।
পারিশদগণ সঙ্গে আনন্দতরঙ্গ ॥
কলি ঘোর তিমিরের বড়ই গরাশ।
গৌরচন্দ্র অবতার করিল প্রকাশ ॥
একদিন মহাপ্রভু আছেন বসিয়্যা।
প্রশ্ন কৈল নিত্যানন্দ সজত্ন করিয়্যা ॥
নিত্যানন্দ বলেন গোশাঞি শুন কৃপানিধি।
সংশার তারিতে কহ বিষ্ণুধর্ম্মবুদ্ধি ॥
সর্ব্বধর্ম্ম স্থাপিতে তুমার অবতার।
তুমার প্রশাদে হৈল সভার নিস্তার ॥

মধ্য,—

পত্র পুষ্প ফল জল উচ্চারন করি।
পরম সুখেতে পূজা করহ শ্রীহরি ॥
না পুজিলে নাঞি পাবে সুন সাবধানে।
পুজিলে পাইবে পদ ভক্তের সমানে ॥
প্রভুর অর্চ্চনা পদ না জানে অন্ধ জন।
পৃথু রাজা কৃষ্ণপদ পুজিল জেমন ॥
সুন সুন নিত্যানন্দ সুন সাবধানে।
পুজার মহিমা জেন কেহ নাহি জানে ॥

ভণিতা,—

১। সর্ব্বভাবে ভজ কৃষ্ণ ভজ নিজ কর্ম্ম।
শ্রীবৃন্দাবন দাস কহে ভক্তিচিন্তামণিধর্ম্ম ॥
২। শ্রীবৃন্দাবন দাস কহে প্রভুর চরণে।
ভক্তিচিন্তামণি ভাই শুন সাবধানে ॥

শেষ,—

আত্মনিবেদিয়্যা দেখ বলি হৈল পার।
আত্মনিবেদন ধর্ম্ম সর্ব্বধর্ম্মসার ॥
জে জন করিতে পারে আত্মনিবেদন।
তাহার মহিমা কহিবেক কোন জন ॥
সকল ছাড়িয়া কর আত্মনিবেদন।
পাইবে পরম পদ হবে সাধু জন ॥
নবধা লক্ষণ প্রভু করিল প্রকাশ।
ভক্তিচিন্তামণি কহে বৃন্দাবন দাস ॥

ইতি শ্রীবৃন্দাবন দাসবিরচিতং শ্রীশ্রীভক্তি-চিন্তামণি গ্রন্থ সংপূর্ন্নং ॥ লিপিরিয়ং শ্রীমদন-গোপাল দাষেণ ॥ সাং মল্লভৌমঃ জয়বালিয়া সেনাপতি মহল ভাতুলি নামে গ্রাম ॥ সন ১০৯৬ শাল তাং ১৫ অগ্রায়ণ ॥ * ॥ ভজহ গোবিন্দে মনের আনন্দে [ইত্যাদি লোচনের একটি পদ] ॥১॥ পুস্তক শ্রীমোহন দাস ॥০॥১॥

৩১৬। ভক্তিচিন্তামণি।

রচয়িতা—বৃন্দাবন দাস। পত্র ২-২৯; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৮ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ১৩॥০×৪৷৩০ ইঞ্চি। লিপিকাল স্থির করিবার উপায় নাই।

পূর্ব্বোক্ত পুথিখানির সহিত আলোচ্য পুথির বিষয়গত পার্থক্য খুব কম হইলেও ভাষাগত পার্থক্য নিতান্ত কম নহে তদ্ভিন্ন অধ্যায়-বিভাগ এই পুথিতে নূতন; ষোলটি অধ্যায়ে পুথি শেষ হইয়াছে। দ্বিতীয় পত্রের আরম্ভ,—

তাঁহারে জানিবে সকতি কাহার ॥
নবদ্বিপে সার্ব্বভৌম পণ্ডিৎচূড়ামনি।
বেদ বেদান্ত সাস্ত্র বাখানে আপনি ॥
জাবত প্রভুর পদ নহিল দরসন।
তাবত করিল অনেক সাস্ত্রের চিন্তন ॥

... ...

কেহো বলে চৈতন্যঅবতার বেদেনাহি ধরে।
তাতে বড় অজ্ঞানি লোক নাহিক সংসারে ॥
ইশ্বরদ্রোহি হৈল সেই যুগযুগান্তরে।
ব্রহ্মা কোটি কল্পে তার নাহিক নিস্থারে ॥

মধ্য,—

নিত্যানন্দ বলেন প্রভু স্থন গোরানিধি।
নাম কির্ত্তনের কিছু কঅ ধর্ম্মনিধি ॥
জে নাম গাইআ বাল্মিক হৈলা মুনি।
হেন নামমহিমা তোমার মুখে স্থনি ॥
স্থন স্থন নিত্যানন্দ কর অবধান।
নামের মহিমা কহি তোমা বিদ্যমান ॥
প্রভুর যতেক কর্ম্ম নিলা অবতার।
খেত্তিতলে যেবা স্থনে সে শব বিচার ॥
তাহার অর্জ্জিত পাপ সব ষায় ক্ষঅ।
প্রভুর পদারবিন্দে শ্রীভাবে রয় ॥

ভণিতা,—

শ্রীবৃন্দাবন দাসে কএ স্থন শাবধানে।
ভক্তিচিন্তামনিকথা ওপুর্ব্ব শ্রবনে ॥

শেষ,—

মুক্তির ঐশ্বর্য্য স্থখ প্রভু দেন তাকে।
জে প্রভুর পদে দেহ সমর্পিয়া থাকে ॥
সকল সংসারস্থখ ছাড়িয়া বাসনা।
প্রভুপদে আত্মদেহ কৈল সমর্পনা ॥
কৃষ্ণের পদারবিন্দে স্মরনপঞ্জর।
জে পদ সেবিলে হৈতে ঘুচে সব ডর ॥
ভব ভিতর জত কিছু সব ছাড়িল।
জখন কৃষ্ণের পদে সরন নইল ॥
নবধা লক্ষন প্রভু কৈল পরকাষ।
ভক্তিচিন্তামনি রচিল শ্রীবৃন্দাবন দাস ॥*॥
শোড়ষ অধ্যায়াঃ ॥ ১২ ॥

ইতি শ্রীভক্তিচিন্তামনি গ্রন্থ সমাপ্ত ॥ * ॥ যথা দিষ্টং [ইত্যাদি]। সন ৮৮ আসি বিরাসি যালঃ ॥ তারিখ ১৫ বৈশাখঃ। বৃশপত্য বার : ১০স দণ্ড সমএ সংপুর্ন্নঃ ॥ সাং শোমুদ্রগোড়ি : লিখিতং শ্রীহরিচরন দাস বৈরাগি ॥ * ॥ ১২ ॥ ১৩ ॥ নারায়নপরা বেদাঃ [ইত্যাদি]। সাক্ষী গঙ্গারাম দাস বৈরাগি ॥ * ॥

৩১৭। ভক্তিচিন্তামণি।

রচয়িতা—বৃন্দাবন দাস। পত্র ১-৩, ৫-২০; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ১৩॥০×৪৷৩০ ইঞ্চি। শেষ অংশ খণ্ডিত বলিয়া লিপিকাল প্রভৃতি নাই।

এই পুথিখানিও পূর্ব্ব পূর্ব্ব পুথির ন্যায়।

তবে ভাষায় কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে প্রাপ্ত অংশ পনেরটি অধ্যায়ে বিভক্ত।

আরম্ভ,—

৭শ্রীশ্রীরাধামাধবঃ ॥ শ্রীশ্রীগনেসদেবং ॥
চৈতন্যচন্দ্রায় নম ॥ শ্রীগুরুবে নম ॥

নারাধিতং কলিযুগে তব পাদপদ্মং [ইত্যাদি]।

স্থন স্থন আরে লোক স্থন সাবধানে।
গোরচন্দ্র অবতার অপুর্ব্ব বিহনে ॥
স্থনিলে ভক্তি হয় নরকে উদ্ধারে।
পুনরুপি গতাগতি নাহিক সংসারে ॥
নবদ্বিপে গৌরচন্দ কৈল অবতার।
স্থাবর জঙ্গম আদি জিবের নিস্তার ॥
নিত্যানন্দ অদ্বৈত করিঞা নিজ [স]ঙ্গে।
পারিসদগন সঙ্গে আনন্দতরঙ্গ ॥
গোউরচন্দ অবতারে কেহ নাহি বুঝে।
ভব বিরিঞ্চি আদি জার পদযুগ ভজে ॥
ভাবের আবেসে গোরাঙ্গ প্রভু দ্বিজমুনি।
জাহা[র] গুন গাই বুলে সনকাদি মুনি ॥
নারদ তম্বুরা জার গুন গাএ নিরন্তর।
না পাইএ ওর তারা ভাবিঞা কাফর ॥
স্থকমুনি যোগেস্বর ব্যাসের নন্দন।
সর্ব্বভাবে নইল তেহোঁ চরণে স্মরন ॥
কৃপা করি প্রভু তারে হইলা সদয়।
মাতৃগর্ভ তেয়াগিয়া চলেন মহাশয় ॥
হেন প্রভু কলিযুগে গৌর অবতার।
তাহারে চিনিব হেন সকতি কাহার ॥
নবদ্বিপে সার্ব্বভোম পণ্ডিতচুড়ামনি।
বেদে বেদান্ত সাস্ত বাখানে আপনি ॥

ইহার পরবর্ত্তী অংশ পূর্ব্বপুথির সহিত অভিন্ন।

ভণিতা,—

শ্রীবৃন্দাবনদাস বোলে স্থন সাবধানে।
ভক্তিচিন্তামনিকথা অপূর্ব্ব শ্রবনে ॥

অধ্যায়সমাপ্তি-বাক্য,—

ইতি ভক্তিচিন্তামনিএ সপ্তোমো অধ্যায় ॥*॥

শেষ,—

সকল সংসারসুখ ছাড়িয়া বাসনা।
প্রভুর পদে দেহ করিঞা সমর্পনা ॥
কৃষ্ণপদারবৃন্দ স্মরনপঞ্জর।
জে পদ স্মরন ঘুচে ...... ভব ডর ॥
ভবভিত জত কিছু সকল ছাড়িল।
জখন কৃষ্ণের পদে স্মরন লইল ॥
নবধা লক্ষন প্রভু করিল প্রকাস।
ভক্তিচিন্তামনি রচিল বিন্দাবনদাস ॥
পঞ্চদসো অধ্যায় ॥ * ॥

৩১৮। তত্ত্ববিলাস।

রচয়িতা—বৃন্দাবন দাস। পত্র ১-৫১; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি। কতকগুলি পাতার অবস্থা জীর্ণ, অক্ষর স্থানে স্থানে মুছিয়া গিয়াছে। দুই তিন জন লেখকের হাতের লেখা দেখা যায়। পরিমাণ ১৪৮০ × ৫ ইঞ্চি। লিপিকাল ১১২৫ সাল।

পুথিখানি গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের। কর্ম্ম, জ্ঞান ও মুক্তি অপেক্ষা হরিনাম-মাহাত্ম্য ও হরি-ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব পুথিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে। সখ্য, বাৎসল্য প্রভৃতি ভাবে কৃষ্ণের উপাসনাও অন্যতম প্রতিপাদ্য বিষয়। শেষ অংশে চৈতন্য-দেবের নামকীর্ত্তন বিষয়ে কিছু উল্লেখ আছে।

আরম্ভ,—

৭শ্রীশ্রীহরি ॥ স্বরনং ॥
বন্দো শ্রীগোউররূপং [ইত্যাদি শ্লোক]।

বন্দিব শ্রীগুরুপদ চিন্তামুনি সার।
জিব নিস্তারের হেতু জার য়বতার॥
প্রথমে বন্দিব গুরু বৈষ্ণবচরন।
জাহার প্রসাদে হএ প্রেম ভক্তিধন॥
দ্বিতিয়ে বন্দিব মাধব ·····লিলা।
গোপ গোপি লৈয়া জে করিল রসখেলা॥
ত্রিতিয়ে বন্দিব কৃষ্ণ ত্রিভুবনতত্ত।
জার পদ হইতে হৈল গঙ্গার মহত্ত॥
চতুর্থে বন্দিব চারি জুগে ভক্তগন।
সভেঞি সদয় হঞা দেহ ভক্তিধন॥
পঞ্চমে বন্দিব শ্রীপণ্ডিত ঠাকুর।
জন্মে জন্মে হঙ তার নাছের কুকুর॥
প্রভুর প্রিয়পাত্র শ্রীপণ্ডিত গদাধর।
জার সনে খেলা লিলা বেদে য়গোচর॥
প্রভুর পারিসদ জত সঙ্গের সংহতি।
তা সভার বন্দনাতে করিএ বিনতি॥

ত্রয়োদশ পত্রে,—

এ বোল স্থনিঞা ব্যাস গদ গদ স্বরে।
কি গুনে পাইব তত্ত কহ না য়ামারে॥
নারদ বলেন স্থন প্রভুর বচন।
রাধাকৃষ্ণনামমন্ত্র করহ গ্রহন॥
রাধাকৃষ্ণমন্ত্র স্থনি গদ গদ হঞা।
পড়িলা চর[ণে] তার ধরনি লোটাঞা॥
তবেত নারদ মুনি প্রভুর চরনে।
য়ষ্টাদস য়ক্ষর মন্ত্র স্থনাল্য শ্রবনে॥
রাধাকৃষ্ণমন্ত্র স্থনি ব্যাস উলাসিত।
উদয় হইল ভক্তি পুলকিত চিত॥
য়াঠার য়ক্ষর ব্যাস মনেতে ভাবিল।
য়াঠার পুরান তবে তাহাতে রচিল॥
ভক্তিপথ পাইল মুক্তি ছাড়ি দিল য়াস।
সেই দিন হৈতে হৈল ভক্তির প্রকাস॥
ক্রিয়াকাণ্ড করি কেহো ভক্তি নাহি পায়।
বেদবিধি বলি সেই বেদাধিক ধায়॥

ভণিতা,—

তত্তবিলাস ভাই স্থন সাবধানে।
জে বল্যান প্রভু তাই বলিএ বদনে॥
কহেন বৃন্দাবনদাস মনে বড় য়সা।
পতিতপাবন নাম মনের ভরসা॥

শেষ,—

শ্রীযুৎ শ্রীকৃষ্ণচরন ঠাকুর মহাসয়।
য়াপনার গুনে মোরে হইলা সদয়॥
মোর গুণ নাহি তেহোঁ দয়ার সাগর।
··· ··· ···
বৈষ্ণব গোসাঞিপায় বিন্থতি জানাহি।
দোসের সাগর মোর গুনের লেস নাহি॥
য়ামিহ মরিমু সব বালাই লইয়া।
সংসারসাগর প্রভু...হেন তারিয়া॥
কাতর হৃদয়ে মুঞি পুনঃ পুন কোই।
য়াপনে করহ পার তবে পার হোই॥
তোমা বিনু প্রভু মোর কেহো নহে বন্ধু।
নিজ চরন দিয়া পার কর ভবসিন্ধু॥
ইতি শ্রীতত্তবিলাস সংপুন্ন্য সমাপ্ত॥ * ॥
জথা দিষ্টং [ইত্যাদি]। লিখিতং শ্রীগদাধর য়াকুলি সাং ভুস্তড়া সন ১১২৫ এগার সত্য পুচিস সাল॥ তাং ৩১ জোষ্টি পঞ্চমাস্তিথৌ॥

৩১৭। ভক্তিচিন্তামণি।

রচয়িতা—বৃন্দাবন দাস। পত্র ৩-৩৩; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১১ পঙক্তি। অক্ষর স্থন্দর। পরিমাণ ১১।০ × ৪।।০ ইঞ্চি। লিপিকাল নাই।

পূর্ব্বে পূর্ব্বে এই নামীয় যে সকল পুথির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, আলোচ্য পুথিও তদ্রূপ। মাঝে মাঝে পাঠান্তর ও সামান্য কিছু ইতরবিশেষ আছে মাত্র। পঞ্চদশ অধ্যায়ে পুথি সমাপ্ত। তৃতীয় পত্রের আরম্ভ,—

ধর্ম্মরাজা অধিকারি প্রভুর আজ্ঞা ধরে।
তাহার বিসয় ত্তুর কে করিতে পারে॥
সভাই হইবে জদি কৃষ্ণপরায়ন।
তবে কেমনে চলিবে জমের করন॥
এ বোল বুঝিয়া জার চিত্তে জেবা ধরে।
নিশ্চয় উত্তম পথ জানিহ সংসারে॥
বৃন্দাবনদাস কহে ভক্তিচিন্তামনি।
সাবধানে স্তন লোক ভজন আলাপনি॥*॥

ঊনবিংশ পত্রে,—

নিত্যানন্দ বলেন প্রভু কর অবধান।
কেমতে স্থক মনি হইলা জ্ঞানবান॥
এত বড় মহাশক্তি জেবা জন ধরে।
তাহার মহিমা কিছু কহিবা আমারে॥
চৈতন্য বলেন ভাই শুন একমনে।
জেমতে পাইল পদ কহিব তোমার স্থানে॥
পূর্ব্বজন্মে স্থকদেব ছিলা ব্যাধকুলে।
মার্কণ্ডেয় মহামুনি নাম দিল তাঁরে॥
সেই নাম গানে তেহোঁ পাইল দিব্যগতি।
মায়ের গর্ব্ভেতে থাকি কৈল জোগসিদ্ধি॥
জননীর গর্ভে রহি দ্বাদষ বৎসর।
সেই নাম জপি সিদ্ধি হৈলা মনিবর॥
বিষ্ণুমায়া ত্তুর করি জন্মিলা সংসারে।
আনন্দে বিহ্বল হঞা সতত বিহরে॥

ভণিতা,—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভক্তি অদ্ভুত লক্ষণ।
ভক্তিচিন্তামনি নাম বৈষ্ণব কারন॥
বৃন্দাবন দাস বলে এই কথা সার।
ইহা বহি তরিতে উপায় নাহি আর॥

শেষ,—

কৃষ্ণের পদারবিন্দ স্মরণপঞ্জর।
জে পদ স্মরিলে ঘুচিল বন্ধন সভার॥
ভবভিত জত কিছু সকল ছাড়িল।
জখন কৃষ্ণের পদে সরণ লইল॥
নবধা লক্ষণ প্রভু করিল প্রকাশ।
ভক্তিচিন্তামনি রচিল বৃন্দাবন দাস॥
পৃথিবিত্তে জত রাজা কৈল মহাদান।
তাথে নিবেদীতে নারেন বলির সমান॥

ইতি ভক্তিচিন্তামনি সমাপ্তং॥ ১৫॥ পঞ্চদসোধ্যায়॥ *॥ বন্দেহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং [ইত্যাদি শ্লোক]। এ পুস্তক লিখিতং হরিচরণ দাস বৈরাগি বাস ও পাড় অম্বিকা ইতি॥ *॥

৩২০। ভক্তিচিন্তামণি।

রচয়িতা—বৃন্দাবন দাস। পত্র ২-৪,৬-২৩; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি করিয়া লেখা। পরিমাণ ১৪॥০ × ৫ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২২৯ সাল।

এই নামীয় অন্যান্য পুথি অপেক্ষা আলোচ্য পুথিখানি কিছু সংক্ষিপ্ত আকারের। পঞ্চদশ অধ্যায়ে পুথি শেষ হইয়াছে। এই পুথির 'গঙ্গামাহাত্ম্য' কোন পুথিতে সংক্ষিপ্ত বা কোন পুথিতে মোটেই দেখা যায় না।

দ্বিতীয় পত্রের আরম্ভ,—

গৌরচন্দ্র অবতার কহিবারে জানে॥
জনমে জনমে জারে কৃপা হয়্যা থাকে।

সেই সে প্রভুর গুন গায় এহ লোকে ॥
কেহ বলে চৈতন্য অবতার বেদে নাই ধরে।
তাহারে অজ্ঞান লোক নাহিক সংসারে ॥

শেষ,—

লিখিল পুস্তকখানি মনের আনন্দে।
ভাগবতকথাসার ভক্তির স্বছন্দে ॥
গুরু বৈষ্টবের পদ ভরসা করিয়া।
নিত্যানন্দের বোল নিজ মস্তকে ধরিয়া ॥
ভক্তিচিন্তামনি কহে বিন্দাবন দাস।
নবধা লক্ষন প্রভু করিলা প্রকাষ ॥ * ।

ইতি ভক্তিচিন্তামনি গ্রন্ত সংপুর্ন্ন ॥ সন ১২২৯ সাল। তারিথ ২৬ পৌষ ॥ পাঠক শ্রীসিতলচন্দ্র দর্ত্ত ॥

৩২১। ভক্তিচিন্তামণি।

রচয়িতা—বৃন্দাবন দাস। পত্র ১-১৫; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১১ হইতে ১২ পঙ্‌ক্তি। প্রথম পত্র ছিন্ন। পরিমাণ ১৩৷৷৹ × ৪৷৶৹ ইঞ্চি। শেষ অংশ খণ্ডিত বলিয়া লিপিকাল নাই।

প্রাপ্ত অংশে দ্বাদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ এবং ত্রয়োদশ অধ্যায়ের কয়েক পঙ্‌ক্তি আছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব পুথির সহিত বিশেষ পার্থক্য নাই।

আরম্ভ,—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত গৌরভক্তবৃন্দ ॥
নারাধিতং কলিযুগে [ইত্যাদি শ্লোক]।
শুন শুন আরে লোক স্থন সাবধানে।
গৌরচন্দ্র অবতার অপুর্ব্ব শ্বরনে ॥
স্থনিলে ভকতি হয় নরকে উদ্ধারে।
পুনরপি গতাগতি নাহিক সংসারে ॥
নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র কৈল অবতার।
স্থাবর জঙ্গম আদি জীবের নিস্তার ॥
নিত্যানন্দ অদ্বৈত করিঞা নিজ সঙ্গ।
পারিষদগন সঙ্গে আনন্দিত-রঙ্গ ॥
গৌরচন্দ্র অবতার কেহো নাহি বুঝে।
ভব বিরিঞ্চি জার পদজুগ ভজে ॥

ভণিতা,—

শ্রীবৃন্দাবন দায কহে ভক্তিচিন্তামনি।
সাবধানে ষুন লোক ভজন আলাপনি ॥

৩২২। ভক্তিচিন্তামণি।

রচয়িতা—বৃন্দাবন দাস। পত্র ৪-৫, ৮-১৭, ১৯; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ৯ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ১২৷৷৹ × ৪৷৹ ইঞ্চি। আদি, মধ্য ও অন্ত খণ্ডিত। লিপিকাল নাই। প্রাপ্ত অংশ অন্যান্য পুথির সহিত প্রায় অভিন্ন।

উনবিংশ পত্রের শেষ,—

সকল সংসারস্থখ ছাড়িয়া বাসনা।
প্রভুপদে নিজ দেহ করি সমর্পনা ॥
কৃষ্ণের পদারবিন্দে সরনপঞ্জর।
জে পদ স্মোরনে ঘুচে ভবভিত ডর ॥
সেই ভবভিত জত সকল ছাড়িল।
জখন কৃষ্ণের পদে সরন লইল ॥
নবধা লক্ষন প্রভু করিল প্রকাস।
ভক্তিচিন্তামনি কহে বৃন্দাবন দাস ॥

৩২৩। ভাবাবেশ গ্রন্থ।

রচয়িতা—বৃন্দাবনদাস। পত্র ১-৭; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায়

৯ হইতে ১২ পঙ্‌ক্তি। লেখা মধ্যে মধ্যে মুছিয়া গিয়াছে। পাতায় জল পড়ার দাগ আছে। পরিমাণ ১৩×৪৷৹ ইঞ্চি। শেষ পাতার নিম্নাংশ ছিন্ন বলিয়া লিপিকাল পাওয়া গেল না।

পুথিখানি গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের। প্রথমে বৈষ্ণবগণের করণীয় কয়েকটি উপদেশ এবং অবশিষ্টাংশে বৃন্দাবনে রূপের সহিত চৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দের কথোপকথন বর্ণিত আছে।

আরম্ভ,—

৺৭শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ॥

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং [ইত্যাদি শ্লোক]।
শ্রীগুরুচরনে প্রনাম কোটি কোটি।
সদাই স্তবন করি তাঁর চরণ দুটি ॥
শ্রীগুরুর পাদপদ্ম হৃদয় রহুক।
তিহোঁ জ্ঞাতি প্রাণ ধন তিহোঁ সর্ব্বস্বক ॥
জার কৃপা হইতে হইল এই সব মতি।
তাহার চরনে কি কহিতে জানি স্তুতি ॥
পুন দণ্ডবত করি তাহাঁর চরণে।
কৃপা করি মূর্দ্ধা কর আপনার গুণে ॥
আমি ত অধম হিন তুমি কৃপাময়।
কেবোল ভরসা মোর তোমার আশ্রয় ॥
আর এক নিবেদন তোমার চরনে।
শ্লোকার্থ পআর করিতে হয় মনে ॥
তব কৃপা হয় যদি কহাবেন প্রভু হরি।
তবে ত সকল কথা বিস্তারিতে পারি ॥

দ্বিতীয় পত্রে,—

তির্থজাত্রা করিবে সভক্তি আচরণে।
ভজনতত্ত্য জিজ্ঞাসিবে দেখিআ সাধুজনে ॥
একাদসি ব্রত করিবে না করিবে স্নান।
অশ্বর্থ তুলসি ধান্য করিবে সম্মান ॥
বিপ্র দেখিয়া তোথা দণ্ডবৎ করিবে।
বৈষ্ণব দেখিয়া বহুত প্রার্থনা করিবে ॥

মধ্য,—

ইহা বলি হাথ ঠারি প্রভু চলি গেলা।
শ্রীরূপ গোসাঞি বসি গ্রহন্থ লিখিছিলা ॥
দক্ষ করি গেলা প্রভু তাহা অচম্বিতে।
প্রভুরে দেখিয়া রূপ উঠিলা আস্তেবেস্তে ॥
প্রনাম করিয়া রূপ বসিতে আসন দিলা।
তাহা না বসিলা প্রভু বাহ্য প্রকাসিলা ॥
নিতাই কহেন কোপে লিখ কি দেখি আমি।
মোরে প্রায় অল্প জ্ঞান করিআছ তুমি ॥
ইহা বলি সেই গ্রন্থ হেঁচড়িয়া নিলা।
তার এক শ্লোক প্রভু তখনি পড়িলা ॥
আমা জে মহাপ্রভু সর্ব্ব সমর্পিলা।
তুমি গ্রহন্থ লেখ ইহা আমি না জানিলা ॥
মোর আজ্ঞা নাঞি গ্রহন্থ করহ লিখন।
মোরে নাহি চিন তুমি জানিবে এখন ॥

—৪৷২ পত্র।

ভণিতা,—

দাস বৃন্দাবনে প্রভু কৃপা কর সর্ব্বে।
তোমা বিনে আর নাহি ঠাকুর বৈষ্ণবে ॥

শেষ,—

সনাতন কহেন প্রভু আমি কিবা জানি।
নিতাই কহেন পড় আজ্ঞা দিল আমী ॥
এক সত পঞ্চ শ্লোক উর্জ্জল নিলাম্বতে।
সনাতন পড়েন তাহা প্রভুর সাক্ষাতে ॥
এই মতে কথো দিন শ্রীবৃন্দাবনে ছিলা।
তথা হইতে জে গ্রহন্থ আনিলা ॥
পথে জাইতে কত দিনহিনগনে।
নিস্তারিলা নিতাইচান্দ প্রেম আলিঙ্গনে ॥
কারে হরিনাম দেন কারে প্রেমভক্তি।
কোন জিবে লটাইঞা দিলা প্রেমভক্তি ॥

আমি অকিঞ্চন জন কি বলিতে পারি।
জে লিখায় তাই লিখি কি বলিতে পারি ॥
শ্রীচৈতন্যনিতাইচরনে মোর আস।
ভাবাবেস গ্রহস্থ কহেন শ্রীবৃন্দাবন দাস ॥
ইতি শ্রীভাবাবেস গ্রহস্থ সমাপ্তং ॥ * ॥

জথা দিষ্টং তথা লিখিতং [ইত্যাদি এবং চরিতামৃতের কয়েকটি পয়ার।] পুস্তকমিদং শ্রীস্মুরত মালের ইতি নিবাস মাদপপুর গ্রাম লিখিতং শ্রীকন্দর্প সর্ম্ম······।

৩২৪। লীলামৃতসার।

রচয়িতা—বৃন্দাবন দাস। পত্র ১-৬; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১২ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ১৪ × ৪৸০ ইঞ্চি। লিপিকাল বা লেখকের নাম-ধাম নাই। তৃতীয় পত্রের পরে কতক অংশ লেখা হয় নাই।

মাত্র চারিটি স্থত্র আছে; তাহাতেই পুথি সমাপ্ত বলিয়া উল্লিখিত। বৈষ্ণব ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় উপদেশ পুথির বর্ণনীয় বিষয়।

আরম্ভ,—

শ্রীরাধাকৃষ্ণ ॥
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য [ইত্যাদি শ্লোক]।
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
নিত্যানন্দ প্রভুর পদ করিয়া সাধন।
লিলামৃতকথা কহে দাস বৃন্দাবন ॥
লেখিবার সক্তি মোর কত বড় হএ।
ঠাকুর গৌরাঙ্গ মোরে জে বোল বোলাএ ॥
সর্ব্বভক্তগনে মোরে কৃপা করিয়া।
অন্তর স্ফুরায় মোরে চৈতন্যের লিলা ॥
ত্রেন দসনে লৈইয়া করোম নিবেদন।
একবার করুনা কর ব্রেজবাসিগন ॥
চৈতন্যের গুন কিছু করিএ বর্ন্নন।
তবে জদি সুদ্ধ হএ মোর দুষ্ট মন ॥
ছোট জন বড় হএ সাধনের বলে।
বড় জন ছোট হয় ভক্তি না থাকিলে ॥
সর্ব্বলোক নিস্তারিলা চৈতন্য গোঁসাঞি।
অভক্ত পাসণ্ডের গতি কোন কালে নাই ॥

মধ্য,—

সার্দ্ধ সাধন কিছু করিল প্রকাস।
আপনে দয়ালু হইয়া তম বিনাস ॥
জিবের বড় ভাগ্য ভক্তিধর্ম্ম প্রকাসীলা।
জাচিয়া জাচিয়া প্রেমভক্তি জিবেরে
[বিলাইলা] ॥

... ...

চার বেদ চৌদ্দ সাস্ত্র শ্রীভাগবতে নাম।
ভাগবতে কহিলেন তাথে সাবধান ॥
ভাবমত বিধিমত দিবিধা করিয়া।
ভাবমত প্রকাসিলা জিবের লাগিয়া ॥
জিব উদ্ধারিতে প্রভু অসেষ সারে। (?)
তথাপি কর্ম্মি লোক কর্ম্মজাল সারে ॥
কর্ম্মসুত্রে বন্দি লোক কর্ম্ম করয়ে কালে।
অঘাত জলের মিন বন্দি হএ জালে ॥
সুপথ ছাড়িয়া জিবের রঙ্গমতি মন।
ছাড়িয়া সাধুর সেবা অন্যেরে লঙ্গন ॥

ভণিতা,—

একবার করুনা কর ব্রেজবাসিগন।
লিলামৃতসার কহে দাস বৃন্দাবন ॥

শেষ,—

শ্রীগুরু করুনা করি মন্ত্র কৃপা কৈল।
সর্ব্ব বন্ন ত্যাগ করি কাঞ্চনে মিসাইল॥
পরসমুনির আমি কি দিব তুলনা।
... ...
... না জানোম আচার।
ক্রেপা করি খণ্ডাও মোরে সংসারের ভার॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ প্রভু ক্রেপা করিয়া।
ভবসিন্ধু পার কর পদরেনু দিয়া॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ প্রভুর পদে রহুক মন।
লিলামৃতসার কহে দাস বৃন্দাবন॥

ইতি লিলামৃতসার চতুর্থ সুত্রে সমাপ্ত॥ মিতি॥

৩২৫। তত্ত্ববিলাস।

রচয়িতা—বৃন্দাবন দাস। পত্র ১-৪৪; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি। পুথির অবস্থা ভাল। পরিমাণ ১৩৷৷০ × ৪৷৷০ ইঞ্চি। লিপি-কাল ১৬১৯ শকাব্দ, সন ১০০৭। শেষের সনটি মল্লাব্দ; কেন না, উহা বঙ্গাব্দ হইলে পুথিখানি ৩৩২ বৎসরের পুরাতন হইত। তাহা হইলে প্রথমোক্ত শকাব্দের সহিত সামঞ্জস্য থাকে না।

৩১৮ সংখ্যক বিবরণে এই নামীয় আর একখানি পুথির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। কিছু কিছু পাঠভেদ ছাড়া এই উভয় পুথির মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দেখা গেল না।

ভণিতা,—

কহে বৃন্দাবন তত্ত্ববিলাসকথা সার।
সাধুসঙ্গ সাধুসেবা সেবামধ্যে পার॥

শেষ,—

শ্রীকৃষ্ণচরণ ঠাকুর মোর প্রভু।
ইহজন্মে সাধন নাহি সাধ্যাছিলুঁ কভু॥
কাতর হইয়া কহি শ্রীগুরুচরনে।
নাহি মোর ভজনধন তাপিত পরানে॥
সেবাধর্ম্ম নাহি মোর সদা কদাচার।
সেবাধনে বঞ্চিত মুঞি নাহি পারাবার॥
কাতর হইয়া ধরোঁ শ্রীগুরুচরনে।
সভারে করিলে কোল মোরে এড় কেনে॥
... ...
বৈষ্ণবচরণামৃতে সদা মন রহুঁ।
মোর বংশে বৈষ্ণব না নিন্দিহ কেহো॥
বৈষ্ণব গোসাঞিপায় বিনতি জানাই।
দোসের সাগর মোর গুণের লেস নাহি॥
কাতর হৃদয়ে মুঞি পুনঃ পুন কই।
আপনে করহ পার তবে পার হই॥
তোমা বিনু প্রভু মোর কেহ নাহি বন্ধু।
নিজগুন দিয়া পার কর ভবসিন্ধু॥

ইতি শ্রীতত্ত্ববিলাস পুস্তক সম্পুর্ন্নং॥ *॥ পুস্তক শ্রীকার্ত্তিক দাস॥ স্বয়াক্ষরমিদং শ্রীশিতল-চরণ দাস॥ কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা [ইত্যাদি শ্লোক]। সকাব্দা ১৬১৯ সন ১০০৭ সাতকে পুস্তক হইল তেরিখ ৭ পৌষ রোজ বুধবার।

৩২৬। তত্ত্বনিরূপণ।

রচয়িতা—বৃন্দাবন দাস। পত্র ১-২১; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ১৪৷৷০ × ৪৷৷০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১৭১৭ শকাব্দ।

পুথিখানি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের। কৃষ্ণতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব, আপ্তুতত্ত্ব, বৈধী, রাগানুগা ও শান্ত দাস্য আদি ভক্তি, বৃন্দাবনতত্ত্ব, সাধনক্রম, সখীতত্ত্ব, ভাব, অনুভাব, বিভাব প্রভৃতি রসতত্ত্ব, ইত্যাদি অনেক বিষয় পুথিতে আলোচিত হইয়াছে।

আরম্ভ,—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ ॥ ০ ॥
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য [ইত্যাদি শ্লোক]।
জয় জয় শ্রীগুরু পতিতপাবন।
জয় জয় বৈষ্ণব মোর জাতিপ্রানধন ॥
জয় জয় শ্রীনিত্যানন্দ অবধোতরায়।
জয় জয় স্বরূপ দামুদর রাম রায় ॥

... ...

এক দিন সান্তিপুরে অদ্বৈতের ঘরে।
ভাবাবেষে বসি আছে প্রভু বিশ্বাম্বরে ॥
নিত্যানন্দে বোলে প্রভু স্থন গৌররায়।
তোমার অপার লিলা কহন না জায় ॥
লালাএ কলির জীব করিলা উদ্ধার।
তোমার মহিমা জত অনন্ত অপার ॥
নিত্যানন্দে বোলে প্রভু মোর নিবেদন।
কৃষ্ণকথা কহি মোর পূর্ণ কর মন ॥

মধ্য,—

দাস্য ভক্ত হনুমান জানিয় নিশ্চয়।
কায়া মন বাক্যে রামের চরন আশ্রয় ॥
সৈখ্যভক্ত ভিমার্জ্জুন ঐশ্বর্য্যেতে কহে।
বাৎসল্যে দেবকি বসুদেব মহাসয় ॥
মধুর রসেতে লিখি মহিসির গণ।
ঐশ্বর্য্যের ভক্তভেদ কহিল বর্ন্নন ॥
সান্ত ভক্ত সনকাদি কপিচরাদি গোপ।
রক্তপত্রক আদি দাস্তেতে স্বরূপ ॥
ব্রজে সৈখ্য ভক্ত লিখি জতেক গোপাল।
শ্রীদাম স্থদাম আদি জতেক রাখাল ॥
বাৎসল্য ভাবেতে লিখি নন্দ জসদা।
মধুর রসেতে লিখি প্রেমভাবে রাধা ॥
শান্তে নিষ্ঠা দাস্যের সেবা সৈখ্যের প্রণয়।
বাৎসল্যের স্নেহ কান্তা ভাবেতে উদয় ॥
সান্তের নিষ্ঠা দাস্যের নিষ্ঠা সেবা হয়।
সৈখ্যভাবে নিষ্ঠা সেবা প্রিত অতিসয় ॥

শেষ,—

প্রবাস দ্বিবিধা মত করিএ বাখান।
অতুর ত্বর দুই দুই করি সংস্থান ॥
পুলিন দর্শনে কিবা আর গোচারনে।
বলর্য্য মনোরোধে (?) কিবা নন্দের ভবনে ॥
রাসে অন্তধ্যানে প্রেমবৈচির্ত্তেরে কয়।
সম্পন্ন সম্ভোগ এই কহিল নিশ্চয় ॥
এক সম্ভোগ ত্বরে ত্বরেতে দর্শন।
দোল হুলি প্রহেলি পাসাতে খেলন ॥
রসদ্বারি কহি প্রেমবৈচিত্ত গমন।
নতিকারক হেন কহে ধিরগণ ॥
রত্নরসে ধুত নিদ্রা আর রসালস।
সম্পন্ন সম্ভোগ বলি কৃষ্ণ যাতে বস ॥
সম্পুর্ন সম্ভোগ এই কহিলাম সার।
রসজ্ঞে জানএ য়েই রসের বিচার ॥
শ্রীগুরুপাদপদ্ম মনে করি আস।
তর্ত্তনিরুপন কহে বৃন্দাবন দাস ॥

ইতি শ্রীতত্ত্বনিরূপন গ্রন্থ সম্পুর্ন্নং ॥ ০ ॥ সুভমস্তু সকাব্দা ১৭০১৭ সক মাহে ২৬ কার্ত্তিক চন্দ্রবাসরে বেলা অষ্ট দণ্ড য়োর্দ্ধে গ্রন্থলিখন সমাপ্ত ইতি ॥ :: ॥

৩২৭। দেহনিরূপণ।

রচয়িতা—লোচন দাস। পত্র ২-৩; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। ২ সংখ্যক পাতার ধার ছেঁড়া। পরিমাণ ১৪×৪৷৷০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৩৮ সাল।

দ্বিতীয় ও তৃতীয়, মোট দুইটি পাতা। প্রথম পাতা নাই। প্রাপ্ত অংশে দেহতত্ত্ব সম্বন্ধীয় কয়েকটি কথা আছে। পুথিখানি সহজিয়াদের বলিয়া মনে হয়।

২য় পত্রের আরম্ভ,—

কাম ক্রোধ বলি তার নাম জে আছয় ॥
ক্রোধ নামে রিপু তার দিজ আতরাপ (?)।
লোভ মোহ দুই রিপু গদস্থা তাহা··· ॥
কাম রিপু বলি তার কটাল কহিয়ে।
মদ মাত্সর্জ দুই রিপু হুকুমকারি যে ॥
কর পা···চাক্ষু আদি উপাঙ্গ জে হয়।
বিলাতির তৌসিল কাগজ লেখয় ॥
লোচন উপরে দুই মাতা হাতি ভাণ্ড।
তাহার উপর বাজয়ে কুন্তল বহু ॥
সব্বাঙ্গের লোম জত অলক মুলুক।
পাত্র মন্ত্রি প্রজা লঞা রাজার বহু সুখ ॥
মুলুক থাকিব কিসে অস্ত্র দেখি নাঞি।
বত্তিস দসন যন্ত্র অসি দেখ ভাই ॥ ইত্যাদি।

শেষ,—

রাজা কহে নিজ পাত্র এক বুদ্ধি ধর।
নঞা জাহো জথাচীত সুবিচার কর ॥
রাজা আজ্ঞা সুনি সিরোধায্য করি।
আর জত উপমন্ত্রি নঞা সুবিচারি ॥
ভুসন আনিয়াঁ জত বিচার করিল।
একে য়েকে উক্তি তার সমাধান কৈল ॥
তবে উঠি পাত্র গিয়া রাজার গোচরে।
সিদ্ধান্ত পক্ষের কথা কহে ধিরে ধিরে ॥
আপত্য বিচার কহে সিদ্ধান্ত হইল।
কহেন লোচন সব সুনেতে রহিল ॥
বিচার রাজসাজ কিরূপে জানিল।
অনুভবে জানে লোচন দুই কর ভরিল ॥

ইতি দেহনিরূপন গ্রন্থ সমাপ্ত ॥ ভিমস্বাপি রনে ভঙ্গ [ইত্যাদি]। পুস্তকং লিখিতং শ্রীহারাধন সো সাঃ বেল্যাতোড়ি······পাঠক শ্রীহরিদাস বৈষ্টব সাঃ বেল্যাতোড়ি ইতি সন ১২৩৮ সাল তাঃ ২৬ অগ্রাহন ॥ সনিবার ॥ পঃ মালিখাড়া সাঃ চৈতন্যপুরের পাটসালে বসি লিখনং ॥ আন্দাজী বেলা দুই পহরের সমএ ॥ সমাপ্ত হইল ইতি ॥

৩২৮। সূচক।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। পত্র ১-৪; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৮ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ১৪৷৷০×৪।০ ইঞ্চি। লিপিকাল প্রভৃতি নাই।

মোট চারিটি পাতা। মধ্যে মধ্যে অশুদ্ধিপূর্ণ সংস্কৃত শ্লোক আছে। রঘুনাথ দাস গোস্বামীর গুণাবলী-বর্ণনা পুথির প্রতিপাদ্য বিষয়।

আরম্ভ,—

৭শ্রীগুরুবে নমো নমঃ ॥

শ্রীচৈতন্যহরেঃ কৃপা সমদয়া [ইত্যাদি শ্লোক]।

শ্রীহরিচৈতন্য প্রভুর সর্ব্বক জারে দয়া।
কৃপা করি তাসভার ছাড়াইলা মায়া ॥
অপসরা সমান স্ত্রি পরস না করে।
ইন্দ্রের সমান আধিপত্য বহু ধরে ॥

জৈবন বিষ্টার সমান তারে ত্যাগ কৈল।
লিলাচলে চৈতন্যের চরন পাইল ॥
চিরদিন সেবা করে দাস রঘুনাথ।
আর নি গোচর হইব নয়ানের সাথ॥

••• ••• •••

শ্রীরাধাকৃষ্ণ পঞ্চ নাম জারে গৌর দিলা।
গোবর্দ্ধনের সিলা গুঞ্জামালা তারে সমর্পিলা ॥
ক্রেমে ক্রেমে বন জত গিরি গোবর্দ্ধন।
জত জত লিলা আর জত গুনগন ॥
স্বয়ং রাধাকৃষ্ণ দিলা করুনা করিয়া।
চৈতন্য গোসাইর অগন্য হইল দয়া ॥
এমতি রঘুনাথ দাস গোসাঞি আমার।
আর কি হইব মোর নয়নগোচর ॥

শেষ,—

শ্রীকৃষ্ণ প্রেয়সি শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণের দইতা।
বৃন্দাবনশ্বরি বট কৃষ্ণের মুহিতা ॥
অত্যন্ত দিনহিন আমার কোন গতি।
চরণ নিকটে তোমার না পাইলাম স্থিতী ॥
কেনে দয়া নাহি কর পতিত দেখিঞা।
রজনি দিবস কান্দে এতেক ভাবিয়া ॥
এমত প্রার্থনা করে রঘুনাথ দাস।
নয়ানগোচর কবে হইবে প্রকাস ॥

... ...

ইতি ॥ শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামিনো শ্রীগুনলেষসুচকং শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি বিরচিতং সুচকং সম্পুর্ন্নং ॥ ইতি ॥ * ॥ শ্রীরাধাকৃষ্ণ ॥

৩২৯। চৈতন্যতত্ত্বসার।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী পত্র ১-৪; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ এক এক পৃষ্ঠায় ১০ হইতে ১১ পঙক্তি। পরিমাণ ১০৳০ × ৫৷০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৭৭ সাল।

চৈতন্যদেবের পার্শ্বচর এবং ভক্তগণ, দ্বাপরে কৃষ্ণ অবতারের সময় কে কি নামে পরিচিত এবং কৃষ্ণলীলার সহিত কি ভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন, তাহাই পুথির বর্ণনীয় বিষয়।

আরম্ভ,—

শ্রীশ্রীরাধাবিনোদজিউ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
সর্ব্ব অবতারসার শ্রীচৈতন্য গোসাঞি।
অংস কলা আদি করি তাহাতে মিসাই ॥
শ্রীচৈতন্যতত্ত্বসার সুন সাবধানে।
গুরুবর্গ বন্ধুবর্গ পরিকর জনে ॥
দাসগন ভক্তগন অবতার জত।
সভে আসি হইলা চৈতন্য অনুগত ॥
প্রথমে জন্মিলা শ্রীমাধবেন্দ্র পুরি।
বৃন্দাবনে তিঁহো কল্পবৃক্ষ অবতরি ॥
তাঁর সিষ্য ইশ্বর পুরি উজ্জল তাহার।
আপনে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সেবক জাহার ॥

... ...

কেসব ভারতি পুর্ব্বে সান্দিপনি মুনি।
মথুরাতে জজ্ঞ পবিত্র কৃষ্ণকে দিল আনি ॥
গিরায়ো বস্ত্র দণ্ড হাথে দিলা সেই কালে।
নবদ্বিপনিলায় হেথা সন্যাষ করাইলে ॥
রঘুনাথে পড়াইলা বসিষ্ট তপধন।
সেইরূপে গুরু গঙ্গাদাস সুদর্শন ॥

শেষ,—

অনন্ত বৈষ্ণব জন্মিলা পৃথিবিতে।
কত রূপে বৈষ্ণব ফিরে কে পারে জানিতে ॥

বৈষ্ণব স্মঙরন জার জাতি প্রানধনে।
তাহা সভার সুখ হয় ইহার শ্রবনে॥
কুতর্কি কুবুদ্ধি সব বড় দুঃখ পায়।
আলাকনি (?) দিয়া সব উঠিয়া পালায়॥
নিন্দুক পাসণ্ডি স্থানে প্রকাস না করিবে।
এই নিবেদন মোর অবস্য রাখিবে॥
দেখিতে আপন চিত্তে মহাসুখ পাইবে।
সজাতিয় লোক সঙ্গে সদত দেখিবে॥
বৈষ্ণবচরনে মোর এই নিবেদন।
নিন্দুক পাসণ্ডসঙ্গ না করিহ কথন॥
বৈষ্ণব গোসাঞি হন পতিতপাবন।
রাধাকৃষ্ণলিলা জার স্মরন মনন॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি বিরচিতং শ্রীচৈতন্যতত্ত্বসার সমাপ্ত॥ ইতি সঙ্খেপনং ॥॥ ইদং পুস্তকং শ্রীকালীদাস বষু দাস॥ স্বহস্তে লিখিতং॥ সন ১২৭৭ সাল॥ হরয়ে নমঃ॥ সমাপ্ত গ্রন্থ॥ শ্রীচৈতন্যতর্ত্তসার॥ সন ১২৭৭ সাল॥

৩৩০। চৈতন্যতত্ত্বসার।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। পত্র ১-৫; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১২ হইতে ১৪ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ৯×৬ ইঞ্চি। লিপিকাল ১১৮১ সাল। বর্ণনীয় বিষয়—পূর্ব্ব পুথির অনুরূপ। শেষ,—

কুতর্কি কুবুদ্ধি সব বড় দুখ পায়।
আনাকানি দিয়া সব উঠিয়া পালায়॥
নিন্দুক পাসণ্ড স্তানে প্রকাস না করিবে।
এই নিবেদন মোর অবস্য রাখিবে॥
বৈষ্ণবচরনে মোর এই নিবেদন।
নিন্দুক পাসণ্ডসঙ্গ না কর কথন॥
বৈষ্ণব গোসাঞি হন পতিতপাবন।
রাধাকৃষ্ণলিলা জার স্মরন মনন॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিবিরচিতং শ্রীচৈতন্যতত্ত্বসার সমাপ্তঃ। ইতি জথাদিষ্টং তথা লিখিতং [ইত্যাদি]॥ ইতি সন ১১৮১ সাল ঃ। তারিক ঃ। ২২ ফাল্গুন রোজ ব্রহস্পতি বার ঃ॥

৩৩১। আশ্রয় নির্ণয়।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস। পত্র ১-৫; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি করিয়া লেখা। পরিমাণ ১৩৸০×৫ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২১৯ সাল। পুথিখানিতে ভজনতত্ত্ব সম্বন্ধীয় উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। আরম্ভ,—

৵৭শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণঃ॥

আশ্চয় নির্ন্নয় নিরুতে॥

অথ আশ্চয় পঞ্চ প্রকার ঃ কি কি পঞ্চ প্রকার॥ নামাশ্চয় ঃ মন্ত্র আশ্চয় ঃ ভাব আশ্চয় ঃ প্রেম আশ্চয় ঃ রস আশ্চয় ঃ এই পঞ্চ প্রকার॥ তথাহি॥ রসভক্তিচন্দ্রিকায়॥

আশ্চয়ের কথা কিছু করি নিবেদন।
জেমতে আশ্চয় হয় সুন স্রুতাগন॥
এই ত আশ্চয় হয় পঞ্চ প্রকার।
ক্রমে ক্রমে কহি তবে করিয়া বিস্তার॥

নাম আশ্চয় ১ মন্ত্র আশ্চয় ২ ভাব আশ্চয় ৩ প্রেম আশ্চয় ৪ রস আশ্চয় ৫॥

এই পঞ্চ মত হয় আশ্চয় নিন্নয় ।
প্রবর্ত্ত সাধক সির্দ্ধ তথি মধ্যে হয় ॥
প্রবর্ত্তের নাম আশ্চয় মন্ত্র আশ্চয় হয় ।
সাধকের ভাব আশ্চয় জানিহ নিশ্চয় ॥
সির্দ্ধের প্রেমাশ্চয় রস আশ্চয় আর ।
আর আশ্চয় নির্ন্নয় এই পঞ্চ প্রকার ॥

মধ্য,—

অথ প্রেম : প্রেম বলি কারে : শ্রীরাধিকা : প্রেমের অন্ত কি : আসক্তি : বলি কারে : পরকিয়া ভাব পৃত ॥ পাত্র কে : শ্রীরাধাকৃষ্ণ : কোন রতি : বিলাস রতি : অথ রসে : রস বলি কারে : শ্রীরাধাকৃষ্ণনিলা : কৃয়া কি সম্ভোগ : কয় মত : প্রকার দুই মত : প্রকার কি : সকিয়া : পরকিয়া : সকিআর পাত্র কে : রুক্মিনি : পরকিয়ার পাত্র শ্রীরাধিকা : শ্রীরাধিকার কোন রতি : সামথা রতি : সামথা বলি কারে :

সামথা রতি হয় ঐছে বেবহার ।
কৃষ্ণসুখ বলি তিহো না জানয়ে আর ॥

শেস,—

শ্রীমতির হার : ৩ তিন : রত্নমালা ১ এক : মুক্তামালা ১ : কাঞ্চনমালা ১ এক এই তিন হার ॥ কৃষ্ণের মালা তিন : কি ২ : বনমালা ১ এক বৈজন্তি ১ এক মুক্তা ১ এক এই তিন মালা : ॥ কহিলাম : ॥

ইহাতে অবিশ্বাস হইব জাহার ।
কোন কালে কৃষ্ণপ্রাপ্তি নহিব তাহার ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথপদে জার আস ।
আশ্চয়নির্ন্নয় এই কহে কৃষ্ণদাস ॥ * ॥

ইতি : শ্রীআশ্চয়নির্ন্নয় গ্রন্থ সমাপ্ত ॥ জথা দিষ্টং তথা লিখিতং ॥ শ্রীরামমোহন মিত্রী নিবাস : সাং গামির্জা বাবুর বাড়ি ॥ ইতি সন ১২১৯ সাল তারিখ ৪ আসাড় : এই পুস্তক সমাপ্ত হইল : শ্রীযুত মোহনলাল হরকরার : বৈইটকখানায় পশ্চীম দ্যারি : বসিএ বেলা চারি দণ্ডের ওক্তে সেস হইল ॥ এই গ্রন্থ জে জানিবার স্বরূপ চুরি করিআ রাখিবেক সেই মহাপাপের পাতকি : ॥ সেই বিয়ান্যা হইবেক ॥

৩৩২। আত্মনিরূপণ।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস। পত্র ১-৩ ; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১১ হইতে ১৩ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ১৪ × ৪৸৹ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৪৭ সাল। সহজিয়া পুথি।

আরম্ভ,—

৴৭শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণঃ ॥
অথ আত্মনিরূপন ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য চেতন হৃদয় ।
জয় জয় নিত্যানন্দ গুরু মহাসয় ॥
জয় জয় অদ্বৈতচন্দ্র বৈষ্টবের রূপ ।
গুরু কৃষ্ণ বৈষ্টব এই তিনে একরূপ ॥
নিতাই চৈতন্য দুহে হইত সদয় ।
চন্দ্র সুয্যরূপে কৈল হৃদয় উদয় ॥
অতএব হৃদয়ানন্দ নিতাই চৈতন্য ।
দোহে হৃদে ধরে জেই সেই মহাধন্য ॥
এই দেহে সেই প্রভু সদা বিরাজমান ।
ইহা না জানিয়া জিব ভজে অন্য স্থান ॥
জগতজিবন প্রভু ভকতহৃদয় ।
কেমনে আছএ প্রভু সুনহ নিশ্চয় ॥

... ...

এক দেসে স্থিতি চন্দ্র জগতে উদয়।
এরূপে আছেন প্রভু ভকতহৃদয়॥
অতএব জেই জানে দেহ আত্মা সার।
সিঘ্রগতি প্রভু পায় কহিনু জে সার॥

মধ্য,—

নাএকের সঙ্গ হইলে রসপ্রেম জন্মিলে। তাহাতে পরম বস্তুর উৎপতি। তার এক বিন্দু নিকসিলে কাম ডুবে। কামের দেস হয় কে। চেতন চিন্তিত অঙ্গিকৃত॥ নিতাই চৈতন্য অদ্বৈত তিন দেসে তিন স্থিতি। মুখে চেতন চৈতন্য বক্ষে চিন্তিত নিত্যানন্দ॥ অঙ্গিকৃত অদ্বৈত অধেতে॥ তিন দেসে তিন রতি। কামের স্থিতি মস্তকে। তাহাকে সত্তা বলি। প্রেমের স্থিতি চন্দ্রমুণ্ডলে তাহাকে মহাসর্ত্তা বলি। সত্যা জিব আত্মা॥ মহায়াত্মা পরময়াত্মা। জিব আত্মা নারায়ন॥ ইত্যাদি।

শেষ,—

সকাম সে প্রেম এই নিজ প্রেমানন্দ।
নিস্কাম প্রেম হয় কৃষ্ণসেবানন্দ॥
তাপ অন্ধ এই দুই কামের আক্ষান।
কিরোজ্যোতেসাসেতলগুনে প্রেমধরেনাম॥
জদি তাপগুনে হয় কিরন স্বহায়।
স্যুয্য দিষ্টীপাত করে নাগে অন্ধকার প্রায়॥
অতএব তাপে হয় অন্ধকার জোগ।
অমবর্ষা তিথি রাহু স্যুয্য করে ভোগ॥
কাম সম্বন্ধে প্রেম সেহ সর্ত্ত হয়।
তার পর হিতকাম প্রেমের উদয়॥
শ্রীরূপ রঘুনাথপদে জার আস।
আত্মানিল্যয় এই কহে কৃষ্ণদাস॥ * ॥

ইতি আত্মানিরূপন সমাপ্ত॥ ইতি সন ১২৪৭ সাল তাং ২৫ চইত্রী ধাদণ্ডায় বসিয়া লেখা জায়।

৩৩৩। স্বরূপবর্ণন।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস। পত্র ১-৯; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ৯৸০ X ৪৸০ ইঞ্চি। লিপি-কাল নাই।

চৈতন্য মহাপ্রভুর যে সকল পার্শ্বচর ও ভক্ত আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের স্বরূপ অর্থাৎ দ্বাপরে কৃষ্ণলীলার সময় তাঁহারা কে কি নামে পরিচিত ছিলেন, পুথিতে তাহাই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আরম্ভ,—

৵৭শ্রীশ্রীহরি॥

কনকরুচিরগৌরং [ইত্যাদি শ্লোক]।
জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় শ্রোতাগন স্থন হএ একমন।
গৌরচন্দ্র অবতার হৈলা যে কারন॥
শ্রীঅদ্বৈত নিত্যানন্দ আর ভক্তগন।
সভাই আইলা জিব করিতে তারন॥
কলিযুগে জিব সব পাপে হৈল নাস।
এই নাগি সঙ্গে সব করিলা প্রকাশ॥
আপনে আইলা গৌর স্থন তার কথা।
স্থনিতে লাগয়ে স্থখ লীলামৃতগাথা॥
ব্রজেন্দ্রনন্দনরূপে হৈলা অবতার।
পরম স্থন্দরি সখিগন সব আর॥
তাঁহা সভা নঞা কৈল বহু স্থখোল্লাষ।
অবসেস কিছু আছে করিবেন প্রকাশ॥
তিন বাঞ্চা অভিলাস করিতে পুরন।
এই হেতু অবর্তির্ণ হৈলা নারায়ন॥

মধ্য,—

জয় শ্রোতাগন স্থন হএ একমন।
সব ভক্ত গোরা সঙ্গে হৈলা অবতীর্ন্ন॥

চা সভার স্বরূপ কহি স্থন সাবধান।
সখা সখি মাতা পীতা আর বন্ধুগন ॥
জগন্নাথ মিশ্র আর সচি ঠাকুরানি।
আপনে শ্রীনন্দঘোস তাহার ঘরনি ॥
তবে কহি বিষ্ণুপ্রিয়া ··· ···।
রুক্মিনিস্বরূপ পুর্ব্ব অবতার গনি ॥
বসুধা জাহ্নবি খ্যাতি জানিহ জাহার।
কৈলাষসিখরে বাস এই সক্তি তার ॥
কৃষ্ণপ্রিআ বলি জার বৃন্দাবনে বাষ।
গৌরাঙ্গের সঙ্গে তিহ গদাধর দাস ॥

ভণিতা,—

শ্রীরুপ রঘুনাথপদে জাব আস।
স্বরুপ বর্ণ্ণন কিছু কহে কৃষ্ণদাস ॥

শেষ,—

রূপগোসাঞি ব্রজলীলার করিল বিস্তার।
পরকিয়ার মত তথা করিল প্রচার ॥
পুর্ব্বে সেই মত তিঁহ গ্রন্থ বিবরিলা।
নিজ গ্রন্থে স্বকিআ করি তাহা আচরিলা ॥
এক দিন নিবেদন করিল তাহারে।
শ্রীরুপ কৃপা কৈল বহু তাঁহার উপরে ॥
কৃপায় করিল ব্রজলীলার প্রচার।
গৌড়দেশ নঞা তিঁহ করিল বিস্তার ॥
তিঁহ কৃপা কৈল গ্রন্থ হৈল তিন জনে।
নমস্করি গৌড়দেশ করিল গমনে ॥
শ্রীরুপের আজ্ঞা তাথে রাধাকৃষ্ণলীলা।
গৌরবাসি লোক সব তাহা আচরিলা ॥
শ্রীরুপ রঘুনাথপদে জার আস।
স্বরুপ বর্ণ্ণন কিছু কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি স্বরুপবর্ণ্ণন সমাপ্ত ॥০॥ জথা দিষ্টং তথ লিখিতং লিখক দোষ নাস্তিকং ॥ লিখিতং শ্রীবলরাম দাস সাঃ যাগরাকাটা ॥

৩৩৪। স্বরূপবর্ণন।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস কবিরাজ। পত্র ৯; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৮ পঙ্‌ক্তি করিয়া লেখা। পরিমাণ ১১৸০ × ৪ ইঞ্চি। লিপিকাল ১১৭২ সাল। বিষয়—পূর্ব্বের পুথির অনুরূপ।

শেষ,—

একদিন নিবেদন করিল তাহারে।
শ্রীরূপের কৃপা হৈল তোমার উপরে ॥
তিন জন কৃপা কর কিছু গ্রন্থ সার।
গৌড়দেসে লইয়া তাহা করিল বিস্তার ॥
তেহোঁ কৃপা কৈল শ্রীদাস নরোত্তমে।
নমস্করি গৌড়দেষে করিল গমনে ॥
শ্রীরূপের আজ্ঞা তাহে রাধাকৃষ্ণলিলা।
সুখে গৌড়বাসি লোক আচরিলা ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথপদে জার আস।
স্বরূপ বর্ণন কিছু কহে কৃষ্ণদাষ ॥

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজবিরচিতং স্বরূপবর্ণনং সমাপ্ত ॥*॥ এ গ্রন্থ শ্রীরামানন্দ বসুর স্বাক্ষর-লিখিতং মোকাম কাইগা সন ১১৭২ এগার সও বাহত্তরি সাল তারিখ ২৯ বৈসাখ বেলা তিন প্রহর ॥

৩৩৫। স্বরূপবর্ণন।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস কবিরাজ। পত্র ১, ৩-৫; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রথম পৃষ্ঠায় ১১, অবশিষ্ট পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ১৩৸০ × ৪৸০ ইঞ্চি। লিপিকাল নাই।

পূর্ব্বে এই নামীয় দুইখানি পুথির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। সামান্য পাঠভেদ ছাড়া তাহার সহিত আলোচ্য পুথির আর কোনও পার্থক্য দেখা গেল না।

শেষ,—

একদিন নিবেদন করিল তাহারে।
শ্রীরূপের কৃপা হইল তোমার উপরে॥
তিন জনে কৃপা কর কীছু গ্রন্থ…।
গৌড় দেসে নয়া তাহা করিব বিস্তার॥
তেহ গ্রন্থ কৃপা কৈল জেই তিন জনে।
নমস্করি গৌড়দেশে করিব পয়ানে॥
শ্রীরূপের আজ্ঞায় রাধাকৃষ্ণলিলা।
সুখে গৌড়বাসি লোকে তাহা আচরিলা॥
শ্রীরূপ রঘুনাথপদে জার আস।
স্বরূপবন্নন কিছু কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীস্বরূপ বন্নন গ্রন্থ সম্পন্ন॥ * ॥ জথা দিষ্টং তথা লিখিতং গ্রন্থ মাধুরিদাস তথাহ শ্রীকুঞ্জবেহারি দাসস্য তার ভাই শ্রীমাধুরিদাস গ্রন্থ লিখিতং ইতি শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ জয়ত্যাং॥ঃ॥ অনর্পিতচরীং চিরাৎ [ইত্যাদি শ্লোক]।

৩৩৬। লবঙ্গচরিত্র।

রচয়িতা—মুকুন্দদেব গোস্বামী। পত্র ১-১৪; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১৩ পঙ্ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। ১ম হইতে ৫ম পত্রের দক্ষিণাংশ ছিন্ন। পরিমাণ ৭॥০ × ৫ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২১৩ সাল।

পুথিখানি সহজিয়া মতের। নাড়ীতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব, কামতত্ত্ব, অষ্ট ধাতু, বস্তুতত্ত্ব ইত্যাদি পুথির আলোচ্য বিষয়।

আরম্ভ,—

৭শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নম।

জীবনাড়িগতোক্তঞ্চ ভূতনাড়িপ্রদীপক।
নাড়িনবমশ্লেষানাং অবেদশ্চ মন্থর্ত্তমাঃ॥

অথ দেহতর্ত্ত ধড়তর্ত্ত বস্ত নিরূপন॥ আদৌ নাড়িতর্ত্ত লিখ্যতে॥ নবম নাড়ি॥

ইঙ্গলা প্রথমা নাড়ি … অধিকারি।
দ্বিতিয় পিঙ্গলা নাড়ি নিবেদন করি॥
ব্রহ্মার দ্বিতিয় পিঙ্গলা নামে নাড়ি।
সেই সে পিঙ্গলা নাড়ি পিত্ত অধিকারি॥
শিবের কৌশলা নাড়ি রস অধিকারি।
তিন জনা তিন নাড়ি কহিয়ে বিবরি॥
আত্মারাম রামেশ্বর আর দেহ আত্মা।
তিন জনের তিন নাম তিন তিনের কর্ত্তা॥
তার পর জীবআত্মা দেহের বিলাস।
বৈধির আশ্চিত হঞা পুরে শব আস॥
অর্দ্ধদেহ অধিকারি জীবআত্মা হয়।
বৈধিরূপে জীব ভোগ নানা সে করয়॥
পরমাত্মার অর্দ্ধ অঙ্গ হয় রাগরূপে।
রাগের শম্মন্দে আত্মা বিলাস শ্বরূপে॥
ইঙ্গলা নামেতে নাড়ি হয় জীবরতি।
গন্ধকালা নামে জিব আত্মার প্রকৃতি॥

মধ্য,—

এইরূপে দেহতর্ত্ত হইল নিরূপন।
দেহের বিস্তান্ত কিছু করি নিবেদন॥
দেহেতে শকল আছে তাহা কহি শুন।
শপ্ত স্বর্গ সপ্ত পাতাল চৌর্দ্ধ ভূবন॥
সপ্ত সায়র বত্তিষ কোটা আর নব নাড়ি।
সুমেরুশৃঙ্গে তায় বাঁকা নদি বেড়ি॥
হিত চিত পরহিত্ত পরতন্ত্র তাহে।
শহজ ধর্ম্মের কথা সহজেতে কহে॥

নাড়িতর্ত্ত ধড়তর্ত্ত শুক্রতর্ত্ত আর।
কহিব তাহার তর্ত্ত করিয়া বিচার॥
তথাহি॥
নাড়িশুক্রবিন্দুঘর্ম্মধড়তর্ত্তনিরূপনঃ।
কায়া সহজরূপে ধর্ম্মাতায় জলং বপুঃ॥ইতি॥
প্রথম ধড়ের তর্ত্ত গুহ্য গুপ্ত দেশ।
কহিব তাহার তর্ত্ত স্থনহ বিশেষ॥
গুহ্য গুপ্ত·চন্দ্রদেশ শহজপুর নাম।
সির্দ্ধ রতি শহজ বস্তু ধড় অবিধান॥
প্রথমে কহিয়ে ধড় ককার উচ্চার।
কামশরবরে হয় ধড় সংস্কার॥
ককার বর্ণেতে হয় কংকালীর মুর্ত্তি।
তাহারে ছাটিয়া পাই সেই কামগায়ত্রী॥

শেষ,—

সেই শ্বেত শুক্রবিন্দু অম্বল পুরিত।
তায় আসি জিবশক্তি ঈশ্বরঘটিত॥
প্রলয় করিবে তায় সাবধান হইয়া।
সহযের এই ধর্ম্ম গ্রন্থে দিল কহিয়া॥
এইত সহজধর্ম্ম হইল নিরূপন।
ইহা বলি গুঢ় মর্ম্ম স্থন ভক্তগন॥
এক ধর্ম্ম এক সঙ্গ একের সংযোগ।
সাহাজিক রতি হয় প্রনয় সম্ভোগ॥
একের সঙ্গেতে রতি প্রনয় করিবে।
তবে আত্মারামেশ্বর বুঝিতে পারিবে॥
দ্বিতিএর সঙ্গ হইলে ধর্ম্ম নষ্ট হয়।
লবঙ্গচরিত্র গ্রন্থ মুকুন্দেব কয়॥

ইতি শ্রীমকুন্দেব :গোস্বামিবিরচিতায়াং শ্রীলবঙ্গচরিত্র গ্রন্থঃ শংপূর্ন্নং ইতি লিখিতং শ্রীগোলকনাথ ঘোষ জথাদিষ্টং [ইত্যাদি]। শাঃ ভোতা পরগনে বর্দ্ধমান সন ১২১৩ সাল তারিখ ১ জৈষ্টি রোজ মঙ্গল বার॥

৩৩৭। সাধনদীপিকা।

রচয়িতার নাম নাই। পত্র ১-৪; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। শেষ পৃষ্ঠায় ৯ এবং অন্যান্য পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি করিয়া লেখা। পরিমাণ ৮॥০ × ৫ ইঞ্চি। লিপিকরের নাম-ধাম বা লিপিকাল নাই। পরকীয়া-ভাবের সাধনবিষয়ক কয়েকটি কথা এই ক্ষুদ্র পুথিখানিতে বিবৃত হইয়াছে। আরম্ভ,—

৭শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ॥
দাসভাবে দাস্য বৈশে সাধকগরিমা।
সদা গতাগত করি সিদ্ধির লয় সিমা॥
গুরুচরণ আশ্রয় করি দাস নাম ধরে।
বৈষ্ণব সেবা করে যে ভক্ত বলি তারে॥
সক্ষ্য সান্ত দাস্য বাৎসল্য এহি চারি হয়।
ইহার অন্তরে আছে ভাবের নিলয়॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণব জেহি ভজিবার পারে।
শ্রীরাধাকৃষ্ণ হয় তার নেত্রগোচরে॥
অল্প ভাগ্যে নাহি মিলে বৈষ্ণবচরণ।
প্রেমভক্তিদাতা প্রভু ভক্তপরায়ণ॥

তৃতীয় পত্রে,—

গোস্বামী ঠাকুর সব প্রকট হইয়া।
পরকিয়া ধর্ম্ম দিলা প্রকাশ করিয়া॥
জে ধর্ম্ম দৈব বেদবিধির অগোচর।
সে ধর্ম্ম পাইল মূর্খ পণ্ডিত সকল॥
গুরুমুখে মন্ত্র স্থনি জন্মে তত্ত্বজ্ঞান।
গাড়ক চাতক জলে করয়ে সন্ধান॥
লোধোধ দাবিড় চোর জেন পর দ্রর্বে।
এমত জাহার তৃষ্ণা সেহি পাবে সর্বে॥

শেষ,—

এহি চর্ম্মচক্ষে কৃষ্ণ দেখিতে না পাও।
বৈষ্ণবের অঙ্গে কৃষ্ণ স্থখি বলি জাও॥

জত কিছু সেবা দেখ আপনার মতে।
সোমাধা করিব গুরু বৈষ্ণব দ্বারাতে ॥
তবে কৃষ্ণসেবা হয় না কর বিস্ময়।
গোস্বামির আজ্ঞা এহি সব গ্রন্থে কয় ॥
শ্রীরূপ সনাতন বলিহারি জাঙ।
সাধনদ্বিপীকা মনে সদায় জাগাঙ ॥
ইতি সাধনদ্বিপীকা গ্রহন্থ শংপূর্ন্ন ॥

৩৩৮। জীবমঞ্জরীতত্ত্বনিরূপণ

রচয়িতার নাম নাই। পত্র—১, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রথম পৃষ্ঠায় ১০ ও দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ১১ পঙ্‌ক্তি লেখা। পরিমাণ ১৪×৪৮৹ ইঞ্চি। লিপিকাল ১১৭৫ সাল।

মোট একটি পাতায় পুথি সমাপ্ত। ভাষা গদ্য ও পদ্যময়। প্রথম ও শেষ অংশ হইতে খানিকটা তুলিয়া দিলাম।

৭ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণঃ ॥

খেতি জল বাউ অগ্নি আকাষ আকার।
এই পঞ্চরূপে হৈল দেহের সঞ্চার ॥
ইহার বিজ সনি[ত] যুক্তে ইহাতেই আধার হয়।
ইহাকে ভূতআত্মা বলি অধেয় বস্তু কী হয় ॥
জিব আত্মা পরম আত্মা আত্মারাম।
আত্মারামেশ্বর এই চারো হয় ॥

দষ ইন্দ্র হয় রিপু ইহার নিলার স্বহায়কর্ত্তা হয়। জিবআত্মা সংজোগ হয় ক্র্য়া সারিলে জে বস্তু বলি ইহাতেই ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার হয় ॥ ক্র্য়া অনুসারে ভোগাদি প্রাপ্তি হয়। ইহারা স্থিতি কিষে। তিন গুনে তার নাম কি: সর্ত্ত রজ তম। ইহারা কে বটেন। সর্ত্তে বিষ্ণু রজে ব্রহ্মা তমে হর। এই তিন বর্ত্তমান কিষে। বাই পিত্য শ্লেলেস্মা। এই তিন ধাউত পরমাত্মাতে গত হইলে। জোগসাধন বলি ইহাকে স্থূর্দ্ধ সত্ত বলি ॥

শেষ,—

প্রকটলিলাতে কি, মদনগোপাল গোপিনাথ গোবিন্দ এ তিন, গৌরলিলাতে কে, নিত্যানন্দ চৈতন্য অদ্যৈত। প্রমান কি। স্বয়ংরূপ তদেকাত্মা রূপাবেষ নম, প্রথমে এই তিন রূপে রহে ভগবান। বর্ত্তমান কিষে, দেহে, তার লক্ষ্যণ কি, কাইক, বাচিক মানষিক। এই তিন বর্ত্তমান। প্রমান কি। কাইক অদ্বৈত, বাচিক নিত্যানন্দ, আনন্দরূপ মানসি চৈতন্য চেতনরূপ, এই তিন লিলা করিতেছেন।

অদ্যাবধি সেই লিলা করে গৌররায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায় ॥
হৃদয়ে ধরয়ে চৈতন্য নিত্যানন্দ।
এই সব সির্দ্ধান্তে যে পাইবে আনন্দ ॥
অতএব জার বস্তু তাথে নিজজিয়া।
সদা ব্রজে বাষ কর মন শুর্দ্ধ হইয়া ॥০॥

ইতি জবামুঞ্জরিতর্ত্তনিরুপন সমাপ্ত ইতি সন ১১৭৫ মাঘ ॥

৩৩৯। রসতত্ত্বকল্প।

রচয়িতা—রাধামোহন দাস। পত্র ১-১৬; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১২ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ১০৮৹×৫।০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১১৮৪ সাল।

গ্রন্থকার, পুথিখানি নরোত্তমের মুখ দিয়া

প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু পুথির প্রতিপাদ্য বিষয়—পরকীয়া সাধনমূলক সহজ ধর্ম্ম।

আরম্ভ,—

শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রায় নম ॥

নামচিন্তামনি কৃষ্ণ [ইত্যাদি শ্লোক।]
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময়।
জয় জয় নিত্যানন্দ করুণাহৃদয় ॥

ইত্যাদি বন্দনার পর গ্রন্থারম্ভ,—

স্থন স্থন রামচন্দ্র কবিরাজবর।
মাধুর্য্য কথা এ তিন লোকের পর ॥
রসিক ভকত জেই মাধুর্য্যেতে রত।
ঐশ্বর্য্যেতে রত হয় সকল জগত ॥
কল্প উর্দ্ধে জখনেতে কিছু নাঞি ছিল।
গন্ধগিরি বলি এক পর্ব্বত আজেসিল ॥
তাহার নিচেতে কিছু মেদনি রহিল।
পৃথিবি বলিয়া নাম তাহার জে হৈল ॥
গন্ধগিরির ধারা প্রকৃতি মেদনি গর্ব্ভবতি।
তাহাতে জন্মিলা দুই পুরুস প্রকৃতি ॥
তনয় তাহার নাম গন্ধগিরি হৈলা।
তনয়া তাহার নাম মেদনি রহিলা ॥
গন্ধগিরি হৈতে অনেক পুরুস জন্মিলা।
মেদনি হইতে অনেক প্রকৃতি হইলা ॥
পুরুস প্রকৃতি দুই অনেক জন্মিলা।
দুই দুই করি সভার স্থান বাটী দিলা ॥
এক জাতি হৈলা সভে একুই আচরন।
আপন আপন কার্য্য সভে প্রায়তজন ॥
ভক্ষনসামিগ্রী এই অনেক শ্রীজিল।
জনে জনে এক এক কুঞ্জ বনাইল ॥
প্রকৃতি পুরুস সব শ্রীষ্টী করিঞা।
জনে জনে রহে সভে গৃহস্ত হইঞা ॥
... ...
গন্ধগিরির এক পুত্র নন্দ নামে হৈলা।
জসোদা নামেতে এক গৃহিনী রাখিলা ॥
প্রাকৃত পুরুস হৈলা নন্দ মহাসয়।
গুন নির্গুন তাহা কিছু না জানয় ॥
তাহার হইলা তবে দুইত নন্দন।
এক পুত্র গুনি হৈলা আর ত নির্গুন ॥

—ইত্যাদি ২।৩ পত্র।

সপ্তম পত্রে,—

ত্রেতা যুগেতে জখন রঘুনাথ হৈলা।
বাপের সত্য পালিতে তিহোঁ বনে প্রবেসিলা ॥
সিতা লয়্যা কুটীর করিলা এক স্থানে।
সেইখানে সিতা হরি লইল রাবনে ॥
রাবনে মারিয়া সিতা লইয়া আসিলা।
অগ্নীতে আহুতি দিঞা পরিক্ষা করাইলা ॥
সেই স্থানেতে রহে জত মুনিগন।
সভার নহিলা সিতা পরিক্ষা করেন ॥
শ্রীরামের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুনিগন।
আক্ষেপ করিঞা করে বিধাতা নিন্দন ॥
জদি বিধি আমা সভায় নারি নিরমাথ্য।
শ্রীরামেরে দেহ দিলে সার্থক হইত ॥
এই এক বাঞ্ছা সভার করিতে পুরন।
... ...
বাঞ্ছা পুরিত আমি করিব সভাকার ॥
... ...
ভরথমুখে স্থনিলেন মাধুর্য্যের কথা।
চিত্তে লোভ হৈল আমি করিব সর্ব্বথা ॥

ভণিতা,—

শ্রীগুরু বৈষ্ণবপদ মনে করি আস।
রসতত্ত্বকল্প কহে রাধামোহন দাস ॥

শেষ,—

এইত কহিলাম আমি সকল আচার।
চৈতন্য গোসাঞী মোরে কর অঙ্গিকার ॥

সাধন ভজন নাহি জানি ভকতি আচার।
আপনার গুনে প্রভু মোরে কর পার॥
বৈষ্ণব গোসাঞী মোরে হয় কৃপাময়।
তোমরা করিলে কৃপা সর্ব্বসিদ্ধী হয়॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণবপদ মনে করি আস।
রসতত্ত্বকল্প কহে রাধামোহন দাস॥

ইতি রসতত্ত্বকল্প সমাপ্ত ॥০॥ লিখিতং শ্রীচৈতন্যচরন দাস সাকীম রামজীবনপুর পরগনে ষরকোনা সন ১১৮৪ সাল তারিখ ১৩ চৈত্র রোজ সোমবার ॥*॥

৩৪০। গোবিন্দরতিমঞ্জরী।

রচয়িতা—ঘনশ্যাম দাস। পত্র ১৪-১৯; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। সমস্তগুলি পত্রের দক্ষিণাংশ গলিত। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি করিয়া লেখা। পরিমাণ ১১ × ৪৸০ ইঞ্চি। লিপিকাল নাই।

পুথিখানির ১ হইতে ১৩ পাতা পর্য্যন্ত নাই; মাত্র শেষের ছয়টি পাতা আছে। তাহাও আবার ডান দিকে এমন গলিয়া গিয়াছে যে, কোনও একটি শ্লোক বা পদ সম্পূর্ণ তুলিবার উপায় নাই। প্রাপ্ত অংশে কৃষ্ণলীলাবিষয়ক ৪৫টি সংস্কৃত শ্লোক এবং তদুচিত বাঙ্গালা পদ আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাহার একটিও সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিতে পারা গেল না। সংস্কৃত শ্লোকগুলির রচয়িতা কে, জানা যায় না। পদগুলিতে ঘনশ্যাম দাসের ভণিতা আছে। নমুনাস্বরূপ নিম্নে কিছু উদ্ধৃত করিলাম।

স্বকুলকুলগৌরবং নিজবপুস্বত্যর্পিতং মাধব
ত্বং দুষ্প্রাপ্য বি... ... ... ।
সর্ব্বস্বং বিনিবেদ্য বামনপদে মূর্দ্ধানমপ্যর্পয়
ন্যস্তং ভূপমধো নয়ন্তি···শ্যামাত্মনে তন্নমঃ॥
তুহুঁ গগন পরসায়ি।
তৈখনে তেজলি তায়ি॥
শুন শুন নাগররাজ।
তোহে বুঝি ঐছন কাজ॥ ধ্রু॥
... ...
সো পুন কৈছে নিদান।
কব কিয়ে হোত না জান॥
অতয়ে নিবেদিয়ে তোয়।
তোহেঁ জানি অপজস হোয়॥

পঞ্চদশ পত্রে,—

ব্যামুগ্ধোঽপি ন লক্ষ্যতে পুরসুহৃদ্‌বৃন্দৈর্গভীরাশয়-
স্তীব্রাস্ত··························· তে।
ত্বদ্বার্ত্তালবমাকলয্য মুরজিদ্ধৈর্য্যাবলম্বেঽক্ষমঃ
শ্বাসোল্লাসমুদগ্র···পদং যত্তেঽলিখৎ তৎ শৃণু॥

হিয়ে বিরহানল জলত নিরন্তর
লখয়ি না পারয়ি কোয়ি।
জনু বড়বানল জলনিধি অন্তরে
... ... ॥
তুয়া গুন নাম গুপত অবলম্বন
সোই সতত জপমন্ত্র॥ ধ্রু॥
তুহারি সংবাদ সুনল যব মো সঞে
ধৈরজ......... ।
গদ গদ বোধন ভাষ॥
নখরশিখরে মহি লেখি বুঝাওল
কহইতে নাহি যছু ঠাম।
মরমক বেদন মরমে সমাপই
... ... ॥

শেষ,—

······কোন কি করি কাহাঁ আছিয়ে
অনুভবি ওর না পাই।

কহ ঘনশ্যাম দাস জগ মানস
মোহন মোহিনি তাই ॥
... ...

ইতি শ্রীগোবিন্দরতিমঞ্জর্য্যাং...মস্তবকঃ ॥৫॥ সমাপ্তশ্চায়ং গোবিন্দরতিমঞ্জরী ॥০॥ শ্রীশ্রীগুরু জয়তী ॥ ইতিত্যাদী ॥

৩৪১। নিগম।

রচয়িতা—গোবিন্দ দাস। পত্র ১-৮; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ৯ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ১৭॥০ × ৪৸০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২২৬ সাল।

ভক্তের মাহাত্ম্য, বৃন্দাবন, পুরী এবং নবদ্বীপ, এই তিন স্থানের অভিন্নতা ও গৌরাঙ্গ অবতারের প্রয়োজনীয়তা এবং পূর্ব্বাভাস, এই বিষয়গুলি পুথিতে আলোচিত হইয়াছে।

আরম্ভ,—

৺৭শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ॥ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রায় নম ॥
নারাধিতং কলিযুগে [ইত্যাদি শ্লোক]।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ অবতারে।
আপনার গুনে সব জিবে করেন পারে ॥
বন্দিব সে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচুড়ামুনি।
পদ্মাবত্তি সখি বন্দো জোড় করি পানি ॥
বন্দিব শ্রদ্ধাতে গুরু বৈষ্ণবচরন।
জাহা হৈতে পাইল ভাই জ্ঞান অঞ্জন ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলরাম নিত্যানন্দ।
আপনার গুনে জিবে দিলা প্রেমানন্দ ॥

তৃতীয় পত্রে,—

শ্রীবৃন্দাবনভুমি কভু নাহি ছাড় হরি।
তবে কেনে জাব বোল নবদ্বিপ পুরি ॥
ইহার বিশেষ কথা কহিবে আমারে।
মায়া না বুঝিতে পারি স্থন গদাধরে ॥
স্থনহ নারদ মুনি কহিল তোমারে।
এক বৃক্ষের মুল সপ্ত পাতাল ভিতরে ॥
দুই ডাল আছে তার প্রবল গঠন।
তার এক ডাল নাম ধরে বৃন্দাবন ॥
আর এক ডাল নাম ধরে নিলাচল ॥
দুই ডাল সমভোগ সম দুই পুরি।
শ্রীবৃন্দাবন পুরি মোর জগতের ধন্য।
আর ধন্য নবদ্বিপ প্রকাস চৈতন্য ॥
সাঙ্গপাঙ্গ নঞা সব নবদ্বিপে জাব।
শ্রীচৈতন্যরূপ তবে প্রকাস করিব ॥

শেষ,—

কহএ গোবিন্দদাস ভজ ওরে ভাই।
এমন দয়াল নিধি বৈষ্ণব গোসাঞি ॥
বড় আশ্রয় দেখিঞা থাকএ জেই জন।
যুগ যুগান্তরে সেই না পায় চরন ॥
ইহা জানি ভজ ভাই জার জেই ইচ্ছা।
কেবল কৃষ্ণের নাম আর সব মিছা ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ অবতারে।
কলিযুগে প্রেমদান করিল সভাকারে ॥

ইতি ॥ নিগম গৃন্থ সংপুর্ন্ন হইল। জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং [ইত্যাদি]। লিখিতং শ্রীবাবুরাম দাস বৈরাগ্য সাং বালিয়া। সন ১২২৬ সাল তাং ১২ অগ্রায়ন ॥

৩৪২। নিগম গ্রন্থ।

রচয়িতা—গোবিন্দদাস। পত্র ১-২, ৫; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি করিয়া লেখা। পাতা পোকায়

কাটা। শেষের পাতার অক্ষর কতকটা মুছিয়া গিয়াছে। পরিমাণ ১৪ × ৪৸০ ইঞ্চি। লিপিকাল নাই।

এই নামীয় পুথির পরিচয় পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। আলোচ্য পুথিখানি খণ্ডিত—মাত্র তিনটি পাতা। প্রাপ্ত অংশে পূর্ব্বপুথির সহিত কোনও পার্থক্য দেখা গেল না। সুতরাং পৃথক্ পরিচয় অনাবশ্যক।

৩৪৩। সাবধানবর্ত্ম (সাধনবর্ত্ম ?)।

রচয়িতা—শ্যামানন্দ দাস। পত্র ১-১৩; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। অধিকাংশ পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্ক্তি; দুই এক পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্ক্তি লেখা। শেষ পৃষ্ঠার অক্ষর কিছু মুছিয়া গিয়াছে। পরিমাণ ১৪॥০ × ৪৸০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১৭১৫ শকাব্দ।

পুথিখানি গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের। গুরু, বৈষ্ণব, কৃষ্ণ, এই তিনের একত্ব, ভক্ত-মাহাত্ম্য ও কীর্ত্তন-মহিমা, মোটামুটি এইগুলিই পুথির প্রতিপাদ্য বিষয়।

আরম্ভ,—

শ্রীগুরুবে নমঃ ॥

প্রণম্য গুরুপাদাব্জং প্রণম্য পরমং গুরুং।
পরাপরগুরুং নত্বা শ্রীচৈতন্যগদাধরং ॥
নমো নমো নম নিজ গুরুর চরণ।
জাহার কৃপাএ লভে কৃষ্ণপ্রেমধন ॥
চৈতন্যচরন বন্দো প্রিয় গদাধর।
দিনহিনজনবন্ধু কৃপার সাগর ॥
শ্রীরূপ সনাতন বন্দো নিজ পারশাদ।
তেহো সে করিল প্রেম ভক্তির আশ্বাদ ॥
শ্রীনন্দনন্দনপদ বন্দিব সতত।
কৃষ্ণপ্রিয়াচরণে সতত দণ্ডবত ॥
প্রণমোহ তাহার জতেক পরিবার।
ললীতাদি বন্দোম সুরিদপক্ষ তার ॥
সংক্ষেপে কহিল কিছু সাবধানবর্ত্ত।
কহিতে সুনিতে ঘুচে মনের অন্নর্ত্ত ॥
জীজ্ঞাসার গতি আছে প্রত্যুত্তর পথ।
সুনিতে আনন্দ বড় যার যেই মত ॥
কহিব সকল কথা সাবধানবৃত্যান্ত।
যে কিছু কহিব নানা শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত ॥
ভাগবত গীতা আদি প্রধান প্রমান।
মধ্যে মধ্যে আছে শ্লোক নারদি পুরাণ ॥
আর জত সাস্ত্র শ্লোক আছে কত কত।
উজ্জলপ্রশঙ্গ সনাতনমুখাশ্রত ॥

ভণিতা,—

গুরুদেবচরনে সুদৃঢ় করি মতি।
শ্যামদাস বোলে মোর আর নাহি গতি ॥

শেষ,—

মৎশ্য কুর্ম্ম আদি করি যত অবতার।
কেহ অংশ কেহ কলা সকলী তাহার ॥
অনন্ত ঐশ্যর্য লীলা কে কহিতে পারে।
শংক্ষেপে কহিল কিছু গ্রন্থ অনুশারে ॥
গুরুদেবচরনে সুদৃঢ় করি মতি।
শ্যামদাসে বোলে আমী কী কহিতে পারি ॥

শ্রীশ্যামানন্দ দাস বিরচিত শ্রীশাবধানবর্ত্ত গ্রহন্থ সমাপ্ত:॥ ইতি শকাব্দা ১৭১৫ শক মাহে ২৮ আশ্বিন দিবস বৃহস্পতি বার ॥*॥ বেলা দুই পহর কালে গ্রহন্থ লেখন সমাপ্ত ॥*॥

৩৪৪। ভক্তিরসকারিকা।

রচয়িতা—অকিঞ্চন দাস। পত্র ১-৫; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৮ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ১৪×৫ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৩৪ সাল।

আরম্ভ,—

৭ শ্রীশ্রীকৃষ্ণ ॥

অথ ভক্তিরসকারিকা ॥
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় মহাসয়।
পতিতপাবন গৌরচন্দ্রের উদয় ॥
জয় জয় নিত্যানন্দ করুনাসাগর।
কৃপা কর নিতাই ঠাকুর রসের নাগর ॥
কলিজুগে অবতির্ন্ন হইল ভ্রত্ত ভাই।
চৈতন্য ঠাকুর মোর দয়ার নিতাই ॥
ভক্তগণ সঙ্গে করি জেঁমত বিচার।
জারে তারে কৈল দয়া না কৈল বিচার ॥
চৈতন্য নিতাই মোর তুই মহাসয়।
জিবের নিস্তার হেতু করিল উদয় ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ একোত্রে বসিলা।
তুই প্রভুর বাক্যভাসে অমিয়া খসিলা ॥

ভণিতা,—

এই মত বাক্য কহে নিত্য আবেসে।
দয়ার ঠাকুর কহে অকিঞ্চন দাসে ॥

শেষ,—

ইহা স্বনি মহাপ্রভু হাসিয়া কহিলা।
মাত্রিগর্ভে পুত্র জন্মে পিতা কেন হইলা ॥
স্ত্রী হইতে পুত্র যদি হয় উপদান।
তবে কেন স্বামিভক্তি করয়ে সম্ভম ॥
নিত্যানন্দ বলে প্রভু ইহ সত্য হয়।
সংসারি জড়িত জীবের বিস্বাস না হয় ॥
প্রভু কহেন নিত্যানন্দ বুঝহ কারন।
বিশ্বাস হইলে পায় ব্রজন্দ্রনন্দন ॥
নিত্যানন্দ বলে প্রভু করি নিবেদন।
গুরুতে বিস্বাস জিবের নহিব পালন ॥
প্রভু কহেন নিত্যানন্দ স্বনহ বচন।
অবিস্বাসী হইলে জিবের নরকে গমন ॥

ইতি গ্রন্থ সংপুন্য হইল সন ১২৩৪ সাল তারিখ ২৯ ভাদ্র।

৩৪৫। লীলাম্ভতরসপূর।

রচয়িতা—রসিকানন্দ দাস। পত্র ১-১৭; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১৪ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ১০৸০×৫॥০ ইঞ্চি। লিপিকাল নাই।

পুথিখানি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের—রাধাকৃষ্ণ-লীলা প্রতিপাদ্য বিষয়। বিভিন্ন সখীর নাম, তাঁহাদের গুণাবলীর পরিচয়, কোন্ কোন্ কুঞ্জে তাঁহারা বাস করেন, তাঁহাদের পিতা মাতা প্রভৃতির পরিচয়, কোন্ সখী কোন্ সময়ে কি ভাবে রাধাকৃষ্ণের পরিচর্য্যা করেন, ইত্যাদি বহুবিধ বিষয় পুথিতে লিখিত হইয়াছে।

আরম্ভ,—

৭ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণঃ ॥

শ্রীমদ্‌গুরোশ্চরণতামরসং [ইত্যাদি শ্লোক।]
প্রথমে বন্দিব মুঞি শ্রীগুরুর চরন।
জাহার প্রসাদে ভববন্ধ বিমোচন ॥
তাহার মহিমা আমি কি বুলিতে জানি।
যাহার চরনপদ্ম প্রেমসর স্বনি ॥
মহান্ত বন্দিব আর তার নিজগন।
তাহার স্বরনে হয় অভিষ্ট পুরন ॥
... ...

সভাকে বন্দিয়া মুঞি এই মাঙ্গো বর।
রসিক ভকত সঙ্গ হউক নিরন্তর॥
লীলামৃতরসপুর করিতে বর্ন্নন।
এই বাঞ্ছা চিত্তে মোর উঠে অনুক্ষন॥
শ্রীপ্রিয়মঞ্জরী গোপালীকা অভিধান।
করিলা অপূর্ব্ব গ্রন্থ অমৃত সমান॥
তার ভাসা করিতে হয় মোর চিত্ত।
আপনা অযোগ্য দেখি হই সঙ্কোচিত॥

ত্রয়োদশ পত্রে গ্রন্থের পরিচয়,—

নরহরি প্রভুর চরনকৃপাবলে।
প্রকাসিল প্রেমরস ঠাকুর গোপালে॥
ঠাকুর গোপাল মোর পরাপরগুরু।
তাহারি পাদপদ্ম ভক্তিকল্পতরু॥
সেই পাদপদ্মমধু করিয়া চিন্তন।
লীলামৃতরসপুর করিল বর্ন্নন॥
সুত্র আরম্ভিয়া প্রভু বিত্তি করিবারে।
প্রেমপাত্র হবি তার দিলেন তাহারে॥
শ্রীহরিচরণ প্রভুর গুরু আজ্ঞা পাঞা।
প্রকাসিল লিলামৃত রষপুর দিয়া॥
সেই বির্ত্তি আস্বাদয়ে প্রভু রামচন্দ্র।
শ্রীহরিচরন চিত্তি হৃদয় আনন্দ॥
আস্বাদিতে আস্বাদিতে কৌতুক উঠিল।
ভাসা করিবারে প্রভু মোরে আজ্ঞা দিল॥
আজ্ঞা পাঞা নিবেদিলু মো অতি অধম।
কাতর দেখিয়া প্রভু কহয়ে বচন॥
চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা জানিব ইহাতে।
এ বিত্তির ভাসা জদি হয় দিন হৈতে॥
এই আজ্ঞা পাঞা হৈল হৃদয় আনন্দ।
লীলামৃতরসপুর করিল আরম্ভ॥
মুঞি ছার মূঢ়মতি কি বলিব আন।
তাঞি লিখি প্রভু রামচন্দ্র জে বোলান॥

শেষ,—

রাধাকৃষ্ণলীলামৃতরসপুর নাম।
মনে ছিল মোর মনমথ কাম॥
প্রানসখির গন যত তার মুঞি দাস।
মুখে বলি মনে মোর নাহিক বিশ্বাষ॥
মধুমতি যত সতিমধ্যে প্রধানিকা।
তারে না ভজিলে কেহো না পায় রাধিকা॥
নরহরি বিনে নাহি পাই গোরচন্দ্র।
এ কথা কহিল মোরে প্রভু রামচন্দ্র॥
এই আজ্ঞা প্রভু ঠাঞি পাইলু বারে বার।
সেই বাক্য মোরে সর্ব্ববেদসার॥
তাহার চরনপদ্ম করিয়া চিন্তন।
লীলামৃতরসপুর করিল বর্ন্নন॥
শ্রীগুরুবৈষ্ণবপদ মনেত ভরোসা।
রসিকানন্দ দাস কহে রষপুরভাসা॥
ইতি শ্রীলীলামৃতরসপুর সমাপ্ত॥*॥

৩৪৬। রসকলিকা।

রচয়িতা—নন্দকিশোর দাস। পত্র ১-৭৪; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১৫ পঙ্‌ক্তি। মধ্যে মধ্যে লাল কালির লেখা আছে। পরিমাণ ১১৷৹ x ৬ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৩৯ সাল।

পুথিখানি বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের সংগ্রহগ্রন্থ; ষোলটি দল বা অধ্যায়ে বিভক্ত। এক এক অধ্যায়ে সংস্কৃত ভাষায় রচিত বিভিন্ন রসশাস্ত্র হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া, তাহার অনুবাদ ও তদুচিত নায়ক-নায়িকার লক্ষণ এবং অনেক স্থলে গৌরাঙ্গদেবের জীবনী হইতে তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। গ্রন্থকার সংস্কৃত

ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন; তাঁহার নিজকৃত শ্লোকও অনেক স্থলে উদ্ধৃত হইয়াছে। অধ্যায়গুলির বিষয়-বিভাগ এইরূপ,—১ম দলে নায়কগুণ-কথন, ২য় দলে নায়িকানিরূপণ, ৩য় দলে নায়িকাস্বভাবভেদ, ৪র্থ দলে দৌত্য-প্রকরণ, ৫ম দলে উদ্দীপন-বিভাববর্ণন, ৬ষ্ঠ দলে অনুভাব-বিবরণ, ৭ম দলে সাত্ত্বিক বিবরণ, ৮ম দলে ব্যভিচারী ভাব-বর্ণন, ৯ম দলে অষ্টবিধ রতি-বিবরণ, ১০ম দলে মোহন দশা, ১১শ দলে স্থায়ী ভাব-বিবরণ, ১২শ দলে বিপ্রলম্ভ, ১৩শ দলে সম্ভোগচতুষ্টয়, ১৪শ দলে পুষ্পত্রোটন ও বংশীচৌর্য্য-বিবরণ, ১৫শ দলে দানলীলা, ১৬শ দলে সম্ভোগলীলা।

আরম্ভ,—

৭ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ॥
শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ॥
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
[ইত্যাদি পাঁচটি শ্লোকের পর,—]
যথা রাগ॥

প্রথমে বন্দিব গুরু বাঞ্ছাকলপতরু
অতিশয় দীনজনবন্ধু।
অজ্ঞান তিমীর নাসে দীব্য নেত্র পরকাশে
সেই প্রভু করুণার সিন্ধু॥১॥
মো অতি অধম ছার মোরে কৈলে অঙ্গিকার
সেহো তাঁর করুণা প্রবল।
কৃপা করি সব মত জানাইলা রসতত্ত্ব
রাধাকৃষ্ণলীলাদি সকল॥
মুঞি অতিশয় দিন সারাসার জ্ঞানহীন
হৃদয় মলিন অতিশয়।
গুরুকৃপা প্রচণ্ড সব মলা করি খণ্ড
স্নিগ্ধাকার করিল হৃদয়॥
ব্রজেন্দ্রতনয় হরি রাধাভাব অঙ্গিকরি
নবদ্বীপে হৈলা অবতীর্ন।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম প্রেমধন করি দান
আস্বাদিল নিজ ভাব পূর্ন॥
নিত্যানন্দচাঁন্দ বন্দি গৌরপ্রেমরসানন্দী
বলদেব রোহিণীতনয়।
অবতীর্ন মহিতলে প্রেম প্রচারিয়া বুলে
কীর্ত্তন আনন্দ রসময়॥ ইত্যাদি।

উজ্জল গ্রন্থ অনুসার বিদগ্ধ মাধব আর
সাধু পন্থ উক্ত যে প্রকার।
এ রসকলিকা নাম এই গ্রন্থের আখ্যান
অনুরূপ করিব প্রচার॥—২।১ পত্র।

ভণিতা,—

শ্রীগুরুবৈষ্ণবপাদপদ্মে করি আস।
বংশীচৌর্য্যলীলা কহে নন্দকিশোর দাস॥

অধ্যায়সমাপ্তি-বাক্য,—

ইতি শ্রীরসকলিকাগ্রন্থে সম্ভোগানুকরণ-বর্ন্নে পুষ্পত্রোটনবংশীচৌর্য্যবিবরণকথনং নাম চতুর্দ্দশদলং॥

শেষ,—

রসশিরোমণী রাধা কৃষ্ণ দুই জন।
দোঁহার বিলাষ কিছু করিল বর্ন্নন॥
আমি অজ্ঞ দুরাচার বড়ই অধম।
অসত্ত ধারণে সদা মনের গমন॥
বৈষ্ণব গোসাঞিমুখে অনেক শুনিল।
সকল স্মরণ নাহি কিছু মনে ছিল॥
অভিলাষে ক্রমে হৈল এ গ্রন্থ রচন।
দোষ না লইবে কেহো মুঞি অজ্ঞ জন॥
যদি কোন রসক্রমবিপর্য্যয় হয়।
সে রস বৈষ্ণব সব করিবে নির্ন্নয়॥
আমি মূঢ় দুরাচার অতি বড় হীন।
রস কিছু নাহি বুঝি অতি অপ্রবীণ॥

শ্রীগুরুবৈষ্ণবপাদপদ্মে করি আস।
এ রসকলিকা নন্দকিশোর প্রকাশ ॥*॥

ইতি শ্রীরসকলিকাগ্রন্থে সম্ভোগলীলা-বর্ন্নং নাম শোড়ষদলং ॥১৬॥*॥ সমাপ্তেয়ং রসকলিকাগ্রন্থঃ ॥*॥ স্বাক্ষরমিদং শ্রীকৃষ্ণদাসস্য মোকাম শ্রীশ্রী৺ধাম ॥ পঠনার্থ শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ বসু মুনসী সাকিম কাইগ্রাম ॥ ইতি সন ১২৩৯ সাল তারিখ ২০ ভাদ্র সম্বত ১৮৮৯। মাহ ভাদ্র সুদী নবমী রোজ সোমবার ব্রহ্মকুণ্ডে কুটিতে বসিয়া পুর্ন্ন করিলাম মাত্র ॥

৩৪৭। বিলাপকুসুমাঞ্জলি।

রচয়িতা—রাধাবল্লভ দাস। পত্র ১-১৭; সম্পূর্ণ। ইংরাজী কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১২ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ১২৷৷০ × ৫ ইঞ্চি। লিপিকাল ১৬৯৯ শকাব্দ।

'বিলাপকুসুমাঞ্জলি' নামে এক শত একটি সংস্কৃত শ্লোকাত্মক স্তব, চৈতন্যদেবের পার্শ্চর রঘুনাথ দাস গোস্বামীর বিরচিত। রাধাবল্লভ দাস এই পুথিতে তাঁহার পয়ার অনুবাদ করিয়াছেন। এক একটি সংস্কৃত শ্লোক, তাহার পরেই তার অনুবাদ, এইরূপ ক্রমে পুথি সজ্জিত। পুথির প্রথমে "ত্বং রূপমঞ্জরি সখি" ইত্যাদি তিনটি সংস্কৃত শ্লোক এবং তাহার পয়ার অনুবাদ, তার পর অনুবাদকর্ত্তার গুরু-বন্দনা, তৎপরে মূল স্তব। অনুবাদকর্ত্তার গুরুবন্দনা হইতে জানা যায় যে, তিনি যদুনন্দন দাসের শিষ্য। সেই শ্লোক এবং তাহার অনুবাদ এই,—

প্রভুরপি যদুনন্দনো জয়েশঃ
প্রিয়যদুনন্দন উন্নতপ্রভাবঃ।
স্বয়মতুলকৃপামৃতাভিষেকং
মম কৃতবাংস্তমহং গুরুং প্রপদ্যে ॥
প্রভু মোর আচার্য্য শ্রীযদুনন্দন।
শ্রীযদুনন্দন কৃষ্ণ জার প্রানধন ॥
উন্নত প্রভাব জার নিজ কৃপামৃতে।
অভিসেক অতুল করিল মোর চিত্তে ॥
সেই গুরুপাদপদ্ম নইলু স্মরন।
জার কৃপা হৈতে মোর ছুটিল বন্ধন ॥২।২পত্র।

স্তবকর্ত্তার বন্দনা,—

যো মাং দুস্তরগেহনির্জ্জলমহাকূপা-
দপারক্রমাৎ [ইত্যাদি শ্লোক।]
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মোরে কৃপা করি।
দুস্তর গৃহনির্জ্জলমহাকুপেতে উদ্ধারি ॥
অপার দুঃখের মাঝে আছিলাম পড়িঞা।
কৃপারজ্জু দিঞা মোরে আনিল তুলিঞা ॥
নিবিড় দয়ার সিন্ধুস্বভাব ধরিঞা।
নিজ পাদপদ্মনিকট আনিল টানিঞা ॥
শ্রীদামোদরস্বরূপের সঙ্গ মোরে দিঞা।
সেই চৈতন্য প্রভু ভজি জার এত দয়া ॥

শেষ,—

অয়ি প্রনয়সালিনী প্রনয় পুষ্টি দাস্যে।
প্রাপ্তের উপায় করি কাম অভিলাষে ॥
প্রচুর দুঃখে দগ্ধ আমি অতি রোদনেতে।
বিলাপকুষুমাঞ্জলি এই ধরিল হৃদয়েতে ॥
তুয়া পাদপদ্মে ইহা কৈল সমর্পন।
কৃপা কর হও তোমার তুষ্টির কারন ॥
শ্রীরঘুনাথ দাষ গোসাঞির মন অভিলাষ।
সংস্কৃতে কহিল এই বিলাপ প্রকাষ ॥
তাঁর পায় অপরাধ না হউক আমার।
সাষ্টাঙ্গ হইঞা করি কোটি নমস্কার ॥
শ্রীমদীশ্বরি রাধিকার পাদসেবা য়াসে।
বিলাপকুশুমাঞ্জলি কহে শ্রীরাধাবল্ল‍ভ দাসে ॥

ইতি শ্রীবিলাপকুসুমাঞ্জলিং চতুর্থোত্তরসত-শ্লোকং স্বপারং সমাপ্তং ॥ ১০১॥৩॥১০৪॥

শ্রীরাষবিহারী ঘোষ গ্রন্থ করিলা লিখন।
জত্নেতে লিখিলা নিজের পাঠের কারণ ॥
কলিকত্তার সিমল্যার বাজারেতে বাষা।
রাধাকৃষ্ণপাদপদ্ম জাহার ভরোস' ॥
শ্রীঅকিঞ্চন দাষ ঠাকুর কৃপার সাগর।
তাঁর স্থানে ছিল্যা এই গ্রন্থ মনোহর ॥
দিননাথ দাষ মুড় পাপি দুরাচার।
কেশে ধরি শভে মোরে ভবে কর পার ॥
সকাব্দা শোলশ নিনালর্বের বিংশতি ফাল্গুণে।
দ্বিতিয় প্রহরে শমাপ্ত হইল্যা লিখনে ॥

৩৪৮। সারগীতা।

রচয়িতা—রতিরাম দাস। পত্র ১-১৬: সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১৪ হইতে ১৭ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ৯।৹ × ৪৸৹ ইঞ্চি। দুই জন লিপিকরের হস্তাক্ষর। শেষ দুই পত্রের দক্ষিণ অংশের কতকটা নাই। লিপিকাল ১২০৩ সাল। পুথির বিষয়—রাধা-কৃষ্ণভজনোপদেশ। পুরাণাদি হইতে সংস্কৃত শ্লোক মধ্যে মধ্যে উদ্ধৃত হইয়াছে। পুথিতে পাঁচটি ভণিতা আছে। তন্মধ্যে চারিটিতে রতিরাম দাস এবং একটিতে শ্যামদাস নামের উল্লেখ দেখা যায়। শেষোক্ত নাম রতিরাম দাসেরই নামান্তর বা বিশেষণ হইবে কি?

আরম্ভ,—

নমো গণেশায় ॥
নারাধিতং কলিযুগে [ইত্যাদি শ্লোক।]
স্থন স্থন অএ লোক হইআ একমন।
পুরান প্রমান কিছু করহ শ্রবন ॥
কলিসর্পপাপে বিসে নাসিল ভুবন।
তাহার প্রকার কিছু স্থন সর্ব্বজন ॥
চারি বেদ চৌদ্দ সাস্ত্র আছএ বিদিত
তথাপি পাপিষ্ঠ লোকে করয়ে ইঙ্গিত ॥
শ্রুতি দিষ্টি দুই আছে বিপ্রের লোচন।
এক না থাকিলেক না বলিএ ব্রাহ্মন ॥
দুই না থাকিলে অন্ধ বলিএ তাহারে।
হেন সাস্ত্র পড়ি স্থনি নানা ক্রিয়া করে।
—ইত্যাদি ॥

ভণিতা,—

১। অতি দিন অতি হিন নিচো নিচাচার।
রতিরামদাসে এহি করিল প্রচার ॥১৪ পত্র।

২। শ্রীগুরুবৈষ্ণবপদে হউক মনে আস।
সারগীতা কিছু কহে স্যামদাষ ॥ ১৬ পত্র।

শেষ অংশে একটি সৃষ্টিবিবরণ আছে, তাহা এইরূপ,—

ষুন ষুন আরে লোক হৈয়া একমন।
স্রষ্টির স্বজন জোগ কহি এইক্ষন ॥
জখনে স্বজিলা প্রকাষ করিলা।
স্রষ্টি করিতে প্রভু আরম্ভ করিলা ॥
পূর্ব্বে জে সকল স্রষ্টি সব গেল বৈয়া।
বিন্ধাকুলি হইল সরিরে দেহা ॥
স্রষ্টি করিতে প্রভুর কতুক হইলা।
এক সূর্যোর দ্বা[দ]শ সূর্য্যের তেজ হইলা ॥
পুড়িতে পুড়িতে গিয়া এক দেহ রৈল।
তাহাতে দ্বাদশ সূর্য্যের তেজ হইল ॥
সকল হইল ভস্ম স্রষ্টি হইল নাশ।
বাউরূপে সব ভস্ম করিলা নৌরাষ ॥
চৌসষ্ট দিগ অন্ধকার ছাতি কালা।
স্বর্গ মৈত্ত পাতালাদি নৈরাকার কৈলা ॥
এহি মতে সর্ব্ব স্রষ্টি করিল বিনাশ ॥
চন্দ্র নাই সূর্য্য নাই বাউ নাইক প্রকাশ ॥

অখণ্ড মণ্ডল স্থান বেদপরাৎপর।
তথা বসি আছে প্রভু যুগলকিসোর॥
সোল কোষ স্থান তথা আছএ প্রমান।
ব্রহ্মাদি সিবগনে না জানে কারন॥
...   .
মেঘপ্রায় অন্দ বিজুরি সঞ্চার।
ব্রহ্মা সিব মহেশ্বরি নাহি পারাপার॥
একে দুই দুই এক অপরূপ নিলা।
সৃষ্টি সৃজিবার প্রভু অবধান কৈলা॥
মহাভাবে চক্ষুর জল নিস্বরে আপনার।
সেই জলে পদনখে হৈল বিঙ্কার॥
পদনখে পড়ি জল বিঙ্কার হৈলা।
আর জল সম্ভবতি নৈরাকার কৈলা॥
তবে হরি মহাপ্রভু এমতে ভাবিলা।
অঙ্গএ বটপত্রে ডিম্বু ভাসাইলা॥
ডিম্বুক্ষঅ ভগবান হৈলা অন্তধ্যান।
সেই ডিম্বু ভাঙ্গি আইল ব্রহ্মজ্ঞান॥
হস্ত নাই পদ নাই শরীর আকার।
লক্ষিতে লখন না জাএ নির্ম্মল আকার॥
চতুদিগে চাহিআ অনাদিকুমার।
আপনার আপনে নাহি দেখে আর॥
মুঞি মুঞি করিআ তুমি করিলা দাপ।
এই ক্ষনে সৃজিলাম না চিনিলা বাপ॥
মুঞি মুঞি করিআ তুমি করিলা অহঙ্কার
যুনিআ মহাপ্রভু আসিলা গোচর॥
সদএ হইয়া প্রভু দিলেক উত্তর।
কি কারনে অঙ্গ ধর যনাদিকুমার॥
তবে মহাপ্রভু দিল অঙ্গিকার।
সিদ্ধা হৈআ পিণ্ডা পড়িবে তোমার॥
জন্মিআ না চিনিলা বাপ আর মাতা।
আপনার অঙ্গ তুমি আপনে কৈলা ক্ষ্যাতা॥
সত গুন রজ গুন জন্মিলা।

আপনে থাকিব তুহ্মি সরির ছাড়িলা॥
এতেক বলিয়া প্রভু হইল অন্তধ্যান।
অন্ধকার ভাঙ্গিয়া হইল দিপ্তিমান॥
দিপ্তিমান হইআ হইল...প...র।
হেন কালে অঙ্গছায়া দেখিল গোচর॥
তবে অনাদি ছায়া ধরিবারে চাএ।
বাউর সমান ছায়া ধরিতে না পাএ॥
ছায়া পাছে ধাইআ তবে করিল চুম্বন।
চারি কোনে চারি নাম হৈলে কারন॥
সংসার সৃজন হেতু করিলেক মাঞা।
উত্তর দিগেত গিআ ধরিলেক ছায়া॥
তবে তার মস্তক উপর হাত দিল
নাক মুক চক্ষু কর্ণ সকল জন্মিল॥
তবে হাত দিল তার বুকের উপর।
কুচিমুচ হইআ দেবি হইল কাতর॥
সেইত কারনে দেবির কুচ জন্মিল।
দেখি অনাদি দেব কাম উপজিল॥
সর্ব্ব অঙ্গ বিচারিআ মনে কৈল সার।
দেবির উরুর মৈদ্ধে করিল বিদার॥
সেই হতে সরিরের হইলেক ছ...তি।
... ত মেদনি হৈল প্রিথিবিতে স্থিতি॥
সেই রক্তে সূর্য্যদেব হইল আকাসে।
তবে দুই জ...   ...ন হরিসে॥
ব্রহ্মাণ্ড ভেদিআ তবে লিঙ্গ নিকলিল।
তবে কেতকা দেবি মুহুশ্চিত হৈল॥
... ধরি তবে থাপিআ ধরিল।
তবে দেবির মুখে দিআ চন্দ্র নিকলিল॥

এইরূপে পরে দেবী হইতে নক্ষত্র জন্মিয়া আকাশে চলিয়া গেল। তার পর দেবী হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর জন্মগ্রহণ করেন। অনাদি, দেবীকে মহেশ্বরের হাতে সমর্পণ করিয়া দেহত্যাগ করিলে, মহেশ্বর সেই দেহ মাটিতে

পুতিয়া রাখিলেন, বিষ্ণু তাহা তুলিয়া জলে ভাসাইয়া দিলেন, পরে জল হইতে তুলিয়া, বিষ্ণু ও শিব উভয়ে মিলিয়া সেই দেহ দাহ করিলেন। এইরূপে সৃষ্টির পত্তন হইল। গ্রন্থকার বলেন,—কৃষ্ণের অংশ হইতে অনাদি দেব এবং শ্রীরাধার কলা হইতে কেতকা দেবীর উৎপত্তি হয়।

শেষ,—

শ্রীগুরু বৈষ্ণবপদে হউক মনে আস।
সারগীতা কিছু কহে শ্যামদাস॥ ইতি॥
জত্র দিষ্টং তত্র লিখিতং লিখক নাস্তি দোষ॥

ইতি॥ শ্রীগুরু বৈষ্ণবপদে আস। ইতি··· পুস্তক লিখিতং। শ্রীরামানন্দ দাস। ইতি সাকিম সাকলিপাড়া ইতি॥ পুস্তক সমাপ্ত। ইতি সন ১২০৩ ১৩ ভাদ্র সনিবার।

৩৪৯। সাধনতত্ত্বসার।

রচয়িতার নাম নাই। পত্র ১-১৩; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ১৩×৪ ইঞ্চি। লিপিকাল ১১৭০ সাল।

বৈষ্ণব ধর্ম্মের উপাসনা সম্বন্ধীয় পুথি। গ্রন্থকার, নিত্যানন্দ প্রভুকে প্রশ্নকর্ত্তা ও চৈতন্য-দেবকে বক্তা সাজাইয়াছেন। মাঝে মাঝে লিপিকরের ভ্রমে দুর্ব্বোধ্য সংস্কৃত শ্লোকও উদ্ধৃত হইয়াছে।

আরম্ভ,—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নম নম॥
বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ [ইত্যাদি শ্লোক।]
জয় জয় শ্রীগুরু পতিতপাবন।
জয় জয় বৈষ্ণব মোর জাতি প্রান ধন॥
··· ··· ···
একদিন সান্তিপুরে অদ্বৈতের ঘর।
ভাবাবেসে বসী আছে প্রভু বিশ্বাম্বর॥
ভক্তগন সঙ্গে প্রভু কৃষ্ণকথারঙ্গে।
শ্বেতদ্বিপপতি জেন সনকাদি সঙ্গে॥
নিত্যানন্দে বোলে প্রভু সুন গৌররায়।
তোমার অপার গুণ কহন না জায়॥
লীলায় কলির জীব করিলা উদ্ধার।
তোমার অনন্ত লীলা অনন্ত আপার॥
নিত্যানন্দে বোলে প্রভু করম নিবেদন।
কৃষ্ণকথা কহি মোর পুর্ন কর মন॥

শেষ,—

যোগমায়ালিলাতত্ত্ব কহন না জায়।
অন্যে জানিব কি কৃষ্ণে নাহি পায়॥
ব্রজবাসি সবে পুজা করে অহর্ন্নিসি।
সর্ব্বের পূজিত ভগবতি পৌন্ন মাসি॥
বৃন্দাবনপ্রাপ্তির মূল কহিল যোগমায়া।
জদি কৃপাদিষ্টি করি দেন পদছায়া॥
যোগমায়া অনুযোগে বৃন্দাবন পায়।
কহিল মনের কথা অবধৌতরায়॥

ইতি শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দমুখাদ্বাক্যং সাধন-তর্ত্তসার গ্রহন্ত সমাপ্ত ॥০॥ ইতি সন ১১৭০ তেরিখ ৩ চৈত্র রোজ মোঙ্গল বার ॥ * ॥ জথা দিষ্টং [ইত্যাদি]॥

৩৫০। আত্মজিজ্ঞাসা।

রচয়িতা—দ্বিজ শ্যামদাস। পত্র ১-১১; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ১১×৫ ইঞ্চি। তারিখ ১৬৯৭ শকাব্দ।

আরম্ভ,—

৭ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নম ॥

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ [ইত্যাদি শ্লোক।]

কৃপাসিন্ধু অবতার বন্দেঁহু শ্রীগুরু।
ভবার্ণবে কর্ণধার বাঞ্ছাকল্পতরু ॥
তাহার ছায়াতে দাণ্ডাইলে দুঃখ হরে।
তাহা বিনে জ্ঞানদাতা কে আছে সংসারে॥
অজ্ঞান তিমির ঘোর জীব অন্ধ দেখি।
জ্ঞানাঞ্জনশলাকে নির্ম্মল কৈলা আঁখি ॥
তার পর বন্দেঁহু শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
প্রেমদাতা কলি যুগে কেবা আর অন্য ॥
কৃষ্ণভক্তগণ সব বন্দো এককালে।
কৃষ্ণপ্রেমধন মেলে জার কৃপা হইলে ॥
স্নুন স্নুন ভক্তগণ কহি অতঃপর।
নিবেদন করি আত্মা জিজ্ঞাসা উত্তর ॥
আপনা আপনি আত্মা করয়ে জিজ্ঞাসা।
আপনি সে প্রত্যুত্তর কহে মর্ম্মভাষা ॥
সেই সব কথা ভাই কর অবধান।
মন দিয়া স্নুন তাহা কহি সভা স্থান ॥
কহ দেখি অরে ভাই তুমি বট কে।
আমি সে হইয়ে জীব কহিলাঙ এ ॥

ভণিতা,—

দ্বিজ স্খামদাস বলে মুঞি অতি মূঢ়।
বুঝিতে নারিল আমী এ রস নিগুঢ় ॥

শেষ,—

মুঞি অতি ক্ষুদ্র জীব নাহি সাস্ত্রজ্ঞান।
কেবল মনের খেদ তেহো যে কহ্বান ॥
সূর্য্যের নিকটে জেন খদ্যোৎ উজোর।
সাধুর বর্ন্নন কাছে তৈছে সব মোর ॥
... ...
এত দুরে আত্মা জিজ্ঞাসা গ্রন্থ সায়।
নিবেদন কৈল সর্ব্ব বৈষ্ণবের পায় ॥
শকাব্দা শোড়ষ সত সতালর্ব্বি নামে।
বর্ন্ননা সমাপ্ত কৈল বসি বীরভূমে ॥
সিবপুর খর্ব্বা ইন্দ্রাগাছার নৈরিতে।
সেই গ্রামে সাঙ্গ কৈল বসিয়া বাঁসাতে ॥
আসাড় দ্বিতীয়া শুক্রবার সুভক্ষণ।
অষ্টাদশ বাসরে হইল সমাপন ॥
গোপভূমি নামে গ্রাম করট্যায় স্থিতি।
বৈষ্ণবের পাদপদ্মে সদা রহু মতি ॥
পুন পুন কহি নাথ পড়িয়া চরনে।
দ্বিজ শ্যাম দোঁহে জেন পাই বৃন্দাবনে ॥
ইতি শ্রীআত্মাজিজ্ঞাসা গ্রন্থ সংপুর্ন্নঃ ॥

৫৫১। উজ্জ্বলরসবিবরণ।

রচয়িতার নাম নাই। পত্র ১-১৭; সম্পূর্ণ। শাদা ইংরাজী কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৬ হইতে ৭ পংক্তি। পরিমাণ ১২ X ৩॥০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১১৯৭ সাল।

উজ্জ্বলরস-বিবরণ প্রসঙ্গে বিষয়ালম্বন, আশ্রয়ালম্বন, স্বকীয়া পরকীয়া নায়িকার গণ-ভেদ, দৌত্য, উদ্দীপন, বিভাব, অনুভাব প্রভৃতির লক্ষণ, ইত্যাদি বিষয় পুথিতে আলোচিত হইয়াছে। আরম্ভ,—

৺শ্রীশ্রীকৃষ্ণঃ ॥

শ্রীকৃষ্ণচরণপদ্ম প্রণাম করিয়া।
উর্জ্জল রস কহি কিছু সংক্ষেপ করিয়া ॥
শ্রীকৃষ্ণ হএ উর্জ্জল রসের বিসয়।
গোকুল মথুরা দ্বারকা তিন স্থান হয় ॥
পূর্ণতর পূর্ণতম পূর্ণক্রমেতে।
এই তিন স্থান কৃষ্ণের রস আস্বাদিতে ॥
ধিরোদাত্ত ধিরললিত ধিরোদর্ত্ত আর।
ধীরসান্ত গুন কৃষ্ণের চারি প্রকার ॥

শেষ,—

সংক্ষেপে কহিল উর্জ্জল রসবিবরণ।
শ্রীরূপচরণপদ্ম করিয়া শরণ॥
শ্রীবৈষ্ণবপাদপদ্ম করি নমস্কার।
ইহাতেই অপরাধ না লবে আমার॥
উর্জ্জল রস সিন্ধুপ্রায় তার অন্ত না পাইয়া।
আত্মবোধে লিখি কিছু সংক্ষেপ করিয়া॥
জিহোঁ করি দিল সচিনন্দনে আনন্দ।
সনাতন আদি করি আর জত মন্দ॥
সন ১১৯৭ সালে॥*॥

৩৫২। গুরুভক্তিকল্পচন্দ্রিকা।

রচয়িতা—বলরাম দাস। পত্র ১-৬; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ৯ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ১১॥০ × ৪ ইঞ্চি। তারিখ ও লিপিকরের নামধাম নাই।

দীক্ষার আবশ্যকতা ও গুরুমাহাত্ম্যসূচক কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোক এবং তাহার পয়ার অনুবাদ ইহাতে আছে। সংস্কৃত শ্লোকগুলি এমন অশুদ্ধিপূর্ণ যে, তাহার অধিকাংশ উদ্ধার করা একরূপ অসম্ভব। আরম্ভ,—

শ্রীগুরুতত্ত্বসার লিখ্যতে॥
প্রণম্যাদৌ কৃপাদৃষ্টিকৃতার্থীকৃতভূতলং।
সর্ব্ববাঞ্ছাকল্পতরুং শ্রীগুরুং পুরুষোত্তমং॥
লভিয়া মানিস্য দেহ বিফলে গোঞাইল সেহ
জে না লইল কৃষ্ণ উপাসনা।
রহে গ্রামে পশু জেন আহার আদি করে তেন
না ঘোচএ জমের জাতনা॥
তথাহি॥
অদীক্ষিতস্য যৎ কর্ম্ম কৃতং সর্ব্বং নিরর্থকং।
পশুযোনিমবাপ্নোতি দীক্ষাহীনো হি যো নরঃ॥
তিথজাত্রা ধর্ম্ম কর্ম্ম দেবলোক বেদধর্ম্ম
নিরর্থক অন্য সব ক্রিয়া।
মরিলে চৌরাসি কুণ্ডে সমনে করিব দণ্ডে
সে জনারে সক্রোধ হইয়া॥
তাহার পাছে নানা জুনি জন্মিয়া ভ্রমএ পুনি
সাস্ত্রে কহে কত কত কল্প।
তবে জদি হএ পুন মনিস্যজনম স্তন
রোগ সোক জরা অধিকল্প॥

শেষ,—

এহার অসেষ কথা আছএ অনেক পোতা
কে আছ এমন সব কহে।
সংক্ষেপে কহিল এই বলরাম দাষ জেই
সাবধান জেন মনে রএ॥
গুরুর মহিমা কথা পটে স্তনে সর্ব্বথা
তাহার হএ কৃষ্ণেতে ভকতি।
সাস্ত্রে কহে সেই জন সংসারে অমূল্য ধন
অনায়াসে হএ হরিগতি॥
শ্রীগুরুচরণে ভক্তিকল্পধর্ম্ম নাম।
[illegible] মন নাসে কহে দাস বলরাম॥
ইতি গুরুভক্তিকল্পধর্ম্মগ্রন্থ সমপুর্ন্নং॥০॥

৩৫৩। বৈষ্ণববিধান।

রচয়িতা—বলরাম দাস। পত্র ১-৪; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১০ হইতে ১১ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ১৪।০ × ৪৸০ইঞ্চি। লিপিকাল ১২০৮ সাল। চারি পাতার এই পুঁথিখানিতে বৈষ্ণবের মহিমা এবং শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে।

আরম্ভ,—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নম নম॥
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য [ইত্যাদি শ্লোক]।

আনন্দে বোল হরি ভজ ভগবান।
ঠাকুর বৈষ্ণবপায় মজাইয়া মন ॥
বৈষ্ণব গোস্বাঞি মোর করুনার সিন্দু।
ইহ লোক পরলোক তুই লোকের বন্দু ॥
বৈষ্ণব জানিতে নারে দেবের সকতি।
কেমতে জানিব আহ্মি সিসু অল্পমতি ॥

শেষ,—

বৈষ্ণব তোষনে তুষ্ট হয় কৃষ্ণচন্দ্র।
হেন প্রভু না চিনিলুম মুই অতি মন্দ ॥
বৈষ্ণব গোসাই বিনে জদি জানম আর।
মুঞি পাপী নহো জেন সংসারেত পার ॥
বৈষ্ণবের ঘরে জদি ভৃত্যকর্ম্ম করি।
তথাপি বিসইর দুঃখ সহিতে না পারি ॥
শ্রীবলরাম দাসে কহে এতেক বিচার।
বিসহির ঘরে জর্ম্ম নহে জে আহ্মার ॥

ইতি শ্রীবৈষ্ণববিধান গৃহস্ত সমাপ্ত ॥ ইতি সন ১২০৮ মাহে ১৬ স্রেয়াবন রোজ বিস্যুদবার বিলা দুই দণ্ড উদয় ॥ * ॥

৩৫৪। বৈষ্ণববিধান।

রচয়িতা—বলরাম দাস। পত্র ১-৬; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১১ হইতে ১২ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ৮।০ × ৪॥০ ইঞ্চি। লিপিকাল নাই।

পূর্ব্বে এই নামীয় পুথির যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, আলোচ্য পুথির সহিত তাহার কোনও পার্থক্য নাই। সেই জন্য ইহার আর পৃথক্ পরিচয় উদ্ধৃত করা হইল না।

৩৫৫। ব্রজপটলরস-কারিকা।

রচয়িতার নাম নাই। পত্র ১-৬; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১৪ হইতে ১৬ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ৮॥০ × ৫ ইঞ্চি। লিপিকরের নাম-ধাম বা তারিখ নাই।

পুথিখানি কোনও সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ বলিয়া বোধ হয়, কেন না, পুথির শেষে "ভাষা সংপূর্ণ" এইরূপ লিখিত আছে। ব্রজধামে শ্রীকৃষ্ণের সেবাপরায়ণা সখীগণের বেশ-ভূষা, আচার ব্যবহার, সেবা-প্রণালী, নাম ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ের উল্লেখ পুথিতে আছে। প্রথম অংশে গোবিন্দদাসের দুইটি পদও উদ্ধৃত হইয়াছে। পুথির ভাষা গদ্য।

আরম্ভ,—

৭ শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ ॥

শ্রীচিত্রাঙ্গি রস অভিসারিকা ॥ বয়েশ ১৪। ১।৯ দিন ॥ কাংশির বর্ন্ন চাটপক্ষ বশণ ॥ পুর্ব্বদিগে কুঞ্জ ॥ নকুলাক্ষ নাম ॥ নানা চিত্র বর্ন্ন ॥ পিতা চতুর ॥ মাতা চর্চ্চিকা ॥ পতি বিঠ্ঠর ॥ বেশবিন্যাশ সেবা ॥ তস্যা সঙ্গিনী সখি ॥ কুরঙ্গাক্ষি ॥১॥ সুচরিতা ॥২॥ মণ্ডলি ॥৩॥ মনিকুণ্ডলা ॥৪॥—ইত্যাদি।

শেষ,—

সাধকের তিন দশা ॥ অন্তর্দ্দশা ॥ অর্দ্ধ বাহ্য দশা ॥ বাহ্য দশা ॥ অন্তর্দ্দশাতে গমনাগমন ॥ অর্দ্ধ বাহ্য দশায় দর্শণ ॥ বাহ্য দশায়ে সেবা ॥ উজ্জল রস ॥ মধুর শৃঙ্গার ॥ গোপী ভাব ॥ সেবা দাস্য ॥ শ্রীকৃষ্ণে স্থিতি ॥ শ্রীজীব গোস্বামিনে নমঃ ॥ ব্রজপটলরসকারিকায়াং ভাষা সম্পূর্ণঃ ॥ ইতি ॥ * ॥

৩৫৬। ভক্তিমাধ্বী কণা।

রচয়িতা—নয়নানন্দ শর্ম্মা। পত্র ৬-১০, ১২-১৪ ; অসম্পূর্ণ। অপর একখানি পুথির ছিন্ন ও জীর্ণ তিনটি পাতা প্রথমে আছে। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি। ৬ ও ১০ সংখ্যক পাতা ছিন্ন ও কালি পড়িয়া অনেকখানি লেখা মুছিয়া গিয়াছে। পরিমাণ ৯৵০ × ৪৷৷০ ইঞ্চি। লিপি-কাল নাই। পুথির বিষয়—বৈষ্ণব সাধন-তত্ত্ব।

ষষ্ঠ পত্রের আরম্ভ,—

সিদ্ধা সখি আর মুঞ্জরির গণ।
পুরুসরূপ ধরি সঙ্গে করেন ভ্রমণ ॥
পুরুস রূপে··· ···গৌরাঙ্গ সেবিলে।
গৌরলীলা ব্রজলীলা দুই তারে মিলে ॥
প্রকৃতি পুরুষ দুই শং··· ··· ···।
··· ···তিত্ত করে মধুর রসের আশ্চয় ॥
কিরূপে সেবিবে সেই গৌরাঙ্গচরণ।
চৈতন্যের কৃপা··· ··· ···বৃন্দাবন ॥
অতএব কহি কিছু সিদ্ধান্ত প্রচার।
প্রকৃতি ওপায় যৈছে সেবা অধিকার ॥

শেষ,-

প্রেমনিষ্ঠা হৈলে হয় ভাবের উদয়।
ভাবনিষ্ঠা পর্য্যন্ত জীবের সমাশ্রয় ॥
উপাসনাতত্ত্বের এই করিল বিচার।
রাধাকৃষ্ণপ্রাপ্ত্যুপায় কিছু নাহি আর ॥
ভাসাগ্রন্থ বলি চিত্তে না করিবে আন।
রাধাকৃষ্ণলীলা যাতে আছয়ে সন্ধান ॥
গুরুচরণপদ্ম করিয়া ভাবনা।
নওনানন্দ কহে এই ভক্তিমাধ্বী কনা ॥ ইতি ॥
ইতি শ্রীনওনানন্দ শর্ম্মনা বিরচিতেয়ং ভক্তিমাধ্বী কনা সমাপ্ত ॥ ইতি ॥ সঅক্ষর হরিদাস দাস গ্রন্থ শ্রীদেবিপ্রসাদ......।

৩৫৭। [গুরুতত্ত্বসার]

রচয়িতা—বলরাম দাস। পত্র ১-৪ ; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ১৪৷৷০ × ৫৵০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২০৫ সাল। ৩৫২ সংখ্যক গুরুভক্তিকল্পচন্দ্রিকা ও আলোচ্য গ্রন্থ অভিন্ন।

শেষ,—

এক চিত্তে স্থন ভাই গুরুর সেবন কই
মনে আর না করিয় সন্ধে।
বিদ্যমানে বুঝ মনে ছলে গুরু বন্দনে
কন্দর্প হইলা দোহোঁ অন্ধ ॥
এহার বিসেষ কথা আছএ অনেক গোতা
কে আছে এমত সব কহে।
সংখেপে কহিল এই বলরাম দাষ তেই
সাবধানে স্থন মনরস্তে ॥
গুরু মহিমা কথা জে স্থনে সর্ব্বথা
তাহার কৃষ্ণভক্তি হএ।
সাস্ত্রে কহে সেই জন সংসারে অপুর্ব্ব ধন
অনাহাসে হরি গতি···॥

এহি গুরুসারতত্ত্বকথা সমাপ্ত॥ ইতি সন ১২০৫ বিতেথ ২১ শ্রাবন॥ লিখিতং শ্রীরামমোহন সিল দাষয়স্য॥ পোস্তক শ্রীরাধা-চরন রাহুল ঠাকুর॥ প্রগনে কাকুনপুর : সাকিম বিঘ্যা। রোজ বুজ বাসরে বেলা ৪ চারির দণ্ড থাকিতে পোস্তক॥ সমপুর্ন॥

৩৫৮। সাধকসিদ্ধরূপ বিচার।

রচয়িতার নাম নাই। পত্র ১-৭; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১১ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ১১×৪ ইঞ্চি। লিপিকাল প্রভৃতি নাই।

পুথির ভাষা অধিকাংশই গদ্য। মধ্যে মধ্যে অশুদ্ধিপূর্ণ সংস্কৃত শ্লোক এবং দুই একটি পদ্যও আছে। বিষয়—বৈষ্ণব সাধনতত্ত্ব।

আরম্ভ,—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ

অথ সাধকসিদ্ধরূপ বিচার ॥

অমুকস্য পুত্রমেকজর্ম্ম ইতি প্রাকৃত সুর্দ্ধ গুন। য়ার অমুকইস্য সাধক ইতি সুর্দ্ধ সত্বগুন ॥ সেই জনে সাস্ত্র সাধুমুকে স্থনিঞা সির্দ্ধা রচিল (?)। সেই বস্তু পবিত্র সংঙ্গ নিবির্ত্তি তবে সেই সাধু বৈষ্ণব গোসাঞি: গুরু হৈয়া দিক্ষামন্ত্র উপদেস করায়ন। পুনশ্চ সেই জনে জর্ম্ম লভাইলেন ॥ তবে য়মুকস্য সাধকের সোমাধি হইল॥ ইতি য়প্রাকৃর্ত্ত সুর্দ্ধ সত্বগুন।—ইত্যাদি।

মধ্য,—

এই জে কৃষ্ণলীলা নামগান হইছে ইহার আসাদন কিরূপে হয় ॥ আপনাতে সপুংস্তব-ভাব। কৃষ্ণেকে পরমেশ্বর ভাবনা ॥ অযোগ বলি কৃষ্ণেকে মানুস ভাবনা। আপনে পুরুষ এই তিন ॥ এহাকে অযোগ বলি ॥ এই ছয় তটস্থা। কৃষ্ণেকে পরমেশ্বর ভাবনা আপনাকে আছে তিন। উভয় ভাবনা তিন। এহাকে অযোগ বলি ॥

শেষ,—

প্রবত্তো [লো]কের কায়কি সেবা ১ সাধকের মানসি সেবা ২ সিদ্ধের তাম্বুল সেবা ৩ দিনি সাত্র ষন: সির্দ্ধি সাধক প্রবত্তক তিনের লক্ষণ ৫ প্রবত্তকের উপাসনা হরির স্থাম ॥০॥

৩৫৯। কৃষ্ণলীলামৃত।

রচয়িতা—বলরাম দাস। পত্র ১-৪৮; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১০ হইতে ১৫ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ১৩৷৷০×৫ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৪৭ সাল।

বৈষ্ণব সাহিত্যে বহু বলরাম দাসের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় এবং তন্মধ্যে অনেকেরই পরিচয় জানিতে পারা যায় নাই। আলোচ্য পুথির রচয়িতা সম্বন্ধেও সেই কথাই প্রযোজ্য। গ্রন্থকারের সামান্য একটু পরিচয়ের ইঙ্গিত পাওয়া যাইতে পারে, এমন কোনও কথা পুথির মধ্যে নাই। পুথির শেষে "শ্রীযুত গদাধরচরণভরসে" এইরূপ একটি ভণিতা দেখিয়া মনে হইতে পারে যে, হয় ত ইনি চৈতন্যদেবের পার্শ্বচর বিখ্যাত গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য হইবেন। কিন্তু তাহাতেও আবার সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে এই জন্য যে, পুথির মধ্যে কোথাও চৈতন্যদেব বা তাঁহার কোন পার্শ্বচরের বন্দনা নাই। বস্তুতঃ ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় যে, ১৬৪৪ শকাব্দে কৃষ্ণলীলাবিষয়ক গ্রন্থের রচয়িতা নিজ গ্রন্থে চৈতন্যদেবের নামোল্লেখ করেন নাই! অন্য দিকে প্রচলিত রীতির পরিবর্ত্তে গ্রন্থের উপক্রমণিকায় একটি নূতন

আখ্যায়িকার অবতারণা করিয়া, তিনি কিছু নূতনত্বের পরিচয় দিয়াছেন, ইহাও উল্লেখযোগ্য।

পুথিখানি বারোটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। কৃষ্ণের ব্রজলীলা, মথুরাগমন এবং তজ্জনিত গোপীগণের দুঃখ, এই পর্য্যন্ত পুথির আলোচ্য বিষয়। ৩৭ পত্রে চন্দ্রবংশীয় খট্টাঙ্গ নামক নরপতির উল্লেখ আছে। পুথির উপক্রমণিকা-সূচক আখ্যায়িকা একটু দীর্ঘ হইলেও তাহা যথাস্থলে উদ্ধৃত করিব।

আরম্ভ,—

৭ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণায় নমঃ ॥

বন্দে বৃন্দাবনাধীশমিন্দিরানন্দমন্দিরং।
তমালশ্যামলং দেবং রাধাসিন্ধুচকোরকম্ ॥
জয় জয় কৃষ্ণ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন।
অনাদির আদি সর্ব্বকারনকারন ॥
... ...
মিনতি করিয়া বোলি স্থন সভাসদ।
মূঢ়মতি হঞা মুই আরম্ভিল পদ ॥
অজ্ঞ হইঞা কৈলাম জজ্ঞের আরম্ভ।
এমত জানিয়া না করিবে উপলম্ভ ॥ ইত্যাদি।

গ্রন্থারম্ভ,—

মন দিয়া স্থন কোই গৃন্থবিবরন।
জেমত প্রকারেহৈল গৃন্থের শ্রীজন ॥
অজমুখ ভুজ অঙ্গ অশ্বিনী সকায়।
এই পরমানে সকাদিত্য সক জায়[১] ॥
মগদ্য দেসেতে এক রাজার কুমার।
ভদ্রেতে কুলিন ছিল মহা অধিকার ॥
ভুঞ্জিয়া বিসয় বাস তিক্ত হৈঞা মনে।
সকল ছাড়িয়া তেহোঁ গেলা বৃন্দাবনে ॥
ব্রজেতে করিল বাস বরিস দসেক।
সর্ব্বসাস্ত্র পড়ি গৃন্থ দেখিল অনেক ॥
ইষ্টদেব স্থানে তেহোঁ বিদায় হইয়া।
প্রতি দেসে দেসে তেহোঁ বেড়ান ভ্রমিয়া ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেলা মৎস রাজার দেসে।
পঞ্চাল নগরে রাজা করিলা প্রবেসে ॥
জমুনা বহেন তথা দুকুলে নগর।
তটের উপরে দির্ব্ব স্থান মনোহর ॥
ব্রাহ্মন কাএস্ত গোপ তিলি মালাকার।
নানা জাতি বৈসে তথা কে করে বিচার ॥
নদির তিরেতে এক বটবৃক্ষ আছে।
পথশ্রম পাঞা তেহো গেলা তার কাছে ॥
পরম সিতল ছায়া স্থান মনহর।
দেখিয়া হরিস বড় হইলা অন্তর ॥
বসিলা বিবেকী গৃন্থ রাখিয়া ভূমিতে।
বেলা অবসান দেখি লাগিলা ভাবিতে ॥
একে ভাদ্র মাস তাহে মেঘে আৎসাদিত।
মেঘের গর্জ্জন স্থনি স্থির নহে চিত ॥
মনে মনে বিবেকী করেন আলোচন।
এথাতে বসিয়া কিছু নাই প্রয়োজন ॥
বাসার নিয়ম নাই নাহি পরিচয়।
আজিকার রাত্রি কোথা করিব আশ্রয় ॥
এই মতে বসিয়া করেন আলোচন।
দির্ব্ব এক নিতম্বিনি তথা আগোমন ॥
কুঞ্জরগমনি কঞ্জলোচন বয়ান।
চৌস্থতি সোবর্ন্নহার হৃদয়ে উজ্জল ॥
নাসিকায় কনক দির্ব্ব মুকুতা ভুসিত।
স্থবর্ন্ন জিনিয়া কণ্ঠমালা বিরাজিত ॥
উচ কুচগিরি করিকুম্ভের সমান।
পীঙ্কের মৃনাল ভুজ জঙ্ঘ স্থরনাল ॥
স্থবর্ণ কঙ্কন সংখ তার বিভুসন।
রামরম্ভা উরু কোটী নিতম্ব সোভন ॥
দির্ব্ব রক্ত পট্টবস্ত্র করি পরিধান।
রূপে গুনে দেখি জেন উর্ব্বসী সমান ॥

১। অজমুখ—৪, ভুজ—৪, অঙ্গ—৬, অশ্বিনী—১। ১৬৪৪ শকাব্দ।

ধিয়ে ধিয়ে গেলা সেই বিবেকি সাক্ষাত।
ভূমিতে পরিয়া কন্যা কৈল প্রনিপাত ॥
বিবেকি বোলেন তুমি আইলা কোথা হৈতে।
কেনে দাড়াইলে তুমি আমার সাক্ষাতে ॥
গৃহির বনিতা তুমি তাহে রূপবতি।
আমার নিকটে আইস নহে ত যুগতি ॥
কি নাম তোমার কোন কুলে উপাদান।
কিবা হেতু তোমার হইল দির্ব্বজ্ঞান ॥
বৈরাজ্ঞ বিবেক ধর্ম্ম করি আচোরন।
আমাকে দেখিয়া কেন ছুর হৈল মন ॥
তবে সেই রূপবতি ইসত হাসিয়া।
কহে আপনার কথা আগেত বসিঞা ॥
গোকুলেতে জন্ম মোর নাম সত্যবতি।
সিসুকাল হৈতে করি গোবিন্দভকতি ॥
তোমাকে দেখিলাম রাজকুমারলক্ষন।
বিসেষে বৈরাজ্ঞ ধর্ম্মে তুমি বিচক্ষন ॥
তাহাতে দেখিএ সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত।
সাধ্য সাধনের জন্ম তোমাতে বিদিত ॥
কৃষ্ণ অনুরাগবিজ সদাই অন্তরে।
তোমা অগোচর কেহো নাহিক সংসারে ॥
ভ্রমজ্ঞান কর কেন বাসার চিন্তন।
এই ত নগরে বৈসে সাধু কত জন ॥
বৈষ্ণবের শ্রেনি এই পঞ্চাল নগরে।
বৈষ্ণব সেবায়ে দৃঢ় সভার অন্তরে ॥
আমার বাসাতে চল বৈষ্ণব গোসাই।
করিবে তোমার সেবা মোর জেষ্ট ভাই ॥
আর এক আছে মোর কনিষ্টা ভগিনী।
অলপ বএসে রাড়ি সেই অভাগিনি ॥
বালক অবধি হৈতে বৈষ্ণবেতে রতি।
পরম বৈষ্ণবী তেহো কৃষ্ণেতে ভকতি ॥
তোমার সমসর্গ হৈলে হবে কৃষ্ণলাভ।
আমার বিপদ হরি গৃহাদিক তাপ ॥
কিন্তু আর এক আমি করি নিবেদন।
সতত করিহ কৃষ্ণকথা উদ্দিপন ॥
দেখাইল বাড়ি কন্যা অঙ্গুলি তুলিয়া।
উফাইল সেই স্থানে মায়াবাদি হৈয়া ॥
তবে বিবেকির মনে হৈল দির্ব্ব জ্ঞান।
কোন দেবকন্যা আইল মোর বিদ্যমান ॥
কি জানি কিরূপে কোথা করিল গমন।
অনেক সন্তাপ করি চলিলা তখন ॥
অঙ্গুলি তুলিয়া জে বাড়ি দেখাইল।
সন্ধ্যা সমএ তথা জায়া উত্তরিল ॥
রাধাকৃষ্ণ স্মৃতি করি প্রবেসিলা পুরে।
গোপগন দেখি তবে প্রনমিলা দুরে ॥
প্রধান গোপের তবে বিধবা ভগিনী।
প্রনমিলা তেহো আসি বোলি স্তুতিবানি ॥
বসিতে আসন দিয়া ধোয়াইল চরন।
অনুনয় বাক্য বোলি তুসিলেন মন ॥
বিবেকী বোলেন স্থন আমার উত্তর।
কহিব সকল কথা তোমার গোচর ॥
ব্রজেন্দ্রনন্দনপাদপদ্ম অভিলাস।
কৃষ্ণলীলামৃত কহে বলরাম দাষ ॥

অতঃপর বিবেকী কৃষ্ণলীলা বর্ণনা করিতেছেন এবং গোপনিতম্বিনী তাহা শুনিতেছেন,—

বিবেকী বোলেন প্রিয়া শুন তুমি মন দিঞা
কহিব সকল বিবরণ।
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের মতে জে কহিল ভাগবতে
তাহা আমি করি বিবেচন ॥

—১৩।২ পত্র।

ভণিতা,—

১। তারা বড় ভাগ্যবতি পুণ্যশিলা মহামতি
গোপকুলে জার উপাদান।
নিবাস পঞ্চাল দেসে জাহার কৃপার লেশে
বলরাম দাস রস গান ॥ ৪৬।১ পত্র।

২। কৃষ্ণের কিঙ্কর দিন বলরাম দাস।
কৃষ্ণলিলামৃত-পদ করিল প্রকাস॥

শেষ,—

শিবের আজ্ঞাএ দুত সামাইল বোনে।
বান্ধিঞা লইঞা গেলা রাজা চারি জনে॥
শিবের সাক্ষাতে নঞা দিলেন বান্ধিঞা।
বোলিলেন শিব তারে অনেক গোর্জ্জিঞা॥
প্রাণভয়ে কৃষ্ণ ত্যাগ কলি কি কারনে।
আমার সেবক কহি বলিলি বচনে॥
কৃষ্ণ ভজ জেই সেই আমার আরাধ্য।
কেনে রে এমন কথা কহিলি দুসাধ্য॥
স্বকর হইঞা জন্ম অবনিমণ্ডলে।
আর জেন কথা নাহি বোলে কোন জনে॥
ধনজনলোভে জেবা ভজে আমার পায়।
সুখ ভোগ ভোগী আশে অধঃপাতে জায়॥
এতেক জানিঞা ভাই ভজ কৃষ্ণপায়।
জননীজঠরদুঃখ এড়াইবে দায়॥
শ্রীযুত গদাধরচরণ ভরসে।
কৃষ্ণলিলামৃত কহে বলরাম দাসে॥

ইতি কৃষ্ণলিলামৃত গ্রন্থ সমাপ্ত॥*॥ ভিমস্যাপি রণে ভঙ্গ [ইত্যাদি]। সাক্ষরঃ শ্রীবিজয়গোবিন্দ দেবসর্ম্মণঃ॥ সাং ভবানীপুর॥ পাঠার্থং শ্রীব্রজমোহন মণ্ডল সাঃ জালালপুর॥ সন ১২৪৭ সাল তারিখ ২২ বৈসাখ রোজ রবিবার ত্রিতিয় প্রহর বেলা সমএ গ্রন্থ সম্পুর্ন্নমিতি।

৩৬০। ভজনক্রম গ্রন্থ।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস। পত্র ১-৬, ৮-১০; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১২ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ৮।০ × ৪।০ ইঞ্চি। লিপিকাল নাই। বিষয়—বৈষ্ণবীয় সাধন-পদ্ধতি।

আরম্ভ,—

৭ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ॥
ভক্তিভাবে বন্দিব শ্রীবৈষ্ণব গোসাঞি।
জাহার কৃপাতে নিজ প্রাণধন পাই॥
শ্রীগুরুচরণপদ্ম হৃদয়ে ধরিয়া।
ভজনের ক্রম কহি কিছু সংক্ষেপ করিয়া॥

শেষ,—

নানা গ্রন্থ আনি অনুমান লৈঞা।
লিখিল ভজনক্রম সংক্ষেপ করিয়া॥
জদি কোন মহাসয় কহে গ্রন্থ নাহি হয়।
সে কথা শ্রবনে মোর অধিক প্রিত হয়॥
জদি কেহ কহে গ্রন্থ সর্ব্বত্তম হয়।
সে কথা শ্রবনে মোর চিত্তবাদ হয়॥
মুঞি শে অজ্ঞান শিশু ভকতির দুর।
অপরাধ ক্ষেম মোরে বৈষ্ণব ঠাকুর॥
শ্রীচৈতন্যপাদপদ্মরেণু করি আশ।
সংক্ষেপে ভজনক্রম কহে কৃষ্ণদাস॥
ইতি শ্রীভজনক্রম গ্রন্থ সম্পূর্ণঃ॥*॥

৩৬১। লীলামনোহর।

রচয়িতা—গোবিন্দদাস। পত্র ২-১১; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা শাদা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১১ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ৯।।০ × ৪।।০ ইঞ্চি। লিপিকাল প্রভৃতি নাই।

লীলামনোহর, দণ্ডাত্মিকা ও একান্ন পদ, এই তিনখানি গ্রন্থ অভিন্ন অথবা একই গ্রন্থ এই তিন প্রকার নামে প্রচলিত। পুথিতে

রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক মোট ৫১টি পদ ছিল। তন্মধ্যে প্রথম পাতাখানি না থাকায় তুইটি পদ পাওয়া যায় নাই।

শেষ,—

কেদার ॥

রতি রস আলষে নয়ন অতি ঘূর্ম্নিত
স্নতলী নিভৃত নিকুঞ্জে।
মধু মদে ভ্রমরা ভ্রমরী মৃদু ঝঙ্কর
বিকষিত ফল ফুল পুঞ্জে ॥
বিনোদিনী রাধা মাধবকোর।
তমালে বেঢ়ল জন্থ কনকলতাবলী
দোঁহ তন্থ অধিক উজোর ॥
ভুজে ভুজে বন্দ ছন্দ করি সুন্দরী
শ্যামকোরে ঘুমায়।
রতি রস আলষে তুহুঁ তন্থ জর জর
প্রিয়সখি চামর ঢুলায় ॥
স্নবাসিত বারি ঝারি ভরি রাখল
সহচরি তুহুঁ জন পাশ।
মন্দীর নিকটে স্নতলী সহচরী
পদতলে গোবিন্দদাস ॥ ৫১ ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দ কবিরাজবিরচিতং লীলা-মনোহর সম্পূর্ন্নং ॥ দণ্ডাত্তিকা পদ লিখাতে ॥

৩৬২। কর্ণানন্দ রস।

রচয়িতা—যতুনন্দন দাস। পত্র ১-৫২; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। অধিকাংশ পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি, তুই এক পৃষ্ঠায় ৬-৭ পঙ্‌ক্তিও আছে। পরিমাণ ১৫।০×৫।০ ইঞ্চি। লিপিকাল প্রভৃতি নাই।

এখানি ঐতিহাসিক গ্রন্থ। সাতটি নির্য্যাস বা অধ্যায়ে সমাপ্ত। ইহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে,—শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য ও প্রশিষ্যমণ্ডলীর বর্ণনা, রামচন্দ্র কবিরাজের মহিমা বর্ণনা, মহারাজ বীর হাম্বীরের প্রতি রামচন্দ্র কবিরাজের উপদেশ, জীব গোস্বামীর পত্র ও গোপাল ভট্টের সহিত মিলন, আচার্য্য প্রভুর প্রতিজ্ঞা এবং সন্দেহ-ছেদন। গ্রন্থকার যতুনন্দন দাস, শ্রীনিবাস আচার্য্যের কন্যা হেমলতা ঠাকুরাণীর শিষ্য। তিনি হেমলতার আদেশে এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

আরম্ভ,—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণজী শরণং
অনর্পিতচরীং চিরাৎ [ইত্যাদি শ্লোক।]
জয় জয় মহাপ্রভু জয় কৃপাসিন্ধু।
জয় জয় নিত্যানন্দ জয় দিনবন্ধু ॥
জয় জয়াদ্বৈত জয় দয়ার সাগর।
জয় জয় শ্রীবাসাদি প্রভুপ্রিয়কর ॥

... ...

শুন শুন ভক্তগণ করি একমন।
তুই শক্তি মহাপ্রভু কৈল প্রকটন ॥
নিজ মনাভিষ্ট তাহা করিতে প্রকাশ।
পৃথিবীতে ব্যক্ত লাগি মনের উল্লাস ॥
গ্রন্থ প্রকটিলা তাতে শ্রীরূপে শক্তি দিয়া।
আনন্দ হইল চিত্তে এক শক্তি প্রকাশিয়া ॥
হেন মহামহাধন করিলে প্রকটন।
লক্ষ গ্রন্থ প্রকাশিলা জাহার কারণ ॥ ইত্যাদি

মধ্য—

বর্ণনের ভাল মন্দ না জানি বিশেষ।
তবে জে লিখিয়ে নিজ প্রভুর আদেষ ॥
দোষ ত্যাগ করি প্রভু করিহ শ্রবণ।
দন্তে তৃণ করি করো এই নিবেদন ॥

বুদাইপাড়াতে রহি শ্রীমতিনিকটে।
সদাই আনন্দে ভাসি জাহ্নবির তটে॥
নিজ প্রভুর পাদপদ্ম মস্তকে করিয়া।
সংপূর্ণ করিলাম গ্রন্থ শুন মন দিয়া॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর দাসের দাস।
তার দাসের দাস এই জতুনন্দন দাস॥
গ্রন্থ শুনি ঠাকুরানির মনের আনন্দ।
শ্রীমুখে রাখিলা নাম গ্রন্থ কর্ণানন্দ॥
শ্রীমতি সগণে গ্রন্থ করি আস্বাদন।
পুলকে পূর্ণিত দেহ সাশ্রু নয়ন॥
পুনঃ শ্রীমতি কহেন মোর মস্তকে পদ দিয়া।
কহিতে লাগিলা কিছু হাসিয়া হাসিয়া॥
মো কর্ণ তৃপ্তি কৈলে গ্রন্থ শুনাইয়া।
শ্রবণ পরসে মোর জুড়াইল হিয়া॥

—৪৭।১ পত্র।

ভণিতা,—

শ্রীআচার্য্য প্রভুর কন্যা শ্রীল হেমলতা।
প্রেমকল্পবল্লী কিবা নিরমিল ধাতা॥
সে দুই চরণপদ্ম হৃদয়ে বিলাস।
কর্ণানন্দরস কহে যদুনন্দন দাস॥

অধ্যায়সমাপ্তিবাক্য,—

ইতি শ্রীকর্ণানন্দে শ্রীআচার্য্যপ্রভুশাখাবর্ণনং নাম প্রথম নির্য্যাস॥ *॥

শেষ,—

শুন শুন ভক্তগণ করি নিবেদন।
সন্দেহ ঘুচিল মোর করি আস্বাদন॥
মদীশ্বরীমুখচন্দ্র আজ্ঞামৃত পাঞা।
প্রাণরক্ষা হৈল মোর প্রসন্ন হিয়া॥
এই ত কহিলাম মোর সন্দেহ ছেদন।
কুতর্ক ছাড়িয়া সদা কর আস্বাদন॥
শ্রীআচার্য্য প্রভুর গণে কোটি পরণাম।
কৃপা করি পূর্ণ কর মোর মনস্কাম॥
তোমা সভা কৃপা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হয়।
অনায়াসে প্রেমভক্তি তাহারে মিলয়॥
শ্রীরূপ সপার্ষদে প্রাপ্তি অভিলাসে।
সেই জন শুনুক ইহা পরম লালসে॥
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সগণ সহিতে।
বাঞ্ছা পূর্ণ কর সভে প্রসন্ন চিত্তে॥
শ্রীআচার্য্য প্রভুর প্রাপ্তির লালসে।
কৃপা করি পূর্ণ কর এই অভিলাসে॥
শ্রীআচার্য্য প্রভুর কন্যা শ্রীল হেমলতা।
প্রেমকল্পবল্লী কিবা নিরমিল ধাতা॥
সেই দুই চরণপদ্ম হৃদয়ে বিলাস।
কর্ণানন্দকথা কহে যদুনন্দন দাস॥

ইতি শ্রীকর্ণানন্দে সন্দেহছেদনং নাম সপ্তম নির্য্যাসঃ॥ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ॥

৩৬৩। গোলোকসংহিতা।

রচয়িতা—বৃন্দাবন দাস। পত্র ১০৪; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১২ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ৮॥০ × ৫ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২২১ সাল। পুথির বিষয়—গোলোক প্রভৃতি উর্দ্ধলোকের অবস্থান-নির্ণয়। ভাষা গদ্য ও পদ্যময়। মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত শ্লোক আছে।

আরম্ভ,—

/৭ শ্রীশ্রীরাধিকা॥

অখণ্ডমণ্ডলাকারং [ইত্যাদি শ্লোক।]

শ্রিষ্টীস্থিতি ব্রহ্মাণ্ড নীরুপণং॥ আদৌ পাতাল নিরুপণং বর্ন্নং॥ সর্ব্বাদৌ মহাস্থম্ভ॥ তদোপরি অন্ধকার॥ তদোপরি ধুর্ম্মাকার॥ তদোপরি স্থিরস্নাঞ্চ॥ তদোপরি কুর্ম্মরাজ॥ তদোপরি ঐরাবত হস্তি॥ তদোপরি বাসুকি॥ বাসুকির সহস্র ফনা॥ আর মহাফনা॥ তদোপরি সপ্ত পাতাল॥—ইত্যাদি।

মধ্য,—

তদোপরি কারণসমুদ্রে মহাবিষ্ণু ॥ তদোপরি মহাস্থন্ত ॥ তদোপরি পরোব্যোম মহাবৈকুণ্ঠ ॥ প্রশিদ্ধ স্থান তন্মধ্যে সর্ব্ববেদিপরি সর্ব্বমন্দির ॥ বেষ্টীত কল্পতরু তন্মধ্যে চতুর্ভুজ নারায়ণ ॥ পীতবাস তন্মধ্যে চতুদ্বার ॥ চতুদ্বার চতুর্ব্যূহ বাসুদেব ॥ সঙ্করসর্ন ॥ প্রদ্যুম্ন ॥ অনিরুদ্র ॥ তন্মধ্যে নারায়ণ ॥ সর্ব্বমন্দির বামে লক্ষ্মী দক্ষিণে সরস্বতি ॥ তদোপরি গোলক ॥ —ইত্যাদি ২ পত্র।

শেষ,—

শ্রীভাগবত ভারত দুই শাস্ত্রের প্রধান।
ব্যাসরূপে আপনে করিলা ভগবান ॥
আর জত বহু সাস্ত্র সিদ্ধান্ত অপার।
জার যেই অনুভব করয়ে বিচার ॥
... ...
আগম অনুসারে এই নিগমের ভাষ।
গোলকসংগীতা কহে শ্রীবৃন্দাবন দাস ॥
ইতি শ্রীগোলকসংগীতা গ্রেহন্থ সম্পূর্ন্ন ॥
সন ১২২১ সন ॥

৩৬৪। দুর্লভসার।

রচয়িতা—শ্রীলোচন দাস ঠাকুর। পত্র ১-৩৪, ৩৬-৪০ অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি। পুথির পাতা মাঝে মাঝে জীর্ণ; কতকগুলি পাতার অক্ষর কিছু কিছু মুছিয়া গিয়াছে। পরিমাণ ১৩৬০×৫ ইঞ্চি। লিপিকাল ১১৬২ সাল। পুথির বিষয়—বৈষ্ণব সাধনতত্ত্ব। পরকীয়া এবং মধুরভাবে উপাসনার প্রসঙ্গও আছে।

আরম্ভ,—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ ॥

জয়তি জয়তি দেবঃ [ইত্যাদি শ্লোক।]
এক নিবেদন করোঁ স্থন সর্ব্বজন।
বাচাল করএ গোরাগুণে মুর্খ জন ॥
কহিতে কহিতে নাহি জানি নিজ পর।
যে উঠএ তাহা কহি নাহি তাহে ডর ॥
সব অবতারসার চৈতন্য গোসাঞি।
এমন করুণানিধি আর কেহো নাঞি ॥
—ইত্যাদি।

চৈতন্যমঙ্গলের ন্যায় আলোচ্য পুথিতেও কবি নিজ পরিচয় দিয়াছেন। সেই অংশটি এখানে উদ্ধৃত করিলাম।—

বৈদ্যকুলে জন্ম মোর কোগ্রাম বাস ॥
মাতা সতি সুদ্ধমতি সদানন্দী নাম।
যাহার উদরে জন্মি করি কৃষ্ণকাম ॥
কমলাকর দাস নাম পিতা জন্মদাতা।
যাহার প্রসাদে দেখি স্থনি গৌরকথা ॥
সংসারে জন্ম দিল এই মাতা পিতা।
মাতামহোকুলে মোর কহোঁ কিছু কথা ॥
মাতৃকুল পিতৃকুল মোর বৈসে এক গ্রামে।
ধন্য মাতামহি সে অভয়া দাসী নামে ॥
মাতামহো হএন মোর শ্রীপুরুষোত্তম গোপ্ত।
বলে তীর্থ পুত্র তেহো তপস্যায় তৃপ্ত ॥
মাতৃকুলে পিতৃকুলে আমি একমাত্র।
সহোদর নাহি নাহি মাতামহের পুত্র ॥
যথা তথা জাই পাল......মোরে।
দুর্ন্নিত লাগিয়া কেহো পঢ়াইতে নারে ॥
মারিয়া ধরিয়া মোরে সিখান আখর।
ধন্য পুরুষোত্তম গুপ্ত......তাহার ॥
—৮-৯ পত্র

ভণিতা,—

১। এই ত কারণে মোর চিত্তে অনুমান।
কহএ লোচন কথা এই সমাধান॥
২। কহএ লোচন আমি কহিলে কে মানে।
হয় নহে কহ তুমি সব বুদ্ধিমানে॥

শেষ,—

এই যে কহিল কৃপাকড়া এই অনুগ্রহ।
ইহা ছাড়ি কেনে সে মায়াতে বাঢ়ায় লেহ॥
সর্ব্বজনে কৃপা বিশেষে ভক্ত জনে।
মায়াতে মুগধ তেঞি সন্দেহ তাহা সনে॥
আমার বচনে তুমি করহ বিশ্বাস।
আনন্দহৃদয় কহে এ লোচনদাস॥
ইতি শ্রীদুল্লভসার সমাপ্তং॥ সমাপ্তায়ামিদং গ্রন্থকারায় নমঃ॥ সন ১১৬২ সাল॥

——

৩৬৫। আনন্দলহরী।

রচয়িতা—বৃন্দাবন দাস। পত্র ১-১৭; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১২ পঙ্‌ক্তি। অনেকগুলি পাতার লেখা অস্পষ্ট। প্রথম চারি পাতার দক্ষিণ দিকের কতকটা নষ্ট হইয়াছে। পরিমাণ ১৪ × ৪৮০ ইঞ্চি। লিপিকাল নাই।

পুথিখানি বৈষ্ণব সাধনতত্ত্ব সম্বন্ধীয়। মোট বারোটি অধ্যায় আছে। ১ম অধ্যায়ে বন্দনা, ২য় ৩য় অধ্যায়ে অষ্ট সখী ও গোলোক ধাম বর্ণন, ৪র্থ অধ্যায়ে সাধ্য সাধনতত্ত্ব, ৫ম অধ্যায়ে গজমুক্তার আবাস বর্ণনা, ৬ষ্ঠ হইতে ১১শ অধ্যায়ে রাধাকৃষ্ণের সেবা ও দ্বাদশ অধ্যায়ে গ্রন্থকারের উপদেশ।

আরম্ভ,—

৮৭শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণঃ॥ শ্রীশ্রীকৃষ্ণ জয়ঃ॥
শ্রীগদাধরগৌরাঙ্গ জয়তি॥
গৌরিরাগেন গীয়তে॥

প্রথমে বন্দিব শ্রীসচির নন্দন।
জাহার স্মরণে প্রেম ভক্তি উদ্দিপন॥
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ প্রেম ভক্তির সাগর।
আচণ্ডালে দিলা প্রভু না কৈলা বিচার॥
দিনহিন ম্লেচ্ছ মূঢ় পতিত না বাছে।
সভাকারে নিজ রসভক্তি প্রেম জাচে॥
জয় জয় গৌরচন্দ্র সর্ব্ব অবতারসার।
এমন করুণাময় দেখি নাহি আর॥
জত জত অবতার করিলা অবনি।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবতারসিরোমনি॥
সিব সনকাদি জার অন্ত নাহি পায়।
ব্রহ্মা জারে বেদবলে চাহিয়া বেঢ়ায়॥
—ইত্যাদি।

ভণিতা,—

সংক্ষেপে কহিল এই তন্ত্র অনুসারে।
বুঝিবেক বুধ জন করিবে বিচারে॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দপদে জার আস।
আনন্দলহরি গায় বৃন্দাবন দাস॥১৫।২ পত্র।

যে যে গ্রন্থের সাহায্যে গ্রন্থকার এই পুথি সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহার তালিকা,—

ভরোস্না করিয়া বেদব্যাসের চরনে।
কহিআছেন বেদব্যাস পদ্মপুরানে॥
গরুড় গৌতম আর কাসিখণ্ড দেখি।
আগম নিগম ব্রহ্ম রুদ্র জার সাক্ষি॥
বৃহদ্বামন মৎস্য কূর্ম্ম পুরানে দেখি একে একে।
সেই সব দৃষ্টি হইল অধ্যায়ন পাকে॥

কৃপা করি জানাইল নিত্যানন্দ গুনমনি ;
কৃপা করি জানাইল প্রভু পটল চূড়ামনি ॥
সেই পটল চূড়ামুনি আরাধনি করি।
তাহার দৃষ্টিতে কৈল আনন্দলহরি ॥১৬ পত্র।

শেষ,—

মোর সিক্ষাদাতা মাত্র শ্রীরসমঞ্জরি।
তার সঙ্গে গতাআত মনিকুঠিরে ॥
ইহা সবার অনুগা হইতে জেবা পারে।
অবস্ত পাইবে সেই মধুবন পুরে ॥
আপন স্বভাবি নির্ম্মল ভক্তি হয়।
সুদ্ধ সত্ত জানি গ্রন্থ দেখাইব তায় ॥
সুদ্ধ সত্ত না জানিঞা গ্রন্থ জদি দেয়।
আপন সাধন জায় গুরুদ্রোহি হয় ॥
শ্রীচৈতন্ত নিত্যানন্দপাদপদ্ম করি ধ্যান।
আনন্দলহরি গায় দাস বৃন্দাবন ॥

ইতি শ্রীআনন্দলহরি পুস্তক সমাপ্ত ॥ জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লেখকে দোষ নাস্তিকং ॥

৩৬৬। পাষণ্ডদলন।

রচয়িতা—বৃন্দাবন দাস। পত্র ২-১৯, ২১; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ১১ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ১১ × ৪॥॰ ইঞ্চি লিপিকাল ১১৮৩ সাল।

পুথির মোটামুটি প্রতিপাদ্য বিষয়—বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন এবং বৈষ্ণবদিগকে যাহারা নিন্দা করে বা গ্রাহ্য করে না, তাহাদের নিন্দা। এই প্রসঙ্গে আরও নানা কথা আছে। বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে সংস্কৃত শ্লোক অনেক তোলা হইয়াছে—এমন কি, বাঙ্গালা অপেক্ষা সংস্কৃত শ্লোকসংখ্যাই বেশী; কিন্তু লিপিকরের ভ্রমে তাহা এত অশুদ্ধিপূর্ণ যে, একরূপ অপাঠ্য বলা চলে। পুথির মধ্যে ভণিতা মোটেই নাই। শেষে "বৃন্দাবনদাসমুখোদ্গীর্ণ" কথা দেখিয়া, স্বপক্ষে বা বিপক্ষে অন্য প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত আপাততঃ গ্রন্থখানিকে বৃন্দাবন দাসের রচিত বলিয়া নির্দ্দেশ করা ছাড়া উপায় নাই।

দ্বিতীয় পত্রের আরম্ভ,—

...........কিছু সুনহ সংসারে ॥
অভক্ত ব্রাহ্মণ নহে প্রভুর প্রিয় পাত্র।
শাস্ত্রে কহে জেই ভজে সেই প্রিয় মাত্র ॥
ভক্ত যেই দেন কৃষ্ণ করেন ভক্ষন।
বিপ্র অভক্তের দ্রব্য না করেন স্পর্শন ॥
ইতিহাস ॥ সমুর্চ্চয়ে ॥
ন মে ভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচপ্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ প্রীতস্তথাহ্যহং ॥
সুদ্র নহে কৃষ্ণের ভজন জেই করে।
সেই মাত্র পুজ্য হয় সুনহ সংসারে ॥

তথাহি ॥

ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাঃ তে তু ভাগবতা নরাঃ।
সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে ॥
—ইত্যাদি।

শেষ,—

নিম্নগানাং যথা গঙ্গা জেবানামুচ্যতে যথা।
বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ পুরাণানামিদং তথা॥
শ্রীশ্রীবৃন্দাবনদাসমুখোদ্গীর্ন পাষণ্ডদলনং পুস্তকং সংপূর্ণং ॥ সারা ॥ • ॥ স্বাক্ষরমিদং শ্রীনিলাচরণ সর্ম্মন এ পুস্তক শ্রীঅদ্বৈত হালদার সন ১১৮৩ ॥

৩৬৭। মুক্তাচরিত্র।

রচয়িতা—নারায়ণ দাস। পত্র ২-৩৮; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১৬ হইতে ২০ পঙ্‌ক্তি। শেষের কয়েকটি পাতার ধার ছেঁড়া। পরিমাণ ১০ × ৬৷৷০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১১০৩ সাল।

চৈতন্যদেবের প্রিয় পার্শ্বচর রঘুনাথ দাস গোস্বামী "মুক্তাচরিত্র" নামে সংস্কৃত ভাষায় কৃষ্ণলীলাত্মক একখানি সুন্দর গ্রন্থ লেখেন আলোচ্য গ্রন্থখানি তাহারই পয়ার অনুবাদ। ছয়টি স্তবক বা অধ্যায়ে গ্রন্থ সমাপ্ত। প্রতি স্তবকের শেষে অনুবাদকর্ত্তার ভণিতা আছে এবং সেই সব ভণিতায় নারায়ণ দাস নিজেকে জগদানন্দের শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। ১৬৪৬ শকাব্দে তাঁহার এই অনুবাদ সমাপ্ত হয়,—"ঋতু বেদ রস চন্দ্র গগন বিদিতে। মুক্তাচরিত্র ভাষা হইল উদিতে॥" কেহ কেহ "রস" স্থলে "অস্থ" পাঠ স্থির করিয়া, ইহাকে ১৫৪৬ শকাব্দও বলেন। গ্রন্থের উপাখ্যানভাগ এইরূপ,—শরৎকালে দীপমালা মহোৎসবের সময় শ্রীরাধিকা সখীগণের সহিত মাধবীকুঞ্জে নানাপ্রকার মুক্তা দ্বারা বেশ রচনা করিতেছেন, এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ তথায় গিয়া কয়েকটি মুক্তা প্রার্থনা করেন। সখীগণ উত্তরে তাঁহাকে জানাইলেন,—"এ সব মুক্তা রাজমহিষীরই উপযুক্ত; তোমার ন্যায় রাখালের পক্ষে ইহার কোনও প্রয়োজনীয়তা নাই।" শ্রীকৃষ্ণ ইহাতে ব্যথিত হইয়া, যশোমতীর নিকট কয়েকটি মুক্তা চাহিয়া লইয়া, ক্ষেত্র কর্ষণপূর্ব্বক তাহা রোপণ করিলেন। যথাকালে মুক্তার গাছ হইল এবং তাহাতে অজস্র মুক্তা ফলিতে লাগিল। এই সংবাদে উৎফুল্ল হইয়া শ্রীরাধা প্রভৃতি তাঁহাদের যত কিছু মুক্তা ছিল, সমস্তই রোপণ করিলেন; মুক্তার গাছ হইল, কিন্তু তাহাতে মুক্তা ফলিল না। তখন গুরুজনের ভয়ে ভীত হইয়া, অগত্যা তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নিকট মুক্তা প্রার্থনা করিতে গেলেন। এই উপলক্ষ্যে কবি, শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিবিধ লীলার বর্ণনা করিয়াছেন।

দ্বিতীয় পত্রের আরম্ভ,—

> ......গ্রন্থ করিব প্রকাশ॥
> গদ্য পদ্য ছন্দ অর্থ বুঝিতে না পারি।
> অতএব বুঝিবারে ভাষারূপ করি॥
> মোর মনে কৃষ্ণলীলা না হয় স্ফুরন।
> তথাপি বাসনা জেন পঙ্গুর লঙ্ঘন॥
> অন্ধ জেন চাহে সর্গপথ বাহিবারে।
> তৈছে আমি এই লীলা চাহি বর্ণিবারে॥
> সর্ব্ববৈষ্ণবের পদে করি নিবেদন।
> দয়া কর গ্রন্থ জেন হউ সমাপন॥
> রাধাকৃষ্ণলীলা এই অতি রসময়।
> প্রেমি ভক্ত এই লীলা সদা আস্বাদয়॥
> রাধাকুণ্ডবাসি জয় রঘুনাথ দাষ।
> মুক্তার চরিত্র জিহঁ করিলা প্রকাস॥
> রাধিকার সহচরি সঙ্গে সদা স্থিতি।
> সাক্ষাতেতে দেখি লীলা বিস্তারিলা অতি॥
> সেই দাস গোসাঞীর চরণারবৃন্দ।
> প্রণাম করিয়া কিছু লেখি ভাষাছন্দ॥

ভণিতা,—

> প্রভু শ্রীজগদানন্দপাদপদ্ম আসে।
> মুক্তাচরিত্র কহে নারায়ণ দাসে॥

অধ্যায়-সমাপ্তিবাক্য,—

ইতি শ্রীমুক্তাচরিত্রে শ্রীকৃষ্ণস্য নিরুক্তিকরনং নাম চতুর্থ স্তবক॥

শেষ,—

শ্রীরূপচরণপদ্ম করিএ স্মরন।
মুক্তাচরিত্র গ্রন্থ কৈল সমাপন॥
জয় জয় জয় শ্রীরঘুনাথ দাষ।
মুক্তাচরিত্র জিহঁ করিলা প্রকাস॥
পূর্ব্ব নর্ম্মসখি জিহঁ রাধিকার দাসি।
রাত্রি দিন সঙ্গে রহে নাম তুলসী॥
চৈতন্যলীলাতে নাম রঘুনাথ দাষ।
বৈরাগ সম্পত্তি নয়া সদাই বিলাষ॥
রাধাকৃষ্ণনিত্যলীলা দেখিয়া নয়ানে।
মনের সাধেতে গ্রন্থ করিলা বর্ণনে॥
পুন দন্তে তৃনে এই নিবেদন করি।
শ্রীরূপের পাদপদ্ম অমৃতলহরি॥
আমার মানস সদা লুব্ধ মধুব্রত।
জন্মে জন্মে হঙ জেন তাহে অনুগত॥
শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রেমের সাগর।
রাধাকৃষ্ণলীলামৃতে মত্ত নিরন্তর॥
তাঁর সঙ্গবলে মুক্তাচরিত্রের কথা।
সম্পূর্ণ হইল এই রসময় গাথা॥
... ...
জয় জয় প্রভু মোর বৈষ্ণব ঠাকুর।
যে পদ স্মরনে পাপ তাপ হয় দুর॥
অক্ষর জোটন কৈল নির্লজ্জ হইয়া।
কি বর্ণিতে পারি আমি তটস্ত হইয়া॥
জয় জয় প্রভু মোর আচার্য্য শ্রীনিবাষ।
গৌড়দেসে প্রেমবলে জে কৈল প্রকাষ॥
শ্রীরূপের গ্রন্থ সব রত্ন চিন্তামণি।
বৃন্দাবন হৈতে জত্নে আনিলা আপনি॥
গৌড়দেসে এই রত্ন সভাকারে দিল।
প্রেমধনে মহাধনি জগতে করিল॥
সাধ্য সাধনতত্ত্ব না জানি জিজ্ঞাসা।
রস সম্পদ চিত্তে এই সে ভরসা॥
প্রভু শ্রীজগদানন্দপাদপদ্ম আষ।
মুক্তাচরিত্র কহে নারায়ণ দাষ॥
ঋতু বেদ রস চন্দ্র গগন বিদিতে।
মুক্তাচরিত্র ভাসা হইল উদিতে॥

ইতি শ্রীমুক্তাচরিত্র ব্রজবাসিভাবনিরূপম ষষ্টক স্তবক॥......সন ১১০৩ সাল ৬ কার্ত্তিক॥

৩৬৮। সখী মঞ্জরীর কুঞ্জবাস।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। পত্র ১-৩; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্ক্তি। পরিমাণ ৮॥০ × ৫ ইঞ্চি। লিপিকাল নাই। পুথির প্রতিপাদ্য বিষয়—অষ্ট সখীর বাসস্থান, বেশভূষা ইত্যাদির বর্ণনা।

আরম্ভ,—

৭শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণায় নমঃ॥

ললিতার বাশ বাশী অনঙ্গমঞ্জরী আসি
বিশাখাতে লবঙ্গমঞ্জরী।
কহিতে বাসিয়ে ডর অঙ্গ হালে থর থর
কি কহিব অপ্রকাস্য বানী॥
রঙ্গদেবীর আশ্রয় শ্রীরূপমঞ্জরী রয়
সুদেবীকাতে কৌস্তরীকা গণি।
বর্ণাদিক বেশ বাশ অভিপ্রায় একভাষ
বয়েসের ভেদে মাত্র জানি॥
চর্ম্মচক্ষুর অগোচর বেদবিধি পরাৎপর
অন্য নহে সাধুসাস্ত্রবাণী।
ইন্দুরেখায় মঞ্জুলালী তুঙ্গবিদ্যায় জাহা গণি
ভয় মানি লিখন না জায়।
রঘুনাথ দাস পদ মনে ভাবি অভিরত
কৃষ্ণদাস সেই পদাশ্রয়॥১॥

শেষ,—

সখি নর্ম্মসখি স্থিতি তে কারণে এক স্থিতি
এবে স্থন মঞ্জরীর আভা।
গৌরবর্ন্ন কলেবরে জবাবর্ন্ন বস্ত্র পরে
ত্রিদসার্দ্ধ বয়েসাদি সোভা॥
সেবা করেন চামরে স্বর সন্ধে গান করে
গানে দ্রবে কিশোর কিশোরী।
অরুণাম্বুজ কুঞ্জ নাম তাথে করেন বিশ্রাম
কুঞ্জবর্ন্ন অরুণ নানা সারি॥
দক্ষিণ পূর্ব্ব দলে অগ্নি কোণ বলি তারে
ললিতার সঙ্গে কুঞ্জে বাস।
রঘুনাথ দাস মনে ভাবি তার শ্রীচরণে
জে লেখায় লেখে কৃষ্ণদাস॥*॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিবিরচিতাং সখিমঞ্জরীর কুঞ্জবাস নির্ন্নয় সমাপ্ত॥*॥

ইহার পরের পৃষ্ঠায় শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ঈশ্বর পুরি পর্য্যন্ত আচার্য্যশ্রেণীর নাম লেখা আছে।

৩৬৯। স্থনিয়মদশক।

রচয়িতা—রঘুনাথ দাস গোস্বামী। পত্র ১-৫; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ৯ পঙ্‌ক্তি। প্রথম ও শেষ পৃষ্ঠার অক্ষর অস্পষ্ট। পরিমাণ ১০॥০ × ৩৸০ ইঞ্চি। লিপিকাল নাই।

রঘুনাথ দাস গোস্বামীর রচিত প্রার্থনামূলক ১১টি সংস্কৃত শ্লোক ও তাহার পয়ার অনুবাদ। শ্লোকগুলি লিপিকরভ্রমে পরিপূর্ণ; অনুবাদকের নাম নাই। প্রথম শ্লোক ও তাহার অনুবাদ এই,—

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দঃ॥
অথ স্থনিয়মদশকং॥

গুরৌ মন্ত্রে নাম্নি প্রভুবরশচীগর্ভজপদে
স্বরূপ শ্রীরূপে গণযুজি তদীয়ে প্রথমজে।
গিরীন্দ্রে গান্ধর্ব্বাসরসি মধুপুর্য্যাং ব্রজবনে
ব্রজে ভক্তে গোষ্ঠালয়িষু পরমাস্তাং মম রতিঃ॥১॥

অর্থ

শ্রীরূপ শ্রীগুরু শ্রীগোপাল মন্ত্রবর।
হরি নাম প্রভুবর শ্রীশচীকোঙর॥
দামোদরস্বরূপ শ্রীরূপ সনাতন।
এ সব সঙ্গী জতেক শ্রীভাগবতগণ॥
গিরিরাজ গোবর্দ্ধন রাধাকুণ্ডবর।
মধুপুরি বৃন্দাবন বরজমণ্ডল॥
প্রেমভক্তি সকল শ্রীব্রজবাসীচয়।
ইহার মহিমা শত কহিল না হয়॥
এ দুল্লভ সকলে পরম আস্তা করি।
মোর রতি হএ জেন এই বাঞ্ছা করি॥

সমাপ্তিবাক্য,—

ইতি শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামিবিরচিতং স্থনিয়মদসকং সম্পুর্ন্ন॥*॥

৩৭০। প্রার্থনা।

রচয়িতার নাম নাই। পুস্তকের আকারের পাঁচটি পাতা। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১২ হইতে ১৬ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ৮৸০ × ৬।০ ইঞ্চি। লিপিকাল প্রভৃতি নাই। পুথিতে প্রার্থনামূলক ১২টি সংস্কৃত শ্লোক এবং তাহার পয়ার অনুবাদ আছে।

আরম্ভ,—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ ॥

শ্রীরূপমঞ্জরি নিজেশ্বরয়োঃ পদাব্জ-
সেবামৃতৈরবিরতং পরিপূরিতাসি।
ত্বৎপাদপঙ্কজগতৌ ময়ি দীনজন্তৌ
দৃষ্টিং কদা বিকিরসি স্বকৃপাভরেণ ॥১॥
হে শ্রীরূপমঞ্জরি তোমার ঈশ্বরা ঈশ্বরী।
বৃষভানুসুতা আর প্রিয় গিরিধারি ॥
এ দুহার পাদপদ্মসেবামৃতরসে।
পরিপুর্ন হয় তুমি রজনি দিবসে ॥
কেবল তুমার পাদপদ্ম মোর গতি।
আমি হেন দিন জন্তু নাহি আর থিতি ॥
নিজ কৃপাভরে কবে সুপ্রসন্ন মনে।
কৃপাদৃষ্টি বিক্ষেপন করিবে আমা পানে ॥

শেষ,—

নিজ গোষ্টি বিচারিতে চঞ্চল হইয়া।
বনমালা গাথা ছাড়ি কোথা জায় ধাইয়া ॥
গৃহ গুরু মিথ্যা বিবাদ সুনিতে সুনিতে।
বড় আর্ত্তি দেখি তোমার সামান্য কথাতে ॥

তথাহি ॥

শ্রীরূপমঞ্জরিপদাম্বুজসেবনৈকা
সংপ্রার্থনাভিদধতি প্রকটং গিরৈব।
শ্রীগোকুলেন্দ্রদয়িতাকুলমূর্দ্ধরত্না
রাধা কৃপেক্ষণকণং ময়ি সংতনোতু ॥১২॥
ইতি সংপ্রার্থনা সম্পূর্ণ ॥*॥

৩৭১। সাবধানবৃত্তান্ত (সাধনবর্ত্ম?)।

রচয়িতা—শ্যামদাস। পত্র ২-২১; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ১১৸০ × ৪ ইঞ্চি। লিপিকাল ১৬৯৬ শকাব্দ।

৩৪৩ সংখ্যক পুথি ও আলোচ্য পুথি অভিন্ন। সুতরাং উক্ত পুথির বিবরণ দ্রষ্টব্য।

শেষ,—

মৎস্য কূর্ম আদি করি জত অবতার।
কেহ অংশ কেহ কলা সকলি তাহার ॥
অনন্ত ঐশ্বর্য্যলিলা কে কহিতে পারে।
সংক্ষেপে কহিল কিছু গ্রহন্ত অনুসারে ॥
গুরুর চরণে সুদৃঢ় মতি করি।
শ্যামদাসে বোলে আমি কি কহিতে পারি ॥

ইতি শ্যামদাসবিরচিত সাবোধানবৃত্তান্ত সমাপ্ত ॥ সুভমস্ত শকাব্দা ১৬৯৬ শ্রীরামনারান দাসস্য ॥ শ্রীহরয়ে নমঃ ॥

৩৭২। প্রেমভক্তিটীকা।

রচয়িতা—মোহনমাধুরী দাস পত্র ১-৬২; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। প্রথম দুই পাতা ছিন্ন। পরিমাণ ১৪ × ৪৷৹ ইঞ্চি। লিপিকাল নাই।

প্রেমভক্তিটীকা— নরোত্তমদাস-বিরচিত প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা পুথির বিস্তৃত ব্যাখ্যা। মধ্যে মধ্যে গীতা প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে অনেক প্রমাণশ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। একটু আধটু সহজিয়া ভাবের ইঙ্গিতও দুই এক জায়গায় পাওয়া যায়।

আরম্ভ,—

৭শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ॥

অথ শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকাকিরণ......
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য [ইত্যাদি শ্লোক ॥]
বন্দিব সে গুরুদেব জোড়হাত হঞা।
......ল জেই অন্দক দেখিঞা ॥

কৃপা করি নাম মন্ত্র কর্ন্নে মোর দিল।
গুরু বলি ভক্তি মোর ততোক্ষনে হৈল॥
নাম মন্ত্রের আকার প্রকার .....।
সকল কহিল মোরে সাধনাঙ্গ সার॥ ইত্যাদি।

গ্রন্থারম্ভ,—

অথ মুলকথনং॥

শ্রীগুরুচরণপদ্ম কেবল ভকতি সদ্ম
বন্দো মুঞী সাবধান মনে।
জাহার প্রসাদে ভাই এ ভব তরিয়া জাই
কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় জাহা হনে॥

অস্যার্থ॥

শ্রীগুরুচরণ আর বন্দিয়ে কমল।
এই দুই হৈতে হয় ভক্তি নিরোমল॥
চরণে ভকতি করি পদ্মেতে প্রণয়।
পিরিতি প্রণয়তত্ত জাহাতে জন্ময়॥
পদ্মে মধু চন্দ্রে সুধা একর্ত্তে মিলন।
চর্ম্মামিত হয়্যা জন্মে ভক্তের কারণ॥
পদ্ম সঙ্গে প্রণয় পিরিতি রসময়।
দৃঢ় ভক্তি করি মন করহ আশ্রয়॥ ইত্যাদি।

ভণিতা,—

পুরাহ মনের আস করি নিবেদনে।
মোহনমাধুরি কহে শ্রীরূপচরণে॥

শেষ,—

প্রেমভক্তি গ্রন্থ এই প্রেমের চন্দ্রিকা।
রাগ বৈধি নিশেধ গ্রন্থের এই টীকা॥
ভক্তগণপদে মোর কোটী নমস্কার।
ইথে কিছু অপরাধ না লবে আমার॥
না জানি রসের তর্ত্ত মুঞি মূঢ়মতি।
জে সে কৃপা করু মোরে রহুক ভকতি॥
জয় জয় শ্রীজুৎ ঠাকুর মহাসয়।
অসঙ্খ প্রণতি মোর তার পদদ্বয়॥
প্রলাপ ছন্দে প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা বর্নিল।
সকল গ্রন্থের টীকা সিদ্ধান্তসার কৈল॥ ৬১ পত্র।

... ...

জয় জয় শ্রীজুত ঠাকুর হরিদাস।
জার কৃপা হইতে অনুরাগের প্রকাশ॥
কৃপা করি তিহোঁ মোরে গ্রন্থ পঠাইল।
কামগাত্রি কামবিজ পঞ্চনাম দিল॥
আর করাইল তিহোঁ প্রণালি গ্রহন।
মনের আরোপে তাহা করিতে সাধন॥
সেই সুত্রে শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ কৃপা কৈল।
কৃপাগাত্রে সিদ্ধতত্ত রিদয়ে পসিল॥
এই তর্ত্ত বস্তু জে দিল আমায়।
জন্মে জন্মে বিক্রতা হইলাম তার পায়॥
এই ত কহিল সব কৃপার মহিমা।
কৃপার পরসে মোরে দেখাইল সিমা॥
শ্রীরূপমঞ্জরিপদে লইলাম স্বরণ।
মোহনমাধুরি দাস রচিল কিরণ॥

ইতি প্রেমভক্তিচন্দ্রিকায়াং মুল প্রলাপ ছন্দ তস্য কিরণং নাম অষ্টম অধ্যায়ঃ॥ ইতি .... জথা দিষ্টং [ইত্যাদি॥] প্রেমভক্তি টীকা গৃন্থ সমাপ্তং ॥ লিখিতং শ্রীগোউরমোহন দাস॥

৩৭৩। বিলাপকুসুমাঞ্জলি।

রচয়িতা—রাধাবল্লভ দাস। পত্র ১-৯; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১২ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ১১ × ৫।০ ইঞ্চি। লিপি-কাল নাই।

বিলাপকুসুমাঞ্জলি, রঘুনাথ দাস গোস্বামীর বিরচিত প্রার্থনামূলক স্তব;—ইহাতে ১০১টি সংস্কৃত শ্লোক আছে। আলোচ্য পুথিখানি

তাহারই পয়ার অনুবাদ—রাধাবল্লভ দাস কর্ত্তৃক রচিত। এই জাতীয় অন্যান্য পুথিতে প্রায়ই মূল শ্লোক উদ্ধৃত থাকে, কিন্তু এই পুথিতে মূল শ্লোক নাই।

শেষ,—

শ্রীরঘুনাথ গোস্বামির এই মন অভিলাস।
সংস্কৃতে কৈল এই বিলাপ প্রকাশ ॥
তাঁর পায় অপরাধ না হউক আমার।
সষ্টাঙ্গ হইয়া করি কোটী নমস্কার ॥
মহিস্বরি শ্রীরাধিকা পদসেবা আসে।
বিলাপপুষ্পাঞ্জলি কহে রাধাবল্লভ দাসে ॥
ইতি বিলাপকুসুমাঞ্জলি পয়ার সংপূর্ণঃ ॥*॥

৩৭৪। চাটুপুষ্পাঞ্জলি।

রচয়িতা—রূপ গোস্বামী। ১৫৸০ × ৮ ইঞ্চি আকারের একখানি বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। ২৫ পঙ্‌ক্তি লেখা। সম্পূর্ণ। লিপিকাল ১২৪৩ সাল।

চাটুপুষ্পাঞ্জলি, রূপ গোস্বামীর বিরচিত একটি সংস্কৃত স্তব। এই কাগজখানিতে তাহার পদ্যানুবাদ আছে। কিন্তু অনুবাদকের নাম নাই।

আরম্ভ,—

শ্রীশ্রীহরিঃ ॥
চাটুপুষ্পাঞ্জলি শ্লোকের পয়ার ॥
যত উপমার গণ তুলনা নাহিক সন
জিনি শোভা শ্রীমুখমণ্ডল।
চৌরশ কপাল ঠাম জিনিয়া নবীন চান্দ
কস্তুরী তিলক ঝলমল ॥২॥
কন্দর্প কোদণ্ড জিনি ভুরুযুগ শোভনি
অলকা ললিত তছু পরি।
নেত্রশোভা চকোরিণী উজ্জ্বল কজ্জল জিনি
কটাক্ষ সন্ধান মনোহারি ॥৩॥

শেষ,—

চাটু পুষ্পাঞ্জলি এই স্তবাবলি
যে জন করয়ে গান।
বৃন্দাবনেশ্বরি তারে কৃপা করি
দাসীপদে দেয়ি দান ॥২৪॥

ইতি শ্রীমদ্রূপগোস্বামিনা বিরচিতং শ্রী-মচ্চাটুপুষ্পাঞ্জলিস্তোত্রং সম্পূর্ণং ॥*॥ অধিকারি শ্রীযুত দাস বাবাজী মোঃ ভগলপুর চাম্পানগর কি · ···চৌকী সন ১২৪৩ সাল তা ১২ চৈত্র।

৩৭৫। চাটুপুষ্পাঞ্জলি।

রচয়িতা—রূপ গোস্বামী। পত্র ১-৩; সম্পূর্ণ। শাদা ইংরাজী কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১১ ও শেষ পৃষ্ঠায় ৬ পঙ্‌ক্তি লেখা। পরিমাণ ১৪ × ৪৸০ ইঞ্চি। লিপিকাল নাই।

৩৭৪ সংখ্যক বিবরণে এই নামীয় পুথির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। তাহার সহিত এই পুথির পার্থক্য এই যে, উক্ত পুথিতে মূল সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত হয় নাই, আলোচ্য পুথিতে মূল সংস্কৃত স্তব উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া অপর কোনও বিশেষ পার্থক্য নাই। এ পুথিতেও অনুবাদকর্ত্তার নাম পাওয়া গেল না।

শেষ,—

চাটু পুষ্পাঞ্জলি এই স্তবাবলি
যে জন করয়ে গান।

বৃন্দাবনেশ্বরি তারে কৃপা করি
দাসীপদ দেন দান ॥

ইতি শ্রীচাটুপুষ্পাঞ্জলি শ্রীমদ্রূপগোস্বামিনা বিরচিতং ॥ ইতি চাটুপুষ্পাঞ্জলিস্তবরাজ সম্পূর্ণ ॥*॥

৩৭৬। প্রলাপ।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী; পত্র ১-৩৭; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ১০।০ × ৪৸০ ইঞ্চি। শেষ অংশ খণ্ডিত বলিয়া লিপিকাল প্রভৃতি নাই।

কৃষ্ণপ্রেমে আবিষ্ট হইয়া চৈতন্যদেব যে সকল প্রলাপোক্তি করিতেন, চৈতন্যচরিতামৃতের বিভিন্ন অংশে কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। আলোচ্য পুথিতে সেই সকল উক্তি একত্র সংগ্রহ করিয়া, সন্নিবদ্ধ করা হইয়াছে। প্রথমে চরিতামৃতের আদিলীলার ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ হইতে চৈতন্য প্রভুর জন্মবিবরণ উদ্ধৃত হইয়াছে। পরে বিভিন্ন পরিচ্ছেদ হইতে তাঁহার প্রলাপোক্তিগুলি সংগ্রহ করা হইয়াছে।

আরম্ভ,—

৭ শ্রীশ্রীহরিঃ ॥

আদিলীলায়াং ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদের প্রলাপ ॥

যথেচ্ছ রাগ ॥

নদিয়া উদয়গিরি পূর্ণচন্দ্র গৌরহরি
কৃপা করি করিল উদয়।
পাপ তম হৈল নাশ ত্রিজগত উল্লাষ
জগ ভরি হরিধ্বনি হয় ॥১॥
সেই কালে নিজালয়ে উঠিয়া অদ্বৈত রায়ে
নৃত্য করে আনন্দিত মনে।
হরিদাস লঞা সঙ্গে হুঙ্কার কীর্ত্তন রঙ্গে
কেন নাচে কেহো নাহি জানে ॥২॥
—ইত্যাদি।

৩৭৭। স্মরণদর্পণ।

রচয়িতা—রামচন্দ্র দাস। পত্র ১-৭; সম্পূর্ণ। শাদা বাঙ্গালা কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ১১৸০ × ৪।০ ইঞ্চি। লিপিকাল প্রভৃতি নাই। বিষয়—বৈষ্ণব সাধনতত্ত্ব।

আরম্ভ,—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণায় নম।

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য [ইত্যাদি শ্লোক।]

প্রথমে বন্দিব গুরু বাঞ্ছাকলপতরু
কৃষ্ণপ্রাপ্তির জেহোঁ মূল।
অজ্ঞানতিমির নাস দিপ্ত করে পরকাস
বন্দো সেই চরণ রাতুল ॥
জাহে গুরুকৃপা হয় কৃষ্ণপদ সেই পায়
সেই হয় পরম সুধির।
গুরুপদে জত ভক্তি রাধা কৃষ্ণ তত রতি
এই তত্ত্ব সর্ব্ববেদসার ॥

শেষ,—

দেখ দেখ আরে ভাই গৌরপরকাস।
পুর্ন্নিমাকো চান্দ জৈছে উদয় আকাস ॥
কুম্ভরাসি পুর্ণমাসি গৌর অবতার।
ছাড়ল জোগের ভাব ধরণি নিস্তার ॥

রবিকরে আইল জতেক জিবে তাপ।
হরল সকল পহুঁ নিজ হিমদাপ ॥
কলিযুগে তপ জজ্ঞ নাই কোন তন্ত্র।
প্রকাসিল প্রভু তাহে হরেকৃষ্ণ মন্ত্র ॥
প্রেমের বাদর করি ভরিল সংসার।
তারকি নারকি জত পাইল নিস্তার ॥
অন্ধ অবধি জত সকল পরকাসে।
বিন্দু না পড়ল গায় রামচন্দ্র দাসে ॥

*　　*　　*

সুনহ রসিক ভাই　　স্বরণ দর্পন এই
জে কহিল রামন্দ্র দাস ॥
স্বরণদর্পন সমাপ্ত ॥

৩৭৮। গৌরাঙ্গরূপবর্ণন।

রচয়িতা—যুগলকিশোর। পত্র ১; সম্পূর্ণ। শাদা বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। ১ম পৃষ্ঠায় ১১ ও ২য় পৃষ্ঠায় ১৫ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ৯॥০ × ৪৸০ ইঞ্চি। লিপিকাল প্রভৃতি নাই। বিষয়—নদীয়ানাগরী কর্ত্তৃক গৌরাঙ্গদেবের রূপবর্ণনা।

আরম্ভ,—

শ্রীশ্রীরাধাবিনোদজী নিস্তারকর্ত্তা।
নদিয়ানাগরি জায় সুরধনিঘাটে।
আচম্বিতে গোরা সনে দেখা হল বাটে ॥
দেখ সখি গৌরাঙ্গের রাঙ্গা পদতল।
নবনি জিনিয়া জেন অতি সুকোমল ॥
দস চাঁন্দ চরণেতে লয় মোর মনে।
কলিঘোর তিমির নাসিল জার কোনে ॥
চরণে নপুর কিবা বাঁকা মনোহর।
তা দেখিয়া নাগরি হইল বিভোর ॥ ইত্যাদি।

শেষ,—

উচ্চ করি বান্দিয়াছে মনহর চুল।
তার চারি পাসে শোভে নানাবর্ণ ফুল ॥
গৌরাঙ্গ নাগর বেড়ায় হাসিয়া হাসিয়া।
রূপের ছটায় শোস করিল নদিয়া ॥
সেই কালে জে রূপ দেখিলেক সদা।
ত্রিজগত মধ্যে সেই ভুরিদা ভুরিদা ॥
যুগল কহে সেই কালে জর্ম্ম কেন না হইল।
জনম অবধি সেল হৃদএ রহিল ॥
ইতি সমাপ্ত ॥

৩৭৯। হরিশ্চন্দ্রের পালা।

রচয়িতা—দ্বিজ কবিচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। পত্র ২-২৪; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৭ পঙ্‌ক্তি। কয়েকটি পাতার অক্ষর কিছু কিছু মুছিয়া গিয়াছে। পরিমাণ ৯॥০ × ৩॥০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১১৮৬ সাল।

শেষ—

রাজা কয় মহাশয় তব আজ্ঞা ব্রহ্ম।
তুমি স্বর্গ তুমি মর্ত্ত তুমি ধর্ম্মাধর্ম্ম ॥
বর দিয়া জত কথা কহিলেন তারে।
হরিচন্দ্র বর পায়্যা দিলেন পুত্রেরে ॥
স্নান দান করে রাজা সরযুর তিরে।
অধিকার সহিত রাজা জায় স্বর্গপুরে ॥
গোলকেতে রাজরানি করেন বিশ্রাম।
স্বর্গবিদ্যাধরি নাচে কিন্নরেতে গান ॥
একচির্ত্তে জেই সুনে এই উপাক্ষান।
অন্তেতে পরম গতি হয় মুক্ত স্থান ॥

সেবিয়া ব্যাসের পদ কবিচন্দ্রে গায়।
হরি হরি বল সর্ব্বে পালা হৈল সায়॥

ইতি হরিশ্চন্দ্রের পালা সমাপ্ত ॥*॥ লিখিতং শ্রীমহাভারত সামন্ত সাকিম জোৎ রামচন্দ্র পরগনে হাবিলি সরকার শেলেমাবাদ সন ১১৮৬ সাল তারিখ ২১ অগ্রহায়ন শ্রীশ্রীরাম।

৩৮০। কপোতকপোতীর পালা।

রচয়িতা—দ্বিজ কবিচন্দ্র পত্র ১০৮; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১০ হইতে ১২ পঙ্‌ক্তি। দ্বিতীয় পত্রের দক্ষিণ দিকের কতকটা নাই। পরিমাণ ৯॥০ × ৪॥০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১০৮৯ সাল।

কোনও বনে এক কপোত-দম্পতি বাস করিত। এক দিন কপোতী এক ব্যাধের জালে বদ্ধ হয়। ব্যাধ সমস্ত দিন ভ্রমণ করিয়া, রাত্রে শীত ও ক্ষুধায় কাতর হইয়া সেই কপোতদম্পতির আবাস-বৃক্ষের নিম্নে শয়ন করে। তখন জালবদ্ধ কপোতীর উপদেশে, কপোত অগ্নি জ্বালিয়া ব্যাধের শীত নিবারণপূর্ব্বক, সেই অগ্নিতে উভয়ে দেহত্যাগ করিয়া, নিজ নিজ দেহের মাংস দ্বারা ব্যাধের খাদ্য সংস্থানান্তে স্বর্গে গমন করে, ইহাই পুথির উপাখ্যান।

আরম্ভ,—

৭ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ॥

সুক কহে মহারাজা কর অবধান।
একচিত্ত হইআ সুন কপোত উপাক্ষান॥
সুমুদ্রের তিরে দুই পক্ষের বসতি।
পরম সুন্দর পক্ষ অতি সুকুমতি॥
সুমুদ্রের তিরে অতি সুশোভন বন।
সেই বনে দুই পক্ষ থাকে অনুক্ষণ॥
নানা বনে জাঅ দুহে করিতে আহার।
আহার করিআ আইসে আস্রমে আপনার॥
এইরূপে থাকে পক্ষ গহন কাননে।
নানা দেসের বার্ত্তা কহে পক্ষ দুই জনে॥
—ইত্যাদি।

ভণিতা,—

ব্যাসের আদেসে দ্বিজ কবিচন্দ্র গায়।
অভিমত বর পাঅ জে যন গাওায়॥

শেষ,—

কপোতকপোতিমাংস ব্যাধবর খাইল।
সুবন্তের রথে চড়ি স্বগ্‌র্গভুবন গেল॥
স্বগ্‌র্গেতে দুন্দুভি বাজে পুষ্প বরিসন।
বিমানে চড়িআ গেল স্বর্গভুবন॥
কপোতিকপোতকথা যে জন গাওাঅ।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্বর্গ পাঅ॥
দ্বিজ কবিচন্দ্র গাঅ ব্যাসের কৃপাঅ।
অভিমত বর পাঅ জে জন গাওাঅ॥
ইতি কপোত কপোতির পালা সমাপ্ত॥...

জথা দিষ্টং [ইত্যাদি]॥ লিখিতং শ্রীগোলকনাথ সেন॥ সাকিম লালবাজার॥ ইতি সন ১০৮৯ সাল: তারিখ ২৭ ভাদ্র বার সমবার॥ ৬ দণ্ড বেলা॥*॥ হরি॥

৩৮১। অঙ্গদরায়বার।

রচয়িতা—দ্বিজ কবিচন্দ্র। পত্র ২-৫, ৭-১৪ ; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ৯ পঙ্‌ক্তি। শেষ পাতার কতক অংশ নাই। পরিমাণ ১৩৷৷০ × ৪৷০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১০৮৮ সাল। বিষয়—রাবণের নিকট রামচন্দ্রের দূতরূপে অঙ্গদের গমন এবং উভয়ের উক্তি প্রত্যুক্তি।

শেষ,—

শ্রীরাম বলেন বাছা বাল্লের কুমার।
ভুবনে এ শব কিত্তি রোহিল তোমার॥
শ্রদ্ধা করি ইহা শুনে জেই জনে।
শেই মোর প্রিয় বটে লক্ষ্মন শমানে॥
আদর করিয়া জেবা শুনে রায়বার।
শত্রক্ষ্যয় পরাজয় হইব তাহার॥
রশিক জনার হয় পরম আনন্দ।
রায়বার রোচিলা ইহা আপুনি কবিচন্দ্র॥

জথা দৃষ্টং [ইত্যাদি]। লেখিতং শ্রীলুইধর আষকাণ্ড॥ শাঃ বাল্যাতোড়ী শন ১০৮৮ শাল তাঃ ৬ জৈষ্টী বার মঙ্গল জায় নিজ বাটীতে: চারি দণ্ডে॥

৩৮২। লক্ষ্মণের শক্তিশেল।

রচয়িতা—দ্বিজ কবিচন্দ্র। পত্র ১-১৫ ; সম্পূর্ণ। দোভাঁজ-করা বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। শেষের পাতা ছেঁড়া এবং অক্ষর অস্পষ্ট। পরিমাণ ১৪ × ৪৷৷০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১১৩৮ সাল।

আরম্ভ,—

৭শ্রীশ্রীরাম॥
সক্তিসেল লিক্ষতে॥

মরিল জতেক সেনা স্নন্য হইল পুরি।
অবিরত মোহে কান্দে তা সভার নারি॥
দিবানিসি মন্দোদরি স্নুনিঞা রোদন।
কোপ করি রণমাঝে সাজে দসানন॥
হেন কালে দসাননে কহে মন্দোদরি।
আপনার দোসে মজাইলে লঙ্কাপুরি॥
কুম্ভকর্ণ ইন্দ্রজিত আদি জত বির।
জার বলে দেবাস্নুর কেহ নহে স্থির॥
ঘরে বস্যা থাক নাথ আমি করি মানা।
শ্রীরাম মানুস নহে তারে গেছে জানা॥

ভণিতা,—

বুঝালে না মানে বোধ করে হায় হায়।
সেবিয়া বাল্মিক ব্যাস কবিচন্দ্র গায়॥

শেষ,—

চরণে ধরিয়া বলি আমি অনুগত।
বিকাইনু রাঙ্গা পায় জনমের মত॥
রাবনে মারিয়া কর সিতার উর্দ্ধার।
অজোধ্যায় চল স্নুধ্যা বিভিসনের ধার॥
লক্ষ্মন পাইল প্রান ডাকে রাম জয়।
রাবন সাজিল রনে কবিচন্দ্রে কয়॥
জেবা পড়ে জেবা স্নুনে জে জন গাওায়।
ধন পুত্র হয় তার অন্তে স্বর্গ জায়॥

ইতি লক্ষ্মনের সক্তিসেল সমাপ্ত॥ স্বাক্ষর শ্রীজগন্নাথ দাস দেব। পঠনার্থ শ্রীধনীরাম... ......সন ১১৩৮ সাল॥ তাং ১৪ ভাদ্র রোজ সোমবার॥

৩৮৩। প্রহ্লাদচরিত্র।

রচয়িতা—দ্বিজ কবিচন্দ্র। পত্র ৫, ৭-১০; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১১ পঙ্‌ক্তি। প্রত্যেক পত্রের ধার কাটা। পরিমাণ ১৪ × ৪৬৹ ইঞ্চি। লিপিকাল ১১৬৪ সাল।

শেষ,—

প্রসাদচরিত্র জেবা একচির্ত্তে স্থনে।
কৃষ্ণভক্তি সব সিদ্ধি হয় দিনে দিনে॥
সপ্তম স্কন্দের কথা কবিচন্দ্র গায়।
এত দুরে প্রসাদচরিত্র হইল সায়॥

ইতি প্রসাদচরিত্র পালা সমাপ্তমিদং। জথা দিষ্টং [ইত্যাদি।] এ পুস্তক শ্রীরাধাচরণ দাষের সাং মধ্যম য়া......পং বালিয়া বসন্দার সরকার সেলমাবাদ সন ১১৬৪ সাল সোন এগার সও চৌসষ্টী সাল তারিখ ২৬ শ্রাবন রোজ রবিবার বেলা দুই প্রহরের সময় পুস্তক সমাপ্ত হইল॥

এই পুথির সহিত ২-৪ ও ৬ সংখ্যক আর চারিটি পাতা আছে। তাহা কৃষ্ণদাস-বিরচিত কণ্ব মুনির পারণা নামক পুথির। আকার ও পরিমাণ উপরোক্ত পুথির অনুরূপ। ২ সংখ্যক পাতার ভাঁজের মধ্যে ১১৬৪ সাল লেখা আছে। প্রতি পৃষ্ঠায় ১১ পঙ্‌ক্তি করিয়া লেখা। একটু নমুনা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম;—

এমন নির্ভয় ছেল্যা কোনখানে নাঞি।
অপরাধি হইলে তুমি ব্রাহ্মণের ঠাঞি॥
আর তোর বাড়ি নাঞি করিব পারনা।
হেদে গো জসদা তোর আস্তা গেল জানা॥

ভণিতা,—

ভোজনে বসিলা গিয়া কর্ন্নমুনির থালে।
কৃষ্ণদাষ বলে নন্দের অধিক কপাল॥

৩৮৪। অজামিলের উপাখ্যান।

রচয়িতা—দ্বিজ শঙ্কর কবিচন্দ্র। পত্র ২-৮; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১০ হইতে ১১ পঙ্‌ক্তি। প্রথম ও শেষ পৃষ্ঠার অক্ষর অনেকটা মুছিয়া গিয়াছে। পরিমাণ ১৩।০ × ৪।০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১০৮৭ সাল। ৭ম পত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় কবিচন্দ্রের শঙ্কর নামের উল্লেখ আছে।

ভণিতা,—

বিষ্ণু[দুত] বলে তোরা বট কোন জন।
কবিচন্দ্র দ্বিজ বলে ব্যাসের বচন॥

শেষ,—

স্থন দুত জেবা জন কৃষ্ণভক্ত হয়।
সেই জন আমার কখন দণ্ডি নয়॥
জম রাজা দুতেরে কহিল জত বিধি।
দুতগন তেমতি করয়ে অদ্যাবদি॥
নামের মহর্ত্ত স্থনি রাজা পরিক্ষিত।
বড়ই আনন্দধারা পুলকে পুনিত॥
মুনিকে প্রণাম করে ভুমেতে লোটায়্যা।
কৃতার্থ করিলে নামের মহর্ত্ত স্থনায়্যা॥
তোমার কৃপায় প্রজা হইব উদ্ধার।
ইহা বলি প্রণাম করয়ে বারে বার॥
এই উপাক্ষ্যন জেবা স্থনয়ে শ্রবনে।
সর্ব্বপাপে মুক্ত হয়্যা জায় স্বর্গস্থানে॥
এত দুরে অজামিলে[র] উপাক্ষন সায়।
সপ্তম স্কন্দের কথা কবিচন্দ্র গায়॥

লিখিতং শ্রীনিমাঞি দাস॥ সন ১০৮৭ সাল। ভজ গিরিধারির পদ ভজিলে দুঃখ পাইবেক [না] রে॥

৩৮৫। গোবিন্দমঙ্গল—দাতাকর্ণ।

রচয়িতা—দ্বিজ কবিচন্দ্র। পত্র ১-৬, সম্পূর্ণ। দোভাঁজ-করা বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। কয়েকটি পাতার ধার গলিত। পরিমাণ ১৩×৪ ইঞ্চি। লিপিকাল ১০৮৪ সাল।

আরম্ভ,—

৭ শ্রীশ্রীকৃষ্ণঃ॥

বৈসম্পায়ন মুনি পুর্ব্বকথা কয়।
মহাভারথের কথা শুন জন্মেজয়॥
মহাভারথের কথা সুন একমনে।
পাপ তাপ দুরে জায় গোবিন্দগুনানে॥
সুমেরু সমান সর্ন্ন দ্বিজে দেই দান।
সভে বলে দাতা নাই কর্ন্নের সোমান॥
একবার জাব আমি কর্ন্নের নিকটে।
বুঝিব সে কর্ন্ন বির কেমন দাতা বটে॥
এই কথা মনে মনে ভাবি নারায়ন।
মায়া করি হইলা এক বৃর্দ্ধ যে ব্রাহ্মণ॥

ভণিতা,—

অনুমতি পায়্যা কর্ণ হাসে খল খল।
দ্বিজ কবিচন্দ্র গান গোবিন্দমঙ্গল॥

শেষ,—

তরুতলে বস্যাছেন নন্দের নন্দন।
অচেতন হয়্যা কর্ন্ন পড়িল তখন॥
চেতন করাল্য প্রভু মুখে জল দিয়া।
এ জস রহিল তব ভুবন ভরিয়া॥
কর্ন্নের স্তবেতে তুষ্ট হৈলা ভগবান।
নিজ স্থানে গেলা প্রভু হৈয়া অন্তধ্যান॥
কর্ণের সমান দাতা কেহ নাই হয়।
এত দুরে পালা সায় কবিচন্দ্রে কয়॥

ইতী দাতাকর্ণের পালা সোমাপ্ত হইল॥ লিখিতং শ্রীগৌরচরন দাস দর্ত্ত সাং জামশনা পঠনাথ শ্রীকিসোর দাস ইতী সন ১০৮৪ সাল তাং ২৮ আসাঢ়॥

৩৮৬। অক্রুরাগমন।

রচয়িতা—দ্বিজ কবিচন্দ্র। পত্র ১-১০; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি। পাতাগুলির বাম দিকের অংশ কতকটা করিয়া গলিত। পরিমাণ ১৩×৪॥০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১১০০ সাল। বিষয়—কংসপ্রেরিত অক্রূরের সহিত কৃষ্ণ ও বলরামের মথুরায় গমন।

আরম্ভ,—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ॥

তবে রাজা যক্রুরে যানিল ডাক দিয়া।
রাম কৃষ্ণ দুটি ভাই ঝাট যান গিয়া॥
করিব ধনুর যজ্ঞ করহ গমন।
সুনিঞা যক্রুর হইল যানন্দিত মন॥
রথ চড়িয়া অক্রুর চলিল ত্বোরায়।
অষ্টাঙ্গে প্রণাম করে গোবিন্দের পায়॥
মনে মনে যক্রুর করেন যভিলাস।
জনম সফল হবে দেখি শ্রীনিবাস॥

শেষ,—

…তে গোপী সব কন্ননা করেন।
হেথা রাম কৃষ্ণ দুহে মথুরা গেলেন॥
দ্বিজ কবিচন্দ্রে গাএ পুরানের সার।
একমনে জেই সুনে জন্ম নাহি তার॥

ভাগবতামৃতরস কবিচন্দ্রে গায়।
এত দূরে যক্রুর যাগমন হইল সায় ॥*॥

ইতি যক্রুর যাগমন সমাপ্ত॥ ইতি সন ১১০০ সাল তাঃ ৫ ভাদ্র যথা দিষ্টং [ইত্যাদি।] লিখিতং শ্রীনীরঞ্জন দেবসর্ম্মা॥ [সা]কি[ন] সোনামুখি লালবাজার॥ সাঃ পলাসডাঙ্গা॥

৩৮৭। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ।

রচয়িতা—দ্বিজ কবিচন্দ্র। পত্র ২-৭, ১০; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি। কয়েক পৃষ্ঠার লেখা মুছিয়া গিয়াছে। পরিমাণ ১১৷০ × ৪ ইঞ্চি। লিপিকাল ১১৩০ সাল।

শেষ,—

দ্রোপদিকে রক্ষা [করি] প্রভু ভগবান।
দ্বারকা চলিল কৃষ্ণ জথা নিজ স্থান॥
বৈসম্পায়ন বলে সুন জর্ম্মেজয়।
পরের করিলে মন্দ আপনাকে হয়॥
পরক্ষাতি পরনিন্দা করে জেই জন।
মরিলে না মুক্তি হয় নরকে গমন॥
এত যুনি জর্ম্মেজয় কান্দিয়া বিকল।
দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় গোবিন্দমঙ্গল॥

জথা দিষ্টং [ইত্যাদি।] পুস্তক শ্রীপাচু তাতি সাং পাত্রসায়ের লিখিতং শ্রীরামকৃষ্ণ সরকার সাঃ নিজ গ্রারাম ইতি সন ১১৩০ সাল তাং ১৬ পোষ রোজ রবিবার॥

৩৮৮। অঙ্গদরায়বার।

রচয়িতা—দ্বিজ কবিচন্দ্র। পত্র ১-১২; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ১১ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ১১৸০ × ৪৷৷০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১১০০ সাল। ৪র্থ এবং ১১শ পত্রে ১২০১ সাল লেখা, কিন্তু তাহা অন্য হাতের।

আরম্ভ,—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণঃ।

বন্দো গেলা সিন্ধু শ্রীরামচন্দ্র হইলা পার।
বানরে বেড়িল গিয়া লঙ্কার দুআর॥
শ্রীশ্রীসুগ্রিব বলেন মিতা আর কেনে বিলম্ব।
করে কেম্নে রাবণ রাজা জুদ্ধের আরম্ভ॥
সাগরপার বলে তার বড় ছিল ঘাটনি।
সে বল ফুরাল এখন কি বলে তা সুনি॥
শ্রীরাম বলেন মিতা জাবেক কোন জনে।
সুগ্রীব বলেন মিতা তাই ভাবিছি মনে॥

মধ্য,—

যঙ্গদ বলে সত্য কথা কসি ইন্দ্রজিতা।
এতেক রাবন বসাছে সব তোর কি পিতা॥
এতেক বাপের তেজ নইলে লঘু গুরু না মানিস।
এতেক বাপের তেজ নইলে ইন্দ্র বেন্দা যানিস॥
ধন্য রানি মুন্দদরি সাভাস তোর মাকে।
এক জুবতি সতেক পতি ভাব কেমনে রাখে॥
—৬ পত্র।

শেষ,—

সুনিয়া যানন্দ বড় ঠাকুর রঘুনাথ।
যঙ্গদের পিষ্টে বুলান পদ্মহাত॥
রঘুনাথ বলে বাছা বেলার কুমার।
ভুবনে জস কিত্তি রহিল তোমার॥
শ্রদ্ধা করিআ জেবা সুনে রায়বার।
পাপমুক্তি সুরা পান না থাকে তাহার॥

রসিক জনার মুখে সুনিতে য়ানন্দ।
রায়বার রচনা করিল কবিচন্দ্র॥

ইতি য়ঙ্গদ রায়বার সমাপ্তি সন ১১০০ সাল পাটক শ্রীকমলাকান্ত দেবশর্ম্মা সাঃ পলাশডাঙ্গা তা ২ দুই দিন শ্রাবনের ২ দিনে।

৩৮৯। রাধিকামঙ্গল।

রচয়িতা—দ্বিজ কবিচন্দ্র। পত্র ৩-১১; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। কয়েকটি পাতার ধার ছেঁড়া। পরিমাণ ১৪ × ৪॥০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৪৯ সাল।

পুথিখানির নাম রাধিকামঙ্গল; কিন্তু রাধিকার কথা ছাড়া আরও কয়েকটি বিষয় ইহাতে অধিক আছে। ৩ হইতে ৬ পত্রের মধ্যে এই বিষয়গুলি দেখা যায়,—১ সোনার গেঁড়ুর জন্য কৃষ্ণ কর্ত্তৃক গোপীগণের বস্ত্র আকর্ষণ, ২। পূজারত নন্দের সম্মুখে চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপে কৃষ্ণের আত্মপ্রকাশ, ৩। নন্দালয়ে এবং গোপীগণের গৃহে—উভয় স্থানে একই সময়ে কৃষ্ণের অবস্থান, ৪। রাধিকা ও কৃষ্ণের মার্জ্জার ও মূষিকমূর্ত্তি ধারণ। ইহার পর ৬ষ্ঠ পত্রের শেষ অংশ হইতে রাধার কলঙ্কভঞ্জন আরম্ভ হইয়া ১১শ পত্রে সমাপ্ত হইয়াছে।

শেষ,—

কলঙ্কিনি বল্যা মোরে দিল গালাগালি।
সভার মাথায় দিলাম কলঙ্কের ঢালি॥
আমি বৈদ্য মুক্তি হৈনু নারিলে চিনিতে।
সহস্র ধারায় ছিৎ কৈল কলসিতে॥
এখন নিশ্চিন্দি হয়্যা থাক গিয়া ঘরে।
নিভয়েতে জাব আমি তোমার মন্দিরে॥
এত বলি জান কৃষ্ণ হাসিয়া নাচিয়া।
জসদার কোলে কৃষ্ণ চাপিলেন গিয়া॥
জসোদা বলেন বাপু কোথা ছিলে তুমি।
তোমাপুত্র হারাইয়া মর্য়াছিলাম আমি॥
সুন সুন ওরে পুত্র সোনার গুনমুনি।
তোমার নাগিয়া বাছা মর্য়াছিনু আমি॥
কৃষ্ণ পেয়া জসমতি আনন্দ হইল।
কোলে কর্য়া নন্দঘোস নাচিতে লাগিল॥
রাধিকামঙ্গল দ্বিজ কবিচন্দে গায়।
এতদুরে রাধিকামঙ্গল হইল সায়॥

ইতি রাধিকামঙ্গল কলঙ্কভঞ্জন সমাপ্ত॥ জথা দিষ্টং [ইত্যাদি।] লিখিতং শ্রীমোদুসুদন ঠাকুর পঠক শ্রীগদাইচন্দ মম॥ সাকিম রাধানগর: সন ১২৪৯ সাল তারিখ ১৪ ভাদ্য॥ রোজ সমবার তিথি কৃষ্ণা অষ্টমি: অথাত শ্রীশ্রীজিউয়ের জন্মজাতা॥

৩৯০। কংসবধ।

রচয়িতা—দ্বিজ কবিচন্দ্র। পত্র ১-৮; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১১ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ১৩॥০ × ৪॥০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২২৯ সাল।

আরম্ভ,—

৭ শ্রীশ্রীরামঃ॥
অথো কংসবধ লিক্ষতে॥
নন্দ আদি গোপ জত করি স্নান দান।
সভে মেলি আসিয়া করিল জলপান॥
চাঁছি ছেনা লাড়ু দুহে করিয়া ভক্ষন।
অবসেসে গিয়া অক্রুর করিল ভোজন॥

সকটে খুসবে দেখাইয়া পানি।
সকটে সকটে সব যুড়িলেন আনি॥
রামকৃষ্ণ চলিলেন রথ সন্থধানে।
রথে চড়ি সিঙ্গা বেনু করিলা নিসানে॥

শেষ,—

জে কিছু কহিলাম ভাই সাধুক্রপালেসে।
মোর শক্তি নাই ইথে করিতে প্রবেসে॥
এই সব কথা বহু বিস্তারিত।
কিঞ্চিৎ কহিলাম বিস্তারিয়া মাত্র॥
ব্যাসের আদেসে মাত্র কবিচন্দ্র গায়।
এত দুরে কংস রাজার বধ হৈল সায়॥

কংসবধ পালা সমাপ্তং ইতি পাঠক শ্রীবিশ্বনাথ কর্ম্মকার সাং গড়বেতা পং বগড়ি সরকার গোওালপাড়া সন ১২২৯ সাল ২৮ অগ্রাহায়ন॥

৩৯১। প্রসাদচরিত্র।

রচয়িতা—দ্বিজ শঙ্কর কবিচন্দ্র। পত্র ১-১৬; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ১৩৷৷০ × ৪৷৷০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২১৪ সাল।

আরম্ভ,—

৭শ্রীশ্রীরাম।
প্রসাদচরিত্র লিক্ষতে॥

সুকদেব কহে রাজা কর অবধান।
একচিত্ত হয়্যা সুন প্রসাদ উপাক্ষান॥
মুনি কহে এক মুখে কি কহিব আমি।
মন দিয়া তত্ত্বতথা সুন রাজা তুমি॥
গলায় বান্ধিয়া মঞ্চ রাজা পরিক্ষিত।
একচিত্ত হয়্যা সুনে প্রসাদচরিত॥
প্রসাদচরিত্র মন দিয়া সুন সর্ব্বে।
ব্রহ্মার বরে দেবতা গন্ধর্ব্ব জিনে পুর্ব্বে॥

ভণিতা,—

পিতার বদন হেরি প্রসাদ কহেন।
সংখেপে সে সব কথা সঙ্কর রচেন॥

শেষ,—

প্রসাদে কহেন হরি মোর বাক্য ধর।
এই রায্য মন্বন্তর তুমি ভোগ কর॥
আমারে পাইবে তুমি জায়্যা অন্তঃকালে।
জন্মে জন্মে রহু ভক্তি মোর পদতলে॥
তোমার আমার কিত্তি জেই জন শুনে।
ভবসিন্ধু মুক্ত হয়্যা জায় স্বর্গস্থানে॥
অষ্টম স্কন্ধের কথা অমৃতসমান।
ভাগবতামৃত দ্বিজ কবিচন্দ্র গান॥

ইতি প্রসাদচরিত্র সমাপ্ত পাঠক শ্রীমাধবচন্দ্র মহাপাত্র ইতি সন ১২১৪ সাল তারিখ ২৮ আসাড় রোজ রবীবার বেলা ছয় দণ্ড ওক্তে পুস্তক সমাপ্ত হইল রঘুনাথ মিত্রীর পুত্র শ্রীজগন্নাথ মিত্র নামে। এ পুস্তক লিখিলাম আমি খুনডাঙ্গা গ্রামে॥

৩৯২। লক্ষ্মণের শক্তিশেল।

রচয়িতা—দ্বিজ কবিচন্দ্র। পত্র ১-৯ সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১১ হইতে ১৪ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ১৪৷৷০ × ৫ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২২৮ সাল।

আরম্ভ,—

৮৭শ্রীশ্রীকৃষ্ণ॥ শ্রীশ্রীরামঃ॥
লক্ষনের শক্তিশেল লিক্ষতে॥

তারিখ ২১ বৈশাখ সন ১২২৮ বার শও আটাইশ সাল লিখিতং শ্রীরাইচরণ নিওগী—

মরিল রাক্ষশ জত শন্য হইল পুরি।
অবিরত মোহে কান্দে শভাকার নারি॥
দিবানিশী মন্দোদরি যুনিয়া রোদন।
কোপ করি রনমাঝে শাজে দসানন॥
হেন দশাননে বলে মন্দোদরি।
আপনার দোশেতে মজালে লঙ্কাপুরি॥

শেষ,—

হনু বলে আমি নাঞি জানি তুমা বিনু।
এত বলি সর্ব্বাঙ্গে মাখিল পদরেনু॥
চরনে ধরিয়া বলি আমী অনুগত।
বিকাইলাম রাঙ্গা পায় জনমের মত॥
রাবনে মারিয়া কর শীতার উর্দ্ধার।
অজোধ্যায় চল যুধে বিভিসনের ধার॥
লক্ষন পাইল প্রান ডাকে রামজয়।
রাবন শাজিল রনে কবিচন্দ্রে গায়॥

এত দুরে শক্তিশেল হইল সমাপ্ত॥ জথা দিষ্টং তথা লিখিতং। লিখিতং শ্রীরাইচরন নিওগী সাং বেল্যাতোড় সন ১২২৮ সাল তারিখ ২৪ বৈশাখ শনিবার যুক্লপক্ষে চোথুর্থি বেল্যা আন্দাজী ছয় দণ্ডর ওক্তে সাং গোপীনাথপুরে গোকুল গরাঞীর গুয়াল ঘরে উর্ত্তর মোখে মাচেতে বসিয়া গুয়ালিঘরখানি উর্ত্তরদুয়ারি ও পুর্ব্বদুয়ারি নিক্ষক দেখিয়া কেহ দোশ নাঞী নবে। অযুর্দ্ধ হইলে শভে যুর্দ্ধ করি দীবে॥

৩৯৩। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ।

রচয়িতা—দ্বিজ কবিচন্দ্র। পত্র ১-৯; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। পাতা গলিত ও জীর্ণ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্ক্তি করিয়া লেখা। পাতার ধার গলিয়া যাওয়ায় প্রায় দুই পঙ্ক্তি করিয়া প্রতি পত্রে নষ্ট হইয়াছে। তিন জন লেখকের হস্তাক্ষর আছে। পরিমাণ ১৪॥০ × ৪॥০ ইঞ্চি; লিপিকাল ১২৫৯ সাল।

ভণিতা,—

পঞ্চ ভাই ভাবে মনে আমার্দ্দের কৃষ্ণ বিনে
ত্রিজগতে কেবা আছে আর।
দ্বিজ কবিচন্দে কয় সুন প্রভু দআম[য়]
নর্জার সাগরে কর পার॥

শেষ,—

দ্রোপদিকে রক্ষা করি দেব নারায়ন।
গোরূড়ে চাপিয়া গেলা বৈকর্ণ্ঠভুবন॥
বৈশম্পায়ন বলে সুন জন্মেজয়।
পরের করিলে মন্দ আপনার হয়॥
পরনারি পরনিন্দা করে জেই জন।
মরিলে অবস্য তার নরকে গমন॥
জন্মেজয় স্বনিঞা এ সব বিবরন।
পুলকে পুন্নিত যঙ্গ প্রসন্ন নয়ন॥
ব্যাসের আদেসে দ্বিজ কবিচন্দ্রে কয়।
হরি বল সব্বে পালা হইল স্যায়॥

ইতি বস্তহরন সমাপ্ত। ভিমস্তাপী রনে ভঙ্গ [ইত্যাদি।] লিখিতং শ্রীলোকনাথ দাস বৈরাগ্য॥ ইতি সন ১২৫৯ সাল॥......

৩৯৪। দাতাকর্ণ।

রচয়িতা—দ্বিজ কবিচন্দ্র। পত্র ১-৭; সম্পূর্ণ। দোভাঁজ-করা বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্ক্তি। পরিমাণ ১২॥০ × ৪।০ ইঞ্চি; লিপিকাল ১২০৪ সাল।

শেষ,—

কর্ণেরে কহেন প্রভু সুনহ বচনে।
পাইবে আম্মারে গিয়া বৈকুণ্ড ভুবনে॥
এতেক বলিয়া হরি হইলা অন্তধ্যান।
সপ্তম স্কন্ধের কথা কবিচন্দে গান॥
গোবিন্দ চলিলা সিগ্র্ বৈকুণ্ঠ ভুবনে।
পুত্রে রায্য দিয়া কর্ণ করিলা গমনে॥
কর্ণ পদ্মা দুই জনে হইলা বিদায়।
এত দুরে দাতা কর্ণের পালা হইল সায়॥

জথা দিষ্টং [ইত্যাদি।] পাঠক শ্রীগুরুচরণ দর্ত্ত গন্ধবণ্নিক সাকিম পাত্রসাহের সাহেবগঞ্জ চাকলে বিষ্ণুপুর।...ইতি সন ১২০৪ বার সও চারি'সাল তারিখ ২৬ কার্ত্তিক॥

৩৯৫। দুর্ব্বাসার পারণ।

রচয়িতা—দ্বিজ কবিচন্দ্র। পত্র ১-৬; সম্পূর্ণ। দোভাঁজ-করা বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১১ পঙ্ক্তি। কয়েকটি পাতার অক্ষর কিছু অস্পষ্ট হইয়াছে। পরিমাণ ১৪ × ৪৸৹ ইঞ্চি। লিপিকাল নাই।

ভণিতা,—

তবে কেনে নাঞি আল্যে কান্দ্যা মরি বাম হলে
দুর কর দুর্ব্বাসার ভয়।
চক্রবর্ত্তি মনিরাম অসেস গুনের ধাম
তস্য সুত কবিচন্দ্র কয়॥—২ পত্র।

শেষ,—

দ্রোপদিরে একে একে কহিল সকল।
দুর্ব্বাসা পালায়্যা গেল পাঅ্যা প্রতিফল॥
তোমার দুরন্ত মায়া কে বুঝিতে পারে।
এ ঘোর সমএ নাথ বাঁচাইলে মোরে॥
দ্রৌপদিরে রমানাথ করিয়া সান্তনা।
দ্বারকায় গেলা কৃষ্ণ ঘুচায়্যা জন্ত্রনা॥
এই কথা জেই জন করএ শ্রবন।
রোগ সোক ঘুচে তার বিপদ জন্ত্রনা॥
দ্বিজ কবিচন্দ্র গান ব্যাসের কৃপায়।
হরি হরি বল সভে পালা হল্য সায়॥

জথা দিষ্টং [ইত্যাদি।] লিখিতং শ্রীগকুলদাস চন্দ......পঠনার্থ শ্রীধরনি দাস॥

৩৯৬। উদ্ধবসংবাদ।

রচয়িতা—দ্বিজ কবিচন্দ্র। পত্র ১-২৩; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৪ হইতে ৯ পঙ্ক্তি। পরিমাণ ১৪ × ৫ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৫৬ সাল। পুথির শেষে "শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ইতি" বলিয়া লেখা থাকিলেও অনেকখানি অংশ যে লিপিকর ছাড়িয়া দিয়াছে, তাহা স্পষ্ট বোঝা যায়। পুথির বিষয়—ব্রজবাসীদিগকে সান্ত্বনা দিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক উদ্ধবকে দূতরূপে প্রেরণ এবং উদ্ধবের নিকট ব্রজবাসিগণের দুঃখ বর্ণনা।

আরম্ভ,—

৭ শ্রীশ্রীহরি।
উদ্ধবসংবাদ আরম্ভ।

বৃন্দাবন পাসরিতে নারেন মাধবে।
বনাল্যা নবিন কুঞ্জ বৃন্দাবন ভাবে॥
তাহাতে বসিল্যা কৃষ্ণ উদ্ধব সহিতে।
ভাবিতে নাগিল্যা কিছু গোপিকার হিতে॥
গোকুলে গোপিনি সঙ্গে জত কৈলা লিলা।
সে সব স্বঙরি কৃষ্ণ অবস হইল্যা॥

সজল নয়ন দুটী বৃন্দাবন ভাবে।
নিজ মর্ম্মকথা কৃষ্ণ কহেন উদ্ধবে ॥

শেষ,—

জদবধি মধুপুরে গিয়াছে কানাই।
তদবধি ধেনু নয়া বনে নাই জাই ॥
এই দেখ ধেনুগন চক্ষে জলধারা।
হাম্বা রব করি ডাকে চাহিয়া মথুরা ॥
গোপ গোপিগন আসি দাণ্ডাইল তথা।
কহিবে কৃষ্ণের আগে আমার্দ্ধের কথা ॥
জদবধি মধুপুরে গিয়াছে কানাই।
তদবধি পিকুরব সুনিতে না পাই ॥

শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ইতি সন ১২৫৬ সাল তারিখ ১লা জোটী ॥

৩৯৭। প্রসাদচরিত্র।

রচয়িতা—দ্বিজ কবিচন্দ্র। পত্র ১-৬; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। পুথির অবস্থা জীর্ণ। লেখা অনেকাংশ মুছিয়া গিয়াছে। যতটা পড়া গেল, তাহাতে উল্লেখযোগ্য কিছু পাওয়া গেল না। পরিমাণ ১৩॥০ × ৪॥০ ইঞ্চি। শেষ অংশ খণ্ডিত বলিয়া লিপিকাল প্রভৃতি নাই।

ভণিতা,—

এত সুনি প্রসাদ রাজারে কিছু কয়।
ভাগবতামৃত দ্বিজ কবিচন্দ কয় ॥

৩৯৮। গুরুদক্ষিণা।

রচয়িতা—শঙ্কর কবি। পত্র ২-১৪; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি। দুই সংখ্যক পত্র মধ্যদেশে ছিন্ন। দুই তিন জন লেখকের হস্তাক্ষর আছে। পরিমাণ ১৪ × ৪৸০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৩৫ সাল।

আলোচ্য পুথিখানি আকারে একটু বড় এবং শেষ অংশে বিদ্যাশিক্ষান্তে শ্রীমতী রাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলনের কথা আছে।

দ্বিতীয় পত্রের আরম্ভ,—

৺৭ শ্রীশ্রীহরি।

পণ্ডিতসভাতে কৃষ্ণ নাহি কহে কথা।
হ্রিদগুনে বসুদেব বড় পাইল বেথা ॥
সপ্ত ঘোটী বেলা হৈল দুতিয় প্রহর।
সভা ভাঙ্গি গেলা হরি নিজ বাসঘর ॥
ঘরে গিয়া বাপ মাকে একলি কহিল।
সভাতে বসিয়া আজি বড় লজ্জা পাইল ॥
এ সব জানিলাম আমি মোথুরায় আসিয়া।
বড় লজ্জা পাইলাম সভাতে বসিয়া ॥
পাঠ নাহি পড়ি মাতা গোকুল নগরে।
গোধন রাখিতে গেলা এ বার বৎসরে ॥
ইবে সে জানিলাম আমি মোথুরা আসিয়া।
বড় লজ্জা পাইল মাতা সভাতে বসিয়া ॥

শ্রীকৃষ্ণের বিদ্যাশিক্ষা,—

গুরুকে বন্দিয়া হরি পড়েন হরিসে।
ছয় মাসের পাঠ পড়েন একুই দিবসে ॥
অক্ষর পড়িয়া রিসি পড়িল বিধান।
সর্ব্ব সাস্ত পড়ি দুহে হইল বুদ্ধিমান ॥
কতক গিহস্ত পড়ি হরি সকলি জানিল।
চারি বেদ পড়ি দুহে জ্ঞানি উপজিল ॥
চোসষ্টী দিবসে বিদ্যা চোসষ্টী সিখিল।
বিদ্যা সিক্ষ্যা দেখি গুরু ত্রাস উপজিল ॥

কাব্য অলঙ্কার সিখি নাটক নাটিকা :
পুরান ভাগবত সিখি আউড়িয়া টিকা ॥
নানা রসকলা হরি নিখিল নৃত্য গিত।
বহুত বিগ্যা সিখিল হরি সিগালচরিত ॥
সিগালচরিত্র আর কাগচোরিত্র পড়ি।
নাগরি আদি বিদ্যা সিখিল গারড়ি ॥
খেত্রিবিদ্যা সিখিলেন ছত্রিস অক্ষরে।
পৃথিবির জত বিদ্যা নহে অগোচরে ॥
বিদ্যা সিখিল্যা কৃষ্ট বড় রিষ্ট হইলা।
দক্ষিনা মাগহ বলি গুরুকে কহিলা ॥ ৮ পত্র

ভণিতা,—

কৃষ্ণের চরিত্র এই গাইল সঙ্কর।
এ ঘোর সাগরে পার কর দামোদর ॥

শেষ,—

কতক রাত্রি গেল হৈল দিতিয় পহর।
......ন্দে গেলেন প্রভু রাধিকার ঘর ॥
কৃষ্ণকে দেখিয়া রাধা আনন্দ হইল।
জতেক মনের......পাসুরিল ॥
পালঙ্কে সয়ন করিল রাধিকা কানাই।
সুখের সাগরে ভাসে সিমা দিতে নাই ॥
অভিমন বর দেহ দেব গদাধর।
গুরুদক্ষিণা সাঙ্গ হইল গাইল সঙ্কর ॥

ইতি গুরুদক্ষিণা সমাপ্ত। ইতি সন ১২৩৫ সাল তারিখ ৯ কাত্রিকা বারে সনিবার ॥ সাং রাধানগর বেলা দণ্ড দুই থাকিতে সমাপ্ত হইল —জথা দিষ্টং [ইত্যাদি।]

৩৯৯। উদ্ধবসংবাদ।

রচয়িতা—দ্বিজ কবিচন্দ্র। পত্র ১-১১; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১১ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ১৫×৫ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৫৮ সাল।

ভণিতা,—

সুনিয়া এ সব কথা অন্তরে বাড়এ বেথা
বিরহ য়ানল উথলয়।
দ্বিজ কবিচন্দ্রে ভনে তরঙ্গ নদির বানে
তাহা কি বালির বান্ধে রয় ॥—৬পত্র

শেষ,—

ব্রেজবাসি আছে জত গোপ গোপিগন।
পসু পক্ষ্য আদী সভে করএ রোদন ॥
জমুনাতে পড়ে আসি সেই অশ্রুজল।
তাহাতে জমুনা নদি হইয়্যাছে প্রবল ॥
এতেক বচন জদি উদ্ধব কহিল।
সুনিয়া সভার প্রেম বাড়িতে লাগিল ॥
শ্রীকৃষ্টমঙ্গল দ্বিজ কবিচন্দে ভোনে।
দসম স্কন্দের কথা উদ্ধব গমনে ॥

ইতি উদ্ধবসংবাদ সংপুন্ন ॥ জথা দিষ্টং [ইত্যাদি।] লিখিতং শ্রীলোকনাথ পাল সাং বাদগাছা মোং মাছখাণ্ডা পরগনে খণ্ডঘোষ সন ১২৫৮ সাল বার সত আটান্ন সাল তাং ১৯ কার্ত্তিক বার মোঙ্গল দিবস ১ পোহরের সময় সোমাপ্ত হইল।

৪০০। কৃষ্ণলাবণ্যলীলা।

রচয়িতা—দ্বিজ কবিচন্দ্র। পত্র ১-৫; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ৯ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১৩৷৷০ × ৪৷৷০ ইঞ্চি। লিপিকরের নাম ও তারিখ নাই। বিষয়—গোপীগণ কর্ত্তৃক যশোদার নিকট কৃষ্ণের দৌরাত্ম্য কথন।

আরম্ভ,—

শ্রীশ্রীহরিঃ ॥

বাল্যলীলা লিক্ষতে ॥

জমুনার জলে খেলে বহু ঝি সিনানে গেলে
অপমানের সিমা আর নাঞি।
কার গাঅ দেয় মাটি কার নেয় তেলের বাটি
ঘাটে রাখে তিন প্রহর তাঞি ॥

নিরবধি বুলে সাথে না জানি তাহার হাথে
কোন দিন কোন ঠাঞি ঠেকি।
অসেষ প্রকারে তারে নিবারিতে কেহ নারে
উপায় কি হবে বল দেখি ॥

কেহ বলে কিবা হবে জড় হআ জাই সভে
এক বার ব্রজ ছাড়্যা জাই।
রাজাকে আদ্দাস কর্য়া নিআ জাই উহাকে ধর্য়া
ইহা বৈই যুক্তী নাই মাই ॥

কেহ বলে কার তরে দ্রব্যজাত থুআ ঘরে
ছাড়্যা জাব উদাসিন হআ।
স্থির হআ সভে থাক এদিন আইলে বাধ্যা রাখ
দেখি কার সঙ্গে জাই নৈআ ॥ ইত্যাদি।

শেষ,—

এ বোল বলিআ রানি ধরিলেন চক্রপানি
আনি পাছে পালাইআ জায়।
মোহাপ্রভু মোহাসয় মাএরে করিআ ভঅ
সাধন করেন গোপিকায় ॥

এ বার তোমার ঘরও আর জত্যাপি দেখা পাও
সভাই রাখিহ আমাঅ বান্ধ্যা।
বান্ধিবার নাম সুনি জসমতি ঠাকুরানি
আকুল হইল তখন কান্দ্যা ॥

ও মোর পরান হরি আইস্য বেন কোলে করি
বলে বা না বলে কুছাবানি।
আমার হয়ে হওক পরিবাদ এ বড় মোনেতে সাদ
লোকে বলে কৃষ্ণের জননি ॥

আমার পরান তুমি তোমা না দেখিলে আমি
তিলে কত হারা হই হেন মানি।
দারুন কংসের চর ফিরে তারা নিরন্তর
হাপুতি কর্য়াঅ পাছে জানি ॥

কবিচন্দ্র বলে বানি হেদে গো নন্দের রানি
এত ভঅ কর তুমি কারে।
গোবিন্দ গোলকপতি অখিল জিবের গতি
কেবা তার কি করিতে পারে ॥

শ্রীশ্রীহরিঃ। ইতি শ্রীকৃষ্ণলাবন্যলিলা সমাপ্তঃ ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রায় নমঃ ॥

নির্ঘণ্ট।